মালফুযাত-ই-আ'লা হযরত

শাহজাদা আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত
মুফতি আযম মাওলানা মুস্তফা রেযা বেরলভী (রহঃ)

◈ **গ্রন্থের নাম**
মালফুযাত-ই আ'লা হযরত

◈ **মূল**
শাহজাদা-ই আ'লা হযরত তাজেদারে আহলে সুন্নাত
মুফতি মাওলানা মোস্তফা রেযা বেরীলভী (রাহ.)

◈ **ভাষান্তর ও সম্পাদনা**
মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী
মোবাইল : 01818-810482

◈ **গ্রন্থস্বত্ব** : প্রকাশক

◈ **প্রকাশকাল**
১ অক্টোবর ২০১৩ ইং

◈ **কম্পোজ, প্রচ্ছদ ডিজাইন ও মুদ্রণে**
আল মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : 01718-387101

◈ **প্রকাশনায়**
আল মদিনা প্রকাশনী, ১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : 01819-513163 / 01825-384232

মূল্য : ৩২০ [তিনশত বিশ] টাকা মাত্র।

Malfuzat-e A`la Hazrat, By : Mufti Mv. Mustafa Reza Berelovi (Ra.). Translated & Edited By : Mawlana Md. Mujibur Rahman Nizami. Published By : Mohammad Eliyas, Al-Madina Prokhasoni. Price: Tk: 320/-

بسم الله الرحمن الرحيم

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
[File taken from YANABI.IN]
REDUCED TO [43MB TO 32 MB]
SunniPedia.blogspot.com
1st 43 page is unclear than all r clear

মালফুযাত ঃ অবস্থান ও মর্যাদা

মুহাম্মদ শিহাবুদ্দিন রজভী
সম্পাদক : সুন্নী দুনিয়া, বেরীলি

ভারত বর্ষে মালফুযাত সম্পাদন ও বিন্যাসের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। মধ্য যুগীয় ফার্সী সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ মালফুযাত আকারে সংরক্ষিত। আরবীতেও মালফুযাত এর সূচনা হয়েছে। তবে উর্দু ও ফার্সীতে এ ধারা অধিক বিস্তার লাভ করেছে। মালফুযাত বিষয়ে উর্দু ও ফার্সী ভাষায় বিশটি গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তা এভাবে বুঝতে হবে যেভাবে প্রাচীন কালে বিভিন্ন লোক লিপিবদ্ধ ও বর্ণনা করতেন অনুরূপভাবে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় বিভিন্ন কথা ও কাহিনী শ্রবণ করতঃ বর্ণনা করার নাম মালফুযাত হয়ে যায়। উক্ত মালফুযাত গুলোর বিশুদ্ধতা প্রায়ই বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। মালফুযাতকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করা যায়। বর্তমানে ধর্মতত্ত্ব ও মাজহাব বিষয়ক মালফুযাত রচিত হয়েছে।

আ'লা হযরত আহমদ রেজা ﷺ-এর মালফুযাত ও অন্যান্য মালফুযাতের আঙ্গিতে রচিত তবে উহাতে ঘটনা প্রবাহ যেমনি আছে তেমনি আছে কাহিনী ও বর্ণনা, কুরআনের জ্যোতি, হাদিসের সম্ভার, মা'রফতের ঝলক, হাকিকতের নিরব বর্ণনা, মুজাহিদা, রিয়াজত ও ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন সমাধান। আরো আছে জ্ঞান বিজ্ঞান, তথ্য-তত্ত্বের সমাহার। যা হোক আ'লা হযরতের সমস্ত মালফুযাত ও বাণী সমূহ কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত করা যাবে। ভারত বর্ষে মালফুযাত লেখার সূচনা হয় হযরত আমির হাসান আল্লামা সনজীরির সংকলনে হযরত শাইখ নেজাম উদ্দি মাহবুব এলাহীর মালফুযাতের মাধ্যমে। তার নাম ছিলো فوائد الفواد (ফওয়ায়িদুল ফুয়াদ) 'সিয়ারুল আউলিয়া' গ্রন্থকার লিখেন, "দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা, কল্যাণ ও বরকত লাভের নিমিত্ত আমির খসরু ﷺ নিজের যাবতীয় লিখিত ও রচিত গ্রন্থের বিনিময়ে উক্ত মালফুযাত নেয়ার খুবই আগ্রহী ছিলেন।" শাইখুল আউলিয়া হযরত নেজাম উদ্দিন আউলিয়ার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রয়োগ ও বরকতে ভারত বর্ষের বিভিন্ন খানকাহতে মালফুযাত রচনা শুরু হয়।

মালফুযাতের অবস্থান একটি জীবনি গ্রন্থের আদলে হয়। যেখানে থাকে বিক্ষিপ্ত মনি মুক্তা। থাকে একজন বিখ্যাত অলির জীবনালেখ্য, তাঁর ইবাদতের বর্ণনা, শিক্ষা ও দর্শন, মূল্যবান উপদেশাবলী, তার বৈচিত্রময় জ্ঞান ভান্ডার ইত্যাদি মালফুযাত এ সন্নিবেশিত করা হয়।

এ ধরনের পুস্তক রচনা ও সম্পাদনায় দু'টি মহান চরিত্র কার্যকর থাকেন। যাঁর বাণী ও উপদেশাবলী থাকে তিনি তা নিজে সম্পাদন করেন না বরং তার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছাত্র, ফয়জ ও আশীর্বাদ পুষ্ট খলিফা প্রত্যক্ষ রূপে যা কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন তা লিপিবদ্ধ করেন।

মালফুযাতের সম্পাদনায় স্বচ্ছ আক্বিদা বিশ্বাস, ভাগ্যবান হাতের পরশ বড়ই ভূমিকা রেখেছে। মালফুযাতের সম্মানিত সংকলকগণ নিজ নিজ মুর্শিদের পবিত্র বাণী, পূতঃপবিত্র জীবনধারা, শিক্ষা ও উপদেশ যেভাবে শুনতেন সেভাবে সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার প্রণান্তকর চেষ্টা করতেন। এহেন সতর্কতার দরুণ উক্ত বাণী সমূহ পরিবর্তন থেকে নিরাপদ রয়েছে। যে বাণীসমূহ উক্ত আধ্যাত্মিক মনীষীদের মুখ থেকে সময়ে সময়ে নিঃসৃত হয়, তাঁরা বিভিন্ন মাহফিলে নিজেদের জ্ঞান ও দর্শনকে সর্ব সাধারণের জন্য বোধগম্য করতে উপদেশ দেন। নিজেদের শীষ্য ও মুরিদদের প্রশ্নের আলোকে এরূপ উত্তর দেন যা অনেক তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়। তাঁদের বাণী ও জীবন চরিত দ্বারা এমন দুর্বোধ্য সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যার সমাধান ছিল আশাতীত। তাঁরা কোন আলোচনা করলে শরীয়তের নিরিখে করেন, চললে উত্তম আদর্শকে সামনে রাখেন, তাঁরা কারো সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হলে তাঁদের কথাসমূহ ফুলের মত কুঁড়িয়ে নেয়া হতো, তারা নিজেদের শিষ্যদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিলে তা পুস্তকে পরিণত হত, মুজাহিদা ও রেয়াজত করলে সাহাবীদের মাহফিলকে স্মরণ করিয়ে দেয়, জিকির মাহফিল করলে পশু-পাখি তা শ্রবণ করার জন্য তথায় চলে আসতো, ওয়াজ নছিহত করলে মানুষের অন্তর মোমের মত গলে যেত, তারা আবেগ আপ্লুত হয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দন করতে থাকে। ফলে উক্ত মাহফিল আশ্চার্য এক অভিনব মাহফিলে রূপান্তরিত হয়। তাঁদের উপদেশ ও বাণীসমূহ মানুষের চিন্তা-চেতনায় এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা সর্বক্ষণ প্রভুর স্মরণ ও মারফত সাগরে নিমজ্জিত থাকে। তাদের মুখ নিঃসৃত বাণী সমূহ আমাদের ভাষার উৎকর্ষ সাধনে কার্যকর সাহায্য করে, তা অধ্যয়নে পরম তৃপ্তি ও প্রশান্তি পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক, ঈমানী, চেতনাময়ী, চারিত্রিক শিক্ষার ঝর্ণাধারা মালফুযাত-এ দর্শনের পথের পথিকদেরকে আত্ম শুদ্ধির গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 'মালফুযাত' এ মরিচিকা ধরা অন্তরকে পরিস্কার করা হয়েছে। মৃতপ্রায় অন্তরকে উজ্জীবিত করা হয়েছে, অস্থির ও অশান্ত হৃদয়ে প্রশান্তির ছোঁয়া পাওয়া যায়, পথভ্রষ্টরা সত্যের পথ অর্জন করে, মালফুযাত-এ সিরাতুল মুস্তাকিম এর রূপরেখা আছে, 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' এর লক্ষ্যস্থল আছে, দুনিয়াবাসীকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তারা যেন নিজেদের মধ্যে উত্তম গুণাবলী সৃষ্টি করে, পূর্বসুরী

ও উত্তর সুরীদের পথ যেন ত্যাগ না করে যেন উত্তম চরিত্রের কষ্টি পাথর হয়ে যায়। রাসূল ﷺ-এর বাণীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, কুরআন ঈমানের রূহ, হাদিস জীবন পাথেয়- এ গুলোর শিক্ষা যেন বিস্মৃত না হয়, ইসলামী মনীষীদের জীবনালেখ্য তাদের সামনে আছে।

মালফুযাত অধ্যয়ন দ্বারা সৎ কর্মের প্রেরণা ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়, আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়, অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়, নিজের পরিবর্তিত কর্মের সঠিক সন্ধান পায় ফলে সে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার স্মরণে বিভোর থাকে। এর গভীর অধ্যয়ন দ্বারা অনুমান করতে পারে যে, আমাদের ইসলামী মনীষীরা নিজেদের কর্ম ও জিকির দ্বারা মানুষের বাহ্যিক কর্ম সমূহকে কিভাবে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন, অপকর্ম সমূহকে কিভাবে মূলোৎপাটন করতে চেয়েছেন মানুষের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার সমূহকে কিভাবে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন, অপকর্মের নেটওয়ার্ককে ছিন্ন করতে চেয়েছেন, উভয় চরিত্র ও সুন্দর পথ মানুষের মধ্যে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। মালফুযাত এর নিরব বর্ণনায় আপনি আধ্যাত্মিক উন্নতির পবিত্র পথ ও উন্নত সোপান পাবেন।

মালফুযাত-এ কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক দিক আলোকপাত হয়, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

মালফুযাত-এ সাধারণ মানুষের জীবনধারার সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। মালফুযাত-এ রাজা বাদশাহ ও প্রশাসকদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়, মালফুযাত-এ ইতিহাসের সন তারিখ এর সংকেত বিদ্যমান থাকে ঘটনাগুলোতে তারিখ ও সনের উদ্ধৃতি থাকে না তবে ঘটনা পরম্পরা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিকতার দিকে দৃষ্টি দিলে সঠিক তারিখ জানা যায়।

মালফুযাত এর সাহিত্যিক অবদান স্বীকৃত, সাধারণতঃ মালফুযাত এর ভাষা সহজ সরল হয়। মালফুযাত-এ ইসলামী মনীষীদের কারামত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর আলোচনা ও থাকে যা মানুষের ধ্যান ধারণার অনেক উপরে হয়, এগুলো আধ্যাত্মিক মহা সাধকদের বিশেষ অবস্থা বরং আধ্যাত্মিকতার জীবনি শক্তি।

ইমাম আহমদ রেযা ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব সার্বজনিন ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব যিনি ছোট বড় প্রায় এক হাজার কিতাব রচনা করে সত্যের সহায়তায় মূল্যবান দায়িত্ব আদায় করেন। মোস্তফা ﷺ-এর সুউচ্চ মর্যাদা ও মহানত্ব সম্পর্কিত না'ত সমূহের প্রতিধ্বনি এখনো এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকার ঐসব শহরে শুনা যায় যেখানে উর্দু ভাষাভাষি কিছু সংখ্যক মুসলমানও আছে।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ﷺ-এর জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশাল একটি ভান্ডার হচ্ছে মালফুযাত। যেখানে তাঁর বাণী সমূহ এবং মূল্যবান উক্তি সমূহ, সংকলন করা হয়েছে। যদিও এটি ইমাম আহমদ রেযা ﷺ-এর রচিত গ্রন্থ নয় তথাপি ইহা তাঁর মুখ নিঃসৃত খন্ড খন্ড মুক্তা, জ্ঞান ও হিকমতের মূল্যবান ভান্ডার। এটি মুফতি আজম মাওলানা মোস্তফা রেযা আ'লা হযরত ﷺ-এর জ্ঞান বিষয়ক মাহফিল ও সেমিনারের উক্ত মূল্যবান মণিমুক্তা ও বাণী সমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং মালফুয নামে চার খন্ডে তা প্রকাশ ও প্রচার করেন। ইমাম আহমদ রেজা ﷺ-এর বাণী ও মূল্যবান উপদেশ সমূহ ধারাবাহিক বর্ণনা অব্যাহত রাখতে পারেন নাই। মুফতি আজমের অত্যধিক ব্যস্ততা এ কাজ থেকে তাঁকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। একদিকে মুফতি আজম রেজভী দারুল ইফতার মুফতি ছিলেন অন্য দিকে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা ﷺ-এর মুখপাত্র ও সহযোগী ছিলেন, একদিকে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে ব্যস্ত ছিলেন অন্যদিকে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিমগ্ন ছিলেন, একদিকে সুন্নিয়তের তাবলীগে নিয়োজিত অন্য দিকে রাসূল ﷺ-এর শত্রুদের বিপক্ষে উলঙ্গ তরবারী নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। একদিকে নবী ﷺ-এর শত্রুদের দমনে অগ্রণী ভূমিকায় অন্য দিকে জমিয়তে রেজায়ে মোস্তফার পুরোধা এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মুফতি আজমকে ধারাবাহিক মালফুয রচনায় বাঁধা সৃষ্টি করে নতুবা মালফুযাতের এই চার খন্ড না হয়ে সুন্নি জনতা মালফুযাতের বিশাল ভান্ডার দেখতে পেতেন।

হযরত মুফতি আজমের মনে এই চেতনার উদয় হলো, "অত্যন্ত আক্ষেপের কথা যে এই অতি আশ্চার্য অবস্থা সমূহ ও দূর্লভ স্থান সমূহ অলিখিত থেকে যাবে এবং এই মূল্যবান রহস্যভরা বাণীসমূহ কিছু দিন পর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।" হুযূর মুফতি আজম ﷺ-এর বড়ই দয়া হচ্ছে এই যে, ইমাম আহমদ রেযা ﷺ-এর বাণী সমূহকে মুসলিম জাতির মাহফিলের আলোচ্যসূচী করেছেন। কেননা প্রেমিকদের স্বাভাবিক ও সৃষ্টিগত নিয়ম হচ্ছে তারা নিজেদের পীর মুর্শিদ ও ইমামের বাণী শুনতে অত্যন্ত ব্যাকুল ও আগ্রহী হয়। বিরহ বিচ্ছেদের ব্যথা তাদের অবস্থাদি ও বাণী সমূহের আলোচনা দ্বারা প্রশমণের চেষ্টা করেন। তা ভালবাসার আধিক্য ও অবস্থানগত উন্নতি মনে করেন।

হযরত মুফতি আজম ﷺ-এর বড়ই অবদান, অক্ষয় কীর্তি হচ্ছে তিনি আমরা হতভাগ্যদেরকে ইমাম আহমদ রেজা কুদ্দিসা সিররুহুর মাহফিলে বসার ব্যবস্থা করে দেন। অস্থির হৃদয়ে প্রশান্তি অর্জিত হলো, ব্যাকুল আত্মায় শান্তি এল। এ জন্য যে, বিচ্ছেদের তীরের আঘাতের জন্য আলাপচারিতার চেয়ে

উত্তম কোন চিকিৎসা নেই। বিচ্ছেদের কয়লার দাহ কমানোর জন্য এই কথোপকথনের চাইতে উত্তম কোন ব্যবস্থাপত্র নেই।

মালফুয সংকলক মুফতি আজম কুদ্দিসা সিররুহুর বর্ণনা ভঙ্গি হচ্ছে এই যে, তিনি মজলিশে বসা কোন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নকে 'আরজ' এবং আ'লা হযরতের উত্তরকে 'এরশাদ' রূপে বর্ণনা করেছেন যেহেতু প্রশ্নের মধ্যে বিষয় ভিত্তিক ধারাবাহিকতা নেই এবং যেহেতু আ'লা হযরতের বাণী সমূহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্যা শাখা প্রশাখা সম্বলিত এবং রঙ বেরঙের অসংখ্য ফুল নিয়ে গাঁথা মালার মত। মালফুযের গুরুত্ব এই জন্য ও অত্যাধিক বেশী যে, সেখানে আউলিয়া কেরামের দর্শনও পাওয়া যাবে আলেমদের জ্ঞান গর্ভ অভিমতও, ঐতিহাসিকদের গবেষণা যেমন পাওয়া যাবে পর্যটকদের পর্যটনও, ফিক্হবীদদের ব্যুৎপত্তি যেমন আছে হাদিস বিশারদদের হাদিসের বর্ণনাও আছে। সংস্কারকদের কৃতিত্ব যেমন আছে অনুসারীদের জীবন পরিক্রমাও আছে। অন্যান্য মালফুযাত থেকে আ'লা হযরতের মালফুযাত এ জন্য ভিন্ন যে, মুফতি আজম এমন রচনা শৈলীতে তা সংকলন করেন পাঠের সময় মনে হবে, প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে আ'লা হযরত তার উত্তর দিচ্ছেন পাঠক যেন আ'লা হযরতের মজলিসে বসে তা অনুভব করছে।

মালফুযাত অধ্যয়নকারীদের নিকট অস্পষ্ট নয় যে তাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঢেউ তরঙ্গায়িত হয়ে কুলে আঁছড়ে পড়ছে। এ মালফুযাত এমন পুতঃপবিত্র ব্যক্তির যিনি পলকে দুর্বোধ্য মাসয়ালা সমূহ সমাধান করেছেন। ইমাম আহমদ রেযা [illegible]-এর দৈহিক অবয়ব, তাঁর চরিত্র, কথাবার্তা, বৃদ্ধি তথা প্রতিপালিত হওয়া, তাঁর প্রতিটি কর্ম মহান প্রভুর একটি রহস্যময় এ্যালবাম এবং জীবন্ত ছবি। সংকলকের একান্ত আগ্রহ ছিলো মালফুযাতের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকবে, তাঁর আরো উপলব্ধি ছিলো যে, আগামী দিনের নতুন প্রজন্মকে শক্ত ভিতের উপর গঠন করতে হবে। নতুন প্রজন্মের মগজ ধোলাই তখন সম্ভব হবে যখন তারা নিজেদের পূর্বসুরীদের বাণী ও কর্ম গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে এবং তাদের অন্তরেও হৃদয়ে পূর্বসুরী ও উত্তর সুরীদের কৃতিত্ব ও দক্ষতা গ্রথিত করে দেয়া যাবে।

মালফুযাত অধ্যয়নে বুঝা যায় আ'লা হযরত যেন বাহরুল উলুম (জ্ঞানের সমুদ্র)। উপস্থিতদের যে কেউ কোন প্রশ্ন করা মাত্রই তিনি উত্তর দিতেন। এমন উত্তর দিতেন প্রশ্নকারী নিশ্চুপ ও আশ্বস্ত হয়ে যেত, তার যাবতীয় প্রশ্ন নিমিষেই সমাধান হয়ে গেল। তাঁর স্মৃতি শক্তি এত প্রখর ছিলো যে, সমুদয় জ্ঞানের তিনি যেন ধারক ও বাহক। দলিলের প্রয়োজন হলে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের নাম উদ্ধৃতিসহ পেশ করতেন। প্রশ্নকারী নির্বাক হয়ে শুনতে থাকতেন। অশ্লীল ব্যক্তির মন্দ বর্ণনার একটি হাদিস প্রসঙ্গক্রমে আসে তখন কিতাব না দেখে বলা শুরু করেন এ হাদিসটি ইমাম আবু বকর ইবনে আবুদ দুনইয়া কিতাবু জম্মিল গীবত-এ, ইমাম তিরমিজি নওয়াদেরুল উসুলে, হাকিম কামিল-এ, তাবারানী মু'জম কবির-এ, বায়হাকী, সুন্নানে কুবরায়, খতিব তারিখে, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। মালফুযাত-এ এ জাতীয় অনেক উপমা আছে।

সংকলকের জীবন বৃত্তান্তঃ শাহজাদা-ই আ'লা হযরত, তাজেদারে আহলে সুন্নাত মুফতি আজম মাওলানা মোস্তফা রেযা কুদ্দিসা সিররুহু ২২ জিলহজ্ব ১৩১০ হিজরি মোতাবেক ৭ জুলাই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সম্মানিত পিতা আ'লা হযরত আহমদ রেজা খান কুদ্দিসা সিররুহু ও বড় ভাই মাওলানা হামেদ রেজা খান কুদ্দিসা সিররুহু থেকে শিক্ষা লাভ করেন, শাহ সৈয়দ আবুল হোসাইন নুরীর পবিত্র হাতে ২৫ জুমাদাস সানি ১৩১১ হিজরি সালে বায়আত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে খেলাফত লাভ করেন। তিনি ১৩২৮ হিজরি মোতাবেক ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা শেষ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪৪টি। তন্মধ্যে মালফুযাত-ই আ'লা হযরত একটি। ১৪০২ হিজরি মোতাবেক ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)

RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
[File taken from YANABI.IN]
REDUCED TO [43MB TO 32 MB]
SunniPedia.blogspot.com
1st 43 page is unclear than all r clear

অনুবাদকের আরজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মাবাদ!

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যাঁর অপার কৃপায় ১৪০০ শতাব্দীতে আ'লা হযরত সুন্নীয়তের কান্ডারী রূপে আগমন করেন। শতকোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারী, জগত সমূহের রহমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর যাঁর আদর্শের অনুসরণে সাহাবাগণ থেকে শুরু করে অসংখ্য মুসলিম মনীষী পথহারা মুসলমানদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিমের সন্ধান দিয়েছেন। সেই আন্তর্জাতিক মনীষীদের মধ্যে আ'লা হযরত আহমদ রেযা খাঁন ও মুফতি আজম মোস্তফা রেযা খাঁন উল্লেখযোগ্য। লাখো সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাহাবা, তাবেয়ী, তবে তাবেয়ী সহ সমুদয় মুজতাহিদ ইমামগণের উপর যাদের ক্ষুরধার লেখনীর সুবাধে অগণিত মানুষ হেদায়ত হয়েছে। মালফুযাত-ই আ'লা হযরত যুগোপযোগী একটি রচনা ও সংকলন। যা শাহজাদা-ই আ'লা হযরতের অক্ষয় কীর্তি। ১৩৩৮ হিজরি সালে মুফতি আজম মাওলানা মোস্তফা রেযা কুদ্দিসা সিররুহু সংকলন করেন। যাতে ধর্ম, দর্শন, ফিকহ, তাফসীর, উসুল, হাদিস, বালাগাত, মানতিক সহ প্রায় অসংখ্য বিষয়ের আলোকে আ'লা হযরত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উক্ত সংকলনটি উর্দু ভাষায় রচিত বিধায় বাংলা ভাষাভাষী কোটি কোটি সুন্নি মুসলিম জনতা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারছে না। অথচ আ'লা হযরতকে না জানলে সুন্নী মতাদর্শ জানা হবে না। আ'লা হযরতের মুখ নিঃসৃত বাণী না শুনলে সুন্নী দর্শন অজানাই থেকে যাবে। আ'লা হযরতের গোলামী করার বাসনা দীর্ঘদিন থেকে আমার অন্তরে ছিল। কিভাবে করব তার কোন উপায় পাচ্ছিলাম। সময়ের সাথে সাথে এই বাসনা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। এভাবে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অবশেষে মালফুযাত-ই আ'লা হযরত আমার হস্তগত হয়। এটি পড়ে সিদ্ধান্ত নিলাম এটির বাংলা অনুবাদ করব। তবে অনুবাদের মত কঠিন কাজ আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব! এক পা সামনে গিয়ে দু'পা পিছনে যাই। এভাবেও অনেক সময় অতীত হয়। অবশেষে অনুবাদের কাজে হাত দিই। তবে উর্দু ভাষার পরিভাষা বাংলা ভাষায় হুবহু অনুবাদ আদৌ সম্ভব নয়। তদুপরি আ'লা হযরতের মত কলম সম্রাটের ভাষা, মনোভাব, রচনাশৈলী বুঝা বড়ই দুস্কর। আ'লা হযরতের রূহানী তজল্লীর উপর ভরসা করতঃ অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাই। আমার মত অধম, অযোগ্য ও অপরিপক্ষের জন্য শুদ্ধ অনুবাদ করার প্রশ্নই আসেনা। তবে আমার পরম শান্তনা হচ্ছে আ'লা হযরতের গোলামীর প্রচেষ্টা। বিজ্ঞ অভিজ্ঞ পাঠক সমাজের কাছে কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে এই অপরিপক্ক অধমকে জানালে সংশোধনের শত প্রতিশ্রুতি রইল। প্রুপ দেখার কাজে আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন আমার সতীর্থ আরবী প্রভাষক মাওলানা আশরাফুজ্জমান, স্নেহাস্পদ ছাত্র মুহাম্মদ ফারুক হোসেন (ফাযিল ২য় বর্ষ) ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান (ফাযিল ১ম বর্ষ)। প্রকাশনা ও পরিবেশনার দায়িত্ব নেয় আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র আল মদিনা প্রকাশনীর সত্ত্বাধিকারী মুহাম্মদ ইলিয়াছ।

পাঠক সমাজের কাছে বিনীত আবেদন তাঁরা যেন অধমকে তাদের মূল্যবান দোয়ায় শরীক করেন।

বিনীত

মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী

RE PDF BY MASUM BILLAH SUNNY
[File taken from YANABI.IN]
REDUCED TO [43MB TO 32 MB]
SunniPedia.blogspot.com
1st 43 page is unclear than all r clear

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ড]

১. ইল্‌ম বাতিনের স্তর সমূহ # ১
২. কলব জারির পরিচয় # ১
৩. সফরের জন্য কোন দিন উত্তম, শনিবার দিনের ফযিলত ও গুরুত্ব # ৩
৪. ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আবু বকরের বয়স # ৩
৫. হুযূর ﷺ ও খোলাফা-ই-রাশিদার বয়স প্রায়ই সমান # ৩
৬. ইসলাম পূর্ব সিদ্দিক আকবরের মাযহাব ও শৈশবের ঘটনা # ৪
৭. অদৃশ্য থেকে হযরত আবু বকর এর জন্মের সু-সংবাদস # ৪
৮. শাইখাইন ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব # ৪
৯. আবু বকর ﷺ-এর ফযিলত # ৪
১০. ধোপার খানা পাক # ৫
১১. অশ্লীল মহিলার খাবারের হুকুম # ৫
১২. রুকু সিজদায় অবস্থানের পরিমাণ ও তা'দিলের শরয়ী হুকুম # ৬
১৩. প্রত্যেক সম্ভাব্য জিনিস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় # ৬
১৪. জ্বীন ও পরীর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া # ৬
১৫. শরয়ী কারণ ব্যতীত বায়আত পরিবর্তন করা নিষেধ # ৬
১৬. হযরত মাহবুবে এলাহী এবং তিনজন কলন্দরের ঘটনা # ৭
১৭. ইল্‌ম নাফি' (উপকারী জ্ঞান) কি? # ৮
১৮. বোধ সম্পন্ন শিশুর সামনে সহবাস করার শরয়ী হুকুম # ৮
১৯. বর্ণনা করার শর্ত কেন বৃদ্ধি করা হয় # ৮
২০. তারিখ ও দিনের শুরু ও শেষের চারটি পন্থা # ৯
২১. গাভীর গোস্তের বৈশিষ্ট্য হিন্দুস্থানে, গাভী কুরবানী শিয়ারে ইসলাম # ৯
২২. যা রাখা ওয়াজিব # ১০
২৩. লিডারদের খন্ডন # ১০
২৪. একটি অত্যন্ত উপকারী দোয়া ও তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা # ১০
২৫. স্বর্দি, খস পাঁচড়া ও চোখের রোগকে খারাপ মনে করো না # ১১
২৬. নবীর বাণী সত্য ডাক্তারের রোগ নির্ণয় সঠিক নয় # ১২
২৭. প্লেগ রোগের মূল কি? # ১২
২৮. হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ ইয়ামেনীর শাহজাদা মাতৃগর্ভের অলি ছিলেন #১৩
২৯. অগ্নিদগ্ধরা শহীদ # ১৪
৩০. 'মুহাম্মদ' নাম রাখার ফযিলত # ১৪
৩১. জুতা পরে নামায পড়ার হুকুম # ১৫
৩২. কিছু হুকুম প্রথা ও জনকল্যাণমূলক দ্বারা পরিবর্তন হয় # ১৫
৩৩. কিয়াম ফরয, অপারগতা ব্যতীত রহিত হয় না # ১৫
৩৪. রেল গাড়িতে নামায পড়ার পন্থা # ১৫
৩৫. কেবলার দিক থেকে উত্তর দক্ষিণে কী পরিমাণ ঝুকা নামায নষ্ট করে না # ১৬
৩৬. শরয়ী হুকুমে অজ্ঞতা অপারগতা নয়, কেননা অজ্ঞতা স্বয়ং একটি পাপ # ১৬
৩৭. যদি সংখ্যা জানা না হয় তাহলে ঐ পরিমাণ নামায আদায় করবে বা পুনরায় পড়বে যে ধারণা হয়ে যাবে এখন আর বাকী থাকতে পারে না # ১৬
৩৮. মানুষের কপাল ধনুকের মত হওয়ার সুবিধা # ১৬
৩৯. 'দিক নির্ণয় যন্ত্র যদি ডান কাঁধে নেয়া হয়, দিক নির্ণয় যন্ত্রের সামঞ্জস্যশীল দিকটি কেবলা' গবেষণালব্ধ কথা নয় # ১৬
৪০. মহিলাদের নামাযে কী পরিমাণ দেহ আবৃত করা দরকার # ১৭
৪১. অদৃশ্য জ্ঞানের উপর একটি মূল্যবান তকরীর ওয়াহাবীদের ভ্রান্ত ধারণার চিকিৎসা # ১৭
৪২. 'নস' সমূহে প্রয়োজন ছাড়া তাভীল বাতিল ও শ্রুত নয় # ১৮
৪৩. আউলিয়াদের জ্ঞান # ১৯
৪৪. লওহে মাহফুজের হাকিকত # ২০
৪৫. যোহরের সময়ের বিশ্লেষণ # ২১
৪৬. যোহরের সময়ে বিলম্ব মুস্তাহাব # ২৩
৪৭. যোহরকে ঠান্ডা করে পড়, উষ্ণতা জাহান্নামের শ্বাস # ২৩
৪৮. দুটি অভিমত যদি মতানৈক্য পূর্ণ হয় এবং উভয়ের উপর ফতোয়া তাহলে ইমামের অভিমতের উপর আমল করা হবে # ২৪
৪৯. উভয় হেরেম শরীফে আসর নামায হানাফী মুসাল্লায় 'দ্বিতীয় গুণে' হয় # ২৫
৫০. ইমামের কথার প্রাধান্য যারা বিশ্বাসী তারা নফলের নিয়তে শরীক হবে দ্বিতীয় গুণের পর আসর পড়ে নেবে # ২৬
৫১. জুমা যদি সূর্য ঢলার সময় পড়া না হয় তার উপর একটি সন্দেহের নিরসন # ২৬
৫২. হাভী গ্রন্থকার ইউসুফী মাযহাবের লোক # ২৬
৫৩. ই'তেকাফকারীর জন্য মসজিদে আহার পানাহার জায়েয নেই # ২৬
৫৪. ই'তেকাফের উপকারিতা # ২৬
৫৫. রোজা রাখো, সুস্থ হয়ে যাবে # ২৬

৫৬. হজ্ব করো, ধনী হয়ে যাবে # ২৭
৫৭. সওদীর একটি কবিতার উদ্দেশ্য # ২৭
৫৮. কুফর দু'প্রকার: কুফর জায়িল, কুফর সকবিত # ২৭
৫৯. যে লোক দোদুল্যমান তার সাথে কোমল ব্যবহার করা হবে # ২৮
৬০. কাফের ও মুনাফিকের সাথে কঠোর ব্যবহার কর # ৩০
৬১. করজ আহসনের উপকারিতা # ৩১
৬২. কিয়ামতের দিন কে কে অন্যের শাফায়াত করবে # ৩১
৬৩. হুযূর ﷺ-এর পবিত্র নাম সমূহ # ৩২
৬৪. তাওরাত, জবুর এবং ইঞ্জিলের পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত হুযূর ﷺ-এর প্রশংসা সম্পর্কে অনেক আয়াত বিদ্যমান # ৩২
৬৫. দেওবন্দীদের অপবাদ- 'প্রভুর জ্ঞান ও নবীর জ্ঞান সমান' # ৩৩
৬৬. সদকার জন্তু যবেহ ব্যতীত দরিদ্রদেরকে প্রদান করা # ৩৩
৬৭. আকিকার গোস্ত সবাই খেতে পারে # ৩৪
৬৮. মুহররম ও সফরে বিবাহ নিষেধ নয় # ৩৪
৬৯. ইদ্দতকালীন বিবাহের প্রস্তাব দেয়া ও হারাম # ৩৪
৭০. ইদ্দতকালীন যে বিবাহ পড়ায় এবং মজলিশে যারা শরীক হয় তাদের হুকুম # ৩৪
৭১. মহিলা মহরে মু'আজ্জল যখন চায় দাবি করতে পারে; অবাধ্য না হলে ভরণ পোষণের ও হকদার # ৩৪
৭২. জরিমানা লওয়া হারাম # ৩৪
৭৩. ওকিলের সাথে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই # ৩৫
৭৪. এটি ভীষণ ভুল যে "ওকিল একজন বিবাহ পড়াবে অন্যজন # ৩৫
৭৫. 'জাহির রেওয়ায়ত' অনুযায়ী বিবাহের ওকিল অন্যজনকে ওকিল বানাতে পারে না # ৩৫
৭৬. ফুল দিয়ে সাজসজ্জা জায়েয # ৩৬
৭৭. বাসর রাতের পর ওলিমা জায়েয # ৩৬
৭৮. মুস্তাহাব বর্জনকারী পাপী নয় # ৩৬
৭৯. একটি আকর্ষনীয় কথোপকথন # ৩৭
৮০. মুনাফেকদের সাথে মেলা মেশার প্রতিবাদ # ৩৭
৮১. কাফেরদের মন্দ না বলার প্রতিবাদ # ৩৭
৮২. কুফুরী কথা বার্তা যারা বলে তারা মুসলমানদের ভাই নয় # ৩৮
৮৩. পথভ্রষ্ট বলতে না পারার প্রতিবাদ # ৩৮
৮৪. 'দাড়ি মুন্ডানো' হারাম মনে করলে ফাসেক, পথভ্রষ্ট নয় # ৩৮
৮৫. হাদিসের খেদমত কুফুরী কথাবার্তাকে কুফুরী ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারবে না # ৩৯
৮৬. 'আবদুল মোস্তফা' বলার উপর আপত্তির খন্ডন # ৩৯
৮৭. ফাজের (অশ্লীল ব্যক্তি) কে মন্দ বলা থেকে বেঁচে থেকো না বরং মন্দ বলো যাতে মানুষ তাকে চেনে # ৩৯
৮৮. খারাপ আক্বিদা খারাপ আমল থেকে নিকৃষ্টতর # ৪০
৮৯. একটি সন্দেহ নিরসন # ৪০
৯০. শরীয়তের বাধ্যতামূলক আহকাম ইচ্ছাধীন আহকাম থেকে পৃথক # ৪৫
৯১. আল্লাহর সাথে কলবের হেফাজত বড় ফরজের অন্তর্ভূক্ত # ৪৫
৯২. ওয়াহদাতু ওয়াজুদের অর্থ # ৪৬
৯৩. ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের একটি দৃষ্টান্ত # ৪৬
৯৪. সান্নিধ্য প্রাপ্তের আল্লাহই দৃষ্টি গোচর হয় # ৪৬
৯৫. ওয়াহদাতুশ শুহুদ'র উপর কয়েকটি সন্দেহের উত্তর # ৪৭
৯৬. সৃষ্টির ছায়া আল্লাহ হওয়ার সন্দেহের অপনোদন # ৪৮
৯৭. আল্লাহর দিদার হবে তবে পদ্ধতি বিহীন # ৪৮
৯৮. চৌধুরীর মিমাংসার হক নির্ধারণ করা জায়েয নেই # ৪৯
৯৯. একটি সন্দেহের নিরসন # ৪৯
১০০. ঘুষ হারাম, দাতা ও গ্রহীতা দোষখী # ৪৯
১০১. মুর্খরা ঘুষকে ও নিজেদের হক বলে এটি কুফুরী # ৪৯
১০২. স্পষ্ট ইঙ্গিতের উর্ধ্বে # ৪৯
১০৩. যথা সম্ভব মুসলিমের অবস্থা সঙ্গত কাজে ধরে নেয়া ওয়াজিব # ৪৯
১০৪. কোন শপথের কাফ্ফারা দিতে হয় # ৫০
১০৫. আউলিয়াদের অদৃশ্য জ্ঞান # ৫০
১০৬. তাজেদারে মদিনা ﷺ-এর দিদারের সহজ আমল # ৫১
১০৭. নামায ঐ ভুল দ্বারা নষ্ট হবে যা দ্বারা অর্থ নষ্ট হবে # ৫১
১০৮. নামাযে উচ্চ শব্দে বিসমিল্লাহর হুকুম # ৫২
১০৯. এক মসজিদের আসবাব পত্র অন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই # ৫২
১১০. জীবিত অবস্থায় কবর তৈরী করা জায়েয নেই অবশ্যই কফন তৈরী করা জায়েয # ৫২
১১১. পাগড়ীর ফযিলত # ৫২
১১২. প্রত্যেক রোগ মুসলমানের গুণাহর কাফ্ফারা বিশেষত জ্বর # ৫২
১১৩. ওয়াহাবীদের সূচনা # ৫৩
১১৪. হযরত আলীর কিছু অদৃশ্য জ্ঞান ৫৩

১১৫. সর্বপ্রথম ওয়াহাবীদের হত্যার হুকুম রসূলের দরবার থেকে # ৫৩
১১৬. কোরবানীর চামড়া মাদরাসা সমূহে দেয়া যেতে পারে # ৫৭
১১৭. যাকাত, ওয়াজিব সদকা মাদরাসা সমূহে কিভাবে খরচ হবে # ৫৭
১১৮. সফরে 'কুরআন শরীফের বাক্সকে নিচে রাখো না # ৫৮
১১৯. আসরের সময়ে কখন মাকরূহ আসে # ৫৮
১২০. মাসয়ালা-ই-কেরাত # ৫৮
১২১. ক্বাজা নামায সমূহ তাড়াতাড়ি আদায় করা আবশ্যক # ৫৮
১২২. যতক্ষণ দায়িত্বে ফরয রয়ে যায় নফল কবুল হয় না # ৫৯
১২৩. ক্বাজা নামায সমূহের নিয়তের পন্থা # ৫৯
১২৪. নামায সমূহ তাড়াতাড়ি আদায়ের নিয়ম # ৫৯
১২৫. ক্বাজা নামায গোপণে আদায় করবে # ৫৯
১২৬. সূর্যোদয়ের বিশ মিনিট পর এবং অস্ত যাওয়ার বিশ মিনিট পূর্বে নামায পড়বে # ৬০
১২৭. যার উপর ক্বাজা নামায অথবা রোজা ছিলো, সে নিজ প্রয়োজনীয় কাজ ব্যতীত অন্য সময়ে আদায় করা শুরু করে অথবা হজ্বের ইচ্ছায় চলন কিছুদূর যাওয়ার পর মৃত্যু এসে যায় তাহলে তার সকল নামায, রোজা, হজ্ব আদায় হয়ে গেল # ৬০
১২৮. আম্বিয়া, আউলিয়াদের ঈসালে সওয়াবের কী প্রয়োজন? আপত্তির খন্ডন # ৬১
১২৯. চিন্তা দুর হওয়ার পরীক্ষিত আমল # ৬২
১৩০. রিজিকে বরকত লাভের দোয়া # ৬২
১৩১. মিসরের মিনারা সমূহের ইতিহাস, নুহ আলাইহিস সালাম-এর তুফানের বর্ণনা # ৬২
১৩২. তুফানের পর নুহ আলাইহিস সালাম কোন্ শহরে বসবাস করেন # ৬২
১৩৩. মিসরের মিনারা সম্পর্কে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইরশাদ # ৬২
১৩৪. মিসরের মিনারা সমূহ আদম সৃষ্টির পূর্বে # ৬২
১৩৫. হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর জন্মকাল # ৬২
১৩৬. হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে জ্বিনরা কত সময় জমিনে ছিল # ৬২
১৩৭. নুহ আলাইহিস সালাম-এর বংশ সমগ্র দুনিয়াতে # ৬২
১৩৮. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে কত সময় ছিলো # ৬২
১৩৯. আম্বিয়ার উপর হজ্ব ফরজ কী না # ৬২
১৪০. গাদার ও গুরুরের মধ্যে পার্থক্য # ৬৩
১৪১. ব্যভিচারের প্রমাণ কোন ধরণের সাক্ষী দ্বারা হবে # ৬৩
১৪২. রসূলের যুগে ব্যভিচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই #৬৩
১৪৩. হজ্ব ও কিয়ামের পার্থক্য # ৬৩
১৪৪. কার জানাযার নামায পড়া যাবে কার পড়া যাবে না # ৬৪
১৪৫. ওয়াহাবী হত্যাদিদের এরূপ জানার পর নামায পড়া কুফুরী # ৬৪
১৪৬. খুতবা মিম্বরের উপর সুন্নাত, অন্য স্থানে পড়লে নামায হয়ে যাবে # ৬৪
১৪৭. নামাযীর আগে বের হওয়ার জন্য কত দূরত্ব দরকার # ৬৪
১৪৮. মসজিদে হারামে নামাযীর আগে তাওয়াফ জায়েয # ৬৫
১৪৯. যদি একাকি নামায পড়ে ঘরে হোক কিংবা মসজিদে অন্যকে বলার জন্য যে, 'আমি নামাযে'-নামাযে কী করবে # ৬৫
১৫০. মিথ্যা নবী দাবীদারের কাছে কখন মু'জিজা চাওয়া হবে কখন চাওয়া হবে না # ৬৫
১৫১. তর্ক বিতর্কে পরাজিত হলে অন্যের মজহাব গ্রহণ করার হুকুম # ৬৫
১৫২. লিখিত মুনাজারার উপকারিতা # ৬৫
১৫৩. ওয়াহাবী ইত্যাদির সাথে প্রশাখা মূলক মসয়ালায় তর্ক না করা উচিৎ # ৬৫
১৫৪. বিদায়ের সময় 'মুসাফাহার বিরোধীতা নয় # ৬৬
১৫৫. জুমা, দুই ঈদ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর মুসাফাহার হুকুম # ৬৬
১৫৬. আযানে কোন্ সময় মুখ ফিরাতে পারে কোন্ সময় পারে না # ৬৭
১৫৭. 'খুতবা' শুনার সময় আচ্ছা জালালুহু অথবা পবিত্র দরূদ পড়ার হুকুম # ৬৭
১৫৮. কবিরা ও সগিরা গুণাহর পার্থক্য # ৬৭
১৫৯. কোন মহিলারা অ মুহররমদের কাছে যেতে পারে # ৬৭
১৬০. মুসলমান করার নিয়ম # ৬৭
১৬১. কুমন্ত্রণা দূর করার নিয়ম # ৬৮
১৬২. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায ও রোজার ফরয আদায় হবে তবে কবুল হবে না # ৬৮
১৬৩. তাবারাকা'র উপকারিতা, 'তাবারাকা' জীবনে ও করতে পারে # ৬৮
১৬৪. কলেমা তৈয়্যিবা পড়া উভয়ের জন্য মুক্তির মাধ্যম, সওয়াব সমস্ত জীবিত ও মৃত মুসলমানদের রূহ সমূহে পৌঁছতে পারে # ৬৮
১৬৫. আযাব রূহ ও দেহ উভয়ের উপর হবে # ৬৯
১৬৬. প্রত্যেক মানুষের সাথে রূহ আছে, মুসলমান ও কাফেরের রূহের ঠিকানা # ৬৯
১৬৭. মৃত্যুর পর রূহের অনুভূতি বৃদ্ধি পায় # ৬৯
১৬৮. কবর খননের সময় মৃতের হাঁড় পাওয়া গেলে কী করবে # ৭০
১৬৯. দাড়ি মুন্ডানো ও ছোট করে রাখতে থাকা কবিরা গুণাহ # ৭০
১৭০. মতবাদ খন্ডন ও ফতোয়া দেয়া কিতাব পড়ে নেয়ার দ্বারা হয় না কোন বিষয় বিশারদের সান্নিধ্যে যতক্ষণ থাকবে না # ৭১
১৭১. আত্ম প্রশংসা যায়েজ নেই তবে প্রয়োজন বোধে # ৭১

১৭২. সময়ের জ্ঞান ফরজে কেফায়ার# ৭১
১৭৩. শিক্ষকের আদব # ৭১
১৭৪. আহলে বায়াতের তা'জিম # ৭২
১৭৫. হারুনুর রশিদের অন্তরে ইমামদের সম্মান # ৭৪
১৭৬. প্রত্যেক সিজদায় আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জিত হয় # ৭৫
১৭৭. আবু জাহল ও কিছু কাফেরের আলোচনা #৭৫
১৭৮. মসজিদে কাপড় সেলাই করা # ৭৬
১৭৯. আহার করার সুন্নতী পন্থা # ৭৬
১৮০. সূরা ফাতিহায় ঐসব কিছু আছে যা ত্রিশ পারায় আছে # ৭৬
১৮১. কুরআন আজিমের পারা সাহাবাদের যুগে হয় নাই # ৭৭
১৮২. আহযাব, আ'শার রাসূলের যুগ থেকে # ৭৭
১৮৩. হযরত বখতেয়ার কাকী কাওয়ালীদের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া # ৭৮
১৮৪. 'কাকী' শব্দের রহস্য উদঘাটন # ৭৮
১৮৫. ইসমাঈল দেহলভীর ধোকা এবং মাওলানা ফজল রাসূলের কশ্‌ফ # ৭৯
১৮৬. ওয়াহাবীদের মাহফিলে অংশ গ্রহণ হারাম # ৭৯
১৮৭. মাওলানা নুর মুহাম্মদ ফরঙ্গী মহল্লী উজির জাদাহকে রাফেজী হওয়ার কারণে সালামের উত্তর দেয় নাই # ৭৯
১৮৮. রাফেজী বাদশাহ আলেমদের আদব করতেন # ৮০
১৮৯. ইলম যায়িজা ইলম জাফরের শাখা # ৮০
১৯০. হুযুর আকদাস ﷺ-এর জিয়ারত # ৮১
১৯১. আউলিয়াদের মাজারে উপস্থিতির তরিকা # ৮১
১৯২. জনৈক অলি নিজ কন্যাকে কুরআন তেলাওয়াত, মাজারে উপস্থিত হওয়ার তাকিদ ও রহমত তালাশ করার জন্য বলা # ৮১
১৯৩. একজন মা স্বপ্নে নিজ সন্তান থেকে উত্তম কাফন চাওয়া # ৮২
১৯৪. জনৈক সাহাবীর কফনে একটি তাহবন্দ অতিরিক্ত চলে যাওয়া, নিজ ছেলেকে স্বপ্নযোগে তা ফিরিয়ে দেওয়া # ৮২
১৯৫. একটি ঘটনা # ৮২
১৯৬. স্ত্রী বাচক শব্দ বা সর্বনাম ভুলবশতঃ বের হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে # ৮২
১৯৭. শীতের কারণে কাপড়ের ভেতর দোয়ার জন্য হাত উঠানোর বিধান # ৮৩
১৯৮. দোয়া কবুল হওয়ার সদা আশা রাখ # ৮৩
১৯৯. দোয়া প্রার্থনা যারা করে না তাদের বিধান # ৮৩
২০০. প্রথম কাতারে নামাযের বিধান # ৮৩
২০১. হযরত জুনাইদের প্রস্রাব দ্বারা একজন খ্রীষ্টানের হেদায়ত # ৮৩
২০২. সৈয়দুত তায়িফার দূর দৃষ্টি দ্বারা খ্রীষ্টানের মুসলমান হওয়া # ৮৩
২০৩. মুজাহিদার অর্থ # ৮৪
২০৪. বুজুর্গদের মুজাহিদার বর্ণনা # ৮৪
২০৫. প্রবৃত্তি ও শয়তানী কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্য # ৮৪
২০৬. যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন রোগ কম ও চলে না যায় তাহলে ভয় করতে হবে # ৮৪
২০৭. জীব্রাঈল আমিন হাজত রওয়া # ৮৫
২০৮. মকবুল বান্দার হাজত দেরীতে ও ফাসেকের তড়িঘড়ি হয় এভাবে কেন # ৮৫
২০৯. খেলাফতের জন্য কুরাইশী হওয়া অকাট্য ও ঐক্যমত # ৮৬
২১০. খেলাফতে রাশেদা কাকে বলে? # ৮৬
২১১. কিয়ামত ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাব কবে হবে? # ৮৭
২১২. কিয়ামতের জ্ঞান হুযুর ﷺ-এর ছিলো # ৮৭
২১৩. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ১৯০০ হিজরিতে হবে, ১৮৩৭ হিজরিতে কোন ইসলামী রাজ্য থাকবে না # ৮৭
২১৪. হাদিসের আলোকে দুনিয়ার বয়স ১৫০০ বছর # ৮৯
২১৫. হযরত মুহিউদ্দীন শাইখে আকবরের কশ্‌ফ # ৮৯
২১৬. পূজা ও পার্বনের মিষ্টির বিধান # ৮৯
২১৭. নামাযে কফ আসলে কী করবে # ৮৯
২১৮. وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ এর ব্যাখ্যা # ৯০
২১৯. আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের প্রেমিকদের প্রতি ভালবাসা ও শত্রুদের সাথে শত্রুতামি ব্যতীত কোন ইবাদত কবুল হবে না # ৯০
২২০. কাফেরকে সামান্যত সাহায্য করার দ্বারা ও গ্রহণযোগ্যতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় # ৯০
২২১. জুনাইদ বাগদাদী ও সত্যিকার মুরিদের সমুদ্র পার হওয়ার ঘটনা # ৯১
২২২. সমুদ্রের উপর আউলিয়াদের রাজত্ব # ৯১
২২৩. না ওয়াহাবীর নামায নামায, না তাদের জামাত জামাত # ৯২
২২৪. কাফের ও ধর্ম ত্যাগীর তৈরী মসজিদ মসজিদ নয় # ৯২
২২৫. ওয়াহাবীর আযান আযান নয় # ৯২
২২৬. হুযুর ঐসব কাফেরদের সাথে কোমল ব্যবহার করতেন যারা প্রত্যাবর্তনকারী ছিলো নতুবা কাফের ও ধর্মান্তরিতদের প্রতি সর্বদা কঠোরতা করতেন # ৯২
২২৭. মুসলমানদের প্রতি নছিহত # ৯২

২২৮. প্রকৃত সভ্যতার খোঁজ খবর # ৯২
২২৯. কেবলমাত্র সতর খুলে যাওয়ার দরুণ অথবা দেখার দরুণ অজু নষ্ট হয় না # ৯৬
২৩০. ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ # ৯৭
২৩১. ইসমাইল দেহলভী ইয়াজিদের মত, রশিদ আহমদ, আশরাফ আলী খলিল আহমদের কুফুরীতে সন্দেহকারী কাফের # ৯৭
২৩২. প্রত্যেক কাফের অভিশপ্ত কাউকে নির্দিষ্ট করে অভিশপ্ত বলা যাবেনা হ্যাঁ, যাদের কুফুরী অকাট্য হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত তাদের অভিশাপ দেয়া যাবে # ৯৭
২৩৩. আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের মুহাব্বত অধিক হওয়ার আমল # ৯৭
২৩৪. আল্লাহর নাম, রসূলের নাম অথবা কুরআনের কোন আয়াত কার্ডের উপর লিখবে না # ৯৭
২৩৫. 'শাহ্‌র' শব্দটি তিন মাসের ক্ষেত্রে বলা যাবে # ৯৭
২৩৬. 'আল্লাহ মিঞা' বলার বিধান # ৯৮
২৩৭. মিলাদ শরীফে সাজসজ্জা অপচয় নয় # ৯৮
২৩৮. তাহিয়্যাতুল অজুর ফযিলত # ৯৮
২৩৯. রুকুর পর পাজামার নিম্নাংশ তুলে ফেলা # ৯৮
২৪০. একটি স্বপ্নের তা'বির # ৯৮
২৪১. আউলিয়া একই সময় কয়েক স্থানে উপস্থিত হতে পারে # ৯৮
২৪২. একই সময় কয়েক স্থানে হওয়ার পদ্ধতি # ৯৮
২৪৩. হযরত ফতেহ মুহাম্মদ স্বয়ং নিজে কয়েক স্থানে # ৯৮
২৪৪. 'ভারতে ইসলাম হযরত খাজা গরীব নেওয়াজের পূর্বে এসেছে # ৯৮
২৪৫. 'কা'বা মদিনার সাম্বনে ঝুকা ছিল' এর অর্থ # ৯৮
২৪৬. প্রত্যেক যুগে গাউছ হতে পারে # ৯৮
২৪৭. গাউছের কাছে প্রত্যেক অবস্থায় মুরাকাবা ব্যতীত আয়নার মত গাউছের চারটি উজির থাকে # ৯৮
২৪৮. বসে নামায পড়লে রুকু কী রূপ হবে # ৯৯
২৪৯. মুহররম ব্যতীত মহিলা হজ্বে যেতে পারে না # ৯৯
২৫০. হুযূরকে 'খুদাওয়ান্দ আরব' বলা জায়েয # ৯৯
২৫১. আজমের অর্থ # ৯৯
২৫২. আফরাদ কারা # ১০১
২৫৩. আফরাদ গাউছে আজমের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন # ১০২
২৫৪. গাউছের ইন্তিকালের পর কে গাউছ হবেন # ১০২
২৫৫. পানিতে লোম কূপ নেই # ১০৩

[দ্বিতীয় খণ্ড]

১. হজ্বের জন্য দ্বিতীয় সফর, অদৃশ্যের সাহায্য, মক্কা শরীফে ওয়াহাবীদের অপমান # ১০৭
২. ওয়াহাবীদের ধোঁকা, মক্কার উপযুক্ত আলেমের ধোঁকায় পড়া # ১০৭
৩. ওয়াহাবীদের দ্বিতীয় ধোঁকা # ১০৮
৪. তুর্কী বাদশাহর কাছে ওয়াহাবীদের অপমান # ১০৮
৫. শাইখুল ওলামাকে ঘুষ দেয়ার প্রলোভন এবং আনবেঠীকে নাস্তিক বলা # ১০৯
৬. আনবেঠীর কাছে মাওলানা সালেহ কামালের পত্র # ১২০
৭. একটি মূল্যবান দোয়া # ১৩১
৮. আ'লা হযরতের কাছে আরবের আলেমরা জ্ঞানার্জনের জন্য বেরিলী আসা # ১৩২
৯. ইল্‌ম জাফরের এক ঝলক # ১৩৪
১০. আ'লা হযরতের জ্ঞান কিভাবে অর্জিত হল # ১৩৫
১১. মদিনা তৈয়্যবায় যাত্রা # ১৩৬
১২. আরবরা আউলিয়াদের আহ্বান করা # ১৩৮
১৩. একটি আকর্ষনীয় ঘটনা # ১৩৮
১৪. رعا শব্দ নাতে ব্যবহার জায়েয নেই # ১৩৯
১৫. একটি মূল্যবান টিকা যা ওয়াহাবীবাদকে ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট # ১৩৯
১৬. তলব ও বায়আতের পার্থক্য এবং বায়আতের শর্তাবলী # ১৪৮
১৭. বায়আতের অর্থ # ১৪৮
১৮. আ'লা হযরতের একটি স্বপ্ন # ১৪৮
১৯. রাসূলের যুগে বায়আতের নবায়ন # ১৪৮
২০. সাহাবাদের প্রাণান্তকর চেষ্টা # ১৪৯
২১. নবীর দরবারে আবু মুসা আশয়ারীর প্রার্থনা # ১৫০
২২. পাঁচ আয়াতের বৈধতা # ১৫১
২৩. শাইখের কল্পনা # ১৫২
২৪. বাচ্চাদের বায়আত # ১৫৩
২৫. চাঁদ দেখার বিষয়ে চিঠি ও তারের বার্তা গ্রহণযোগ্য নয় # ১৫৩
২৬. কুতুবের দিকে পা রাখা নিষেধ নয় # ১৫৩
২৭. সওয়াবের তারতম্যের মূল্যবান জওয়াব # ১৫৪
২৮. ইমাম আজম এক হাজার মুস্তাহিদ ছাত্র রেখে গেছেন # ১৫৪
২৯. মুস্তাহিদ ও মুহাদ্দিসের পার্থক্য # ১৫৪

৩০. ওয়াহাবীদের অপবাদ ও কিয়ামের বর্ণনা # ১৫৫
৩১. সত্য পন্থীদের শত্রু থাকা দরকার # ১৫৫
৩২. নবীর দোয়া খালি যায় না ১৫৬
৩৩. وما علمناه الشعر এর অর্থ # ১৫৮
৩৪. جزء لا يتجزى বাতিল নয়, নতুবা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন কিছুকে চিরন্তন মানা কুফুরী # ১৬০
৩৫. আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুণাবলীর উপলব্ধি অসম্ভব # ১৬০
৩৬. প্রভুর জ্ঞান না উপস্থিতি না অর্জিত # ১৬০
৩৭. মানুষের সংজ্ঞা যা দার্শনিকরা করছে বাতিল # ১৬২
৩৮. রূহ ও দেহের পার্থক্য # ১৬৩
৩৯. جزء لا يتجزى এর বাতুলতা ও দলিল সমূহের জোড়ালো খন্ডন # ১৬৩
৪০. শিহাব উদ্দিন মকতুলের বর্ণনা # ১৬৩
৪১. কিমিয়া খারাপ বিষয় # ১৬৩
৪২. আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার দরজা হুযূর-ই # ১৬৫
৪৩. তিরস্কার ও শাস্তির মধ্যে পার্থক্য # ১৬৬
৪৪. ইমাম গাজ্জালী, ইমাম রাজী এবং ইবনে সিনার আলোচনা # ১৬৬
৪৫. 'আহলে ফতরত' কস বিন সায়িদার অবস্থা # ১৬৬
৪৬. ঐ সন্দেহের নিরসন যে, আহলে ফতরত মাধ্যম পাই নাই # ১৬৬
৪৭. সিরাত মুস্তাকিম দু'ধরনের # ১৬৭
৪৮. সিকান্দার নামার শার এর অর্থ # ১৬৭
৪৯. নামাযরত ব্যক্তিকে পাখা করা নিষেধ # ১৬৭
৫০. রিজিক বৃদ্ধি পাওয়ার আমল # ১৬৮
৫১. ওয়াহাবীর আত্ম রক্ষা # ১৬৮
৫২. আলমগীর বাদশাহ ও একজন বহুরূপী # ১৬৮
৫৩. ইমাম মাহদী মুজতাহিদ # ১৬৯
৫৪. আল্লাহ ও রাসূলের কাছে হানাফী মাযহাব খুবই পছন্দনীয় # ১৬৯
৫৫. সমস্ত মাযহাব বন্ধ হয়ে যাবে তবে হানাফী মাযহাব ইসলাম বাকী থাকা পর্যন্ত বাকী থাকবে # ১৬৯
৫৬. আযানের পর মসজিদের বাইরে যাওয়া # ১৭০
৫৭. রাফেজীদের খন্ডন # ১৭১
৫৮. বায়আতের অর্থ # ১৭১
৫৯. বায়আত সম্পর্কে আশ্চার্য ও দূর্লব ঘটনা # ১৭১
৬০. হুযূর গাউছে পাকের রেজিষ্ট্রারে সকল মুরিদের নাম # ১৭১
৬১. ইলম জাহির ও ইলম বাতিনের বর্ণনা এবং দাউদ আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা # ১৭২
৬২. যার কাছে সমুদয় শর্ত আছে তার হাতে বায়আতের পর অন্যের হাতে বায়আত করতে পারে না # ১৭২
৬৩. বায়আত নবায়নের অনুমতি আছে # ১৭২
৬৪. মসজিদের জিনিস চুরির বিষয়ে শরীয়তের বিধান # ১৭৩
৬৫. কবরস্থানে জুতা পরে চলা নিষেধ # ১৭৩
৬৬. মুনকার ও নকিরের প্রশ্নের একটি ঘটনা # ১৭৩
৬৭. কবর আযাব থেকে রক্ষার জন্য মৃতদেরকে সৎ লোকদের পাশে দাফন করা # ১৭৪
৬৮. আউলিয়াদের রহমত ও বরকত # ১৭৫
৬৯. নাদওয়ার হাক্বিক্বত ও মৌলিকত্ব # ১৭৬
৭০. নাদওয়ার ইমামগণ নাদওয়ার উপর অসন্তুষ্ট # ১৭৬
৭১. নাদওয়া একটি ভ্রান্ত আক্বিদা # ১৭৬
৭২. 'জান্নাত ভর্তি' অর্থ # ১৭৮
৭৩. রেসালতের স্বীকৃতি ব্যতীত তাওহীদের স্বীকৃতি যথেষ্ট নয় # ১৭৯
৭৪. من قال لا اله الا الله হাদিসের মূল্যবান ব্যাখ্যা # ১৭৯
৭৫. বদমাযহাবীদের সাথে যে মেলা মেশা করে তার বিধান # ১৮০
৭৬. খোদার শত্রুরা কিরূপ হতে পারে # ১৮০
৭৭. কাফেরদের প্রতি অসন্তুষ্টি কিরূপ হতে হবে # ১৮১
৭৮. হাদিসে বদমাযহাবীদের সাথে মেলামেশার কঠোর নিষেধ # ১৮১
৭৯. নিজের আত্মার উপর নির্ভর করোনা, এ বড় মিথ্যুক # ১৮১
৮০. দ্বীনের শত্রুদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে # ১৮১
৮১. মজযুবের পরিচিতি # ১৮২
৮২. সৈয়্যদি মুসা সোহাগের দুটি ঈমান পরিচায়ক ঘটনা # ১৮৩
৮৩. মুকাল্লফের উপর নামায কোন সময় মাফ নয় # ১৮৩
৮৪. একজন সৎলোকের ঘটনা # ১৮৪
৮৫. পুরুষদের ঝুটি রাখা হারাম # ১৮৫
৮৬. জারজ সন্তানের ইমামতির হুকুম # ১৮৫
৮৭. যার ইমামতিতে মানুষের লজ্জা হয় তাকে ইমাম না বানানো উচিৎ # ১৮৫
৮৮. একজন আবেদের ঘটনা # ১৮৫
৮৯. কিয়ামতের ময়দানের ঘটনা # ১৮৬

৯০. আলেমের সান্নিধ্যে বস # ১৮৮
৯১. তিন তালাক (মুগাল্লাজা) প্রাপ্তা মহিলা তাহলীল ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না # ১৮৮
৯২. রাসূলের যুগে তালাকে মুগাল্লাজার ঘটনা # ১৮৮
৯৩. স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী মুখ দেখতে পারে ও কাঁধে নিতে পারে # ১৮৯
৯৪. হিংসার কুফল # ১৮৯
৯৫. তা'জিয়া মিছিল দেখার বিধান # ১৮৯
৯৬. বানরের নাচ ও মুরগির লড়াই দেখা জায়েয নেই # ১৮৯
৯৭. বুযর্গদের ছবি বরকতের নিয়তে নেয়া হারাম # ১৮৯
৯৮. ফজর নামাযে দোয়া কুনুতের সুফল # ১৮৯
৯৯. অজুর রুকন, দোয়াসহ অজুর বিস্তারিত বর্ণনা # ১৮৯
১০০. অজুর সুন্নত পদ্ধতি # ১৯০
১০১. কুলি করার সময়ের দোয়া # ১৯১
১০২. নাকে পানি দেয়ার সময়ের দোয়া # ১৯১
১০৩. ডান হাত ও বাম হাত দোয়ার সময়ের দোয়া # ১৯১
১০৪. মাসহ করার সময়ের দোয়া # ১৯২
১০৫. ঘাড় মাসহ করার সময়ের দোয়া # ১৯২
১০৬. ডান ও বাম পা ধৌত করার সময়ের দোয়া # ১৯২
১০৭. অজুর পরের দোয়া # ১৯৩
১০৮. নামাযের প্রয়োজনীয় সাবধানতা # ১৯৩
১০৯. মুসলমান হওয়ার মাপকাঠি # ১৯৪
১১০. শোক গাঁথা শুনার বিধান # ১৯৪
১১১. শাহাদতের আলোচনায় হৃদয়ালে যাওয়া # ১৯৪
১১২. খারাপ ধারণা হারাম, ইমাম জাফর সাদেকের ঘটনা # ১৯৬
১১৩. কালো খিজাব হারাম; বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা # ১৯৭
১১৪. মূর্খ পীরের মুরিদ হওয়া হারাম # ১৯৮
১১৫. পুরুষের মহিলার মত চুল রাখা হারাম # ১৯৯
১১৬. হযরত গিসু দরাজের ঘটনা # ১৯৯
১১৭. বংশীয় লোকের মর্যাদা আলাদা # ১৯৯
১১৮. রাফেজীর সাথে বিবাহ, সালাম, কালাম সব হারাম # ২০০
১১৯. ওয়াহাবী দেওবন্দী, কাদিয়ানী ইত্যাদির বিধান # ২০১
১২০. বদমাযহাবীর প্রতি কি রূপ আচরণ করা হবে # ২০১
১২১. পাপের প্রচার ও পাপ # ২০৩
১২২. আ'লা হযরতের জবলপুর পরিভ্রমণের সময় তাঁর হাতে তাওবা কারীদের তালিকা # ২০৪
১২৩. আংটি সম্পর্কীয় শরীয় বিধান # ২০৭
১২৪. দাড়ি লম্বা কারীদের উপর আল্লাহর রাসূল অসন্তুষ্ট # ২০৭
১২৫. সুদ খোরদের কিয়ামতের দিন কি অবস্থা হবে # ২০৭
১২৬. ঔষুধ সেবন দ্বারা সাদা চুল কালো হলে অসুবিধা নেই # ২০৮
১২৭. শুভ বিদায়ের জন্য দোয়া # ২০৮
১২৮. কাফেরদের নিদর্শনাবলী দেখলে এ দোয়াটি পড়বে # ২০৯
১২৯. কলেমা শাহাদতের বরকত সমূহ # ২১০
১৩০. খোৎবার সময় নামায পড়ো না # ২১১
১৩১. গান বাজনা শ্রবণকারীদের শরীয়তের বিধান # ২১২
১৩২. মহামারী রোগ থেকে পলায়নকারীদের বিধান # ২১৩
১৩৩. সাহেবে তরতিব কাকে বলে # ২১৩
১৩৪. মহিলাদের মাজারে যাওয়া # ২১৩
১৩৫. মদিনা শরীফে উপস্থিতির চারটি বড় নি'মত # ২১৩
১৩৬. মসায়েল ও আহকামে মসজিদ # ২১৩

[তৃতীয় খণ্ড]

১. পাগড়ীর দু'প্রান্তের বিধান # ২২১
২. তামা ও লৌহের আংটির বিধান # ২২১
৩. টুপি ও কাপড়ে ফুলের বিধান # ২২১
৪. আংটি কোন আঙ্গুলে পরিধান করবে # ২২২
৫. নিজের নাম ক্ষুধাই করা আংটি নিয়ে বাথরুমে যাওয়া # ২২২
৬. 'আল্লাহ সাহেব' বলা # ২২২
৭. মখমলের বিধান # ২২২
৮. রেশমী কাপড়ের বিধান # ২২২
৯. তামা ও পিতলের তাবিজের বিধান # ২২২
১০. রূপা ও স্বর্ণের ঘড়ি রাখার বিধান # ২২৩
১১. নাপাক পানি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৃক্ষের ফল খাওয়া # ২২৩
১২. ওরশে গান-বাজনা হলে শরীক হতে পারবে কিনা? # ২২৪

১৩. সাজ্জাদানশীন বদমাযহাবপন্থী হলে # ২২৪
১৪. মুসা আলাইহিস সালাম অলির নিকট যাওয়া # ২২৪
১৫. তাওরীতে সবকিছুর বর্ণনা আছে # ২২৪
১৬. তাওরীতের কটি সমূহ আল্লাহর # ২২৫
১৭. খবরে ওয়াহিদ সম্পর্কে # ২২৫
১৮. তাফসীরের ইমাম কারা? # ২২৫
১৯. কুরআনে প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা বিদ্যমান # ২২৫
২০. অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞা # ২২৫
২১. আল্লাহ তায়ালা কুরআনের রক্ষক # ২২৫
২২. পূর্বাপর জ্ঞান দ্বারা উদ্দেশ্য # ২২৭
২৩. ঘোড়ার গদিতে কুরআন রাখা # ২২৭
২৪. শিশুরোগের আমল # ২২৮
২৫. বড় চেরাগ জ্বালানোর নিয়ম # ২২৯
২৬. সূরা মুজাম্মিল তেলাওয়াতের ফযিলত # ২৩০
২৭. কুরআনের প্রভাব # ২৩০
২৮. হুযূর ﷺ কম্বল আচ্ছাদিত ছিলেন # ২৩১
২৯. হুযূর ﷺ-এর পবিত্র পোশাক # ২৩১
৩০. মোমবাতি জ্বালানোর বিধান # ২৩১
৩১. মুসাফির ইমামের পিছনে নামায # ২৩২
৩২. দ্বিতীয় জামাতের বিধান # ২৩২
৩৩. জানাযার নামাযের কাতার # ২৩২
৩৪. সংক্রামক রোগীর কাছে যাওয়া # ২৩২
৩৫. বিবাহের খুৎবা দাঁড়িয়ে দেওয়া # ২৩৩
৩৬. শিক্ষকের সেবা # ২৩৩
৩৭. সফরের গুরুত্ব ও বিধান # ২৩৩
৩৮. ওয়াহাবীর বিবাহ পড়ানো # ২৩৩
৩৯. ওলিমার বিধান # ২৩৩
৪০. বিবাহেরপর খেজুর ছিটানো # ২৩৪
৪১. কালো খিজাবের বিধান # ২৩৪
৪২. নামায কসর পড়লে # ২৩৪
৪৩. জানাযার নামায তাড়াতাড়ি পড়া # ২৩৫
৪৪. মৃতের সাথে কবরস্থানে মিষ্টি নেয়া # ২৩৫
৪৫. কামভাবসহ মহিলাকে স্পর্শ করা # ২৩৫
৪৬. নামাযের কাফফারায় কুরআন শরীফ দেয়া # ২৩৫
৪৭. খুৎবার সময় হাতে লাঠি নেয়া # ২৩৬
৪৮. হযরত ﷺ-এর নামে শপথ করা # ২৩৬
৪৯. তামা পিতলের খিলাল ব্যবহার করা # ২৩৬
৫০. মহিলার সালামের উত্তর দেয়া # ২৩৬
৫১. ফজরের সুন্নাতের সময় # ২৩৭
৫২. জুহরের সুন্নাত না পড়ে ইমামতি # ২৩৭
৫৩. জুমার সুন্নাত # ২৩৭
৫৪. কিমিয়া অর্জন করা # ২৩৭
৫৫. বেলায়ত প্রমাণের পন্থা # ২৩৮
৫৬. কুরআন শরীফ উল্টো পড়া # ২৩৮
৫৭. মহিলাদের মিসওয়াক # ২৪১
৫৮. বায়নার বিধান # ২৪১
৫৯. মৃতের আলাদা দাঁত # ২৪২
৬০. নামাযে দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হওয়া # ২৪২
৬১. কাতারে পুরুষ আগে ও মহিলা পিছনে হলে # ২৪৩
৬২. ইমাম নামাযে ক্বেরাত ভুল পড়লে # ২৪৩
৬৩. পতিতাদের মসজিদে চাঁদা দেয়া # ২৪৩
৬৪. কর্জ উসূলের খরচ # ২৪৪
৬৫. নবী ও অলীগণের কবর জীবন # ২৪৫
৬৬. পুণ:জন্মের কথা বলা # ২৪৬
৬৭. মদ বিক্রেতার কাছে বিক্রয় # ২৪৭
৬৮. পতিতাদের ঘর ভাড়া দেয়া # ২৪৭
৬৯. চিকিৎসা নেয়া # ২৪৭
৭০. পশু শিকারের নিয়ম # ২৪৮
৭১. বিড়াল ও কুকুর বেহেশতে যাবে # ২৪৮
৭২. সংক্রামক রোগ কী? # ২৪৮
৭৩. মৃতরা শ্রবণ করে # ২৪৯
৭৪. সিদরাতুল মুনতাহা # ২৫১
৭৫. ওয়াহাবীদের হেদায়তের জন্য দোয়া # ২৫৪
৭৬. দাঁড়িতে গিরা দেওয়া # ২৫৫

৭৭. চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির আমল # ২৫৫
৭৮. গাউসে পাকের আকৃতি # ২৫৬
৭৯. জুমা পড়ানো কার হক # ২৫৭
৮০. তাশাহহুদের স্থলে ফাতিহা পড়া # ২৫৭
৮১. মৌখিক ঈমান # ২৫৭
৮২. শুকরের সিজদা # ২৫৭
৮৩. সূর্য উদয় ও অস্তের সময় জানাযা # ২৫৮
৮৪. মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা # ২৫৮
৮৫. ব্যভিচারের শাস্তি # ২৫৮
৮৬. ব্যভিচারে কাদের হক নষ্ট হয়? # ২৫৮
৮৭. দখলী বন্ধক # ২৫৯
৮৮. খিলাল করা # ২৫৯
৮৯. অজু অবস্থায় মিথ্যা বলা ও গীবত করা # ২৫৯
৯০. ঔষধে নেসা থাকলে # ২৬০
৯১. অশ্রু বের হলে অজুর বিধান # ২৬০
৯২. বেলায়ত ও নবুয়ত # ২৬০
৯৩. ওরশের দিন নির্ধারণ করা # ২৬০
৯৪. ওরশে অনৈসলামিক কাজ হলে # ২৬১
৯৫. কিয়ামত সন্নিকটের চিহ্ন # ২৬২
৯৬. অনেক শতাব্দি থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে # ২৬৪
৯৭. মুতাওয়াল্লির অনুমতি ব্যতিত মসজিদে ওয়াজ # ২৬৬
৯৮. জীবদ্দশায় নিজের ঈসালে সওয়াব # ২৬৬
৯৯. কবরের উপরে হাঁটার বিধান # ২৬৭
১০০. وما قتلوه وما صلبوه এর অর্থ # ২৬৭
১০১. তাভীল কতটুকু বৈধ? # ২৬৮
১০২. খড়ম পরিধানের বিধান # ২৬৯
১০৩. খুৎবাতে খুলাফায়ে রাশেদীনের নাম উল্লেখ করা # ২৬৯
১০৪. খুৎবাতে গাউসে পাকের নাম উল্লেখ করা # ২৬৯
১০৫. খুৎবাতে আলিমদের জন্য দোয়া করা # ২৬৯
১০৬. সৈয়দ জাদাহকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষকের প্রহার করা # ২৬৯
১০৭. শাবান মাসে নিকাহ # ২৬৯
১০৮. ফারুকে আজমের ইসলাম # ২৭০
১০৯. আবু জর গিফারী কোন নবীর পদাংকে ছিলেন # ২৭২
১১০. বিপদে অলীর সাহায্য কামনা # ২৭৩
১১১. ولو كان موسى حيا...الخ হাদিসটির অর্থ # ২৭৪
১১২. শায়খের সামনে চুপ থাকা উত্তম # ২৭৫
১১৩. নফস ও রূহের পার্থক্য # ২৭৬
১১৪. বিপদগ্রস্থ মানুষ দেখলে যে দোয়া পড়তে হয় # ২৭৭
১১৫. মধ্যমপন্থী উম্মত দ্বারা উদ্দেশ্য # ২৭৭
১১৬. চাঁদ দেখার নীতিমালা # ২৭৮
১১৭. মুরগী পানিতে ঠোঁট দিলে # ২৮২
১১৮. নাপাক পানি গরম করলে # ২৮২
১১৯. কুকুরের পশম পাক কিনা? # ২৮৩
১২০. খুলাফায়ে রাশেদা কারা? ২৮৩
১২১. অন্তরে তালাকের শব্দ বললে # ২৮৪
১২২. নাস্তিক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলে # ২৮৪
১২৩. মৃগী রোগ কী? # ২৮৪
১২৪. গ্রামো ফোন এর হুকুম # ২৮৪
১২৫. জন্তুকে খাবার খাওয়ানো # ২৮৫
১২৬. থানভী কি সৈয়দ? # ২৮৫
১২৭. আইয়্যামে বিজ এর রোজা # ২৮৫
১২৮. রাসূল ﷺ-এর পবিত্র নামে চুম্বন দেয়া # ২৮৬
১২৯. নূহ আলাইহিস সালাম প্রথম রাসূল কিভাবে? # ২৮৬
১৩০. মুজাদ্দিদে আলফে সানি নিজকে গাউসে পাকের উপর শ্রেষ্ঠ বলেছেন? # ২৮৭
১৩১. ওয়ারিশবিহীন গরু-ছাগল নিলামে খরিদ করা # ২৮৮
১৩২. দেওবন্দী, কাদিয়ানীদের সর্বক্ষেত্রে বর্জন করা # ২৮৯
১৩৩. হযরত ﷺ-এর উসিলায় পানি ও খাদ্যে বরকত হওয়া # ২৮৯
১৩৪. উস্তনে হান্নানার ঘটনা মুতাওয়াতির # ২৯০

মালফূযাত-ই আ'লা হযরত

...বেলাল.
...আনসারী আবদুল হাই
...। উক্ত পুস্তিকায় বর্ণনা
...চলছিল, উক্ত ফতোয়াগুলোর
...সম্পর্কে বলেন ।

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

প্রশ্ন : মাওলানা আবদুল আলিম ছিদ্দিকী মিরঠী হুযূরের সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন- হুযূর সর্বপ্রথম কোন জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে?

উত্তর : হাদিসে আছে-

يَا جَابِرُ إِنَّ اللهَ قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ.

-হে জাবের! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জিনিসের পূর্বে তোমার নবীর নুর তার নুর থেকে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন : হুযূর আমার উদ্দেশ্য দুনিয়ার সব জিনিসের পূর্বে?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা চার দিনে জমিন এবং দু'দিনে আসমান। রবিবার থেকে বুধবার জমিন। বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার আসমান উপরন্তু উক্ত শুক্রবার আসর ও মাগরিবের মধ্যেবর্তী সময়ে আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন : ইলমে বাতিনের নিম্ন পরিমাণ কী?

উত্তর : হযরত যুননুন মিশরী ﷺ বলেন, আমি একবার সফর করি এবং এমন ইলম এনেছি যা বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ লোক সবাই কবুল করেছেন। দ্বিতীয়বার সফর করি এবং ঐ জ্ঞান নিয়ে আসি যা বিশেষ ব্যক্তিরা কবুল করেছেন সাধারণরা কবুল করেন নাই। তৃতীয়বার সফর করি এবং ঐ জ্ঞান নিয়ে আসি যা বিশেষ ও সাধারণ কারো বুঝে আসে নাই।

এখানে সফর দ্বারা পায়ে ভ্রমণ উদ্দেশ্য নয় বরং অন্তরের ভ্রমণ উদ্দেশ্য। তার জ্ঞানের অবস্থা এরূপ তার নিম্ন স্তর হচ্ছে- তা বিশ্বাস করা, তার উপর ভরসা, নির্দেশ সমর্থন করা যা বুঝে আসে তা উত্তম নতুবা- كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 'সবগুলো আমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে। বিজ্ঞজনরাই একমাত্র উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।'

শায়খ আকবর ও ইলমে বাতিনের বিদগ্ধজনরা বলেন, ইলমে বাতিনের নিম্নস্তর হলো- তার বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস করা। হাদিসে আছে-

أُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ.

-তুমি সকাল কর যে অবস্থায় তুমি নিজেও জ্ঞানী অথবা শিক্ষার্থী বা শ্রোতা অথবা ভালবাসাকারী এবং পঞ্চম ব্যক্তি হওনা তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

প্রশ্ন : ওয়ায়েজ (উপদেশকারী) জ্ঞানী হওয়া কী প্রয়োজন?

উত্তর : জ্ঞানী না হয়ে ওয়াজ করা হারাম।

প্রশ্ন : আলিমের পরিচয় কী?

উত্তর : জ্ঞানীর পরিচয় এই- বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয় অবগত হওয়া। স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া। কারো সাহায্য ব্যতীত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কিতাব থেকে বের করার যোগ্যতা থাকা।

প্রশ্ন : কিতাব অধ্যয়নের দ্বারাই কী জ্ঞান অর্জিত হয়?

উত্তর : কেবলমাত্র তা নয় জ্ঞানীদের মুখ নিঃসৃত বাণী দ্বারাও জ্ঞান অর্জিত হয়।

প্রশ্ন : হুযূর! মুজাহাদার মধ্যে বয়সের শর্ত আছে কী?

উত্তর : মুজাহাদার জন্য কমপক্ষে আশি বছর দরকার। এরপরও অবশ্যই সাধনা করে যাবে।

প্রশ্ন : একজন মানুষ আশি বছর বয়স থেকে মুজাহাদা করবে নাকি আশি বছর ধরে মুজাহাদা করবে?

উত্তর : উদ্দেশ্য এই- যেভাবে জড় জগত বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা গঠিত সেভাবেই হলে আল্লাহর বিশেষ দয়া না হলে উক্ত পথ অতিক্রম করতে আশি বছর প্রয়োজন। আল্লাহর রহমত হলে এক মুহূর্তে খৃষ্টান থেকে আবদাল হয়ে যায়। বিশুদ্ধ নিয়তে সাধনা করলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই কার্যকর হয়। আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ جَٰهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ

-যারা আমার পথে মুজাহাদা করে অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ দেখাব।[২]

প্রশ্ন : হুযূর! কারো যদি এভাবে হয় তা হতে পারে পার্থিব জীবিকার মাধ্যম গুলো যদি বর্জন করে তারপরও অন্বেষণ কী দুরুহ। আপনি ধর্মীয় সেবা করছেন তাও কী বর্জন করতে হবে?

[১]. বাযযার : আল মুসনাদ, ২/৩৮, হাদীস : ৩৬২৬

[২]. আল কুরআন, সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯

উত্তর : তার জন্য এ সেবাগুলো মুজাহিদার অন্তর্ভুক্ত। বরং বিশুদ্ধ অন্তরে করলে মুজাহিদদের থেকেও উত্তম। ইমাম আবু ইসহাক ইস্পরায়িনী যখন বিদ'আতীদের বিদআত সম্পর্কে অবহিত হন তখন এ শীর্ষস্থানীয় আলেমদের কাছে যান যারা দুনিয়া ও তদস্থিত যাবতীয় সম্পর্ক বর্জন করত: মুজাহিদায় নিমগ্ন হন, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন-

يَا أَكَلَةَ الْحَشِيشِ أَنْتُمْ هَهُنَا وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الْفِتَنِ

-হে শুকনো ঘাস ভক্ষণকারীরা! আপনারা এখানে ধ্যান মগ্ন আর মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতরা ফিতনায় লিপ্ত।

তারা উত্তর দেন, হে ইমাম! এটা আপনারই কাজ। আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, বিদ'আতীদের খন্ডনে অনেক নদী প্রবাহ করেন।

প্রশ্ন : পার্থিব চিন্তাসমূহ প্রবাহমান হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে পারে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, দুনিয়ার চিন্তাসমূহ প্রবাহমান হৃদয়ের অবস্থায় অবশ্যই পার্থক্য করে।

প্রশ্ন : সফরের জন্য কোন কোন দিন নির্দিষ্ট?

উত্তর : বৃহস্পতিবার, শনিবার, সোমবার। হাদিস শরীফে আছে- 'শনিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বের হয় তার জিম্মাদার আমি হব।' তিনি বলেন, দ্বিতীয় বার হজ্বে আমার যাওয়া ও আসার মধ্যে উক্ত তিন দিনের যে কোন একদিন হয়েছিল। আল্লাহর ফজলে অধমের জন্মদিনও শনিবার।

প্রশ্ন : হযরত আবু বকর সিদ্দিকের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় কত ছিলো?

উত্তর : ৩৮ বছর। হযরত ওসমান ؓ ব্যতীত যার বয়স ৮৩ বছর, তিন খলিফা ও হযরত মুয়াবিয়া ؓ-এর বয়স হুযূর ﷺ-এর বয়সের অনুরূপ ৬৩ বছর যদিও কিছু দিনও মাস তারতম্য হয় তবে ওফাতের বয়স ৬৩ বছর।

প্রশ্ন : হুযূর সিদ্দিক আকবর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

উত্তর : সিদ্দিক আকবর ؓ কখনো মূর্তিকে সিজদা করেন নাই। চার বছর বয়সে তার পিতা তাকে মূর্তি খানায় নিয়ে গেলেন এবং বলেন,

هَؤُلَاءِ آلِهَتُكَ الشُّمُّ الْعُلَى فَاسْجُدْ لَهُمْ.

-এরা তোমার শীর্ষস্থানীয় প্রভু এদের সিজদা কর।

যখন তিনি প্রতিমালয়ে গেলেন বলেন, আমি ক্ষুধার্ত আমাকে খাবার দাও, আমি বিবস্ত্র আমাকে বস্ত্র দাও, আমি পাথর নিক্ষেপ করছি যদি তুমি প্রভু হও নিজকে রক্ষা কর। কী জবাব দেবে এ মূর্তি। তিনি একটি পাথর তাকে মারল তা লাগার সাথেই মূর্তি পড়ে গেল। প্রভুত্বের শক্তি দেখাতে পারে নাই। পিতা এঘটনা দেখে রেগে গেলেন। তিনি একটি পাথর তার মুখে মারলেন এবং তথা থেকে তার মার কাছে নিয়ে আসেন। সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। মাতা বলল, তাকে তার অবস্থায় থাকতে দিন। যখন এ জন্ম নিয়েছিল অদৃশ্য থেকে ধ্বনি আসলো-

يَا أَمَةَ اللهِ بِالتَّحْقِيْقِ أَبْشِرِيْ بِالْوَلَدِ الْعَتِيْقِ إِسْمُهُ فِي السَّمَاءِ اَلصِّدِّيْقِ لِمُحَمَّدٍ صَاحِبٌ وَرَفِيْقٌ.

-হে আল্লাহর সত্যিকার দাসী! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর স্বাধীন সন্তানের আসমানে যার নাম সিদ্দিক ও মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথী ও বন্ধু।

আমি জানি না সে মুহাম্মদ ﷺ-কে এবং ঘটনা কি? সে থেকে কেউ সিদ্দিক আকবরকে শিরকের দিকে আহবান করে নাই। এ বর্ণনা সিদ্দিক আকবর স্বয়ং নবীর মজলিশে প্রদান করেছেন। যখন এটা বর্ণনা শেষ করেন জিব্রাইল হুযূরের দরবারে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন-

صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ الصِّدِّيْقُ.

-আবু বকর সত্য বলেছেন এবং তিনি সিদ্দিক।

এ হাদিসটি عوالى الفرش الى معالى العرش -এ বর্ণিত আছে এবং তা থেকে ইমাম কুস্তলানী বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

যখন থেকে হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হন কখনো পৃথক হন নাই এমনকি ওফাতের পরও নবীর পাশে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একদা হুযূর ﷺ নিজ ডান হাতে সিদ্দিকের হাত নেন এবং বলেন,

هٰكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-এভাবে কিয়ামতের দিন আমাদের উঠানো হবে।

ইমামে আহলে সুন্নাহ আবুল হাসান আশআরী কুদ্দিসা সিররোহু বলছেন-

لَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ بِعَيْنِ الرِّضَا مِنَ اللهِ تَعَالَى.

-আবু বকর ﷺ সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে থাকেন।

ইবনে আসাকির, ইমাম জুহরী থেকে বর্ণনা করেন-

مِنْ فَضْلِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّهُ لَمْ يَشُكَّ فِي اللهِ سَاعَةً قَطُّ.

-আবু বকর ﷺ-এর একটি ফযিলত হচ্ছে তিনি কখনো আল্লাহর বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই।[৫]

ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী اليواقيت والجواهر গ্রন্থে বলেন, হুযূর ﷺ আবু বকর সিদ্দিক ﷺ-কে বলেন, আপনার কী অমুক অমুক দিন স্মরণ আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে এবং এটিও স্মরণ আছে ঐ দিন সর্বাগ্রে হুযূর بلى অর্থাৎ- হ্যাঁ বলেছিলেন। মোটকথা হলো- সিদ্দিক আকবর ﷺ ওয়াদার দিন থেকে জন্ম দিন পর্যন্ত, জন্মদিন থেকে ওফাত পর্যন্ত, ওফাত থেকে অনন্ত অসীম সময়ের জন্য মুসলমানদের সর্দার। এরূপ হযরত আলী ﷺও ছিলেন। এতদ বিষয়ে আমার একটি বিশেষ পুস্তিকা আছে যার নাম হলো- تزيه المكانة الحيدرية عن وصمة عهد الجاهلية

ইস্তিফতা : ধোপার ঘরে গেয়ারভী শরীফের খানা খাওয়া বৈধ আছে কিনা। ব্যাভিচারণী মহিলার ঘরে খাওয়া ও তার থেকে কুরআন আজিম পাঠের বিনিময় লওয়ার বিধান কী?

উত্তর : ধোপার ঘরে আহার করতে কোন অসুবিধা নেই। অজ্ঞদের কাছে প্রসিদ্ধ আছে- ধোপার কাছে খাওয়া নাপাক কেবলই বাতিল। তবে ব্যাভিচারিণীর কাছে খাওয়া বৈধ নয়। উক্ত পারিশ্রমিক যদি নাপাক উপার্জন থেকে প্রদান করে তাও অকাট্য হারাম এবং যদি তার কাছে কোন জিনিস ক্রয় করে এবং সে যদি হারাম উপার্জন থেকে তার বিনিময় দেয় তা নেয়া অকাট্য হারাম তবে কর্জ নিয়ে তার বিনিময় দিলে তা বৈধ।

প্রশ্ন : যদি সন্তানের নাকে যে কোন উপায়ে দুধ পড়ে গলায় পৌছে যায় তার বিধান কী?

উত্তর : মুখ ও নাকে যে কোন উপায়ে মহিলার দুধ সন্তানের পেটে পৌছলে দুগ্ধ পানের কারণে হারাম হবে। এটি এমন একটি ফতোয়া যা চৌদ্দ শাবান ১২৮৬ হিজরী সালে সর্বপ্রথম অধম লিপিবদ্ধ করেছে এবং উক্ত চৌদ্দ শাবান ১২৮৬

[৫]. ইবনে আসাকির : তারিখে দিমশক, ৩০/৩১৭

হিজরী সালে ফতোয়ার পদ মর্যাদায় ভূষিত হই। উক্ত সময়ে আলহামদুলিল্লাহ নামায ফরজ হয়েছে। জন্ম ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরি শনিবার জোহরের সময় মোতাবেক ১৪ জুন ১৮৫৬ সাল। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৯১৩ বাংলা, ফতোয়ার পদমর্যাদা লাভের সময় অধমের বয়স ছিল তের বছর দশ মাস চার দিন। তখন থেকে বর্তমান অবধি ও খেদমত নেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : রুকু-সিজদায় সুবহানাল্লাহ পড়া পরিমাণ থামা কী যথেষ্ট?

উত্তর : রুকু, সিজদার মধ্যে এ পরিমাণ থামা যে, একবার সুবহানাল্লাহ বলতে পারবে- ফরয। যে রুকু-সিজদায় তা'দিল করেনা ষাট বছর পর্যন্ত ঐ রূপ নামায পড়ে তার নামায কবুল হবে না। হাদিসে আছে-

إِنَّا نَخَافُ لَوْ مُتَّ عَلَى ذَٰلِكَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ أَيْ غَيْرِ دِيْنِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

-আমরা আশংকা করছি যে, যদি তুমি ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর তাহলে মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্মের উপর মৃত্যু বরণ কর নাই।[৪]

প্রশ্ন : যেটুকু সম্ভাব্য তা ক্ষমতাধীন এ অর্থে হয় তা সৃষ্টি করেছেন।

উত্তর : না, বরং অনেক জিনিস এরূপ যা সম্ভাব্য এবং সৃষ্টি করে নাই। যেমন- কোন ব্যক্তি এরূপ সৃষ্টি করতে পারে যা আকাশ চুম্বী তবে সৃষ্টি করে নাই।

প্রশ্ন : জ্বীন পরীও কী মুসলমান হয়?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত প্রসঙ্গে বলেন, জনৈক পরী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং প্রায় সময় হুযূরের সমীপে উপস্থিত হতো একদা অনেক দিন উপস্থিত হয় নাই। অতঃপর উপস্থিত হলে অনুপস্থিতের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে বলল, হুযূর হিন্দুস্থান আমার এক নিকট আত্মীয় মারা গেছে সেখানে গিয়েছিলাম। পথিমধ্যে দেখলাম, একটি পাহাড়ের উপর ইবলিশ নামায পড়ছে। তার এ নতুন কাজ দেখে আমি বলি, তোমার কাজ তো নামায ভুলিয়ে দেয়া, তুমি কিভাবে স্বয়ং নামায পড়ছ? সে বলল, সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা আমার নামায কবুল করেন, আমাকে ক্ষমা করেন।

প্রশ্ন : যাইদ মুহাম্মদ শের মিয়া সাহেব পিলী ভাতি থেকে বায়আত হয়েছে। কিছু দিন পূর্বে তিনি ওফাত লাভ করেন এখন অন্য কারো মুরিদ হতে পারবে?

উত্তর : শরীয়তের নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বায়আত পরিবর্তন নিষিদ্ধ এবং নবায়ন বৈধ বরং মুস্তাহাব। আলিয়া তরিকায় বায়আত না হলে নিজের শাইখ থেকে

[৪]. আহমদ বিন হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪৭/২৪১, হাদীস : ২২১৭২

ফিরে না এসে এ তরিকায় বায়আত হলে এটা বায়আত পরিবর্তন নয় বরং নবায়ন। সমুদয় সিলসিলা এ সিলসিলার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- তিনজন কলন্দর নিজামুল হক মাহবুব এলাহীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং খাবার চান। সেবকদেরকে আনার জন্য নির্দেশ দেন। সেবক যা কিছু তখন ছিল তাদের সামনে রাখল। তাদের একজন উক্ত খাবার তুলে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন উত্তম খাবার আন হযরত উক্ত দুর্ব্যবহারের প্রতি খেয়াল করেন নাই সেবকদেরকে তার চেয় উত্তম খাবার আনার জন্য নির্দেশ দেন। সেবক প্রথম থেকে উত্তম খাবার আনে। তারা পুণরায় নিক্ষেপ করেন এবং তার চেয়ে উত্তম খাবার চাইলেন হযরত তার থেকে উত্তম খাবার আনার নির্দেশ দেন। তারা ঐ বারও নিক্ষেপ করেন এবং তার থেকে উত্তম চাইলেন। তাই কলন্দরকে নিজের কাছে ডেকে নেন এবং কানে কানে বলেন, এ খাদ্য উক্ত মৃত গরু থেকে তো উত্তম যা তোমরা রাস্তায় ভক্ষণ করেছ। এটা শুনেই কলন্দরের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। রাস্তায় তিন উপসের পর একটি মৃত গরু যার মধ্যে কীট পড়েছে মিলল তার গোস্ত আহার করে এসেছিল। কলন্দর হুযূরের পায়ে লুটে পড়ল। হুযূর তার মাথা উঠান এবং নিজ বক্ষের সাথে লাগিয়ে নেন এবং যা কিছু দেয়ার ছিল তা দিয়ে দেন। সে সময় তিনি ওয়াজদের কারণে কাপছেন এবং এটা বলছেন যে, আমার মুরশিদ আমাকে নি'মত দান করেছেন। উপস্থিতগণ বলেছেন, নির্বোধ যা কিছু তুমি প্রাপ্ত তা হযরতের দানের বদৌলতে প্রাপ্ত। এমনকি তুমি তো একেবারে শূন্য এসেছিলে। তিনি বলেন, নির্বোধ তোমরা যদি আমার মুর্শিদ আমার উপর দৃষ্টি না দিতেন তাহলে হুযূর কেন দৃষ্টি দিচ্ছেন, এটি উক্ত দৃষ্টির সুফল। এতদ শ্রবণে হযরত বলেন, এ সত্য বলছে এবং বলেন, ভাই গণ! মুরিদ হওয়া এ থেকে শিখে নাও।

সংকলক : একদিন আসরের নামাযের পর মসজিদ থেকে আসেন তখন উপস্থিতদের মধ্যে মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব আজমীও ছিলেন। রেসালা- انفس الفكر فى قربان البقر সে সময় ছাপা হচ্ছিল। তাতে মৌলভী আবদুল হাই সাহেবের দু'টি ফতোয়া কোরবানীর গাভী সম্পর্কে ছিল। উক্ত পুস্তিকায় বর্ণনা করা হয়েছিল। উক্ত পুস্তিকা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, উক্ত ফতোয়াগুলোর আলোচনা আসলো প্রাসঙ্গিকভাবে মাওলানা সম্পর্কে বলেন।

উত্তর : মৌলভী সাহেব হিন্দুদের ধোঁকায় পড়ে গেলেন, মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী ফতোয়া দিয়ে দেন। এ প্রশ্ন আমার কাছেও এসেছিল। পূর্বসূরীদের শুভ দৃষ্টির কারণে ধোঁকাবাজদের চিনে নিয়েছি। প্রথম রাতেই বিড়াল হত্যা করা প্রবাদের উপর আমল করেছি।

প্রশ্ন : হুযূর তার ফতোয়া দেখে বুঝা গেল তার অধিকাংশ কথা পরস্পর বিপরীত। কারণ সে স্বীয় জ্ঞানের উপর বেশী ভরসা করতো?

উত্তর : হ্যাঁ, স্বীয় জ্ঞানের উপর ভরসা তাও ইমামগণের বিপরীত। কোথাও লিখেছেন-

وَاسْتَدَلُّوْا لِأَبِي حَنِيْفَةَ بِوُجُوهٍ وَالْكُلُّ بَاطِلٌ.

-আবু হানিফার জন্য বিভিন্ন উপায়ে দলিল এনেছে এবং সবগুলো বাতিল।

কোথাও লিখেছেন-

قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ كَذَا وَالْحَقُّ كَذَا.

-আবু হানিফা এরূপ বলেছেন এবং হক এরূপ।

ইমাম মুহাম্মদ رضي الله عنه-কে বলছে-

هٰهُنَا وَهْمٌ آخَرُ لِصَاحِبِ الْكِتَابِ.

-এখানে গ্রন্থকারের অন্য একটি ধারণা আছে।

মানুষের নিজের অবস্থা লক্ষ্য করা দরকার। নিজকে ভুলবেও না, নিজের প্রশংসার উপর স্ফীতও হবে না। নিজের জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। জ্ঞানীরা ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে লিখেছেন-

عِلْمُهُ أَكْبَرُ مِنْ عَقْلِهِ.

-তার জ্ঞান তার বিবেক থেকে বড়।

উপকারী জ্ঞান উহা যার সাথে বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধি আছে। মাওলানা সাহেব নিজ গ্রন্থ نفع المفتي والسائل -এ যাতে নিজেই প্রশ্নকারী ও নিজেই উত্তরদাতা প্রশ্ন ও উত্তরকে استفسار (প্রশ্ন) এবং استبشار (উত্তর) লিখেছে। একটি প্রশ্ন দাড় করিয়েছে- যে গৃহে জানোয়ার আছে কোন মানুষ নেই সেখানে সহবাস জায়েজ আছে কিনা? তার উত্তর লিখেছে জায়েয নেই। উক্ত উত্তর দ্বারা

আবশ্যক যে, ঘর থেকে সব মশা মাছিকে বের করা, চতুষ্পদ জন্তু ও কীটপতঙ্গ থেকে ঘরকে পরিষ্কার করা এটি অসাধ্য বিষয়ে কষ্ট দেয়া। অথচ ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট বলছেন, যে শিশু উপলব্ধি করছে এবং অন্যের সামনে বর্ণনা করতে পারে তার সম্মুখে সহবাস মাকরুহ নতুবা কোন অসুবিধা নেই। যখন অবুঝ শিশুর সামনে বৈধ অথচ সে মানুষ তাহলে জীব জন্তুর সামনে কেন নিষেধ?

সংকলক : ফকিহগণ এ শর্ত কেন অতিরিক্ত করেন যে, 'অন্যকে বর্ণনা করতে পারে' কেবলমাত্র বুঝা যথেষ্ট ছিলো, তার উপর এটিও আবশ্যক হচ্ছে যে বোবা ও বিকলাঙ্গের সামনে বৈধ তা কোনভাবে বিবেক সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত নয়।

উত্তর : বুঝার দুটি অর্থ আছে। এক. কেবলমাত্র নড়াচড়া বুঝা। এটি শিশুদের মধ্যে বর্ণনা শক্তি আসার পূর্বে হয় এবং এটি বুঝা যে, একাজগুলো লজ্জাকর, এগুলো গোপন করা প্রয়োজন এটি বর্ণনা শক্তি আসার অনেক পর হয়। বর্ণনা করার জন্য প্রথমে বুঝা আবশ্যক এবং ঐ পরিমাণ নিষেধের জন্য যথেষ্ট। নিজে যদিও তা কোন লজ্জাকর বিষয় বুঝে নাই তবে অন্যকে বলতে পারবে। বুঝার দ্বিতীয় অর্থের বিপরীত তা স্বতন্ত্র প্রতিবন্ধক তাতে অন্যের কাছে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। যার মধ্যে দ্বিতীয় অর্থের বুঝ আছে তার সামনে উত্তমভাবে নিষেধ যদিও বর্ণনা করতে পারবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! আজ কী প্রথম তারিখ?

উত্তর : প্রথম তারিখ ছিলো, কালচন্দ্র উদিত হয়েছে। আজ দ্বিতীয় রাত। তারিখের শুরু ও শেষে চারটি পন্থা আছে। প্রথম, খৃষ্টানদের পদ্ধতি। তাদের কাছে অর্ধ রাত থেকে অর্ধ রাত পর্যন্ত তারিখের গণনা। দ্বিতীয়, হিন্দুদের। সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তৃতীয়, ইউনানী দার্শনিকদের। অর্ধ দিন থেকে অর্ধ দিন পর্যন্ত জ্যোতিষ বিদ্যায় এটা ধরা হয়েছে। চতুর্থ, মুসলমানদের। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এটি বিবেক সমর্থন করছে যে, অন্ধকার আলোর পূর্বে।

সংকলক : উপস্থিতদের মধ্যে গাভীর গোস্ত খাওয়া সম্পর্কে এবং তা ক্ষতিকর হওয়া সম্পর্কে আলোচনা হল সে সম্পর্কে বলেন,

উত্তর : তা সন্দেহাতীত হালাল এবং অত্যন্ত সহজ প্রাপ্য গোশত। সুস্বাদু ও অধিকাংশ মানুষের প্রিয় খাবার। ছাগলের গোস্তকে রোগের আধার বলে। গরুর কুরবানীর জন্য কুরআনে বিশেষ নির্দেশনা আছে। স্বয়ং নবী ﷺ তা দিয়ে কুরবানী পবিত্র বিবিগণের পক্ষ থেকে প্রদান করেছেন। হিন্দুস্থান (ভারত) এ তা

ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। তা বলবৎ রাখা ওয়াজিব। নেতা হওয়ার ইচ্ছুক কতেক লোক হিন্দুদের সাথে ঐক্যমত পোষনের জন্য তা বন্ধ হওয়া কামনা করে এরা দুশ্চরিত্র মুসলমান। তবে আশ্চার্যের কথা হলো কোন হিন্দু একতা বিদ্যমান রাখার জন্য মসজিদের পাশে ঘন্টা বা শিঙ্গা বাজানো বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা করছেনা। একতার এ এক পক্ষীয় তালী ঐ নেতাদের ভাগ্যে জুটেছে।

হ্যাঁ, হুযূর ﷺ-এর তার গোশত খাওয়া সাব্যস্ত নেই এবং আমারও ভীষণ ক্ষতি করছে। জনৈক বন্ধু আমাকে জোর পূর্বক দাওয়াতে নিয়ে যান সে সম গরীবালয়ে সৈয়্যদ হাবিবুল্লাহ সাহেব দামেস্কী জিলানী ছিলেন তারও দাওয়াত ছিলো আমার সাথে গেলেন। সেখানে দাওয়াতের সামগ্রী ছিল কিছু লোক গরুর গোস্তের কাবাব বানাচ্ছে, হালোয়া পরটা বানাচ্ছে এই ছিলো খাবার। সৈয়্যদ সাহেব আমাকে বলেছেন, আপনি গাভীর গোস্তের অভ্যস্ত নন। এখানে অন্যকোন জিনিস নেই। ঘরওয়ালাকে বলা হলে উত্তম হবে। আমি বললাম, এটি আমার অভ্যাস নয়। ঐ রুটিও কাবাব খান। ঐ দিন মাড়ি ফুলে গিয়েছে এভাবে ফুলে গিয়েছে গলা এবং মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। অতি কষ্টে সামান্য দুধগুলো গলা দিয়ে যায় এবং ঐটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকছি। কথা একেবারেই বলতে পারছিনা এমনকি ছোট করে কিরআত পড়াও সম্ভব হচ্ছেনা। সুন্নাত নামায সমূহেও যদি কারো ইকতিদা করতে পারতাম। ঐ সময় হানাফী মাজহাব অনুযায়ী ইমামের পেছনে কিরআত জায়েয না হওয়ার মূল্যবান উপকারিতা প্রত্যক্ষ করি। কারো কিছু বলতে হলে লিখে দিতাম। ভীষণ জ্বর ছিলো কানের পেছনে ফোড়া। আমার মরহুম মেঝ ভাই একজন ডাক্তার নিয়ে আসেন। ঐ সময় বেরিলীতে প্লেগ রোগ অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো। ডাক্তার সাহেব গভীরভাবে দেখে সাত আট বার বলেন, ঐটি ঐ রোগ, এটি ঐ রোগ অর্থাৎ প্লেগ রোগা। আমি একেবারেই কথা বলতে পারছিনা তাই আমি তার উত্তর দিলাম না অথচ আমি ভালভাবে জানতাম যে, এ ভূল বলছেন আমার প্লে রোগ হয় নাই, ইনশাআল্লাহ কখনো হবে না। কেননা আমি প্লেগ রোগী দেখেই বার বার ঐ দোয়া পড়েছি যা হুযূর ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে দেখে এ দোয়াটি পড়ে নেবে সে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। উক্ত দোয়াটি এই-

اَلْحَمْدُ لله الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا.

যে সব রোগে আক্রান্তদের যে সব বিপদগ্রস্থদের দেখে আমি উক্ত দোয়া পড়েছি আল্লাহর ফজলে আজ পর্যন্ত ঐ সব রোগও বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। আল্লাহর দয়ায় সর্বদা রক্ষা পাব। প্রথম জীবনে আমার চক্ষুরোগ বেশী হত, ক্ষিপ্র স্বভাবের কারণে আমাকে খুব কষ্ট দিত। উনিশ বছর বয়সে রামপুর যাওয়ার সময় এক চোখ উঠা রোগী দেখে আমি এ দোয়াটি পড়ি তখন থেকে এখন পর্যন্ত চক্ষু রোগ পূণরায় হয় নাই। ঐ সময় শুধুমাত্র দুবার এরূপ হয়েছে। একবার চোখে কিছু চাপ পড়েছে (প্রেসার পড়েছে) দু'চার দিন পর পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্বিতীয়বারও চাপ পড়েছে অতঃপর তাও পরিষ্কার হয়ে গেল তবে ব্যথা লাল হওয়া সহ কোন ধরনের কষ্ট মোটেও হয় নাই। আফসোস এ জন্য হুযূর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে- তিনটি রোগকে অপছন্দ মনে করোনা। ১) সর্দি-তার কারণে অনেক রোগের মূল্যেৎপাটন হয়। ২) খস পাচড়া। তা দ্বারা শ্বেত রোগ সহ যাবতীয় চর্ম রোগ বন্ধ হয়ে যায়। ৩) চক্ষু রোগ অন্ধত্বকে দূরীভূত করে। উক্ত দোয়ার বরকতে এটা তো চলে যাচ্ছে অন্য একটি রোগ আসে ১৩০০ হিজরী সালের জুমাদাল উলা মাসে। কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক মুদ্রণের কারণে পূর্ণ এক মাস ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরের গ্রন্থসমূহ রাত দিন অবিরাম দেখতে হয়েছে। গ্রীষ্ম ঋতু ছিল দিনের বেলায় দালানের ভেতরে কিতাব দেখতাম ও লিখতাম। ২৮তম সাল ছিল চোখ অন্ধকার মনে করে নাই। একদিন অত্যধিক গরমের কারণে দুপুরে লিখতে লিখতে গোসল করি মাথার উপর পানি পড়তেই মনে হয় কোন জিনিস মস্তিষ্ক থেকে ডান চোখে অবতরণ করল। বাম চোখ বন্ধ করে ডান চোখে দেখি দৃশ্যনীয় বস্তুর মধ্যখানে একটি কালো বৃত্ত তার নীচে যতকিছু আছে তা অপরিষ্কার ও ভেতরে ঢুকানো মনে হলো। এখানে ঐ সময় একজন ডাক্তার চক্ষু চিকিৎসায় অত্যন্ত সিদ্ধ হস্ত ছিলেন সিনডর সন অথবা ইনডর সন এরকম কোন এক নাম ছিলো। আমার শিক্ষক জনাব মির্জা গোলাম কাদের বেগ সাহেব ﷺ খুবই জোর করেছেন যে, তাকে যেন চোখ দেখাই, চিকিৎসা করাও না করা ইচ্ছাধীন। ডাক্তার সাহেব অন্ধকার কক্ষে শুধুমাত্র চোখে আলো দিয়ে অনেক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অনেকক্ষণ গভীরভাবে দেখেছেন ও বলেন অধিক কিতাব দেখার কারণে কিছু জড়তা এসেছে। পনের দিন কিতাব দেখবেন না। আমার থেকে পনের ঘন্টাও কিতাব ছুটে যেতে পারবেনা। হাকীম সৈয়দ মৌলভী ইশফাক হোসাইন সাহেব মরহুম সাহসওয়ানী ঢেপুটি কালেক্টর ডাক্তারীও করতেন এবং অধমের বড়ই হিতাকাংখী ছিলেন। তিনি বলেন,

চোখের পানি নেমে যাওয়ার প্রাথমিক অবস্থা। বিশ বছর পর পানি নেমে আসবে। আমি লক্ষ্যে করি নাই এবং যাদের চোখের জুল শুকিয়ে গেছে তাদের দেখে উক্ত দোয়াটি পড়ে নিই এবং প্রিয় মাহবুব ﷺ-এর বাণীর উপর আশ্বস্ত হই। ১৩১৬ হিজরি সালে আর একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সামনে আলোচনা হয় গভীর পর্যবেক্ষণ করত বলেন চার বছর পর পানি নেমে আসবে। তার হিসাব ডেপুটি সাহেবের হিসাবের সাথে পুরাপুরি মিল ছিলো। তিনি বিশ বছর বলেছেন এবং ইনি ষোল বছর পর চার বছর বলেছেন। আমার মাহবুব ﷺ-এর কথার উপর ঐ নির্ভরতা না থাকলে ডাক্তারদের কথা দ্বারা (মায়াজাল্লাহ) নড়বড় হয়ে যেতাম। আলহামদু লিল্লাহ বিশ বছর নয় ত্রিশ বছর অতিক্রম হয়েছে এবং উক্ত বৃত্তটি অণু পরিমাণও বৃদ্ধি পায় নাই। আমি কিতাব দেখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিশ্রাম নিই নাই এবং ভবিষ্যতেও ইনশাআল্লাহ কম করবনা। এটি আমি এ জন্য বর্ণনা করেছি যে, এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্থায়ী মুজিযা যা এখনো পর্যন্ত চোখ প্রত্যক্ষ করছে এবং কিয়ামত অবধি ঈমানদারগণ প্রত্যক্ষ করবেন। আমি যদি ঐসব ঘটনাবলী বর্ণনা করি যা নবীর বাণী সমূহের উপকারিতা আমি নিজেই আমার মধ্যে পেয়েছি তাতে একটি পৃথক পুস্তক হবে যাবে। হাদিসের নির্দেশনার উপর আস্থা ছিলো যে, আমার প্লেগ কখনো হবেনা। শেষ রাতে রোগ বেড়ে গেল। আমার অন্তর প্রভুর সমীপে মিনতি জানায়-

اَللّٰهُمَّ صَدَقَ الْحَبِيْبُ وَكَذَبَ الطَّبِيْبُ.

কেউ আমার ডান কানে মুখ রেখে বলে যে, মিছওয়াক ও গুল মরিচ। মানুষ পালাক্রমে আমার জন্য জাগ্রত থাকত। ঐ সময় যে ব্যক্তি জাগ্রত ছিলো আমি ইশারা দিয়ে তাকে আহবান করি এবং তাকে মিছওয়াক ও গুল মরিচের ইঙ্গিত করি। সে মিছওয়াক বুঝল তবে গুল মরিচ কিভাবে বুঝে? মোটকথা- খুব দেরীতে বুঝল। যখন এ দুটি জিনিস আনা হলো অতি কষ্টে আমি মিছওয়াক এর সাহায্য ধীরে ধীরে মুখ খুলি এবং দাতের মধ্যে মিছওয়াক রেখে ছেড়ে দিই দাঁত বন্ধ হয়ে চেপে ধরল মরিচের গুড়ো গুলো ঐ পন্থায় পিছন পর্যন্ত পৌঁছল। কিছুক্ষণ হতে না হতে একটি বিশুদ্ধ রক্তের কুল্লি আসলো তবে কোন কষ্ট অনুভব হয় নাই। তারপর আর একটি বিশুদ্ধ রক্তের কুল্লি আসলো আলহামদু লিল্লাহ উক্ত ফোঁড়া চলে গেল। মুখ খোলে গেল, আমি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করি এবং ডাক্তার সাহেবের কাছে খবর পাঠাই আপনার উক্ত

অনুমানকৃত প্লেগ রোগ আল্লাহর দয়ায় দূর হয়ে গেল। দুই তিন দিন পর আল্লাহর ফজলে জ্বর চলে যাচ্ছিল।

সংকলক : আলোচনার মধ্যে যেহেতু প্লেগ রোগের আলোচনা ছিলো মাওলানা মৌলভী হাকীম আমজাদ আলী সাহেব এটি আরজ করেন-

প্রশ্ন : প্রবল ধারণা হচ্ছে এ বিপদগুলো নাস্তিক জ্বিন হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, নাস্তিক জ্বিন, হাদিসে আছে-

اَلطَّاعُوْنُ وَخْزُ اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

-প্লেগ তোমাদের নাস্তিক জ্বিন।

তাই প্লেগ গ্রন্থ শহিদের অন্তর্ভূক্ত। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, শাইখ মুহাক্কিক আউলকী মাদানী আমাকে বলছিলেন হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইয়ামনী রাহমতুল্লাহি আলাইহি ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যান। দেখেন মিম্বরে একটি শিশু উপবিষ্ট। হযরত ব্যতীত কেউ দেখেন নাই। তিনি কিছুই বলেন নাই নামায পড়ে চলে আসেন। অতঃপর জোহরের জন্য আসেন দেখেন একজন যুবক উপবিষ্ট। নামায পড়ে চলে আসেন তাকে কিছু বলেন নাই। অতঃপর আসর নামাযের জন্য যান। মিম্বরে একজন বৃদ্ধ দেখতে পান। এখন কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই নামায শেষে চলে আসেন অতঃপর মাগরিব নামাযের জন্য গমণ করেন তখন একটি গরু সেখানে দেখতে পান। তিনি বলেন, তুমি কে? আমি এত অবস্থায় তোমাকে দেখেছি। সে বলল, আমি প্লেগ। যদি আপনি ঐ সময় কথা বলতেন যখন আমি শিশু ছিলাম তাহলে ইয়ামেনে কোন শিশু বেঁচে থাকত না। যদি ঐ সময় জিজ্ঞাসা করতেন যখন যুবক ছিলাম তাহলে এখানে কোন যুবক থাকতনা যদি ঐ সময় কথা বলতেন যখন আমি বৃদ্ধ ছিলাম তাহলে এ শহরে কোন বৃদ্ধ থাকতনা। এখন আপনি এ অবস্থায় আমাকে গরু দেখেছেন কথা বলেছেন ইয়মেনে কোন গরু থাকবেনা। এটা বলে অদৃশ্য হয়ে যান। এটি আল্লাহ তায়ালার নিজ বান্দাদের উপর রহমত ছিল যে, আপনি প্রথম তিন অবস্থায় তাকে প্রশ্ন করেন নাই। গরুগুলোর মধ্যে রোগ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। যদি সে সময় কোন গরু সুস্থ অবস্থায় ও যবেহ করা হতো তার মাংস এমন খারাপ হয়ে যেত যে, কেউ খেতে পারত না তার থেকে গন্ধকের দুর্গন্ধ আসতো। সে সৈয়্যদ মুহাম্মদ ইয়ামেনী ﷺ-এর এক সন্তান মাতৃগর্ভের ওলী ছিলেন। একবার যখন বয়স কয়েক বছর ছিলো বাইরে আসেন এবং নিজ সম্মানিত পিতার স্থানে বসেন। জনৈক ব্যক্তিকে

বলেন, লিখ- فُلَانٌ فِي الْجَنَّة 'অমুক বেহেশতে।' এভাবে নাম ধরে অনেক মানুষ লিপিবদ্ধ করান। অতঃপর বলেন, فُلَانٌ فِي النَّار অর্থাৎ 'অমুক আগুনে।' সে লিখা থেকে বিরত রইল। তিনি পুণঃবলেন, সে লিখে নাই। তিনি তৃতীয়বার বলেন, সে লিখা অস্বীকার করে। এতে তিনি বলেন, اَنْتَ فِي النَّار 'তুমি আগুনে।' সে হত ভস্ম হয়ে তাঁর পিতার কাছে উপস্থিত হল। তিনি বলেন, সে কী اَنْتَ فِي النَّار (তুমি আগুনে) বলেছে নাকি اَنْتَ فِي جَهَنَّم 'তুমি জাহান্নামে' বলেছে? সে বলল, اَنْتَ فِي النَّار 'তুমি আগুনে' বলেছেন। হযরত বলল, আমি তার কথা পরিবর্তন করতে পারব না। এখন তোমার ইচ্ছা দুনিয়ার আগুন গ্রহণ কর অথবা পরকালের আগুন গ্রহণ কর। সে বলল, দুনিয়ার আগুন পছন্দনীয়। সে জ্বলে মৃত্যুবরণ করল। হাদিসে আগুনে জ্বলে মারা গেলেও শহিদ বলেছে।

প্রশ্ন : হুযূর! আমার এক ভাইপো জন্ম নিয়েছে তার কোন একটি ঐতিহাসিক নাম দিন।

উত্তর : ঐতিহাসিক নামে কী লাভ? সত্যিকার নাম ঐ গুলো হাদিস শরীফে যে নামগুলোর ফযিলত বর্ণিত আছে। আমারও আমার ভাইয়ের যতগুলো সন্তান হয়েছে আমি সবগুলোর নাম মুহাম্মদ রেখেছি। এটি অন্যকথা, এ নামটি ঐতিহাসিকও হয়ে যাবে। হামেদ রেজা খানের নাম মুহাম্মদ। তার জন্ম ৯২ হিজরী সালে। ঐ নামের সংখ্যাগত মানও ৯২ এক সময় ঐতিহাসিক নামে এটি ছিল। সুন্দর গুণবাচক নাম থেকে একটি অথবা দুটি যার সংখ্যাগত মান পাঠকের নামের সংখ্যানুযায়ী হবে নামের সংখ্যা দ্বিগুণ করে পড়া যাবে। তা পাঠককে ইসমে আজমের উপকারিতা দেবে। ঐতিহাসিক নামে সংখ্যাগত মান অনেক বড় হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি কারো জন্ম ১৩২৯ হিজরিতে হয় তার সংখ্যা অনুযায়ী গুণবাচক নামসমূহ ২৬৫৮ বার পড়া যাবে। আর মুহাম্মদ নাম হত তাহলে ১৮৪ বার, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো। অতঃপর ঐ পবিত্র নামের ফযিলত সম্পর্কে এ কতিপয় হাদিস উল্লেখ করেছেন। এক হাদিসে আছে- হুযূর ﷺ বলেন, যে আমার ভালবাসার কারণে নিজ সন্তানের নাম মুহাম্মদ অথবা আহমদ রাখবে আল্লাহ তায়ালা পিতা এবং ছেলে উভয়কে ক্ষমা করে দেবেন। অপর এক বর্ণনায় আছে- কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ বলবেন, যাদের নাম মুহাম্মদ অথবা আহমদ, বেহেশতে চলে যাও। অন্য বর্ণনায় আছে- ফেরেশতাগণ ঐ গৃহের সাক্ষাতে আসেন যেখানে কারো নাম মুহাম্মদ অথবা

আহমদ আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে পরামর্শে ঐ নামের মানুষ অংশ নেয় তাতে বরকত রাখা যাবে। অন্য বর্ণনায় আছে- তোমাদের কী ক্ষতি হয়? তোমাদের ঘরসমূহে দুই অথবা তিনজন মুহাম্মদ হলে।

প্রশ্ন : জুতো পড়ে নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, আলমগীরিতে স্পষ্ট আছে- মসজিদে জুতো পরে যাওয়া শিষ্টাচার বিরোধী।

প্রশ্ন : গায়রে মুকাল্লিদরা পড়ছে এবং বলছে, বিশ্বকুল সর্দার ﷺ পড়েছেন।

উত্তর : কিছু বিধানে প্রথা ও জনকল্যাণকার্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। আমি বিশেষত: উক্ত বিষয়ে একটি পুস্তিকা ঐতিহাসিক নামে حال الاجلال لتوقيف حكم الصلوة بالنعال লিপিবদ্ধ করেছি এবং তার একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ- كمال الاكمال রচনা করেছি। সম্মান ও অপমান প্রথার উপর নির্ভরশীল একটি জিনিস যারা এক সময় মান অথবা অপমান হতো। অন্য সময় হয় না অথবা এক সম্প্রদায়ে হয় অন্য সম্প্রদায়ে হয় না। যেমন আরবে ছোট বড় সকলকে এক বচনের শব্দ দ্বারা সম্বোধন হয়- তুমি বলেছ। এটা সেখানে কোন অপমান নয় আর আমাদের দেশে অপমান। অথবা ইউরোপের শিষ্টাচার হচ্ছে- সম্মানিত ব্যক্তির সাক্ষাতের সময় মাথাখালি রাখা এবং জুতো পড়া আমাদের দেশে এটা শিষ্টাচার বিরোধী। শিষ্টাচার হচ্ছে পা খালি হওয়া এবং মাথায় পাগড়ী থাকা। যখন আমাদের দেশে রূপক রাজ বাদশাহর কাছে জুতো পরে যাওয়া অপমান তাহলে প্রভুর দরবার যা বাজার বাজার দরবার। প্রকৃত মহারাজার ও সত্যিকার বাদশাহর দরবার, তা সম্মানের অধিক অধিক উপযোগী।

প্রশ্ন : রেলগাড়িতে বেঞ্চে বসে পা ঝুলিয়ে ফরজ অথবা বিতর পড়ল নামায হয়েছে কিনা? কেউ এরূপ করছে।

উত্তর : হয় নাই। দাঁড়ানো ফরজ, যতক্ষণ না অক্ষম হবেন রহিত হবে না। ফরজ, বিতর এবং ফজরের সুন্নাত এভাবে পড়লে হবে না।

প্রশ্ন : রেলগাড়িতে এরূপ স্থান কম পাওয়া যায় যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা যাবে।

উত্তর : আমাকে দীর্ঘ সফর করতে হয়েছে আল্লাহর ফজলে পাচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহ পড়েছি। কিয়াম (দাঁড়ানো) ও রুকু রেলগাড়ীতে ভালভাবে হয়। হ্যাঁ, কোন কোন সময় সিজদায় কষ্ট হয় যখন কেবলা বেঞ্চের দিকে হবে। তা এভাবে হতে পারে মাথা ঝুকিয়ে বেঞ্চের নিচে করবে কেবলমাত্র সামান্য কষ্ট

করতে হবে তবে এতটুকু নিচে করবেনা ৪৫% কোন দিকে ঝুকে যাবে। ৪৫% অংশের কাচাকাচি বৈধ আছে। একটি রেখার কেন্দ্র বিন্দু থেকে অন্য একটি লম্ব দাড় করাও তা দুটি কোণ তৈরী করবে উক্ত দুকোণের প্রত্যেকটির কেন্দ্র বিন্দু থেকে একটি রেখা দিয়ে উভয়টিকে বিভক্ত কর। ফলে ৪৫+৪৫ পরিমাপের চারটি কোণ হবে। ধরে নাও ক' রেখার কেন্দ্র বিন্দু খ' তার উপর লম্বা খ' বর্ণের দিকটি কেবলা। তাহলে উত্তর দিকে চ' ঙ' পরিমাণ ঝোকা অথবা দক্ষিণে চ' জ' পরিমাণ ঝোকা নামায ভঙ্গের কারণ হবে না যেহেতু কেবলা পরিবর্তন হয় নাই। এর চেয়ে অধিক ঝোকলে কেবলা পরিবর্তন হবে। চিত্রটি এই–

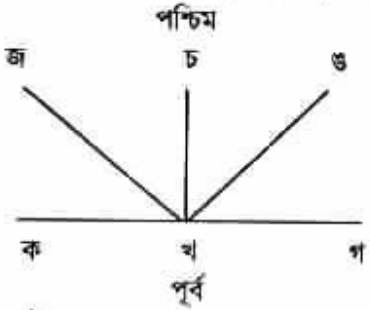

প্রশ্ন : যতগুলো নামায ঐভাবে পড়েছে সে গুলো পূণ:পড়ার প্রয়োজন হবে না কারণ তা অজ্ঞাতসারে পড়েছে। হ্যাঁ, আগামীতে এভাবে পড়া ফরজ।

উত্তর : অজ্ঞতা ফিরিয়ে না পড়ার কারণ হতে পারে না। অজ্ঞতা স্বয়ং পাপ। আমাদের আলেমগণ শরীয়তের বিধানসমূহ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং কুরআনে আজিমে বলেন,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

-তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদের থেকে জিজ্ঞাসা কর।[৫]

এখন অজ্ঞ ব্যক্তির ভুল সে কেন শিখে নাই এবং কেন জেনে নেয় নাই। উক্ত নামায গুলো ফিরিয়ে পড়া আবশ্য।

প্রশ্ন : অতঃপর কী পরিমাণ ফিরিয়ে পড়া যাবে?

উত্তর : এ পরিমাণ যে প্রবল ধারণা হবে আর বাকী নাই।

[৫]. আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৪৩

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি নামায পড়াল, মুসাল্লা (নামাযের কাপড়) বাঁকা ছিলো। সেও কেবলামুখী হয় নাই, মুসাল্লাও ঠিক করে নাই নামায হয়েছে কিনা?

উত্তর : যদি মুসাল্লার বাকা হওয়া কেবলা থেকে ৪৫% এর মধ্য থাকে তাহলে নামায হয়ে গেল, যদি বেশী হয় তাহলে বাতিল (অতঃপর বলেন) বেরীলির মধ্যে অধিক মসজিদ কেবলা থেকে দুই দুই স্তর উত্তর দিকে বাঁকা আর বোম্বাইর মসজিদ দশ স্তর দক্ষিণ দিকে বাঁকা। পবিত্র শরীয়ত যদি তার অনুমতি না দিত তাহলে লাকো নামায বাতিল হতো। (অতঃপর বলেন) মানুষের কপাল তীরের আকৃতি হওয়ার মধ্যে এ সুবিধাও আছে। যাতে সহজে কেবলার দিকে থাকে। যদি কেবলা থেকে ৪৫% স্তর ফিরেও যায় তারপরও কপালের কোন অংশের সাথে সমান হয়ে যাবে। কপাল যদি সমান্তরাল হতো তাহলে এ লক্ষ্য অর্জিত হতো না। মানুষেরা এটা বুঝেছে যে, পশ্চিম দিকে মুখ করত: এভাবে দাঁড়াব দিক নির্ণয় যন্ত্র ডান কাধে হবে। অতঃপর যে দিক চেহরার বরাবর হবে সেটাই কেবলার দিক অথচ এটি বিশ্লেষণ ধর্মী কথা নয় তবে ভারতে কেবলা কাছাকাছি হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন : মহিলাদের নামায পাতলা কাপড় সমূহে হবে কী হবে না?

উত্তর : স্বাধীন রমণীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর ঢাকা ফরজ তবে চেহরা অর্থাৎ কপাল থেকে থুথুনি এক কানের লতি থেকে অন্য লতি পর্যন্ত (যাতে মাথার চুলের অথবা কানের কোন অংশ অন্তর্ভূক্ত নয় থুথুনির নিচের অংশও অন্তর্ভূক্ত নয়) ইহা ঐক্যমতে নামাযে ঢেকে রাখা ফরজ নয় এবং কুনুই পর্যন্ত উভয় হাত। গিরা পর্যন্ত উভয় পা এগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে। এছাড়া যদি কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ নামাযে ইচ্ছাকৃত খোলে যদিও এক মুহূর্তের জন্য অথবা অনিচ্ছাকৃত একটি রুকন আদায় পরিমাণ অর্থাৎ তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পর্যন্ত খোলা থাকে তাহলে নামায হবে না এবং পাতলা কাপড় যেগুলোতে দেহ দেখা যায় অথবা বর্ণ দেখা যায় অথবা মাথার চুলের কালো রং জ্বলে তাহলে নামায হবে না।

সংকলক : এক বন্ধু যার ঝুক ওয়াহাবী আকিদার প্রতি ছিল, সে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলেন,

উত্তর : তুমি কী সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ না যা ছিলো এবং যা হবে জ্ঞান (علم ما كان وما يكون) সম্পর্কে, যে রূপ প্রশ্ন হবে তা অনুযায়ী উত্তর দেয়া হবে।

প্রশ্ন : আমি হুযূর ﷺ-কে সর্বোত্তম ও শীর্ষস্থানীয় জানি এবং হুযূরকে অন্তরাত্মা আলোকময় জানি তবে তিনি অন্তরের কথা জানেন- এটি মানিনা?

উত্তর : অন্তরাত্মা আলোকিত হওয়ার অর্থ এটি যে, অন্তর সমূহের খবর জানে। (অতঃপর তা প্রমাণের দিকে মনোনিবেশ করেন) পবিত্র কুরআনে আছে-

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ﴿١٧٩﴾

-হে সাধারণ লোক! আল্লাহর শান নয় যে, তোমাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের উপর অবহিত করবেন। হ্যাঁ নিজ রাসূলদের থেকে নির্বাচন করে নেন যাকে চান।[১]

এবং বলছেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴿٢٧﴾

-আল্লাহ আলেমুল গায়ব, তিনি নিজ অদৃশ্য জ্ঞানের উপর কাউকে ক্ষমতা দেননা তবে নিজ পছন্দনীয় রাসূলকে।[২]

কেবলমাত্র অদৃশ্য জ্ঞান প্রকাশ করেন না বরং তাকে অদৃশ্য জ্ঞানের উপর ক্ষমতা দেন। (অতঃপর বলেন) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের ঐক্যমত হচ্ছে- যে সব ফযিলত অন্যান্য নবীদের দেয়া হয়েছে সব গুলো সর্বোত্তম পন্থায় ও সর্বোত্তম করে হুযূর ﷺ-কে দেয়া হয়েছে আহলে বাতেন (আধ্যাত্মিক আলেমগণ) এ বিষয়ে ঐক্যমত যে সব ফযিলত অন্যান্য নবীদের অর্জিত হয়েছে তা সব হুযূরের প্রদানের কারণে এবং হুযূরের উসিলায়। বুখারী ও মুসলিম প্রণেতা বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي.

-আমি বন্টনাকারী এবং আল্লাহ তায়ালা দান করেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عليه السلام সম্পর্কে বলছেন-

১. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৯
২. আল কুরআন, সূরা জ্বীন, আয়াত : ২৬-২৭

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿٧٥﴾

-এভাবে আমি ইব্রাহিম عليه السلام কে আসমান ও জমিনের যাবতীয় রাজত্ব দেখাচ্ছি।[১]

نُرِي শব্দটি সর্বদা ও নতুনত্বের উপর ইঙ্গিত বাহক। যার অর্থ হলো ঐ দেখানো একবারের জন্য ছিলনা বরং সর্বদার জন্য। এই গুণটি হুযূর ﷺ-এর মধ্যে উত্তমরূপে সাব্যস্ত আছে। হুযূরের প্রদানের কারণে এবং হুযূরের উছিলায় তাঁর সম্মানিত পিতা মহোদয়ের অর্জিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক অন্ধরা ব্যতীত কেউ এটিকে অস্বীকার করবেনা।

আর كَذَٰلِكَ শব্দটি সাদৃশ্যের জন্য যা সাধারণ আরবী জান্তা জানে আর সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে উপমা ও উপমেয় আবশ্যক। উপমা স্বয়ং কুরআনুল করিমে বিদ্যমান অর্থাৎ হযরত ইব্রাহিম عليه السلام আর যার সাথে সাদৃশ্য সে হচ্ছে নবী করিম ﷺ। মর্মার্থ এ হলো- হে হাবীব! যেভাবে আমি আপনাকে আসমান ও জমিন সমূহের রাজত্ব দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে আপনার উসিলায় আপনার সম্পানিত প্র-পিতামহ হযরত ইব্রাহীম عليه السلام-কে ঐগুলো দেখাচ্ছি এবং কুরআনুল করিমে ইরশাদ করছেন-

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

-আমার প্রিয় রাসূল অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নন।[২]

যার মধ্যে যোগ্যতা পান তাকে বলেন। উল্লেখ্য, কৃপণ সে যার কাছে সম্পদ আছে এবং ব্যয় করেনা এবং যার কাছে সম্পদ নেই তাকে কৃপণ কিভাবে বলা হবে?

এখানে কৃপণকে না করা হয়েছে যতক্ষণ কোন জিনিসকে ব্যয় করা হবেনা না করার কী লাভ? তাই বুঝা গেল, হুযূর অদৃশ্য জ্ঞানের উপর অবহিত এবং নিজ অনুগতদের তার উপর অবহিত করেন এবং বলছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴿٨٩﴾

১. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৭৫
২. আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত : ২৪

-আমি আপনার উপর এ গ্রন্থ প্রত্যেক বস্তুর সু-স্পষ্ট বর্ণনা করে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ করেছি।[১০]

تِبْيَانًا বলেছেন بَيَانًا বলেন নাই যে জানা হবে তাতে বস্তুর বর্ণনা এভাবে হয়েছে যাতে কোন ধরনের গোপনীয়তা নেই এবং হাদিসে আছে যেমন ইমাম তিরমিজি ইত্যাদি দশজন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন। সাহাবাগণ বলেছেন, একদিন আমরা ভোরে ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে উপস্থিত হই। হুযূরের আসতে বিলম্ব হয়েছে-

حَتّٰى كِدْنَا اَنْ نَتَرَاى الشَّمْسَ.

-নিকট ছিল যে, সূর্যোদয় হবে।

ইত্যবসরে হুযূর আগমন করেন এবং নামায পড়ান অতঃপর সাহাবাদের সম্বোধন করত: বলেন, তোমরা কী জান কেন বিলম্ব হয়েছে? সকলই আরজ করেন, আল্লাহ এবং রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বলেন,

أَتَانِى رَبِّى فِى أَحْسَنِ صُوْرَةٍ.

-আমার প্রভূ সর্বোত্তম পন্থায় আমার কাছে আগমন করেন।

অর্থাৎ আমরা পরস্পর নামাযে ব্যস্ত ছিলাম উক্ত নামাযে বান্দা প্রভূর সান্নিধ্যে উপস্থিত হচ্ছে এবং সেখানে স্বয়ং মাবুদের আবদের উপর তাজল্লি হন।

قَالَ يَا مُحَمَّدُ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَاءُ الْأَعْلٰى؟ فَقُلْتُ : لَا أَدْرِىْ، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَتَجَلَّى لِى كُلُّ شَىْءٍ وَعَرَفْتُ.

-তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ! এ ফেরেশতারা কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করছেন? আমি আরজ করি আমি আপনার শেখানো কী জানব। অতঃপর মহান প্রভু নিজ কুদরতের হাত আমার উভয় কাঁধের মধ্যখানে রাখেন এবং তার শীতলতা আমি আমার বক্ষে পাই এবং আমার সম্মুখে প্রত্যেক জিনিস উজ্জ্বল হয়ে গেল এবং আমি জেনে নিলাম।

শুধু এটির উপর শেষ করেনি যে কোন ওয়াহাবী ভদ্রলোকের এটি বলার সুযোগ না থাকে যে, كُلُّ شَىْءٍ দ্বারা উদ্দেশ্যে শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জিনিস বরং এক বর্ণনায় বলেন, مَا فِى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 'আমি জেনে নিয়েছি যা

[১০]. আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত : ৮৯

কিছু আসমান ও জমিনের মধ্যে আছে।' অপর বর্ণনায় বলেন, فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 'আমি জেনে নিলাম যা কিছু পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আছে।'

এ তিনটি বর্ণনাই বিশুদ্ধ। তিনটির শব্দসমূহ হুযূর থেকে সাব্যস্ত অর্থাৎ আমি জেনে নিলাম যা কিছু আসমান ও জমিনের মধ্যে আছে। এবং যা কিছু পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আছে প্রত্যেক জিনিস আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে গেল এবং আমি চিনে নিলাম এবং উজ্জ্বল হওয়ার সাথে চিনে নেয়া এ জন্য বলেছে যে কখনো জিনিস পরিচিত হয় দৃষ্টির সামনে হয় না এবং কখনো দৃষ্টির সামনে হয় এবং পরিচিত হয় না। যেমন হাজার মানুষের মজলিশকে ছাদের উপর থেকে দেখ তারা সব তোমার দৃষ্টির সামনে তবে এদের অনেককে তুমি চিনবেনা। এজন্য ইরশাদ করেন জগতের সমুদয় বস্তু আমার দৃষ্টির সামনেও হয়ে গেল এবং আমি চিনেও নিয়েছি যে, তাদের না কেউ আমার দৃষ্টির বাইরে রইল, না জ্ঞানের বাইরে রইল।

মুসলমানগণ দেখুন! দলিল সমূহে অহেতুক তাবিল ও নির্দিষ্ট করা বাতিল এবং শ্রুত নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, প্রত্যেক জিনিসের স্পষ্ট বর্ণনার জন্য এ গ্রন্থটি আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি। নবী ﷺ বলেন, প্রত্যেক জিনিস আমার উপর উজ্জ্বল হয়ে গেল এবং আমি চিনে নিলাম। তাহলে নিঃসন্দেহে এ দেখাও চেনা যাবতীয় গুপ্ত ও লওহে লিপিবদ্ধকে অন্তর্ভূক্ত করেছে যাতে আদি অনন্তের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের এবং অন্তর ও হৃদয়ের যাবতীয় অন্ত র্ভুক্ত। এ কারণে তাবরানী এবং নায়ীম বিন হাম্মাদ ইমাম বুখারীর শিক্ষক এবং অন্যান্যরা আবদুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِى الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّىْ هٰذِهِ.

-নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার সামনে দুনিয়া উঠান আমি তা এবং তাতে কিয়ামত অবধি যা কিছু হবে সব দেখতেছি যেন আমি আমার এ হাত দেখছি।[১১]

[১১]. কানযুল উম্মাল, ১১/৩৭৮, হাদীস : ৩১৮১০

হুযূরের সদকায় আল্লাহ তায়ালা হুযূরের গোলামদের মর্যাদা দান করেছেন। জনৈক বুজুর্গ বলেন, সে প্রকৃত পুরুষ নয় যে সম্পূর্ণ পৃথিবী হাতের মত না দেখে তিনি সত্য বলেছেন, নিজের মর্যাদা প্রকাশ করেছেন। এরপর শাইখ বাহাউল মিল্লাত ওয়াদ্দীন কুদ্দিসা সির রুহুল আজিজ বলেন, আমি বলছি পুরুষ তিনি নয় যিনি সমগ্র জগতকে আঙ্গুলের নখের ন্যায় দেখবেন না এবং তিনি বংশে হুযূরের শাহজাদা এবং সম্পর্কে হুযূরের একজন শীর্ষ স্থানীয় পাদুকা বহণকারী। হুযূর সৈয়্যাদুনা গাউছে আজম ﵁ কাসিদায়ে গাউছিয়া শরীফে বলেন,

نَظَرْتُ إِلَىٰ بِلَادِ اللهِ جَمْعًا ☆ كَخَرْدَلَةٍ عَلَىٰ حُكْمِ اتِّصَالِ

-আমি আল্লাহর সমগ্র শহরকে সরিষা দানার মত প্রত্যক্ষ করেছি।

এ দেখাটি কোন বিশেষ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিলনা বরং ক্রমাগত ও অব্যাহতই এ বিধান। তিনি বলেছেন-

إِنَّ بَوْبَوْةَ عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ

-আমার চোখের পুতলি লাওহ মাহফুজে সংযুক্ত।

লওহ মাহফুজ কী? সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾

-প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু লিপিবদ্ধ আছে।[১২]

এবং বলছেন-

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴿٣٨﴾

-আমি কিতাবে কোন জিনিসই বাদ দিইনি।[১৩]

অন্যত্রে বলছেন-

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

-সিক্ত ও শুষ্ক এমন কোন জিনিস নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে নেই।[১৪]

[১২]. আল কুরআন, সূরা কামার, আয়াত : ৫৩
[১৩]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৩৮
[১৪]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৫৯

লওহে মাহফুজের এ অবস্থা যে, তাতে সমুদয় সৃষ্টি প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে তাই যার এর জ্ঞান আছে তার কাছে নিঃসন্দেহে সমুদয় সৃষ্টি জগতের জ্ঞান হবে।

প্রশ্ন : জোহরের সময় কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে?

উত্তর : ইমাম আযম ﵁-এর মাযহাব অনুসারে মূল ছায়া ব্যতীত দুই গুণ পর্যন্ত থাকে এবং এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

প্রশ্ন : যদি এক গুণের ভেতর জোহর পড়া যায় এবং দু'গুণের পর আছর তাহলে ভাল হবে যে, সব ইমামের অভিমত সমন্বিত হবে।

উত্তর : হ্যাঁ, উত্তম। ইমাম আযম ও সাহেবাইনের অভিমত সমন্বিত হবে। সব ইমামের অভিমত সমন্বিত করা অসম্ভব। শাফেয়ী মতাবলম্বী ইস্তাখরী প্রবক্তা হচ্ছে দ্বিগুণের পর কোন নামাযের সময়ই থাকে না।

মৌলভী আমজাদ আলী সাহেব : জোহরে বিলম্ব গ্রীষ্মকালে মুস্তাহাব। তা অতি গরম চলে যাওয়া পর্যন্ত। যেমন হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

প্রশ্ন : হ্যাঁ, এক গুণ পর্যন্ত কখনো তাপে তারতম্য হবেনা এটি উঁচু স্তরের বিশুদ্ধ হাদিস। ইমামের উচ্চ স্তরের দলিল তাকে সুস্পষ্ট করে দিল। বুখারীর হাদিস- আবু জর ﵁ একটি ঘরে উপস্থিত ছিলেন। মুয়াযযিন আযান দিয়ে তার খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ابرد 'সময় ঠান্ডা কর।' অতঃপর কিছুক্ষণ পর পুণঃ উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ابرد 'সময় ঠান্ডা কর', অতঃপর কিছুক্ষণ পর পুণঃ উপস্থিত হন। তিনি বলেন, ابرد 'সময় ঠান্ডা কর।' حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ 'অবশেষে টিলার ছায়া তার সমান হয়'। সে সময় নামায আদায় করেন। স্বয়ং শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামগণ সুস্পষ্ট বর্ণনা করছেন টিলা সমূহের ছায়া ঐ সময় শুরু হয় যখন অধিকাংশ সময় জোহর শেষ হয়ে যায় তাহলে তার সমান কখন হবে নিশ্চিতভাবে বিলম্বের প্রথম গুণ যখন শেষ হয়ে গেল। প্রথম গুণ প্রবক্তাদের কাছে এ বিশুদ্ধ হাদিসের মোটেও কোন উত্তর নেই। মুকাল্লিদ বিরোধীদের ইমাম নজির হোসাইন দেহলভী 'মে'য়ারুল হক্কে' যে গলাকাটা কথা বলেছেন এবং হাদিস নিয়ে যে তামাশা ও বিদ্রুপ করেছেন তার খণ্ডন আমার কিতাব 'হাযিজুল বাহরাইনে' দেখুন।

প্রশ্ন : যদি দ্বি-গুণের পূর্বে আসর নামায পড়া যায় তাহলে হয়ে যাবে।

উত্তর : হ্যাঁ, সাহেবাইনের নিকট হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আবার পড়া কী ওয়াজিব হবে না?

উত্তর : ফরজ হবেনা। উক্ত অভিমতের উপর ফতোয়া দেয়া হয়েছে যদিও বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইমাম আযম -এর অভিমত।

প্রশ্ন : সব মতানৈক্য পূর্ণ মাসয়ালার এটিই বিধান।

উত্তর : না, বরং যে ফতোয়ায় মতানৈক্য আছে তার বিধান হচ্ছে- অভিমতের উপরই আমল করা হোক বা না হোক হয়ে যাবে এবং যেহেতু আলেমগণ উভয় দিকে গিয়েছেন এবং উভয় মতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন তাই যার উপরই আমল করা হবে হয়ে যাবে। তবে যে ইমামের অভিমতের প্রাধান্যে বিশ্বাসী তার বেঁচে থাকা উচিত। পবিত্র উভয় হেরেমে এখন কয়েক বছর থেকে হানাফী মুসাল্লায় আসরের নামায দ্বিতীয় গুণে হচ্ছে। ফজর নামায ব্যতীত সব নামায প্রথম হানাফী মুসাল্লায় হতো। শাফেয়ী মতাবলম্বী অভিযোগ করেন যে, "আমাদের জন্য আসর সময় আমাদের মাযহাবের দৃষ্টিতে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে" তার পরিপ্রেক্ষিতে এটি হয় নাই যে, আসরের নামায ফজরের নামাযের মত বিলম্বে হবে। অগ্রে রাখা হয়েছে, দ্বিতীয় গুণে করে দেয়া হলো। এবার হজ্বের এই নতুন কাজটি দেখলাম। আমি এবং মক্কার শীর্ষস্থানীয় হানাফী আলেমগণ যেমন মাওলা শেখ সালেহ কামাল মুফতি হানাফী, মাওলানা সৈয়্যদ ইসমাঈল উক্ত জামাতে শরীক হতেন নফলের নিয়তে, অতঃপর হানাফী সময় অনুযায়ী নিজেদের জামাত করতেন যাতে ঐ শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ এ অধমকে ইমামতির জন্য বাধ্য করতেন।

প্রশ্ন : জুমা যদি ঠিক সূর্য ঢলার সময় পড়া যায় তাহলে হবে কী না?

উত্তর : না ফিকহ গ্রন্থসমূহ বাহার ইত্যাদির মধ্যে স্পষ্ট আছে- জুমা জোহরের অনুরূপ।

প্রশ্ন : ঢলার সময় নামায মাকরূহ হওয়া এ ভিত্তির উপর যে জাহান্নাম উজ্জ্বল করা যাচ্ছে এটি হাদিসে আছে। অন্য হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে- তিনি বলেন, জুমার দিন জাহান্নামকে জ্বালানো যায় না। তাই উচিত হচ্ছে- ঢলার সময় মাকরূহ না হওয়া কেননা প্রতিবন্ধক বিদ্যমান নেই।

উত্তর : এটি ঐ সময়ের নফল সমূহের মাকরূহের মধ্যে প্রচলিত হতে পারে। ফরজ নামায সমূহের প্রথম ও শেষ সময় নির্ধারিত। প্রথম সময়ের পূর্ব বাতিল এবং শেষ সময়ের পর কজা হয়ে যায়। যেমন ফজর নামাযের প্রথম সময়

ফজর হওয়া। তার পূর্বে শুরু করেছে তাহলে নামায নিশ্চিত ভাবে হবে না। মাকরূহ সময় নয় বলে সময়ের পূর্বে ফরজ নামাযকে জায়েয করে না। অনুরূপ জুমার দিন জাহান্নাম জ্বালানো হবেনা। যদি সাব্যস্ত ও হয় তাহলে তা শুধু মাকরূহ নয় বলে সাব্যস্ত করে। জুমা যার শুরু সূর্য ঢলার পর তা তার সময়ের পূর্বে জায়েয করে না। হ্যাঁ, নফল নামাযের ক্ষেত্রে এ হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু ইউসুফ জুমার দিন সূর্য ঢলার সময় মাকরূহ হওয়া মেনে নেন নাই। আশবাহর মধ্যে তাকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে। তবে এ হাভী কুদসী (আশবাহ গ্রন্থকার) সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে- হাভী প্রণেতা ইউসুফী মাযহাবের লোক, প্রত্যেক স্থানে ইমাম আবু ইউসুফের অভিমতকে لا تأخذ به বলতেন। আমাদের ইমাম আযম -এর মাযহাব যার আলোকে সমুদয় মূল গ্রন্থও ব্যাখ্যা গ্রন্থের ভাষ্য তা হচ্ছে- সাধারণভাবে নিষিদ্ধ এবং এটিই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।

সংকলক : আজ হযরত মাওলানা ওয়াসি আহমদ সাহেব মুহাদ্দিস সুরতী যাকে আলা হযরত মুদ্দা জিল্লুহুল আলী الأسد الأسد الأشد বলে সম্বোধন করছেন) এবং জনাব মাওলানা মৌলভী হামদুল্লাহ সাহেব পেশাওয়ারী ও পবিত্র দরবারের মেহমান হন। দুপুর বেলা, এ সম্মানিত অতিথি বৃন্দ এবং হযরত কেবলা দুপুরের খাবারের সামনে। মাওলানা মৌলভী হাকিম আমজাদ আলী সাহেব ও উপস্থিত এবং দাওয়াতে অংশ নিয়েছেন। বেরেলীর পানির অপবিত্রতার আলোচনা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন, পানি আল্লাহ তায়ালার বড় নি'মত। যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বান্দাদের উপর দয়ার কথা বলেছেন। এক স্থানে বিশেষ করত: তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ নির্দেশনা দেন।

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ
نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

-তোমরা কী দেখেছ যে পানি তোমরা পান করছ তোমরা কী তা মেঘমালা থেকে অবতারণ করেছ না কি আমি অবতীর্ণ করেছি। আমি

যদি ইচ্ছা করি তা ভীষণ লবণাক্ত করে দিতে পারি অতঃপর তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ না?[১৫]

(আপনার সম্মানজনক বদান্যতার জন্য আমরা সর্বদা আপনার প্রশংসারত হে আমাদের প্রভু) হুযুর ﷺ কখনো আহার, পানাহার ও পরিধানের কোন জিনিস কারো কাছে চাননি তবে শীতল পানি দু'বার চান। একবার চান: রাতের বাসি খাবার জন্য। আমি মদিনা তৈয়্যবা থেকে উত্তম পানি কোথাও পাইনি। সেবকগণ সেবার জন্য কলসী সমূহে পানি ভরে রাখতেন। গ্রীষ্মকালে এ পবিত্র শহরের শীতল সমীরণ মদিনার পানি কে এত শীতল করে দিত যে সম্পূর্ণ বরফ মনে হতো। উত্তম পানির তিনটি গুণ ঐগুলো তাতে উত্তমভাবে বিদ্যমান ছিলো। একটি গুণ হচ্ছে- পাতলা হওয়া। মদিনার পানি এত হালকা হয় পান করার সময় গলদেশে তার শীতলতা অনুভব হতো অন্য কিছু নয় যদি তার শীতলতা না হতো তাহলে তার পার হওয়া একেবারেই টের পাওয়া যেত না।

দ্বিতীয় গুণ : সুস্বাদু মিষ্টান্ন হওয়া। ঐ পানি অতি উচ্চ স্তরে মিষ্ট। এরূপ মিষ্টি আমি কোথাও পাই নাই।

তৃতীয় গুণ : শীতলতা। এটিও ঐ পানিতে উত্তমভাবে ছিলো। আমার অভ্যাস হচ্ছে খাবারের সময় পানি পান করা আহার ঘরে সাঙ্গ করা হয় জীবন রক্ষাকারী পানি মসজিদে। তাই খাবারের প্রাক্কালে পানি পান করতাম না আহারের পর প্রাণ প্রিয় মসজিদে এতেকাফের মানসে উপস্থিত হই, সরকারী বখশিস থেকে মনে প্রাণে পানি পান করি। প্রত্যেক মসজিদের উপস্থিতিতে এতেকাফ হয়ে থাকে। পানি পানের জন্য এতেকাফ হতোনা বরং এটি তার ফল স্বরূপ। যে ই'তেকাফ করেনা তার জন্য মসজিদে আহার পানাহার জায়েয নেই।

প্রশ্ন : আহার পানাহারের জন্য ইতিকাফ জায়েয?

উত্তর : ইতিকাফ কেবলমাত্র আল্লাহর স্মরণের জন্য করা হয়, আনুসাঙ্গিক তার উপকারিতা অনেক হতে পারে। যেমন রোজা সম্পর্কে হাদিসে আছে-

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا.

-রোজা পালন করো সুস্থ হয়ে যাবে।

[১৫]. আল কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৬৮-৭০

এটা হতে পারে না যে, রোজা সুস্থ হওয়ার নিয়্যতে রাখা হবে বরং রোজা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হয় এবং সুস্থতার সুফল ও তার থেকে আনুসাঙ্গিকভাবে অর্জিত হবে। অনুরূপ হাদিসে আছে-

حُجُّوْا تَسْتَغْنُوْا.

-হজ্ব করো ধনী হয়ে যাবে।

এ হাদিস দ্বারা সম্পদ অর্জনের আশায় হজ্ব করা যাবে না। বরং হজ্ব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে তাতে সম্পদ লাভের সুফলটি ও অন্তর্নিহিত আছে। অতএব যেভাবে এ দু'টি আল্লাহর জন্য হয় সুস্থতা ও ঐশ্বর্যতা উভয়ের আনুষাঙ্গিক। ঠিক একইভাবে ইতিকাফ আল্লাহ তায়ালার জন্য হবে আহার পানাহারের বৈধতা আনুসাঙ্গিক। ফতোয়া আলমগীরি ইত্যাদিতে আছে যদি মসজিদে নিদ্রা যেতে চায় ই'তিকাফের নিয়ত করবে কিছুক্ষণ আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকবে অতঃপর যা ইচ্ছা করবে।

সংকলক : খাওয়া দাওয়া শেষে ডাক যোগে আসা পত্র সমূহ বের করার নির্দেশ দেন। ডাক যোগে আসা পত্রসমূহ বের করা হলো। মাওলানা মৌলভী হাকীম মুহাম্মদ আমজাদ আলী সাহেব পত্র সমূহ পড়া শুরু করেন। (আলা হযরত) উত্তর দিতে লাগলেন, মাওলানা লিখতে লাগলেন। তন্মধ্যে একটি পত্র হযরত সৈয়্যদ শাহ নূর আলম মিয়া সাহেবের ছিলো।

তিনি লিখেন, একটি সমস্যার সমাধান চাই, লজ্জা হচ্ছে কোন ধর্মীয় মাসয়ালা হত যাতে আমার পূণ্য হত এবং আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হতো না তাহলে আমি জেনে নিতাম। এটি ধর্মীয় মাসয়ালা নয়। দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন আপনার যথাযথ হলে তাহলে আমার ভাবনা থাকতনা। যে বিষয় জানতে চাই তাও আপনার মহান মর্যাদার অনেক নিচে। যা হোক আপনি এমন যে প্রত্যেক বিষয়ের পরিপূর্ণ উপকারিতা আপনার দ্বারা লাভ করা যায়। পূর্ণ আকিদা, আশা, আস্থা নিয়ে সওদার পংক্তি যা বর্তমান সময়ে সর্বত্র আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তার অর্থ সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আমি আপনার সমীপে পেশ করছি।

ہو واجب کفر ثابت ہے یہ تمغائی مسلمانی ◆ نہ ٹوٹے شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی

কিছুই বুঝে আসছেনা, এ অধম কর্তৃক এ জাতীয় প্রশ্নে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা বড়ই অসদাচরণ। তবে কি করব আপনি এমন ব্যক্তিত্ব যিনি এ জাতীয় সমস্যা সমাধান করে দেন। তাই আপনাকে প্রত্যেক বিষয়ের নেতৃত্বস্থানীয় ও

মহাজ্ঞানী মনে করছি। আল্লাহ তায়ালা আপনার বিদ্যমান থাকা স্থায়ী ও সৌভাগ্যবান করুন।

إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ

-তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী এবং গ্রহণ করা তার শান।

এ পংক্তির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শাব্দিক বিন্যাস, সারমর্ম ও উদ্দিষ্ট অর্থ কোন ছাত্রের মাধ্যমে পৌছানোর সদয় ব্যবস্থা করে দিলে আমরা কৃতার্থ হব। আমরা সকলই আপনার ব্যাখ্যা ও শাব্দিক বিশ্লেষণ অপেক্ষায় আছি।

মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব : হুযুর! তার কী উদ্দেশ্যে ও অর্থ?

উত্তর : অনেক সহজও স্পষ্ট। ঠিক আছে তার উত্তর লিখ এবং এ ডাকে প্রেরণের ব্যবস্থা কর।

সংকলক : অতঃপর হযরত কেবলা মুদ্দাজিলুহুল আলী এ উত্তর লিখে প্রেরণ করে দেন।

জনাব! সদাশয় লক্ষ্য করুন! কবিতার প্রকাশ্য অর্থ যতটুকু করি সম্ভবত: উদ্দেশ্যে করেছে কেবলমাত্র এটুকু সামঞ্জস্য দেখছি: সুলায়মানী বিজ্ঞানে যার তসবীহ আবেদ ও জাহেদগণ রাখেন জুন্নারের আকৃতিতে বিদ্যমান তা রাখা দারিদ্রতার প্রতীক সাব্যস্ত হয় কবি সুন্নী মতাদর্শী ছিলনা। মন্দ ধারণা ব্যতীত সে আর কিছু বুঝতে পারে নাই।

আসলে এটি ছিলো একটি বাজে অর্থ। তবে হঠাৎ তার কলম থেকে এমন একটি শব্দ বের হলো যা উক্ত কবিতার লাইনটিকে অর্থপূর্ণ ও সার-সংক্ষেপ করেদিয়েছে। তা কি অর্থাৎ زنار শব্দটি যা কাফেররা বাধে। زنار যা এক টানে ছিড়ে যায়। সুলায়মানী দর্শনে/বিজ্ঞানে তার চিত্র আছে। যতক্ষণ গোল টুকরা থাকবে বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপ কুফুরী দু'প্রকার।

এক. অস্থায়ী কুফুরী যা কাফেরদের কুফুরীকে নির্দেশ করে যার শাস্তি স্থায়ী ভাবে জাহান্নামে অবস্থান করা। প্রত্যেক কাফের মৃত্যুর পর তা থেকে ফিরে আসে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

-তারা আল্লাহ ব্যতীত অনেক প্রভু গ্রহণ করেছে যাতে তারা তাদের জন্য সম্মান জনক হয়, তা কখনো হবে না শীঘ্রই তারা তাদের উপসনাকে অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।[১৬]

দুই. স্থায়ী কুফুরী যা সব সময় বিদ্যমান থাকবে বিশেষজ্ঞরা যাকে ঈমানের অংশ বিশেষ বলেছেন যেমন কুরআন আজিম এ ইরশাদ করেন,

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

-যে শয়তানকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনে সে অবশ্যই শক্ত গিরা ধরেছে যা কখনো খুলবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[১৭]

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বলেছে-

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ ﴿٤﴾

-আমরা তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের প্রভুদের থেকে আমরা তোমাদের অস্বীকার করি।[১৮]

বিশুদ্ধ হাদিসে আছে- যখন বৃষ্টি বর্ষণ হয় এবং মু'মিনীন বলে আমরা আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি পেলাম এদিকে আল্লাহ বলেন, "আমার উপর বিশ্বাস রাখছে প্রকৃতিকে অস্বীকার করছে।" তাগুত, শয়তান, ভূত এবং যাবতীয় ভ্রান্ত প্রভুর প্রতি মুসলমানদের এ অস্বীকার ও কুফুরী অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে বিপরীত কাফেরদের কুফুরী। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাদের কুফুরী কিয়ামত বরং বরজখ ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হলে যখন আজাবের ফেরেশতা দেখবে দূরীভূত হয়ে যাবে তবে কোন লাভই হবে না। কী এখন অথচ ইতোপূর্বে অবাধ্য ছিলে। এখন লাইনটির অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল যা বিদ্যমান ও স্থায়ী কুফুরী তা মুসলমানদের প্রতীক বরং ঈমানের অংশ। বিপরীত অস্থায়ী কুফুরী।

সংকলক : ঐ সময় উক্ত হাফেজ সাহেব উপস্থিত ছিল যে ঐ ওয়াহাবী আকিদার মানুষটি এনেছিল যে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল।

---

১৬. আল কুরআন, সূরা মরয়াম, আয়াত : ৮১-৮২
১৭. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬
১৮. আল কুরআন, সূরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৪

প্রশ্ন : হুযূর! ঐ ব্যক্তি যখন এখান থেকে গেল রাস্তার মধ্যে বলতে লাগল যে, আলা হযরতের কথাগুলো আমার অন্তর কবুল করেছে, এখন আমি ইনশা আল্লাহ তার মুরিদ হব।

উত্তর : দেখ নম্রতার যে উপকারিতা তা কঠোরতায় কখনো অর্জন হতে পারে না। যদি ঐ ব্যক্তির প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হতো তাহলে কখনো এ কাজ হতো না। যে সব লোকের আক্বিদা দোদুল্যমান তাদের প্রতি যেন নম্র ব্যবহার করা হয় তারা সঠিক পথে এসে যাবে। ওয়াহাবীদের এসব বড় বড় নেতাদের প্রতি ও প্রথমে নম্র আচরণ করা হয়েছিলো যেহেতু তাদের হৃদয়ে ওয়াহাবীবাদ শক্ত অবস্থান নিয়েছে এবং আল্লাহর বাণী- ثُمَّ لَا يَعُودُونَ (অর্থাৎ পূণ:তারা প্রত্যাবর্তন করবেনা) এর প্রতিফলন হয়েছে। সেহেতু তারা সত্য মেনে নেয়নি। তখন কঠোরতা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ

-হে নবী! কাফেরও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুণ এবং তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করুন।[১৯]

এবং মুসলমানদের বলেছেন- وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً (তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়) জনৈক ব্যক্তি হুযূর ﷺ-এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, হে আল্লাহ রাসূল! আমার জন্য ব্যভিচার হালাল করুন। সাহাবাগণ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন যে, পবিত্র দরবারে এসে এ ধরনের অসদাচরণ। হুযূর নিষেধ করেন তাকে বলেন কাছে এসো, সে কাছে আসল। তিনি বলেন, আরো কাছে এসো অবশেষে তার হাটু পবিত্র হাটুর সাথে মিলিত হল। তখন বলেন, তুমি কি চাও যে, কোন মানুষ তোমার মার সাথে ব্যভিচার করুক, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার কন্যার সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার বোনের সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার ফুফুর সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, তোমার খালার সাথে, সে বলল, না, তিনি বলেন, যার সাথে তুমি ব্যভিচার করবে সেও কারো মা অথবা কন্যা অথবা খালা অথবা বোন অথবা ফুফু। নিজের জন্য যা পছন্দ করনা তা অন্যের জন্য কেন পছন্দ করছ? পবিত্র হাত তার বক্ষে মারেন ও দোয়া করেন যে, 'প্রভু! ব্যভিচারের

[১৯] আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৩

ভালবাসা তার অন্তর থেকে বের করে দিন।' উক্ত লোকটি বলছে- যখন আমি উপস্থিত হয়েছিলাম তখন ব্যভিচারের চেয়ে প্রিয় কোন জিনিস আমার নিকট ছিলনা এখন তার চেয়ে ঘৃণিত কোন জিনিস আমার কাছে নেই। অতঃপর হুযূর ﷺ বলেন, আমার তোমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন কারো উট হেরে গেল মানুষ তা ধরার জন্য পেছনে ছুটছে যত তারা দৌড়াচ্ছে তা অধিক দৌড়ছে। তার মালিক বলল, তোমরা থেমে যাও, আমি তাকে ধরার পদ্ধতি জানি। এক মুষ্টি সবুজ ঘাস নিয়ে আদর মাখা সূরে উঠের কাছে যায় এবং তাকে ধরে ফেলে। তাকে বসিয়ে তার উপর আরোহণ করে। তিনি বলেন, ঐ সময় যদি তোমরা তাকে হত্যা করে দিতে তাহলে জাহান্নামে যেতে।

প্রশ্ন : হুযূর! আমার কিছু পাওনা এক ব্যক্তির উপর আছে সে দিচ্ছেনা?

উত্তর : এ যুগে কর্জ দিয়ে এটি মনে করা যে, উসুল হয়ে যাবে একটি দুষ্কর খেয়াল। আমার পনের শত টাকা মানুষের উপর পাওনা আছে। যখন কর্জ দিয়েছি মনে করেছি যে, দিয়ে দিলাম কখনো চাইব না। যারা কর্জ নিয়েছে তাদের দেয়ার চিন্তা ভাবনাও নেই। অতঃপর তিনি নিজেই বলেছেন যখন এমনি কর্জ দিচ্ছি তাহলে কেন দান করছিনা। তার কারণ এই যে, হাদিস শরীফে এরশাদ হচ্ছে- যখন কারো অন্যের কাছে পাওনা থাকে এবং প্রদানের দিন-ক্ষণ অতীত হয়ে যায় তাহলে প্রতিদিন ঐ পরিমাণ টাকা দান করার সওয়াব পাওয়া যাবে যে পরিমাণ কর্জ ছিল। উক্ত মহান পূণ্য লাভের আশায় কর্জ দিয়েছি, দান করি নাই যে, পনের শত টাকা দৈনিক কিভাবে দান করতাম।

প্রশ্ন : হুযূর! হাফেজ কতজনের জন্য সুপারিশ করবে? শুনা গেছে যে, নিজের নিয়জনদের থেকে দশ ব্যক্তির জন্য?

উত্তর : হ্যাঁ, তার মাতা পিতাকে কিয়ামতের দিন এমন সম্মানের টুপি পরানো হবে যা দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। শহিদ পঞ্চাশ জনের, হাজী সত্তর জনের, আলেমগণ অগণিত মানুষের সুপারিশ করবে এমনকি আলেমদের সাথে যাদের সাধারণ সম্পর্ক ও হবে তাদের ও সুপারিশ করবে। কেউ বলবে, আমি অজুর জন্য পানি দিয়েছি, কেউ বলবে, আমি অমুক কাজ করে দিয়েছিলাম। মানুষের হিসাব-নিকাশ চলতে থাকবে তাদের বেহেশতে পাঠানো হবে। আলেমদের হিসাব কখন যেন শেষ হয়ে গেল, তাদেরকে আটকিয়ে রাখা হবে। তারা বলবেন, প্রভু! মানুষেরা চলে যাচ্ছেন, আমাদের কেন আটকিয়ে রাখা হলো। তিনি বলবেন, যেতে পারবে। তোমরা আমার

কাছে ফেরেশতাদের মত। সুপারিশ কর। তোমাদে সুপারিশ দ্বারা মানুষদের কে মাফ করা হবে। প্রত্যেক সুন্নি আলেমকে বলা হবে, তোমাদের ছাত্রদের জন্য সুপারিশ করো যদিও তারা আকাশের নক্ষত্রের সমকক্ষ হয়।

প্রশ্ন : হুযূর আকদাসের পবিত্র নাম কি?

উত্তর : হুযূরের সত্ত্বাগত নাম দু'টি। পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহে আহমদ এবং কুরআন করিমে মুহাম্মদ। হুযূর ﷺ-এর গুণবাচক নামক অনেক অগণিত। আল্লামা আহমদ খতিব কুস্তলানী رحمه الله পাঁচশত একত্রিত করেছেন। সিরতে সামীতে তিনশত অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে। আমি ছয়শত আরো বৃদ্ধি করেছি সর্বমোট ১৪০০ হয়েছে। হুযূরের নাম প্রত্যেক স্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক। সমুদ্রে এক ধরনের নাম এবং পর্বত সমূহে অন্য ধরনের।

প্রশ্ন : এ অধিক নাম অধিক গুণের উপর ইঙ্গিত করছে?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : প্রত্যেক স্তর, প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নাম হওয়া এজন্য যে, প্রত্যেক স্তরে হুযূরের এক বিশেষ অবস্থান আছে। যে স্থানে গুণের প্রকাশ হয়েছে তার সঙ্গত নাম আছে।

উত্তর : এটিই। (অতঃপর বলেন) ইঞ্জিল শরীফে অনেক আয়াত আছে যা হুযূরের গুণাবলী বর্ণনা করছে যদিও খৃষ্টানরা অনেক পরিবর্তন করেছে। ঐ সব আয়াত যা হুযূরের গুণাবলী সম্পর্কে ছিলো বের করে দিয়েছে তবে যে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা পরিপূর্ণ করতে চান তাকে হ্রাস করতে পারেন। অনেক আয়াত এখনো রয়ে গেছে তবে ঐ গুলো নিয়ে গবেষণা করছেনা অনুরূপ তাওরীত ও যবুরের মধ্যেও।

সংকলক : এক বন্ধু শাহজাহানপুর থেকে হুযূরের কাছে আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি এবং কিছু দেওবন্দী রচিত পুস্তকও দেখেছি যে, হুযূর আপনি নবী ﷺ-এর জ্ঞানকে আল্লাহ করিম এর জ্ঞানের সমকক্ষ বলছেন। তবে যেহেতু বিষয়টি বোধগম্য হচ্ছেনা তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে হুযূরের সাক্ষাত লাভে ধন্য হব এবং উক্ত বিষয়ে যা কিছু ভাবনায় আসে জিজ্ঞাসা করব।

উত্তর : তার মীমাংসা কুরআন আজিম করেছ-

فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

যা আমার আকিদা তা আমার গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ করেছি ঐ গ্রন্থ সমূহ ছাপানোও হয়েছে কোথাও তার কোন নাম নিশানা থাকলে কেউ দেখান।

আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অদৃশ্যজ্ঞান বিষয়ে এ আকিদা যে, আল্লাহ তায়ালা হুযূরকে অদৃশ্যজ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বলেন,

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

-আমার প্রিয় রাসূল অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নন।[১০]

তাফসীর মুয়ালিমুত তানযিল ও তাফসীর খাযেন-এ আছে অর্থাৎ হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞান আছে। তিনি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ওয়াহাবী ও দেওবন্দীদের ধারণা এই যে, কোন অদৃশ্য জ্ঞানের অবগতি হুযূরের নেই। নিজের পরিণতির ও জ্ঞান নেই, দেয়ালের পিছনেরও খবর নেই বরং হুযূরের জন্য অদৃশ্য জ্ঞান মানা শিরক। শয়তানের জ্ঞানের ব্যাপকতা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং আল্লাহর প্রদানের দ্বারাও হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞান হতে পারে না। বরাবর বা সমতা তো দূরের কথা আমি আমার কিতাব সমূহে স্পষ্ট বলেছি যে, যদি পূর্বাপর সমুদয়ের জ্ঞান একত্রিত করা হয় তাহলে উক্ত জ্ঞান প্রভুর জ্ঞানের সাথে ঐ সম্পর্ক কখনো হতে পারেনা যা একটি বিন্দুর এককোটি ভাগের এক ভাগের সম্পর্ক এক কোটি সমুদ্রের হয়। এটি অসীমের সাথে সসীমের সম্পর্ক এবং তিনি অসীম, সসীমের সাথে কিভাবে সম্পর্ক হতে পারে।

প্রশ্ন : সদকার জন্তু জবেহ না করে সদকা ব্যয়ের কোন খাতে দেয়া গেলে তা বৈধ না কী অবৈধ?

উত্তর : যদি সদকা আবশ্যকীয় হয় এবং ওয়াজিবটি বিশেষ যবেহ সংক্রান্ত হয় তাহলে যবেহ ব্যতীত আদায় হবে না তবে ঐ অবস্থায় যে, যবেহের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল যেমন কুরবানীর জন্য জিলহজ্ব মাসের দশ, এগার ও বার তারিখ এবং উক্ত সময় চলে গেল এখন জীবিত সদকা করা যাবে।

প্রশ্ন : আকিকার গোশত সন্তানের মা, বাবা, নানা, নানী, দাদা, দাদী, মামা, চাচা ইত্যাদি খাবে কী খাবে না?

উত্তর : সকলই খেতে পারে। হাদীসে আছে-

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا.

-তোমরা খাও, সদকা কর এবং জমা করে রাখ।

[১০]. আল কুরআন, সূরা তাকভীর, আয়াত : ২৪

উকুদুদ্দুররিয়াতে আছে-

أَحْكَامُهَا أَحْكَامُ الْأُضْحِيَةِ

-তার গোশতের বিধান কোরবানীর গোশতের বিধানের অনুরূপ।

প্রশ্ন : মুহররম ও সফরে বিবাহ করা কী নিষিদ্ধ?

উত্তর : বিবাহ কোন মাসে নিষিদ্ধ নয়। এটি ভুল প্রচারিত।

প্রশ্ন : যায়দের পালিত মেয়ের বিবাহ যায়দের প্রকৃত ভাইয়ের সাথে হতে পারে?

উত্তর : হ্যাঁ, বৈধ আছে।

প্রশ্ন : ইদ্দতের সময়েও বিবাহ হতে পারে?

উত্তর : ইদ্দতে বিবাহ হওয়ার কথাই আসেনা, বিবাহরে প্রস্তাব দেয়াও হারাম।

প্রশ্ন : যদি কোন পেশ ইমাম অথবা কাজি ইদ্দতে বিহা পড়ায় তার কী বিধান, যে পড়িয়েছে তার বিবাহে কোন পার্থক্য আসবেনা। এরূপ ব্যক্তির ইমামতির কী বিধান। তার উপর কোন কাফফারাও আবশ্যক হবে কী হবে না। উক্ত বিবাহে যে সব লোক অংশগ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কেও যেন নির্দেশনা থাকে। ইমাম স্বীকার করেছে যে, আমার ভুল হয়েছে, এখন আমাকে মুসলমান মাফ করবেন। তবে একজন মৌলভী সাহেব তাকে বলে দিল যে, তুমি বল, আমার অবগতি ছিলনা, আমি অজান্তে বিবাহ পড়ালাম। ঐ মাওলানার জন্য শরীয়তের কী হুকুম?

উত্তর : যে জেনে ইদ্দতে বিবাহ পড়াল যদি হারাম জেনেও পড়ায় ভীষণ অবাধ্যতা এবং ব্যাভিচারের পথ নির্দেশক (দালাল) হল তবে এতে তার বিবাহ ভঙ্গ হয় নাই, যদি ইদ্দতে বিবাহ হালাল মনে করে তাহলে স্বয়ং তার বিবাহ চলে গেল এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল। সর্বাবস্থায় তার ইমামতি বৈধ নয় যতক্ষণ না তাওবা করে। এ বিধানটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য। যারা জানতনা যে, বিবাহ ইদ্দতের পুর্বে হতে যাচ্ছে তাদের কোন অসুবিধা নেই এবং যে বা যারা জেনে শুনে শরীক হয় যদি হারাম জেনে তাহলে ভীষণ পাপী হবে যদি হালাল জেনে তাহলে ইসলাম ও চলে গেল এবং যে ব্যক্তি ইমামকে মিথ্যা বলার তালিম দিল সে ভীষণ পাপী হলো। তার উপর তাওবা ফরজ।

প্রশ্ন : হিন্দার বিয়ে ও স্বামীর ঘরে যাওয়া দু'বছর হয়ে গেল। স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর কেবলমাত্র চৌদ্দ পনের দিন তথায় রইল। অতঃপর নিজ পিত্রালয় চলে আসে তখন থেকে না স্বামী নিয়ে যাচ্ছে, না ভরণপোষণ দিচ্ছে। হিন্দার দেন মোহর অর্ধেক নগদ উসূল এবং অর্ধেক বিলম্বে আদায় যোগ্য (মুয়াজ্জল)।

এখন শরীয়তের আলোকে ঐ নগদ অর্ধেক দেন মোহর এবং ভরণ-পোষণ পেতে পারে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নগদ অর্ধেক এখন অথবা যখন চাইবে দাবী করতে পারে। যদি সে স্বামীর ঘরে যাওয়ার অস্বীকারী হয়ে বসে না থাকে বরং সেখানে যেতে আগ্রহী এবং স্বামী আসতে দিচ্ছেনা তাহলে ভরণ-পোষনের ও দাবীদার তবে যতটুকু সময় অতীত হয়েছে তার ভরণ-পোষণ দাবী করতে পারবে না যতক্ষণ না মাসিক কিছু নির্ধারিত হয়। (অতঃপর একটি ফতোয়া চাওয়া হয়)

যায়দ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, দুতিন দিন পর দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবাহ করেছে এখনো ইদ্দত শেষ হয় নাই, তার বিবাহ হয়েছে কী হয় নাই, যদি না হয় তাহলে ত্রিশ বছর পর্যন্ত সে হারাম করেছে এবং হারামে জড়িত হয়েছে। এখন আমরা সমাজবাসীরা তাকে শাস্তি দিতে চাই শরীয়তের হুকুম কী? আমরা তাকে শাস্তি দিতে চাই, শরীয়ত যা রায় দেবে তা তাকে দেব কী? অথবা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব না কাফফারা স্বরূপ কিছু লোককে আপ্যায়ন করাব?

উত্তর : উক্ত বিবাহ হয় নাই, কেবলমাত্র হারাম হয়েছে। নারী পুরুষের উপর ফরজ তৎক্ষণাৎ পৃথক হয়ে যাওয়া, এটি যদি না মানে তাহলে সমাজবাসীরা তাকে সমাজ থেকে নিশ্চিত ভাবে বহিষ্কার করবে, তার সাথে মেলা মেশা, কথা-বার্তা, উঠা বসা, একেবারেই বর্জন করবে এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে। জোরপূর্বক সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা অথবা জরিমানা নেয়া জায়েজ নেই।

প্রশ্ন : আমাদের এখানে বর্তমানে প্রচলন হয়েছে যে, বিবাহের সময় উভয় সাক্ষী উকিলের সাথে যায় না, কাজি উকিলের ওয়াকালতীতে এবং উপস্থিতদের সাক্ষাতে বিবাহ পড়ায়, এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসিত না প্রত্যাখানযোগ্য। উপরন্তু হানাফী মাযহাবে এভাবে বিবাহ পড়া শুদ্ধ হবে কিনা? উকিলের কী নিজের সঙ্গে দু'জন সাক্ষী রাখা এবং উক্ত সাক্ষীদের মহিলার অনুমতি শুনা জরুরী নয়, যদি প্রথম পন্থায় বিবাহ হয় তাহলে সকলই পাপী হয়েছে কিনা?

উত্তর : ওকিলের সাথে সাক্ষীদের কোন প্রয়োজন নাই, যদি প্রকৃতপক্ষে মহিলা উকিলকে অনুমতি দেয় এবং সে বিবাহ পড়ায় তাহলে বিবাহ হয়ে গেল। হ্যাঁ যদি মহিলা অস্বীকার করে যে, আমি অনুমতি দিই নাই তাহলে বিচারকের কাছে সাক্ষীদের প্রয়োজন হবে এটিতো কোন ভুল নয়। হ্যাঁ এটি অবশ্যই ভুল যে, উকিল থাকা অবস্থায় অন্য কেউ বিবাহ পড়াচ্ছে। অপরদিকে বিশুদ্ধ মাযহাব ও জাহির রেওয়ায়াতে আছে- বিবাহ সংশ্লিষ্ট উকিল অন্যকে উকিল বানাতে পারে না। এ বিষয়ে অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা আছে যার বিস্তারিত বর্ণনা আমার

ফতোয়ার মধ্যে আছে। উচিত হচ্ছে যাকে বিবাহ দেয়া হবে তার থেকে অনুমতি নেয়া অথবা সাধারণ অনুমতি নেয়া।

প্রশ্ন : হুযূর! বর বিবাহের সময় ফুলের পাপড়ী মাথায় পরা উপরন্তু গান বাজনাসহ বিবাহর জন্য যাওয়া শরীয়তে কী হুকুম রাখে?

উত্তর : ফুলের পাপড়ী মাথায় পরা/ফুলের মালা মাথায় পরা বৈধ। এ গান-বাজনা যা বিবাহ শাদীতে প্রবর্তিত ও প্রচলিত সর্বসম্মতভাবে অবৈধ ও হারাম।

প্রশ্ন : হুযূর! অলিমার খাবার খাওয়া শরীয়তের কোন হুকুমের অন্তর্ভূক্ত এবং বর্জন করা কিরূপ?

উত্তর : বাসর রাতের পর অলিমা সুন্নাত। উক্ত বিষয়ে আদেশসূচক শব্দ ও এসেছে। আবদুর রহমান বিন আউফ -এর উদ্দেশ্যে বলেন,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

-ওলিমার ব্যবস্থা কর একটি ছাগল দিয়ে হলেও।[২২]

অথবা যদিও একটি ছাগল উভয় অর্থ সম্ভাবনাময় এবং প্রথমোক্ত প্রকাশ্য।

প্রশ্ন : যে শহরের লোকদের মধ্যে কেউ অলিমা কাছেনা বরং বিবাহের প্রথম দিন যেভাবে প্রচলন আছে আপ্যায়নে ব্যবস্থা করা হয় তাদের কী হুকুম?

উত্তর : সুন্নাত পরিহারকারী তবে এটি মুস্তাহাব সুন্নাত। তাই পাপী হবে না তবে এটি হক মনে করবে।

প্রশ্ন : হুযূর! যদি হিন্দা দুগ্ধ পানের সময় আমর নিজ ছেলে এবং বকরকে দুগ্ধ পানের সময় নিজ দুধ প্রদান করে অতঃপর হিন্দাহর তিন ছেলে সায়ীদ, ফাহেল, সলিম জন্মগ্রহণ করে এখন বকরের মেয়ের সাথে সলিমের বিয়ে যে আমরের প্রকৃত ভাই জায়েয আছে কী নেই।

উত্তর : বকরের মেয়ে হিন্দাহর পূর্বাপর সকল ছেলের প্রকৃত ভাইঝি, পরস্পর বিবাহ অকাট্য হারাম।

প্রশ্ন : যায়দ ও বকর পরস্পর চাচাত ভাই ও দুধ ভাই। যায়দের প্রকৃত ছোট ভাই বকরের প্রকৃত ছোট দুধ বোনের বিবাহ হতে পারে কি না?

উত্তর : জায়েয।

সংকলক : তুহফা হানাফিয়ার খন্ড সামনে ছিল তথায় এ কথোপকথন পাওয়া যায়। মনে করলাম তাও মলফুজাত এ সন্নিবেশিত করা হলে অত্যন্ত ফলপ্রসূও

---

[২২]. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্ত, ৪/৯২, হাদীস : ৯৯৯

পাঠক সমাজের কাছে আকর্ষণীয় হওয়ার কারণ হবে। ২৫ জুমাদাল উলা রোজ বৃহস্পতিবার ১৩১৬ হিজরী দিনের প্রথম প্রহরে জনাব মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ শাহ সাহেব সহকারী প্রধান নদওয়া ইবনে মৌলভী সৈয়্যদ হাসান শাহ মুহাদ্দিস রামপুরী কতিপয় শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি যেমন জনাব সৈয়্যদ নওশা মিঞা, জনাব মৌলভী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নবী মুখতার, জনাব তাসাদ্দুক আলী ওকিল প্রমূখ বর্তমান শতাব্দীর সংস্কারক আ'লা হযরত -এর খেদমতে উপস্থিত হন, দীর্ঘক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন।

মিঞা সাহেব হচ্ছে জনাব সহকারী প্রধান নদওয়া।

(বন্ধনীর ভেতরের বাক্য সমূহ/ শব্দ সমূহ অধম সংকলকের)

মিঞা সাহেব : (পরস্পর সালাম, করমর্দন ও কৌশল বিনিময়ের পর) আমি হাসান শাহ মুহাদ্দিসের ছেলে।

উত্তর : জনাব! আমি তার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত আছি এবং তার সাথে ও একবার সাক্ষাত হয়েছে।

মিঞা সাহেব : আমি আপনার কাছে একটি বিষয় জানার জন্য এসেছি যদিও আপনি অসুস্থ (পাতলা পায়খানা হচ্ছে) আপনার অবশ্যই কষ্ট হবে তবে বিষয়টি অতীব জরুরী এবং ঐ বিষয়ে আপনার মতামত জানতেই হয়।

উত্তর : আমি উপস্থিত যা সীমিত বিবেকে আসে তা উপস্থাপন করব যদিও رای العليل عليل প্রবাদ প্রচলিত।

মিঞা সাহেব : আমার অভিমত এই- কাউকে মন্দ না বলা উচিত এজন্য যে, কবি বলেছেন,

ومن خویش بدشنام میالا صاب ◊ کیں ز قلب ہر کس کہ دی باز دہد

'সলুস সুয়ুফ' পুস্তিকাটি মিঞা সাহেবের কাছে পৌঁছে ছিল এরই প্রেক্ষিতে এ উপদেশ।

উত্তর : যথাযথ বলেছেন, যেখানে শাখা প্রশাখাগত মতভেদ থাকবে যেমন হানাফী ও শাফেয়ী ইত্যাদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিভিন্ন দলের পরস্পর মতভেদ সেখানে পরস্পর পরস্পরকে খারাপ বলা জায়েয নেই। অশ্লীল কথা ও দোষ চর্চা যা দ্বারা নিজ জিহবা অপবিত্র হয় কারো জন্য সঙ্গতনয়।

মিঞা সাহেব : কিছু প্রশাখাগত মতানৈক্য নির্দিষ্ট নয়। রিসালতের যুগ দেখুন: মুনাফিকরা কিভাবে মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে থাকতো, এক সাথে নামায পড়তো বিভিন্ন সভা সমাবেশে শরীক হতো ও এক সাথে বসতো।

উত্তর : হ্যাঁ, ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ ছিল তবে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার ইরশাদ করেছেন এ মেলা মেশা যা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এরূপ থাকতে দেবেন না অবশ্যই দুষ্টদেরকে পবিত্রদের থেকে পৃথক করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ

এরপর আপনার জানা আছে কী হয়েছে মসজিদ মুসল্লীদের নিয়ে কানায় কানায় ভর্তি বিশেষ করে জুমার দিন সবার সম্মুখে হুযূর ﷺ নাম ধরে এক একজনের উদ্দেশ্যে বলেন- اُخْرُجْ يَا فُلَانُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ হে অমুক! বেরিয়ে যাও, তুমি মুনাফিক। জুমার নামাযের পূর্বে সবাইকে বের করে দিয়েছেন (এ হাদিস তাবারানী, ইবনে আবি হাতিম, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,) দ্বীনের শত্রুদের সাথে এ ব্যবহার এ ব্যক্তির যাকে মহান আল্লাহ সৃষ্টিকুলের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন যার রহমত প্রভুর রহমতের পর অতুলনীয় ও ব্যাপক।

মিঞা সাহেব : দেখুন! ফেরাউনের কাছে যখন মুসা ﷺ-কে প্রেরণ করেন আল্লাহ বলেন, فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا 'তার প্রতি কোমল আচরণ কর।'

উত্তর : তবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ

-হে নবী! জিহাদ কর, কাফের ও মুনাফিকদের সাথে এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।[২৩]

ইহা ঐ ব্যক্তিকে আদেশ দিচ্ছেন যার সম্পর্কে বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

-আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।[২৪]

---

২৩. আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৭৩
২৪. আল কুরআন, সূরা কলম, আয়াত : ৪

এ থেকে বুঝা গেল দ্বীনের শত্রুদের কঠোরতা প্রদর্শন উত্তম চরিত্র বিরোধী নয় বরং এটিই উত্তম চরিত্র।

মিঞা সাহেব : আমার উদ্দেশ্য কাফের নয় (মুনাফিকরাও ফিরাউন সম্ভবতঃ মুসলমান হবেন)

উত্তর : জী! আপনার উদ্দেশ্য সকলের জন্য ব্যাপক ছিল ভাল, এখন কোন সীমা রেখা টেনে দিন।

মিঞা সাহেব : যে কুফুরী কথা বলেছে তাকে এভাবে বলুন, আমার অমুক ভাই যে কথা বলেছে আমার মতে এটি কুফুরী কথা।

উত্তর : যারা কুফুরী কথা বলে আলহামদু লিল্লাহ সে/ তারা আমার ভাই নয় এবং যখন তার কথা কুফুরী সাব্যস্ত হয়েছে তাহলে এ জাতীয় নরম ও সন্দেহমূলক শব্দ দিয়ে বর্ণনার কী প্রয়োজন 'আমার কাছে এ রূপ মনে হচ্ছে' যা দ্বারা সাধারণ মানুষ মনে করবে সন্দেহ প্রবণ কথা।

মিঞা সাহেব : আমার কাছে অবশ্যই বলা উচিত।

উত্তর : শরীয়তের দলিল বিদ্যমান থাকলে অবশ্যই পরিষ্কার বলা উচিত।

মিঞা সাহেব : ভাল, এটা বলুন, কুফুরী কথা বলেছে গোমরাহ বলবেন না।

উত্তর : কী সুন্দর! গোমরাহী কুফুরী কথা বলার চাইতে কত নিকৃষ্ট জিনিসের নাম।

মিঞা সাহেব : এমনিও দাঁড়ি মুন্ডানো ব্যক্তি ফাসেক ও গোমরাহ তবে প্রথাগতভাবে গোমরাহ অনেক খারাপ উপাধী।

উত্তর : দাড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তি উক্ত কাজকে হারাম মনে করলে গোমরাহ নয় (সুন্নাত মনে করেও জানে যদিও আত্মার কু-মন্ত্রণায়ও হতভাগ্যতার কারণে সুন্নাত গ্রহণ করে নাই) তবে কুফুরী কথার প্রবক্তা গোমরাহ।

মিঞা সাহেব : কুফুরী কোন কথার প্রবক্তা হলেও এখন আপনি এত বড় মুহাদ্দিস (ইসমাঈল দেহলভী) কে যার জীবন হাদিসের খেদমতে অতীত হয়েছে কুফুরী কথার প্রবক্তাদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

উত্তর : 'সলুস সুয়ূফ' আপনি লক্ষ্য করেছেন।

মিঞা সাহেব : হ্যাঁ।

উত্তর : আমি তাতে কাফের লিখেছি।

মিঞা সাহেব : না, কাফের লিখেন নাই (আলহামদুলিল্লাহ এটিও গণিমত, নতুবা অনেক ওয়াহাবী তো ক্রন্দন করছে যে কাফের করে দিয়েছে বলে।)

উত্তর : আমি যতটুকু লিখেছি তা অবশ্যই প্রমাণিত, হাদিসের খেদমত মেনে নিলেও গোমরাহীর না আবশ্যক হয়না (হাদিসের খেদমত করলেও গোমরাহী না হওয়াকে আবশ্যক করেনা– অনুবাদক) আল্লাহ তায়ালা বলেন, أَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ

মিঞা সাহেব : এখন আপনি লিখেছেন, তারা বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কাউকে মান্য করো না।

উত্তর : জী, প্রকাশিত ও ছাপানো কিতাব বিদ্যমান এ শব্দটি বিভিন্ন স্থানে দেখে নিন।

মিঞা সাহেব : ইহাকে বলবে যে, নবীর বিশ্বাস রেখো না।

উত্তর : জনাব! উর্দু ভাষা, আপনিই বলুন যে, মান্য করার অর্থ কী?

মিঞা সাহেব : আমরা নবী মান্য না করে মাধ্যমিক পড়ছিনা চাকুরী পাওয়ার জন্য হাদিস কেন পড়ছি।

উত্তর : এটি আপনি আপনার ব্যাপারে বলেন তার সময় মাধ্যমিক স্তর ছিলনা ও মাধ্যমিকের চাকুরী ও ছিলনা।

মাওলানা হাসান রেযা খান সাহেব : জনাব! পঁচিশ বছর বয়সের পর চাকুরী মিলবেও না।

মিঞা সাহেব : কেউ কী নবীর সাথে বেয়াদবী করতে পারে।

উত্তর : মায়াজাল্লাহ! মরে মাটির সাথে মিশে যাওয়া বেয়াদবী নয় কী?

মিঞা সাহেব : (অস্বীকারের ভঙ্গিতে) হু, কে বলেছে?

উত্তর : ইসমাঈল।

মিঞা সাহেব : কেউ নয়, কেউ কী এরূপ বলতে পারে?

উত্তর : তাকভিয়াতুল ঈমান ছাপানো আছে- দেখে নিন।

মিঞা সাহেব : কেউ কী রাসূলকে এরূপ বলতে পারে?

উত্তর : জী, রাসূলের সম্পর্কে এরূপ বলেছে, দেখে নিন।

সৈয়্যদ মুখতার সাহেব : জনাব মিঞা সাহেব! তার কথা অবশ্যই এখানে এরূপ আছে যার দরূণ অন্তরে ব্যথা পেয়েছে ইনি (আ'লা হযরত কেবলা) তার কারণে আবেগ আপ্লুত হয়েছে।

মিঞা সাহেব : মাওলানা রুমী মসনভী শরীফে লিখেন, হে আল্লাহ! আপনি জালিম, যা চান আমার উপর জুলুম করুন। আপনার জুলুম আমার কাছে অন্যের সুবিচারের চেয়ে পছন্দনীয়।

উত্তর : মাওলানা আল্লাহ তায়ালার কাছে এরূপ আরজ করেছে?

মিঞা সাহেব : জী, মাওলানা এরূপ করেছেন।

উত্তর : মসনভী শরীফ আনুন।

মৌলভী মুহাম্মদ রেযা খান সাহেব : মসনবী শরীফ এনেছেন। জনাব মিঞা সাহেবের সামনে রাখেন, মিঞা সাহেব হাতে টেলে দেন।

উত্তর : হযরত বলুন, কোথায় লিখেছে।

মিঞা সাহেব : (মসনভী শরীফ আবারো টেলে দিয়ে) তাতে লিখেছেন, بے خو..... شہیدے دیدہ ا। خو এর সাথে শহিদ শব্দ দেখুন।

উত্তর : এটি অশ্লীলতাকে বিদ্রুপ করা। কুরআন মাজিদে আছে-

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

মাওলানার এ পথ নির্দেশনা আমাদের দলিল। যখন একজন বেয়াড়াও অশ্লীল মহিলার প্রতি আমাদের শীর্ষ ধর্মীয় ব্যক্তিরা এ রূপ বাক্য ব্যবহার করছেন তাহলে গোমরাহও ধর্মহারা ব্যক্তি বর্গ নিন্দাও অপমানের অধিক যোগ্য।

মিঞা সাহেব : আপনি নিজকে আবদুল মোস্তফা বলে প্রকাশ করেন।

উত্তর : এটি মুসলমানদের সাথে ভাল ধারণার সুফল। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে বলেন,

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ﴿٣٢﴾

এটিকেও শিরক বলুন। (হযরত আলেম আহলে সুন্নাত নিজ কসিদা 'ইকসিরে আজম' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'মুজিরে মুজম'-এ লিখেন শাহওয়ালি উল্লাহ সাহেব 'ইজালাতুল খিফা'তে হাদিস বর্ণনা করেন যে, আমিরুল মু'মিনীন ওমর ফারুক রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেন, كُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ 'আমি হুযূরের বান্দা এবং হুযূরের খাদেম ছিলাম।' এ মাসয়ালার বিস্তারিত বর্ণনা উক্ত গ্রহণযোগ্য কিতাবে আছে।)

মিঞা সাহেব : ভাল, আপনার ইচ্ছা ভাল বলুন, খারাপ বলুন।

উত্তর : কাফেরকে কাফের, রাফেজীকে রাফেজী, খারেজীকে খারেজী, ওয়াহাবীকে ওয়াহাবী অবশ্যই বলা হবে। তারা আমাকে খারাপ বললে আমি তা পরোয়া করিনা। আমাদের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষী সিদ্দিক ও ফারুক আজম

এর ইন্তিকালের এক হাজার বছর অতিক্রম হয়েছে এখনও তাদের মন্দ বলা বন্ধ হয়নি।

মিঞা সাহেব : এরূপ তারাও বলছেন অতঃপর এর দ্বারা কী লাভ হলো?

উত্তর : অবশ্যই লাভ হয়েছে। হাদিসে আছে-

اُتْرُكُوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ حَتّٰى يَعْرِفُهُ النَّاسُ اُذْكُرُوْهُ بِمَا فِيْهِ يَحْذَرُهُ النَّاسُ.

-অশ্লীল ব্যক্তিকে মন্দ বলা থেকে কী বিরত থাকছ, মানুষেরা তাকে কখন চিনবে, অশ্লীলের অপকর্ম সমূহ বর্ণনা করুণ যে মানুষেরা তা থেকে বাচতে পারবে।[৪৪]

(এ হাদিসটি ইমাম আবু বকর ইবনে আবিদ দুনইয়া 'কিতাবু যম্মিল গীবতি', ইমাম তিরমিজি মুহাম্মদ ইবনে আলী 'নাওয়াদেরুল উসুলে', হাকেম 'কিতাবুল কুনা'য়, শিরাজী 'কিতাবুল আলকাবে', ইবনে আদি 'কামিলে', তাবারানী 'মু'জামুল কবীরে', বায়হাকী 'সুনানে কুবরায়', খতিব 'তারিখে' হযরত মুয়াবিয়া বিন হীদা কুশাইরী ﷺ থেকে এবং খতিব রুওয়াত মালিকে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।)

মিঞা সাহেব : এটি তো ফাসেককে বলেছে?

উত্তর : বিশ্বাসগত অবাধ্যতা কর্মের অবাধ্যতার চাইতে অনেক অনেক নিকৃষ্ট।

মিঞা সাহেব: নিঃসন্দেহে।

উত্তর : স্বয়ং হুযূর ﷺ সকল বদ-মাযহাবীদের জাহান্নামী বলেছেন। كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً এখন কি বলা যাবে না যে, রাফেজী গোমরাহ ও জাহান্নামী।

মিঞা সাহেব: রাফেজী জাহান্নামী নয়।

উত্তর : হাদিসের কি উত্তর?

মিঞা সাহেব : নিরব রইলেন।

উত্তর : আপনার কাছে আবু বকর ও ওমর ﷺ-কে যে কাফের বলে সে কি জাহান্নামী নয়?

মিঞা সাহেব : কে বলছে কেউ নয়?

উত্তর : রাফেজী বলছে।

মিঞা সাহেব : কোন রাফেজী এরূপ বলেনা।

[৪৪]. হাকিম তিরমিযী : নওয়াদিরুল উসূল, ২/১৫৫

মৌলভী সৈয়্যদ তাসাদ্দুক আলী সাহেব : চাপানো কিতাব বিদ্যমান আছে, আর কোন কথা নেই।

মিঞা সাহেব : আমার দশ বার হাজার সব সময় সাক্ষাত হয় এরূপ এবং প্রিয় রাফেজী বন্ধু আছে কেউ আমার সামনে তা স্বীকার করে নাই, কেউ এরূপ বলছেনা।

সৈয়্যদ মুখতার সাহেব : জনাব, তারা অবশ্যই এরূপ বলছে, আত্মরক্ষার্থে আপনার সামনে অন্য কিছু সম্ভবতঃ বলে দিয়েছে।

প্রশ্ন : জনাব! রক্ষা করাই উদ্দেশ্য বুঝা গেল?

মিঞা সাহেব : তাই তুমি তাদের মন্দ বলো, তারা তোমাকে মন্দ বলুক।

প্রশ্ন : তার পরওয়া করিনা, আবু বকর ও ওমর ﷺ-কে এখনও পর্যন্ত মন্দ বলছে।

মিঞা সাহেব : এরূপ তারাও বলছে।

প্রশ্ন : আপনার কাছে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা গোমরাহ কি?

মিঞা সাহেব : গোমরাহ।

প্রশ্ন : হয়েছে কি না?

মিঞা সাহেব : হবে। (আল্লাহ, আল্লাহ দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে ও ভাবনা।)

সৈয়্যদ মুখতার সাহেব : উক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই তারাও আপনাকে বলছেন (ভ্রাতরা যদি সত্যাবাদীদের ভ্রান্ত বলে সত্যবাদীরা তাদের ভ্রান্ত বলা থেকে বিরত থাকবেন না।

মিঞা সাহেব : বাড়াবাড়ির ফল এই হবে যে, আগেকার দিনে রাফেজীরা সুন্নীদেরকে হত্যা করেছে। সুন্নিরা রাফেজীদের প্রহার করেছে। আমাদের মতে উভয়ই প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (আল্লাহ আল্লাহ কুফুরী বাক্য উচ্চারণকারীদের গোমরাহ না বলা, রাফেজীদের জাহান্নামী না বলা, সুন্নিরা অবশ্যই প্রত্যাখানযোগ্য বলা- ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

উত্তর : আপনি এরূপ বলুন, তবে আহলে সুন্নাত এরূপ কখনো বলতে পারে না।

মিঞা সাহেব : যখন উভয়ই মুসলমান এবং পরস্পর বিবাদ করে উভয়ই প্রত্যাখানযোগ্য হল। সুবহানাল্লাহ উক্ত দলিল দ্বারা খারেজীরা হযরত আলী,

উষ্ট্রের যোদ্ধাদের, সিফ্ফিনের অভিযানকারী সব মুজাহিদদের মায়াজাল্লাহ উক্ত অপবিত্র নিধান দিয়েছিল ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

উত্তর : ঠিক আছে, আমিরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু একদিনে পাঁচ হাজার কলেমা পড়ুয়াকে হত্যা করেছে যারা শুধু মুসলমান ছিলেন না বরং বিদগ্ধ আলেম ও ইলমে কেরাতে পারদর্শী ছিলেন ঐ সম্পর্কে কী বলবেন?

সৈয়াদ মুখতার সাহেব : এ বিতর্ক ও আলোচনা শেষ হবে না। চলুন এবার প্রস্থান করি এবং এ জলসাকে উত্তমভাবে শেষ করুন।

মিঞা সাহেব : দাঁড়িয়ে চলে যাওয়ার সময় আবু বকর সিদ্দিককে কেউ তার সম্মুখে মন্দ বলেছে, মানুষেরা তাকে হত্যা করতে চান। সিদ্দিক বললেন, হত্যা আমাকে যারা খারাপ বলে তাদেরকে নয়। (হাদিসের পরবর্তী অংশ এই- যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে বেয়াদবী করে। মিঞা সাহেব এতটুকু পৌঁছলো তার জন্য আলা হযরত আগ বাড়িয়ে বলেন) যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলে মায়াজাল্লাহ মরে মাটির সাথে মিশে গেছে।

উপস্থিতগণ : মিঞা সাহেব ব্যতীত সকলেই হাসতে লাগল।

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আমিরুল মু'মিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ হাহুর অনুসারী। যারা খারেজীদের সাথে গলাগলি যেমন করেন নি তেমনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও স্থাপন করেন নাই। খারাপ আক্বিদা পোষণকারীদের প্রতি কোন শীতলতা দেখান নাই।

মিঞা সাহেব : আসসালামু আলাইকুম। (সব সুন্দরভাবে শেষ হলো, আলহামদুলিল্লাহ)

সংকলক : হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

اِتَّقُوْا مَوَاضِعَ التُّهَمِ

-অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাকো।

এ নির্দেশটি কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়, সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপক। তারা সাধারণ হোক বা বিশেষ ব্যক্তি হোক। উল্লেখ্য যে, আউলিয়াগণ ও আদিষ্ট যেহেতু তারা শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত (مكلف بالشرع) অতঃপর তাদের জন্য উক্ত নির্দেশের বিপরীত কিভাবে জায়েয হবে? অতঃপর ঐ স্থানে কেবলমাত্র অপবাদের স্থান থেকে বেচে থাকা নয় বরং মানুষকে অকারণে খারাপ ধারণা বশবর্তী করণ থেকেও যা হারাম।

উত্তর। শরীয়তে জরুরী বিধানসমূহ স্বাভাবিক বিধানসমূহ থেকে ভিন্ন। সবাই জানে যে, শূকর অকাট্য হারাম তবে সাথে সাথে ইরশাদ হচ্ছে- إلا من اضطر في مخمصة 'পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। আহার পানাহারের জন্য হারাম ব্যতীত কিছুই নেই এখন যদি আহার পানাহার না করে পাপী হবে, হারাম মৃত্যুবরণ করবে বরং ফরজ হচ্ছে জীবন রক্ষার পরিমাণ গ্রহণ করবে, অনুরূপ গ্রাস আটকে প্রাণ বের হয় যাচ্ছে। সরানোর জন্য মদ ব্যতীত কিছু নেই। সার্বজনীন নীতি হচ্ছে- اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ। আল্লাহর নির্দেশের সাথে প্রাণ রক্ষাও অতীব প্রয়োজনীয় ফরজ। অন্যান্য উপায় ও একান্ত অপারগ হলে এ কাজগুলো করতেই হবে। বাস্তব ধর্মীয় কাজ সম্পর্কে অনভিজ্ঞরাই তা হারাম অবৈধ কর্মে জড়িত মনে করবে। অথচ সে একটি বৈধ কাজ করছে এবং কাজ সম্পর্কে অবগত, কর্তার অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাকে অপবাদের শিকারদেরকে খারাপ মনে করতে লাগবে। মনে করবে বাস্তববিরোধী কাজ করছে অথচ সে মহান ওয়াজিব কাজ সম্পাদন করছে। নিজ দেহের কোন অঙ্গ কেটে ফেলা হারাম নয় কি? তবে (মায়াজাল্লাহ) পচন ধরলে কেটে ফেলতে হবে এবং বাকী দেহ রক্ষা পাবে। সৈয়েদুনা আবু বকর শিবলী رحمه الله একশত মুদ্রা পান। তিনি তা দজলার তীরে মাথা মুণ্ডানো কাজে রত একজন ব্যক্তিকে দেন তিনি কবুল করেন নাই। নাপিতকে দেন সে বলল, আমি তার মাথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুণ্ডাচ্ছি এর উপর আমি বিনিময় গ্রহণ করব না। শিবলী উক্ত টাকা কে বলল, তুমি এমন সম্পদ যাকে কেউ গ্রহণ করছেনা এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছেন। মূর্খ মনে করবে, সম্পদের অপচয় হলো না কখনো না, বরং আত্মার সংশোধন হলো। তখন এটাই তার একমাত্র ব্যবস্থা ছিলো। দু'জন বন্ধু সামনে পড়ল কেউ গ্রহণ করলনা এখন যদি উক্ত টাকা নিজের কাছে রেখে এমন দরিদ্রের তালাশ করত যে গ্রহণ করবে পাপ কাজ হতনা। এত দীর্ঘ জীবনের উপর তোমাদের আশ্বস্ত হয়। যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যু সামনে এবং ভয় করছে এখন এসে যাবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ভয় অন্তরে থাকবে। জঙ্গলে নিক্ষেপ করত আত্মার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতনা যে, এখন হাতে আসবে। এখন বলুন এছাড়া তার কাছে আর কী করার ছিল। তার থেকে খুব দ্রুত মুক্ত হন আত্মা নৈরাশ হবে এবং তার চিন্তা-ভাবনা থেকে ফিরে আসবে। এটিই অন্তরের বিশুদ্ধতা ও অন্যের ক্ষতি দূর করা কোটি মুদ্রা অর্জন বরং সাতটি মহাদেশের রাজত্বের চাইতে কোটি কোটি স্তর দূরে ও উত্তম।

প্রশ্ন : ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ অর্থাৎ অস্তিত্বের এককতা বা কারো সাহায্য ব্যতীত বিদ্যমান থাকার অর্থ কী?

উত্তর : কারো সাহায্য ছাড়া মৌলিক ও সত্তাগত বিদ্যমান থাকা আল্লাহ তায়ালার জন্য। তিনি ব্যতীত যত সৃষ্টি আছে সব তারই ছায়ায়। প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব একটিই হলো।

প্রশ্ন : তা বুঝা তেমন দুষ্কর নয় অতঃপর এ মাসয়ালাটি এত সমস্যাকুল হিসেবে পরিচিত কেন?

উত্তর : তাতে গভীর চিন্তা, অথবা আশ্চার্য হওয়ার কারণ অথবা গোমরাহীর কারণ। যদি তার সামান্য তাফসীল করি তাহলে কিছুই বুঝে আসবেনা বরং অনেক সন্দেহ সৃষ্টি হবে অতঃপর তিনি কতিপয় উপমা/ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন তন্মধ্যে একটি স্মরণ আছে। যেমন- আলো সত্ত্বাগত সূর্য ও প্রদীপে। জমিন ও ঘর সত্ত্বাগত আলোহীন তবে সূর্যের কারণে সমগ্র দুনিয়া আলোকিত এবং প্রদীপ দ্বারা সমগ্র ঘর আলোকিত হচ্ছে। ঘরের আলো প্রদীপরই আলো। তার আলো তুলে নেয়া হলে তাও অন্ধকার হয়ে যায়।

প্রশ্ন : এটি কিভাবে হচ্ছে যে, প্রত্যেক স্থানে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তর আল্লাহ আল্লাহ দৃষ্টি গোচর হয়।

উত্তর : তার দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝুন; যে ব্যক্তি গ্লাস ঘরে যাবে সে প্রত্যেক দিকে শুধু আল্লাহপাকই দেখবে এটিই মূলকথা। যতগুলো ছবি সব তার প্রতিচ্ছবি তবে এ প্রতিচ্ছবি গুলো তার গুণাবলী ও সত্ত্বার সাথে গুণান্বিত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ ঐ শ্রবণকারী দর্শনার্থী ইত্যাদি ইত্যাদি হবে না কারণ এ প্রতিচ্ছবি গুলো তার প্রকাশ্য উপরিভাগের ছায়া। সত্ত্বার নয় আর শ্রবণ ও দর্শন সত্ত্বার গুণ, প্রকাশ্য উপরিভাগের নয় তাই সত্তার যে প্রভাব তা তার প্রতিচ্ছবিতে সৃষ্টি হবে না। মানুষ উক্ত উপমার বিপরীত মানুষ আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বার প্রতিচ্ছবি তাই প্রতিচ্ছবি গুণের মধ্যেও প্রয়োজনানুসারে বিদ্যমান থাকবে।

সংকলক : হুযুর এটি এখনো বুঝে আসে নাই যে, তিনি প্রত্যেক স্থানে প্রভুকে কিভাবে দেখছে যদি উক্ত ছায়াও প্রতিবিম্বকে বলা যাবে তাহলে এটি একীভূত করা, একত্ববাদ নয় আর একীভূত করা স্পষ্ট নাস্তিকাবাদ। যদি এ ছায়া ও প্রতিবিম্ব কে না দেখতেন বরং তাদের না দেখেই যেতেন আল্লাহর জলওয়া দৃষ্টিগোচর হত। এটি স্বয়ং একটি ছায়া এটিও বিলীন হয়ে যাবে তাহলে দর্শক ও রইলনা। দর্শন ও রইলনা অতঃপর আল্লাহ তায়ালাকে দেখার কী অর্থ তিনি তা থেকে পবিত্র যে, কারো দৃষ্টি তাকে পরিবেষ্টন করে তিনি সকলকে পরিবেষ্টন

কারী, না পরিবেষ্টিত এটি আমার ঈমান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত লাভে আমরা ধন্য হব তবে এটি বুঝে আসছেনা যে, দেখা কিভাবে সম্ভব যখন পরিবেষ্টন অসম্ভব যদি এটি বলা হয় দৃশ্যনীয় দৃষ্টির সীমাবদ্ধ কোন গন্ডের আবশ্যকতা নেই। যেমন আকাশ তার একটি অংশ মানুষের দৃষ্টির আওতায় আসে যেদিকে তার দৃষ্টি পৌঁছে এ তকরীব সত্তার ক্ষেত্রে প্রচলিত নয় যে তিনি অংশে বিভক্ত হওয়া থেকে পবিত্র। আমি আমার মনোভাব ভালভাবে প্রকাশ করতে পারি নাই তবে আমার বদ্ধমূল ধারণা আছে যে হুযুর আমার এ অবিন্যস্ত ও আগোছালো শব্দ দ্বারা আমার উদ্দেশ্যে বুঝে নিয়েছেন।

উত্তর : আয়নার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিবিম্ব দ্রষ্টব্য। আয়না দৃশ্যের সাথে এক হওয়া কী প্রয়োজন। চেহরার জ্ঞানে আয়নার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় অথচ চেহারা আয়নার সাথে একীভূত নয় নিঃসন্দেহে আয়না যাতে নিজের ছবি দেখছে তাতে কী কোন ছবি আছে? না বরং দৃষ্টির কিরণ/ আলো আয়নায় পড়ে ফিরে আসছে এবং ঐ প্রত্যাবর্তনে নিজকে দেখছে তাই ডান বাম ও বাম ডান মনে হচ্ছে আয়না তোমার সত্তাগত অস্তিত্ব নয়। তবে তা তোমাকে দেখিয়েছে ছায়া যা নিজের মধ্যে অনুপস্থিত কারো সত্তা অবিনশ্বর হওয়াকে কামনা করেনা- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ তবে প্রভুর বদান্যতায় অবশ্যই বিদ্যমান। ইসলামের প্রথম আকিদা হচ্ছে- حَقِيقَةُ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ দৃষ্টি গোচন না হওয়া অস্তিত্বের অনুপস্থিতি নয় যে দর্শনার্থী যেমন নেই দর্শন ও নেই। উক্ত পর্যবেক্ষণে স্বয়ং নিজের অস্তিত্বই তার দৃষ্টিতে নেই। আহলে সুন্নাত এর আকিদা হচ্ছে কিয়ামত ও বেহেশতে মুসলমানদের আল্লাহ দিদার পদ্ধতি ছাড়া, দিক বিহীন ও সামনা সামনি না হয়ে অর্জিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

-কতেক চেহারা সতেজ উজ্জীবিত হবে নিজেদের প্রভুকে দেখে।[২৫]

কাফেরদের বেলায় বলেছেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۝

-নিঃসন্দেহে তারা সেদিন নিজ প্রভু থেকে আড়ালে থাকবে।[২৬]

---

[২৫] আল কুরআন, সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৩

এটি কাফেরদের শাস্তির বর্ণনা, মুসলমানগণ অবশ্যই তা থেকে রক্ষা পাবেন। দৃষ্টি দর্শনীয় বস্তুর পরিবেষ্টন চায়না। আল্লাহর বাণী- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ এ অর্থটির প্রতি ইঙ্গিত করছে যে তিনি দৃষ্টি সমূহ ও সমুদয় জিনিসকে পরিবেষ্টন কারী তাকে দৃষ্টিসহ অন্য কোন কিছু পরিবেষ্টন কারী নয়। নভোমন্ডলকে দৃষ্টি পরিবেষ্টন করা অপরিহার্য নয় তবে এখানেও (মায়াজাল্লাহ) আল্লাহর সত্তার মত অসম্ভব নয়। ঐখানে আল্লাহর হাকিকত উপলব্ধি করতে না পারা উদ্দেশ্য। এখন রইল দেখা কিভাবে? এটি পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন এবং তাকে দেখা পদ্ধতি থেকে পবিত্র কিভাবে এর কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্ন : মহান সত্তার প্রকাশস্থল কেবলমাত্র হুযূর ﷺ যেমন শাইখ মুহাদ্দিস দেহলভী رحمة الله عليه মাদারেজুন নবুয়াত দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্টে বলেন, নবীগণ প্রভুর গুণাবলীর প্রকাশস্থল এবং সাধারণ সৃষ্টি প্রভুর নাম সমূহের প্রকাশস্থল। বিশ্বকুল সর্দার হুযূর আল্লাহর সত্তার প্রকাশস্থল, হক প্রকাশ হওয়া সত্তার সাথে সম্পৃক্ত অতএব সমুদয় সৃষ্টি সত্তার বহিঃপ্রকাশ/ প্রকাশস্থল কিভাবে হলো।

উত্তর : নামসমূহ গুণাবলীর প্রকাশস্থল এবং গুণাবলী সত্তার প্রকাশস্থল। প্রকাশস্থলের প্রকাশস্থল হচ্ছে প্রকাশস্থল। তাই সব সৃষ্টি সত্তার প্রকাশস্থল যদিও একটি মাধ্যমে বা একাধিক মাধ্যমে। শাইখের উক্তি সত্তার প্রকাশস্থল মাধ্যম ব্যতীত। তিনি হুযূর ﷺ এই প্রথম প্রকাশস্থল তার বক্তব্য লক্ষ্য করুন, তিনি আল্লাহর সত্তার প্রকাশস্থল।

প্রশ্ন : দু'জন ব্যক্তির মধ্যে কিছু অর্থের বিবাদ ছিলো, চৌধুরী মীমাংসা করেদেন বাদী বিবাদী থেকে টাকা পেয়ে গেল। সমাজ প্রথা হচ্ছে যখন চৌধুরী মীমাংসা করেন তখন নিজের কিছু হক নির্ধারণ করে রাখেন এবং তা নিয়ে নেন এ মীমাংসার মধ্যেও চৌধুরী নিজের পাওনার দাবীদার হলো বাদী প্রদানে অস্বীকার করল যখন তিনি জোর দেন তখন সে সব টাকা দিয়ে দিল। চৌধুরী বলেন, আমি কেবলমাত্র আমার হক নেব, সব নেবনা। সে বলল, আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি। চৌধুরী সব টাকা নিয়ে নেন। অতঃপর বাদী আদালতে মামলা করেন যে, আমি টাকা পাই নাই এবং দুজন ব্যক্তি যারা উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শী যাদের সামনে টাকা দেয়া হয়েছিল শপথ করে বলে, তার টাকা মিলে নাই এরা সকলের জন্য শরীয়তের বিধান কী?

[২৯]. আল কুরআন, সূরা আত তাতফীফ, আয়াত : ১৫

সংকলক : ঘুষও নিজ খুশিতে দেয়া হয় বরং চৌধুরী দাবী করেছেন এবং বাদী অস্বীকার করেছে অতঃপর চৌধুরী যখন বার বার দাবী করছেন তাই সে সব দিয়ে দিল। এ থেকে বুঝা গেল সে খুশী ছিলনা এবং আমি খুশি হয়ে দিচ্ছি মিথ্যা ছিল আর ঘুষ চাহিদা ব্যতীত নিজ থেকে দেয়া হয় এটি কিভাবে জায়েজ হল এটি তো হারামই আছে এবং চৌধুরীর প্রথমে নেয়া হারাম ছিলো তার কারণও সম্ভবতঃ ঘুষের নিয়তে।

উত্তর : মানবীয় আকাংখা ঐ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা থাকবেনা। ঘুষ শরীয়ত হারাম করেছে তা কারো সন্তুষ্টির কারণে হালাল হতে পারে না। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে-

اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ.

-ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।

চৌধুরী মীমাংসা করে দেয়ার যে বিনিময় গ্রহণ করছেন তা ঘুষ নয় বরং অবৈধ পারিশ্রমিক অজ্ঞ মূর্খরা এ স্থলে হক শব্দ ব্যবহার করছে এমনকি ঘোষ খোররা ও বলছে: আমাদের হক দিয়ে দিন এটি কুফুরী যে হারাম কে হক বলছে। তাকওয়ার কথা তা যা আপনি বলেছেন। বাহ্যত মনে হয় তার এ দেয়া প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্ট চিত্তে হয় নাই যদিও পরিষ্কার বলছে, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছি তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুখ অন্তরের কথা বলে। উপরোক্ত যা কিছু তা অনুমান নির্ভর ইঙ্গিত আর সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছি প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। ফতোয়া কাজি খা ইত্যাদিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- اَلصَّرِيْحُ يَفُوْقُ الدَّلَالَةَ "স্পষ্ট কথার সামনে ইঙ্গিত গ্রহণ করা হয়না।' ফিকহশাস্ত্রে অনেক মাসয়ালা উক্ত মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। খানিয়া, হিন্দিয়াহ, দুররে মুখতার এ আছে এবং সমস্ত হিলা পর্বের ভিত্তিই তার উপর। নতুবা অন্তরের মূল উদ্দেশ্য উক্ত প্রকাশ্য চুক্তির সামঞ্জস্যশীল হয় না। দরজী থেকে কাপড় সেলাই করা হলো পারিশ্রমিক দেয়ার কোন উল্লেখ হয় নাই, পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে কারণ তার পেশাই পারিশ্রমিকের প্রমাণ তবে যদি সে বলে থাকে আমি তোমার কাছে পারিশ্রমিক চাইনা এখন না নিতে পারে যদিও বন্ধুত্ব স্বরূপ বলে যদিও এ অবস্থায় এটি অন্ত র থেকে বলেনা বরং কেবলমাত্র সৌজন্যমূলক বলে, যথাসম্ভব মুসলমানের অবস্থা যথার্থতার উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব। অনুমানে সাব্যস্ত করা যে, সে সন্তুষ্টি চিত্তে দেয়া মিথ্যা বলেছে তার প্রতি তিনটি কবিরার সম্পর্ক। ১. মিথ্যা। ২. ধোকা দেয়া যে অসন্তুষ্ট চিত্তে দিয়েছে এবং সন্তুষ্টি তার উপর জাহির

করেছে। ৩. হারাম মাল দেয়া যা নেয়া হারাম, দেয়াও হারাম তাই তার কথা বাস্তবতার উপরই প্রয়োগ করব।

প্রশ্ন : শপথের কাফ্ফারা কিছু নেই?

উত্তর : উক্ত পদ্ধতিতে কাফ্ফারা কিছু নেই, তাওবা করতে হবে। কাফ্ফারা ঐ শপথে দিতে হয় যা আগামীতে কোন কাজ করা না করার উপর হয় এবং তার বিপরীত করে, অতীত কর্মের উপর শপথে কাফফারা নেই।

সংকলক : জুমার রাতে আ'লা হযরত মুদ্দাজিলুহুল আলীর ছোট ভাই মাওলানা মাওলভী মুহাম্মদ রেজা খান সাহেব আগমন করেন এবং বলেন আজ একটি দৈনিক পত্রিকা পাঠে জানতে পারলাম, 'বুখারা সম্রাজ্য রাশিয়ানদের কবল থেকে মহান সম্রাটের অধীনে চলে গেছে' এ প্রেক্ষিতে বলেন, এটি একটি পুরাতন ইসলামী সম্রাজ্য যেখানে বড় বড় ইমাম, মুজতাহিদ ছিলেন। যাঁদের বকরতে তা এত দিন পর্যন্ত টিকে আছে। একই সময় সব স্থানে আজান হতো এবং একই সময় নামায, ব্যবসায়ী দোকানদারগণ তৎক্ষণাত নিজ নিজ পেশা বন্ধ করে জমাআতে শরীক হতেন অতঃপর বুখারা সম্রাজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি একদিন হাকিম ওজির আলীর কাছে দিনের দশটা বাজে যাচ্ছিলাম। আমার বয়স সে সময় জিলানী (আলা হযরতের নাতি)'র সমান ছিল দশ বছর। সামনে একজন বুজুর্গ সাদা দাড়িওয়ালা। বৎস! বর্তমানে আবদুল আজিজ অতঃপর আবদুল হামিদ অতঃপর আবদুর রশিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন এবং তৎক্ষণাত দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। সুতরাং এখনো পর্যন্ত ঐ বুজুর্গের ভবিষ্যত বাণী পুরোপুরি মিলেছে। অনুরূপ মসজিদের পাশে একজন অলির সাক্ষাত হলো। আমার শৈশব ছিলো। আমাকে অনেক্ষণ ধরে দেখছেন অতঃপর বলেন, তুমি রেজা আলী খান কে, আমি বলি, নাতি, তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন।

প্রশ্ন : ফরজ নামাযের পূর্বের সুন্নাত সমূহ পাওয়া না গেলে কী ঐগুলো কাজা হয়ে যাবে?

উত্তর : নিজ সময় থেকে কাজা বুঝা যাবে, নামাযের সময় থেকে কাজা নয়।

প্রশ্ন : মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে, হাত বাধার মধ্যে মতানৈক্য আছে কেউ সিনার উপর কেউ নাভীর উপর বাঁধে।

উত্তর : তরমুজ খেয়েছেন, ফিরা এক প্রকার ফল এর সাথে কী সম্পর্ক উভয়টি একই প্রকার ফল। ইমামদের মতানৈক্যের পীছু নেবেননা। ইমামগণ যা কিছু বলেছেন শরীয়ত অনুযায়ী বলেছেন, প্রত্যেকের ইমামের অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন : হাবিব আকরাম ﷺ-এর জিয়ারত অর্জন হওয়ার পন্থা কী?

উত্তর : রাতে অধিক দরূদ শরীফ পড়া, সবসময় অধিক দরূদ পড়বে বিশেষ করে শয়নের পূর্বে। এ দরূদ শরীফটি এশার পর একশতবার অথবা যতবার সম্ভব পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّىَ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ.

জিয়ারত অর্জনের জন্য এ থেকে উত্তম কোন শব্দ নেই তবে একমাত্র নবী ﷺ-এর সম্মানের জন্য পড়বে। এটা যেন মনে না করে আগে জেয়ারত হোক। তার অনুকম্পা ও করুণা অশেষ।

فراق و وصل چہ خواہی رضائے دوست طلب ◈ کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائی

অতঃপর একটি সাধারণ মাসয়ালা উপস্থাপন হলো যার শেষে লিখা ছিলো যে, উত্তর কিতাবের উদ্ধৃতি সহ যেন লিখা হয়।

উত্তর : সাহাবাদের যুগে ফতোয়া চাওয়া হতো যার উত্তর দেয়া হতো সেখানে কিতাবের উদ্ধৃতি কোথায় ছিলো বর্তমানে বিস্তারিত পৃষ্ঠা ও লাইন নম্বরসহ জানতে চায় অথচ তা কিছুই বুঝে না।

প্রশ্ন : হুযুর একটি সাহায্যের আবেদন করতে হচ্ছে তার জন্য কোন দিন উপযুক্ত?

উত্তর : তার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্ধারিত নেই তবে হাদিস শরীফে আছে- যে ব্যক্তি সপ্তাহের যে কোন দিন সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে ঘর থেকে বের হবে তার প্রয়োজন সমাধানে জিম্মাদার আমি হব।

প্রশ্ন : হুযুর আকদাস ﷺ প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য বলেছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, বৈধ প্রয়োজন হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আলিফ লামের পারায় একস্থানে عَذَابٌ عَظِيْمٌ আছে, নামাযে তদস্থলে الِيْمٌ পড়ল হবে কী হবে না?

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সংকলক : হুযূর আসর নামাযের পর বারান্দায় উপবেশন করেন। মুরিদ ও সংশ্লিষ্টরা খেদমতে উপস্থিত। মৌলভী রহম এলাহী সাহেব দ্বিতীয় শিক্ষক-মাদ্‌রাসা মানজারুল ইসলাম এবং ছাত্র মৌলভী নজিবুর রহমান একটি পুস্তক সঙ্গে এনেছেন। হুযূর জানতে চান কি কিতাব? আরজ করে, 'আ'মলে তাসখীর' এর একটি উদ্ধৃতি বোধগম্য হচ্ছে না।

উত্তর : আমার কাছে এ জাতীয় গ্রন্থের ভাণ্ডার আছে তবে 'আলহামদুলিল্লাহ' আজ পর্যন্ত এগুলোরদিকে খেয়ালও করি নাই। সর্বদা ঐ সব দোয়ার উপর যেগুলো হাদিস সমূহে বর্ণিত আছে আমল করেছি, আমার যাবতীয় সমস্যা ঐগুলো দ্বারা সমাধান হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বার যখন পবিত্র মক্কায় উপস্থিত হই একাকী যেতে হয়েছে। পূর্ব থেকে যাওয়ার সংকল্প ছিল না। প্রথম বারের হজ্ব সম্মানিত মাতা-পিতার সঙ্গে হয়েছিলো। তখন আমার বয়স ছিলো তেইশ বছর। ফেরার সময় তিন দিন ভীষণ ঝড় তুফান ছিল। তার বিস্তারিত বর্ণনা অনেক দীর্ঘ হবে। মানুষেরা কাফনের কাপড় পরে নিয়েছিল। সম্মানিত মাতা-পিতার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দেখে তাদের শান্ত্বনা দেয়ার জন্য অনিচ্ছাকৃত আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো-'আপনারা নিশ্চিত থাকুন আল্লাহর শপথ এ জাহাজ ডুববে না।' এ শপথ আমি হাদিসের নিশ্চয়তার উপর করেছি যাতে জাহাজে আরোহণের সময় নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া বর্ণিত আছে আমি উক্ত দোয়া পড়েছি। তাই হাদিসের সত্য ও বাস্তব ওয়াদার উপর আশ্বস্ত ছিলাম। তারপরও শপথের ব্যতিক্রম হওয়ার বিষয়ে আমার নিজেরও সন্দেহ ছিল সাথে সাথে স্মরণ হলো- مَنْ يُّتَأَلَّ عَلَى اللهِ يُكَذِّبْهُ আল্লাহ তায়ালার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করি ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাহায্য চাই। আলহামদুলিল্লাহ্ যে তুফান প্রবল বেগে তিনদিন পর্যন্ত চলছিল দু'ঘন্টায় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল এবং জাহাজ মুক্তি পেল। মায়ের ভালবাসা, উক্ত তিন দিন ও রাতের ভীষণ কষ্ট মনে ছিলো। ঘরে প্রবেশ করে প্রথম শব্দ যা আমাকে বলেছেন "ফরজ হজ্ব আল্লাহর সাহায্যে আদায় করেছি। আমার জীবনে দ্বিতীয়বার হজ্বের নাম নিওনা।" তাঁর এ উক্তি আমার মনে ছিল। মাতা-পিতার নিষেধাজ্ঞার সাথে নফল হজ্ব জায়েয নেই। এ দিকে স্বয়ং হজ্ব করতে বাধ্য ছিলাম। এখান থেকে

নন্নে মিঞা এবং হামেদ রেজা খান তাদের সংশ্লিষ্টদের সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত তাদের পৌছিয়ে দিয়ে আমি প্রত্যাবর্তন করেছি তবে মনের মধ্যে এক প্রকারের শূন্যতা রয়েই গেল। এক সপ্তাহ এখানে অবস্থান করি। স্বভাবতঃ খুবই বিষণ্নতায় আছি। একদিন আসর সময় খুব বেশী অস্থিরতা বোধ করি এবং মন তথায় উপস্থিতির জন্য অধিক অস্থির হয়। মাগরিবের পর মৌলভী নজির আহমদ সাহেবকে স্টেশন পাঠাই যে বোম্বাই পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট রিজার্ভ করার জন্য যেখানে নামায পড়তে সুবিধে হয়। তিনি স্টেশন মাস্টার থেকে গাড়ীর খোঁজ নেন, তিনি জানতে চান, কয়টার ট্রেন? তিনি বলেন আজ রাত ১০ টার ট্রেন। তিনি বলেন, ঐ ট্রেন পাওয়া যাবে না। আপনি উক্ত ট্রেনে যেতে চাইলে চব্বিশ ঘন্টা আগে অবহিত করতে হবে। তিনি নৈরাশ হয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হন এমন সময় একজন টিকেট কালেক্টর যে কাছে থাকে পাওয়া গেল। সে বলে, আপনি অবাক হবেন না, আমি যাচ্ছি এবং স্টেশন মাস্টারকে গিয়ে বলে, ইনি আমাকে কাল বলেছেন আমি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। তিনি একশত তেষট্টি টাকা পাঁচ আনা নিয়ে সেকেন্ড ক্লাসের একটি কক্ষ রিজার্ভ করেন। এশার নামায প্রথম সময় আদায় করি, 'শুকরম' (চার চাক্কার গাড়ি) ও এসে গেল, কেবলমাত্র মা জননীর অনুমতি নেয়া বাকী ছিলো যা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ মাসয়ালা ছিলো। মনে হয় তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো তিনি অনুমতি দেবেন না। কিভাবে বলব, মায়ের অনুমতি ব্যতিরেকে নফল হজ্বে যাওয়া হারাম। অবশেষে ঘরের ভেতর যাই ও দেখি সম্মানিত মা চাদর আচ্ছাদিত করতঃ বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমি চোখ বন্ধ করতঃ পদযুগলে মাথা রাখি তিনি হতভম্ব হয়ে উঠেনও উপবেশন করতঃ বলেন, কি হলো? আমি আরজ করি, জনাবা! "আমাকে হজ্বের অনুমতি দিন।" প্রথম শব্দ যা বলেছেন এ ছিলো- 'খোদা হাফেজ'। ইহা উক্ত দোয়া সমূহের সুফল। আমি উল্টো পায়ে বেরিয়ে এলাম এবং তড়িৎ গতিতে আরোহণ করতঃ স্টেশনে পৌছে। হজ্ব থেকে এসে জানতে পারি, আমি সম্ভবত স্টেশনে পৌছি নাই তিনি বলেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি না, তাকে ডেকে এনো, তবে আমি তো চলেই গিয়েছি কে আর ডাকবে।

যাওয়ার সময় যে টবে আমি অজু করেছি তার পানি আমি প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত ফেলে দিতে দেন নাই যে, "তার অজুর পানি।" বেরিলীর স্টেশন থেকে আমি একটি তার বার্তা 'আমার যাত্রা সম্পর্কিত' বোম্বাই প্রেরণ করি, সেখানে সবাই মনে করেন যে, সম্ভবতঃ হাসান মিঞা (আ'লা হযরতের মেঝ

ভাই) আসছেন। কারণ তার আগামী বছর হজ্বের ইচ্ছা ছিল, আমার বিষয়ে কারো ধারণা ও ছিল না মোটকথা দিনের পর দিন সবাই সন্দিহান হয়ে পড়ে। পথিমধ্যে আমার একদিন বিলম্ব হয়ে গেল। আগ্রা থেকে মেইল চলে গেল আমাদের বগি যাত্রীদের অপেক্ষায়।

মৌলভী নজির আহমদ সাহেব স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের বগিকে কেন পৃথক করা হয়েছে? তিনি বলেন, 'মেইল' রিজার্ভ ছিলো না, আপনাকে যাত্রীবাহী বগি করে যেতে হবে। অবশেষে ঐদিন এসে গেল যেদিন হাজিরা বোম্বাইর 'করনতীনাহ' তে প্রবেশ করবেন এবং আমি ঐ সময় পর্যন্ত পৌছতে পারি নাই, এখন কঠিন, সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের লোকেরা 'করনতীনাহ' তে প্রবেশ করবেন আর আমি রয়ে যাব; এখন কিভাবে যাব। দিনটি ছিলো বিষ্যুদবার বার্তা এলো বিষ্যুদবার টিকা দিয়ে মানুষেরা 'করনতীনাহ' তে প্রবেশ করবেন। বগি লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে এ বিলম্ব হলো। আমি শুক্রবার সকাল আট ঘটিকায় পৌছি স্টেশনে দেখি বোম্বাইয়ের বন্ধুদের ভীড়। হাজী কাসেম প্রমুখ গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। সালাম ও কর্মদনের পর প্রথম যে শব্দটি তারা বলেন, এ ছিল শহরে যাবেন না, সোজা করনতীনাহ চলুন, এখনো আপনার লোকেরা প্রবেশ করেন নাই, আমি আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেছি এবং নিজ লোকদের সঙ্গে 'করনতীনাহ' তে প্রবেশ করি। এটি হাদিসের ঐসব দোয়া সমূহের সুফল ছিল যে, 'হারানো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দেয়া হয়েছে' আমি বিষয়টি জানতে চাই সেখানকার লোকেরা বলেন আশ্চার্য, অতি আশ্চার্য এরূপ কখনো হয় নাই। বিষ্যুদবার নির্ধারিত দিন ডাক্তার আসেন এবং অর্ধেক লোককে ঠিকা দেন, হঠাৎ তাঁর অস্বস্তি এসে যায় এবং বলেন, বাকীদের ঠিকা আগামীকাল হবে। এমনিতে আপনাদের লোক বাকী আছে এখন আর একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে, উক্ত জাহাজে টিকিট বিতরণ হয়ে গেছে যাতে আমাদের লোকেরা যাত্রা করেন। বাধ্য হয়ে আর একটি জাহাজের টিকিট ক্রয় করলাম তাও ছিলো তৃতীয় শ্রেণীর, যার রহস্য সামনে স্পষ্ট হবে। আমি হাদিসে বর্ণিত দোয়াসমূহ পড়তে থাকি হয় সরকার আমাকে আপন লোকদের সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। দলছুট হয়ে আমি একা কিভাবে উপস্থিত হব। অনুসন্ধান করা হলো যে, এ জাহাজে কেউ এমন আছেন কী যিনি একাকী যাচ্ছেন যার কাছে এ জাহাজ ও অন্য জাহাজে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর রহমত যে, একজন বড় মিঞা আমাদেরই জেলা বেরীলিস্থ ভেড়ীর বাসিন্দা পাওয়া গেল যিনি সানন্দে টিকেট পরিবর্তন করে দেন। তিনি ঐ জাহাজে চলে

যান আমি আল্লাহর ফজলে নিজ সঙ্গীদের জাহাজে রয়েই গেলাম। হযরত প্রথমে তৃতীয় শ্রেণী টিকেট এজন্য ব্যবস্থা করে দেন যে উক্ত বড় মিঞার সাক্ষাৎ হবে যার টিকেট তৃতীয় শ্রেণীর ছিলো যার সাথে পরিবর্তনে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না। 'করনতীনাহ' পর উক্ত জাহাজে আরোহণ করতঃ সোয়াশ টাকা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর টিকেট পরিবর্তন করে নিই। যখন আদনের কাছে জাহাজ পৌছলো। আমি আসর নামায পড়তেছিলাম নামাযে একজন আরবীর ধ্বনি আমার কানে আসে যে, 'এদিক কেবলা নয়'। আমি কিছু আমলে আনি নাই কারণ আমি জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণে 'আদন ও কামরান'র কেবলার দিক বের করেছিলাম।

তিনি অনেক্ষণ আমি নামায পড়েছি, অজিফা পড়েছি বসে রয়েছেন। যখন আমি অবসর নিই তাকে জিজ্ঞাসা করি, এখন বলুন কেবলা কোন দিকে, পাঁচ মিনিট পূর্বে কোন দিকে ছিল? হিসাব করতঃ তাকে বুঝালাম যে, ঐ সময় কেবলার দিকেই নামায হয়েছে। যা তিনিও মেনে নিয়েছেন। যখন কামরান আসি, হাজী ক্যাম্পে প্রবেশ করি সেখানে দশ দিন অবস্থান করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ঐ তুর্কী শ্রমিকদের উত্তম বিনিময় দান করুন হাজীদের এমন সেবা দিয়েছেন যে, মানুষদের আমি এটি বলতে শুনেছি যে, হজ্বের সময় সন্নিকট, নতুবা কিছুদিন অসুস্থ থাকতাম এবং এখানকার বিশ্রামের তথা আরামের স্বাদ নিতাম। মোম্বাই কি সুযোগ ছিলো? কেউ উক্ত ক্যাম্পের গন্ডির বাইরে যাওয়ার, গন্ডির মধ্যেও প্রত্যেক কিছু বাধা নিষেধ ছিলো, হিন্দু সৈন্যরা ইচ্ছাকৃত হাজীদের প্রতি কঠোরতা আরোপ করতেন। আমি শুনেছি 'কামরনে' এক মাইল দূরে কোন একজন বুযর্গের মাজার আছে আমিও আমার বন্ধুমহল যাওয়ার মনস্থ করি, তুর্কি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি তিনি সানন্দে অনুমতি দেন এবং বলেন, আপনার সাথে কয়জন হবেন? আমি বলি, দশ বার জন। তাদের সকলকেও অনুমতি দেন।

আমরা জিয়ারত শেষে চলে আসি। 'জাহাজ' ও 'কামরান' এ প্রায়ই প্রতিদিন আমার তকরীর হত যাতে অধিকাংশ হজ্বের বিধান সমূহের প্রশিক্ষণ হত এবং যা সর্বদা আমার তাকরীরের প্রধান উদ্দেশ্য থাকত তা হচ্ছে হুযূর ﷺ-এর সম্মান ও আজমত বর্ণনা। একজন শীর্ষ ব্যক্তি ও জাহাজে ছিল তকরীরে শরীক হতেন। তকরীর হলে মাসয়ালা সমূহ শুনতেন তবে রাসূল ﷺ-এর শান বর্ণনার সময় তাঁর চেহারা আনন্দিত হওয়ার স্থলে মলিন হয়ে যায়। আমি

বুঝতে পারলাম ওয়াহাবী। জিজ্ঞাসা করতঃ জানতে পারলাম, গাঙ্গুহী সাহেবের মুরিদ। উক্ত দিন আমি তকরীরের গতি ও প্রসঙ্গ ওয়াহাবীবাদের খন্ডন ও গাঙ্গুহীর দিকে ফেরালাম। অনিচ্ছাকৃত ও অনেকটা বাধ্য হয়ে শুনছিলেন তবে দ্বিতীয় দিন তাকরীরে আসেন নাই আমি প্রশংসা করি যে, জলসা পবিত্র হল। এখন এখানে কামরান এ নয় দিন হয়ে গেল আগামী কাল জাহাজে যেতে হবে হঠাৎ রাতে আমার সব সঙ্গীদের পেট ব্যথা ও পাতল পায়খানা শুরু হয়। আমার পেট ব্যথা ছিল না তবে পাঁচবার পাতলা পায়খানা হয়েছে। দিন বাড়ল এবং ডাক্তার আসার সময় হয়। বাইরে তুর্কী পুরুষ এবং ভেতরে তুর্কী মহিলা দৈনন্দিন এসে দেখাশুনা করতেন। আমার ভাই নন্নে মিঞার আশংকা হয় এবং সংকল্প করেন নিজেদের অবস্থা ডাক্তারকে ব্যক্ত করার আমরা কাছে জানতে চান, আমি বলি! যদি রোগী মনে করে বাঁধা দেন এবং হজ্বের সময়ও সন্নিকটে (মায়াজাল্লাহ) হজ্বে যথা সময় পৌছতে পারব না তাহলে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হব। তিনি বলেন, এখন ডাক্তার ও ডাক্তারনী আসবেন যদি তারা জানতে পারেন তাহলে আমাদের না বলাটা গোপন রেখেছি সাব্যস্ত হবে। আমি বললাম, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন আমি আমার ডাক্তারকে বলে রাখি। ঘরের বাইরে জঙ্গলে আসি এবং হাদিসের দোয়াসমূহ পড়ি। হুযূর সৈয়দনা গাউসুল আজম থেকে সাহায্য চাই, হঠাৎ সামনে হযরত সৈয়দ শাহ গোলাম জিলানী সাহেব সাজ্জাদানশীল সরকার বানচাহ শরীফ। হুযূর সৈয়দুনা গাউছে আজম'র অধস্তন পুত্র এবং বোম্বাই এ আমরা তার সঙ্গী হলাম। তার আগমন ভাল লক্ষণ ছিলো আমি তাকে দোয়া করার জন্য বলি। তিনিও দোয়া করেন। আমি ঘর থেকে বের হয়েছি সম্ভবত দশ মিনিট হবে যখন ঘরে গিয়ে দেখি আলহামদু লিল্লাহ সবাইকে এমন সুস্থ পেলাম মনে হয় রোগই হয়নি দরদ ব্যথা দূরে থাক কোন ধরনের দুর্বলতাই ছিল না। সবাই আড়াই থেকে তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে সমুদ্রের কূলে পৌছেন। জিদ্দা শরীফ যখন জাহাজ পৌছলো অগণিত হাজী যাওয়ার কেবলমাত্র একটি পথ যা অনেক দূর পর্যন্ত উভয় দিক বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এ অবস্থায় কিভাবে পথ চলি সঙ্গে আছে মহিলা যাত্রী। এভাবে অপেক্ষা করতে করতে পাঁচ ঘন্টা অতীত হয়। ভীড় কমলে বাহন নিয়ে যেতে পারব তবে সে সময় ভীড় কমার সম্ভাবনা ছিল না অবশেষে দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি হলো, তাপ, ক্ষিধা ও পিপাসা সব একত্রিত হয়েছে। নন্নে মিঞা ও অন্যান্য সকল লোক নিতান্ত চিন্তিত হন। যখন অনেক বিলম্ব হয়ে যায় তখন নন্নে মিঞা ও হামেদ রেজা খান আমাকে এসে বলেন, শেষ পর্যন্ত কতক্ষণ ক্ষুধার্ত ও

সুয়তী-এর সাহেবজাদা স্নেহাস্পদ মৌলভী আবদুল আহাদ সাহেবও সঙ্গে ছিলেন।

আমি সালাম ও কমমর্দনের পর অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়ের উপর বক্তব্য শুরু করি এবং দু'ঘন্টা ধরে তা কুরআন, হাদিস ও ইমামদের মতামতের আলোকে প্রমাণ করি। বিপক্ষীয়রা যে সব সন্দেহ পোষণ করে তা খণ্ড করেছি। উক্ত দু'ঘন্টা ধরে উক্ত মাওলানা নিরব থেকে পূর্ণ মনযোগ সহকারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি যখন তকরীর শেষ করি নিঃশব্দে উঠে কাছে রাখা আলমারীর নিকট গমন করেন এবং একটি কাগজ বের করে আনেন যার উপর মৌলভী সালামতুল্লাহ সাহেব রামপুরী লিখিত পুস্তক 'ই'লামুল আজকিয়া'র ঐ উক্তি সম্পর্কে হুযূর আকদাস-কে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ লিখেছেন। কতগুলো প্রশ্ন ছিলো এবং উত্তরের চারটি লাইন অপূর্ণাঙ্গ তুলে আনেন এবং আমাকে দেখান ও বলেন আপনার আসা আল্লাহর রহমত ছিলো নতুবা মৌলভী সালামতুল্লাহর কুফুরী ফতোয়া এখান থেকে যেতো। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা আদায় করি এবং নিজ অবস্থান স্থলে চলে আসি। মাওলানার কাছে অবস্থান স্থলের কোন আলোচনা হয় নাই। এখন তিনি অধমের কাছে আসতে চান, হজ্বের ঝামেলা। অবস্থান স্থল অজানা অবশেষে মনে করেন যে, অবশ্যই পাঠাগারে আসবেন। ২৫ জিলহজ্ব ১৩২৩ হিজরি আসর নামাযের পর আমি পাঠাগারের সিঁড়িতে উঠছি পেছন থেকে একটি পদধ্বনি উপলব্ধি করি। পিছনে ফিরে তাকাতেই দেখতেই পাই হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল। সালাম ও কর্মর্দনের পর পাঠাগারে গিয়ে বসি। সেখানে হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল। তার যুবক সাঈদ রশিদ ভাই, সৈয়দ মোস্তফা এবং তাদের সম্মানিত পিতা মাওলানা সৈয়দ খলিল এবং আরো কিছু সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ যাদের নাম এখন স্মরণ নেই উপস্থিত আছেন। হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল পকেট থেকে একটি কাগজ বের করেন যেখানে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে পাঁচটি প্রশ্ন ছিলো। (এ গুলো ঐ প্রশ্ন যার উত্তর মাওলানা আরম্ভ করেন অধমের তকরীরের সময় ছিঁড়ে ফেলেন) আমাকে বলেন, এ প্রশ্নগুলো ওয়াহাবীরা হযরত সৈয়দনার মাধ্যমে পেশ করেছে এবং আপনার কাছে উত্তর কামনা করছে। (সৈয়দনা সেখানে শরীফ মক্কা' কে বলা হতো ঐ সময় শরীফ আলী পাশা ছিলেন)। আমি মাওলানা সৈয়দ মোস্তফা শাইখ কামাল, মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল, মাওলানা সৈয়দ খলিল সব শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, আমরা

এরূপ তড়িঘড়ি উত্তর কামনা করছি না বরং দুষ্টদের দাঁতভাঙ্গা উত্তর কামনা করছি।

আমি আরজ করি, তার জন্য সামান্য সময় চাই, দিনের দু'ঘন্টা বাকী আছে তাতে কি হতে পারে। মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল বলেন, আগামীকাল মঙ্গলবার, পরশু বুধবার এ দু' দিনে উত্তর প্রস্তুত হবে বিষ্যুদবার আমার হস্তগত হবে যে, আমি শরীফের সামনে পেশ করব। আমি আল্লাহর সাহায্য ও নবী সহযোগিতার উপর নির্ভর করে ওয়াদা করছি, এদিকে আল্লাহর রহমত যে, দ্বিতীয় দিন থেকে জ্বর পুনরায় এসে যায়। উক্ত জ্বর আক্রান্ত অবস্থায় পুস্তক রচনা করছি, হামেদ রজা চূড়ান্ত কপি করছেন। এর খ্যাতি মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল যে, ওয়াহাবীরা অমুককে প্রশ্ন করেছে এবং তিনি উত্তর লিখছেন। আমি উক্ত পুস্তিকায় পাঁচটি অদৃশ্য জ্ঞান বিষয়ে হাত দিই নাই যেহেতু প্রশ্ন কর্তাদের প্রশ্ন সে সম্পর্কিত ছিল না। আমার জ্বর অবস্থায় পরিপূর্ণতার জন্য আজকেই তড়িঘড়ি করতে হচ্ছে আমি লিখে যাচ্ছি হযরত শাইখুল খুতাবা কবিরুল ওলামা শাইখ আহমদ আবুল খাইর মুরদাদ'র বার্তা এলো যে, "আমি পথ চলতে অক্ষম, আপনার পুস্তিকা শুনতে খুবই উদগ্রীব।" ঐ অবস্থঅয় যতগুলো পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা' নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, পুস্তিকার প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে যাতে নিজেদের অভিমতের প্রমাণ আছে, দ্বিতীয় খণ্ড লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে যাতে ওয়াহাবীদের মতবাদ খণ্ডন ও তাদের প্রশ্নের উত্তর। হযরত শাইখুল খুতাবা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে বলেন, এতে পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান'র আলোচনা আসেনি। আমি আরজ করি, প্রশ্ন ছিল না, তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে আমি তা গ্রহণ করি। বিদায়ের সময় তার হাঁটু দ্বয় স্পর্শ করি। ইনি এত প্রতিথযশা ও বিখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও উপরন্তু বয়স ৭০ সত্তর অতিক্রম করেছিল এ শব্দটি বলেন, اَنَا اُقَبِّلُ اَرْجُلَكُمْ اَنَا اُقَبِّلُ نِعَالَكُمْ "আমি আপনার পদযুগল চুম্বন করব আমি আপনার পাদুকাদ্বয় চুম্বন করব।" এটি আমার সম্মানিত রাসূল-এর দয়া যে এ ধরণের শীর্ষস্থানীয় মহান ব্যক্তিদের কাছে এ অধমের মর্যাদা। আমি চলে আসি, রাত্রিতেই পাঁচটি জিনিসের আলোচনা বৃদ্ধি করি। এখন পরের দিন বুধবার ফজরের নামায পড়ে হেরেম শরীফ অতিক্রম করছি, মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাই ইবনে মাওলানা সৈয়দ আবদুল কবির মুহাদ্দিস পাশ্চাত্য জগত (ঐ সময় পর্যন্ত তার চল্লিশটি গ্রন্থ এলম হাদিস ও এলম দ্বীন সম্পর্কিত মিশরে ছাপা হয়েছে) তার খাদেম বার্তা

নিয়ে আসে যে, মাওলানা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান, আমি মনে মনে ভাবি যে, প্রতিশ্রুতির আজকের দিনই বাকী আছে এবং এখনো অনেক কিছু লিখার আছে অপারগতা জানিয়ে বার্তা পাঠাই- "আজ ক্ষমা করুন, কাল স্বয়ং উপস্থিত হব।" তৎক্ষণাৎ খাদেম ফিরে আসে যে, "আজকেই আমি মদিনা চলে যাচ্ছি, কাফেলা উট শহরের বাইরে একত্রিত হয়েছে আমি জোহর পড়েই আরোহণ করব।" এখন আমি বাধ্য হই। মাওলানাকে আসার অনুমতি দিই, তিনি আসেন, অধম থেকে ইলম হাদিসের অনুমতি কামনা করেন ও লিখে নেন এবং জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা চলতে থাকে অবশেষে জোহরের আযান হলো। সেখানে (সূর্য) ঢলে যাওয়ার সাথে সাথেই আযান হয়ে যায়। তিনি নামাযে উপস্থিত হন, নামায শেষে তিনি মদিনা শরীফের দিকে মনস্থ করেন আর আমি অবস্থান স্থলে চলে আসি। আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য অংশ এভাবে সম্পূর্ণ খালি চলে গেল। জ্বর ও সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। অবশিষ্ট দিন এবং এশার পর আল্লাহর ফজলেও হুযূর ﷺ-এর বিশেষ কৃপায় কিতাবের পূর্ণতা ও চূড়ান্ত কপি সম্পন্ন হয়।

الدولة المكية بالمادة الغيبية তার ঐতিহাসিক নাম নির্ধারিত হয়। বিষ্যুদবারের সকালেই মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল'র খেদমতে পেশ করা হয়। মাওলানা দিনভর তা পূর্ণ রূপে অধ্যয়ন করেন এবং সন্ধ্যায় শরীফ সাহেবের কাছে নিয়ে যান। এশার নামায সেখানে প্রথম ওয়াক্তেই হয়ে যায় এর পর অর্ধ রাত পর্যন্ত আরবী সময়ানুযায়ী ৬টা পর্যন্ত শরীফ আলী পাশার দরবার হয়। হযরত মাওলানা দরবারে গ্রন্থটি পেশ করেন এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা দেন ঐ ব্যক্তি এমন বিদ্যা প্রকাশ করেছেন যার জ্যোতিসমূহ উজ্জ্বল হয়ে উঠে যা আমাদের স্বপ্নেও ছিল না। হযরত শরীফ কিতাব পড়ার নির্দেশ দেন দরবারে দু'জন ওয়াহাবী ও উপবিষ্ট ছিলো একজন আহমদ ফগীহ, অন্যজন 'আবদুর রহমান ইসকুবী। তারা গ্রন্থের ভূমিকা শুনেই বুঝে নিয়েছেন যে, এ গ্রন্থটি রূপ পাল্টিয়ে দেবে। শরীফ বিদগ্ধ ব্যক্তি, মসয়ালা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তাই ইচ্ছে করল শুনতে দেবে না, বিষয় ফাঁসিয়ে দিয়ে সময় ক্ষেপণ করবে। কিতাবের উপর কিছু আপত্তি করেছে। হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল উত্তর দেন ও বলেন, শোনুন, সম্পূর্ণ কিতাব শোনার পূর্বে আপত্তি করা অনিয়ম তথা বিধি বহির্ভূত।

সম্ভবতঃ আপনার সন্দেহের উত্তর কিতাবেই আসবে। যদি না থাকে তাহলে আমি উত্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে গ্রন্থকার উপস্থিত এটি বলে সামনে পড়া শুরু করে দেন। কিছুদূর গেছেন তাদের সময় ক্ষেপণ করা উদ্দেশ্য ছিলো অতঃপর আপত্তি করে। এখন হযরত মাওলানা হযরত শরীফকে বলেছেন যে, হে আমাদের সরদার! হযরতের নির্দেশ আমি কিতাব পড়ে শুনাই আর এ স্থানে স্থানে বাঁধা দিচ্ছে। হুকুম হলে এদের আপত্তি সমূহের উত্তর দেব অথবা হুকুম হলে কিতাব শুনাব। শরীফ বলেন, اِقْرَأْ আপনি পড়ুন, এখন তার 'হ্যাঁ' কে 'না' করবে কে। আপত্তিকারীরা মাঠে মারা যায়। মাওলানা গ্রন্থ শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। তার অখণ্ডনীয় দলিল শ্রবণ করতঃ মাওলানা শরীফ উচ্চশব্দে বলেন, اَللّٰهُ يُعْطِى وَهٰؤُلَاءِ يَمْنَعُوْنَ "আল্লাহ নিজ হাবিবকে দিচ্ছেন আর এরা মানা করছেন।" অবশেষে অর্ধ রাত পর্যন্ত অর্ধ কিতাব শুনালেন। এখন সভা শেষ হওয়ার সময় হয়, শরীফ সাহেব হযরত মাওলানাকে বলেন, এখানে চিহ্ন রেখে দিন, কিতাব বগলে নিয়ে বালাখানায় বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করেন। উক্ত গ্রন্থ এখনো পর্যন্ত তার কাছে আছে। মূল গ্রন্থ থেকে অনেক অনুলিপি মক্কা শরীফের আলেমগণ নিয়েছেন। সমগ্র মক্কা শরীফে গ্রন্থটির খ্যাতি পড়ে গেছে। ওয়াহাবীদের উপর কুয়াশা পড়ে গেল। আল্লাহর ফজলে সব লৌহ ঠান্ডা হয়ে গেল। অলিতে গলিতে মক্কার শিশুরা তাদের সাথে বিদ্রুপ করছে যে, এখন কিছু বলছে না, এখন ঐ আবেগের কি হলো, এখন নবী ﷺ-এর জন্য অদৃশ্য জ্ঞান সাব্যস্তকারীদের কাফের বলা কোন দিকে গেল। তোমাদের কুফুরী ও শিরকের ফতোয়া তোমাদেরই উপর প্রত্যাবর্তন করেছে। ওয়াহাবীরা বলছে, ঐ ব্যক্তি গ্রন্থে তর্কশাস্ত্রের পুরোপুরি ব্যবহার করে শরীফের উপর জাদু করেছেন। আল্লাহ তায়ালার ফজল, হাবীবে আকরাম ﷺ-এর দয়া যে, আলেমগণ কিতাবের উপর ধুমধাম করে অভিমত দেয়া শুরু করেছেন। ওয়াহাবীদের অন্তর হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে অবশেষে তারা অভিমতগুলো যে কোন উপায়ে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তারা একস্থানে একত্রিত হয় এবং হযরত মাওলানা শাইখ আবুল খাইর মরদাদ এর কাছে আরজ করে আমরাও কিতাবে অভিমত দিতে চাই, কিতাবটি অনুসন্ধান করতঃ আমাদের দিন। তিনি সাদাসিদে একজন বুযর্গ ব্যক্তি। তাদের প্রতারণার কথা কিভাবে বুঝবেন। নিজ সন্তান মাওলানা আবদুল্লাহ মরদাদকে আমার কাছে পাঠাল, ইনি হেরেম শরীফের ইমাম এবং ঐ সময় অধমের হাতে

বায়আত হয়েছেন। হযরত মাওলানা আবুল খাইরের তলব করা, মাওলানা আবদুল্লাহ মরদাদ এর নিয়ে যাওয়ার জন্য আসা আমার সন্দেহের কোন কারণ হতো না, তবে মহান আল্লাহ তায়ালার রহমত আমি ঐ সময় হেরেম শরীফের পাঠাগারে ছিলাম, হযরত মাওলানা ইসমাঈলকে আল্লাহ তায়ালা সুউচ্চ বেহেশতে হুযূর ﷺ-এর সাহচর্চ দান করুন আমি কিছু বলার পূর্বে নিতান্ত কঠোর ও ব্যক্তিত্বভরে বলেন, কিতাব কখনো দেয়া যাবে না, যে অভিমত দেয়ার আছে তা লিখে পাঠিয়ে দাও। আমি আরজ ও করেছি হযরত মাওলানা আবুল খাইর তলব করছেন এবং তার ছেলে নিতে এসেছেন। অধমের সাথে যে মধুর সম্পর্ক তা আপনি জানেন। তিনি বলেন, যারা ঐখানে একত্রিত হয়েছে আমি তাদের চিনি, জানি- তারা মুনাফিক। মাওলানা আবুল খাইরকে তারা ধোঁকা দিয়েছেন। এভাবে উক্ত বিদগ্ধ আলেম নবী বংশীয়ের বরকতে কিতাবটি আলহামদুলিল্লাহ হেফাজতে রইল। ওয়াহাবীদের এ ষড়যন্ত্র ও যখন ব্যর্থ হলো এবং মাওলানা শরীফের কাছেও আল্লাহর ফজলে তাদের মুখ কালো হয় একজন অজ্ঞ মূর্খ যাকে হেরেমের নায়েব বলা হয় (তাকে যে কোন উপায়ে নিজের) অনুগামী করেছে। আহমদ রাতেব পাশা ঐ সময় মক্কার গভর্ণর ছিলেন। লোকটি অশিক্ষিত হলেও ধার্মিক। প্রত্যেক দিন আসরের পর তাওয়াফ করতেন। মনে করল যে, শরীফ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ। কিতাব শুনে বিশ্বাসী হয়ে যান, ইনি অশিক্ষিত সৈনিক লোক আমাদের ধোঁকা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। একদিন ইনি তাওয়াফ শেষ করেন হেরেমের নায়েব (প্রতিনিধি) তার কাছে আবেদন করেন যে, একজন ভারতীয় আলেম ভারতের অনেক মানুষের আক্বিদা নষ্ট করে দিয়েছেন এখন মক্কাবাসীদের আকিদা নষ্ট করে দিচ্ছেন। সাথে সাথে মনে করল যে, কিভাবে আস্থায় আসবে একজন ভারতীয় আলেম মক্কাবাসীদের নষ্ট করে দিচ্ছেন। তাই বাধ্য হয়ে তার সাথে এটাও বলতে হয়েছে যে, মক্কার শীর্ষস্থানীয় আলেম যেমন শাইখুল উলামা সৈয়দ মুহাম্মদ সাঈদ বাবসিল, মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল, মাওলানা আবুল খাইর মরদাদ তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার শান সত্য ও বাস্তব কথা যা সে বাধ্য হয়ে বলেছে তা তার জন্য বুমেরাং হয়ে গেল। পাশা রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে তার কাঁধে একটি চাপড় লাগিয়ে দেন ও বলেন,

يَا خَبِيْثُ اِبْنُ الْخَبِيْثِ يَا كَلْبُ اِبْنُ الْكَلْبِ اِذَا كَانَ هٰؤُلَاءِ مَعَهُ فَهُوَ يَفْسُدُ اَمْ يُصْلِحُ.

-হে বদমাইশের ছেলে বদমাইশ! হে কুকুরের ছেলে কুকুর! যখন এ শীর্ষ আলেমগণ তাঁর সঙ্গী তাহলে তিনি ফিৎনা করছেন কি মিমাংসা করছেন?

ঐ দিন থেকে মাওলানা সৈয়দ ইসমাইল প্রমূখ তাকে ذهب الحرم বলেন, আহমদ ফগীহকে 'আহমক সফীহ' এক আর একজন বিপক্ষীয়কে 'মাগসুম' বলে। মাওলানা শরীফের দরবার ছিল সভ্য ও শালীন দরবার। সেখানে ওয়াহাবীরা ভদ্রভাবে অপমানিত হয়েছে। ইহা একজন তুর্কী সৈন্যের সামনে ছিলো দৌলতে মক্কিয়ার সাথে সাথে বরং তার কিছু পূর্বে আল্লাহর ফজলে 'হুস্‌সামূল হারামাইন' এর কার্যাবলী শুর হয়েছে। শীর্ষ স্থানীয় আলেমগণ তাতে যে অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন তা আপনাদের সামনে আছে। প্রথমে এ ফতোয়াটি হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল এর কাছে অভিমতের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল কিতাব শুনানোর ভেতর দিয়ে হযরত শরীফের কাছে খলিল আহমদের ভ্রান্ত আকিদা ও তার কিতাব 'বরাহিন কাতিয়া' এর আলোচনাও করে দিয়েছেন। আনবেঠী সাহেব জানতে পারেন, মাওলানা সাহেবের কাছে কিছু টাকা উপঢৌকন স্বরূপ নিয়ে পৌছে ও আরজ করে, জনাব! আমার উপর অসন্তুষ্ট কেন? তিনি বলেন, আপনি কি খলিল আহমদ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, মাওলানা বলেন, আপনার উপর আফসোস! আপনি অকাট্য দলিলে এরূপ অশ্লীল কথা কিভাবে লিখেছেন আমি তো আপনাকে নাস্তিক বলেছি। (ইতোপূর্বে মাওলানা গোলাম দস্তগীর কসুরী মরহুম تقديس الوكيل عن توهين الرشيد والخليل লিখে মক্কার আলেমদের থেকে অভিমত নিয়েছেন। উহাতে মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল এর অভিমতও আছে। উহাতে আনবেঠী সাহেব ও তার শিক্ষক গাঙ্গুহী সাহেবকে নাস্তিক লিখেছেন) আনবেঠী সাহেব বলেন, জনাব যে সব কথা আমার দিকে সম্পর্কিত হয়েছে তা মিথ্যা, বানোয়াট আমার কিতাবে নেই। তিনি বলেন, আপনার কিতাব 'বরাহিনে কাতিয়া' ছাপিয়ে প্রচারিত হয়েছে এবং আমার কাছে কপি আছে। আনবেঠী বলেন, জনাব, কুফুরী থেকে তাওবা করলে হবে না? তিনি বলেন, হয়, মাওলানা চান কোন দোভাষী ডেকে এনে 'বরাহিনে কাতিয়া'

আনবেঠী সাহেবকে দেখানোর পর ঐ কথাগুলোর স্বীকৃতি নিয়ে তাওবা করাবেন তবে আনবেঠী সাহেব রাতারাতি জিদ্দা থেকে পালিয়ে যান। হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈলকে উক্ত ঘটনা অবহিত করে পত্র লেখেন, তিনি উক্ত পত্রের অনুলিপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, উক্ত পত্রটি এখনো আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।[৪৫]

সকালে হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল অধমের কাছে তশরীফ আনেন এবং স্বয়ং এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন আমি শুনেছি তিনি রাতেই

[৪৫]. সম্মান, আখলাক ও উত্তম মুহব্বতের আধার হযরত সৈয়দ ইসমাঈল আফেন্দী লাইব্রেরীর পরিচালক কিছুদিন পূর্বে আমাদের কাছে ভারতীয় একজন লোক এসেছেন যাকে খলিল আহমদ বলা হয়। তার সঙ্গে ছিলেন মক্কায় অবস্থানকারী ভারতীয় কিছু আলেম। তার প্রতি আমাদের দয়া করুণা কামনা করছেন কেননা তিনি সংবাদ পেয়েছেন আমি তার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট অথচ আমি ব্যক্তিকে চিনি না, তিনি বলেন, জনাব! আমি খবর পেলাম যে, আপনার আমার উপর ভীষণ নারাজ কারণ 'বরাহিন কাতিয়া' তে যা কিছু আছে তা আমি হযরত আমির এর কাছে উল্লেখ করেছি। অতঃপর আমি তাকে বলেছি, সম্ভবতঃ আপনি খলিল আহমদ, বলেন, হ্যাঁ, আমি তাকে বলি, সম্ভবতঃ আপনি খলিল আহমদ আনবেঠী, তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি বলি, আপনার উপর আফসোস, আপনি 'বরাহিন কাতিয়া'য় উক্ত অশ্লীল কথাগুলো কিভাবে বলেছেন, আল্লাহর উপর মিথ্যা বলা আপনি বৈধ রেখেছেন। আমি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হব না কেন অবশ্যই আমি এ প্রেক্ষিতে লিখেছি- আপনি একজন নাস্তিক। কিভাবে আপনি অপারগতা, অস্বীকার করবেন অথচ 'বারাহিন কাতিয়া' ছাপা হয়েছে ও প্রচারিত হয়েছে, তিনি বলেন, জনাব! 'বারাহিন কাতিয়া' আমার, তবে সেখানে 'আল্লাহর জন্য মিথ্যা বলার বৈধতা নেই', যদি তা থেকেই থাকে তাহলে আমি তওবা করছি। তাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী যা কিছু আছে তা থেকে আমি ফিরে এসেছি। আমি তাকে বলি, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাওবাকারীদের ভালবাসেন। 'বরাহিন' আমার কাছে আছে, আপনি যা অস্বীকার করছেন তা আমি আপনার জন্য বের করছি, যা দিয়ে আপনি আল্লাহর উপর দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তিনি অপারগতা ও কাকুতি মিনতি করছেন ও বলছেন যদি তা 'বারাহিন' এ থাকে তাহলে তা আমার উপর মিথ্যা অপবাদ, আমি মুসলমান ও একত্ববাদী আহলে সুন্নাহ'র অনুসারী। আমি উক্ত কিভাবে এগুলো বলি নাই। আহলে সুন্নাহ পরিপন্থী কোন কথা বলি নাই। আমি হতবাক হই কিভাবে তিনি এমন কথা অস্বীকার করছেন যা কিছু হিন্দি ভাষায় রচিত পুস্তকে ছাপানো আছে। আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি উক্ত কথাগুলো আত্মরক্ষার্থে বলেছেন মনে হয় তারা রাফেজীদের মত তারা আত্মরক্ষা ওয়াজিব মনে করেন। আমি চাইলাম, 'বারাহিন' উপস্থিত করি এবং ঐ ব্যক্তি আনি যে উক্ত ভাষা বুঝেন তাতে 'বারাহিন' এ যা কিছু আছে তার স্বীকৃতি নিতে পারি ও তাকে তাওবা করাই, তবে তিনি আমার কাছে আসার দ্বিতীয় দিন জিদ্দার দিকে পালিয়ে যান। আমি পছন্দ করলাম যে, উক্ত বিষয়ে আপনাদের অবহিত করি। আপনারা সদা আছেন।

মুহাম্মদ সালেহ কামাল
২৮ জিলহজ্ব ১৩২৩ হিজরী

চলে যান। আমি বলি, মাওলানা! আপনি তাকে পালিয়ে যাওয়ার পথ করে দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি! আমি!! হ্যাঁ, আপনি, তিনি বলেন, কিভাবে? আমি আরজ করি, যখন তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, কাফেরের তাওবা কি কবুল হয় না? আপনি কি বলেছে? তিনি বলেন, আমি বলেছি, হয়। আমি বলি, তা-ই তাকে পালানোর পথ করে দিয়েছে। আপনার এটা বলা উচিৎ ছিলো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অপমান করে তার তাওবা কবুল হয় না। তিনি বলেন, আমার এটা বলা হয় নাই, আমি বলি, তাহলে আপনিই পালানোর ব্যবস্থা করেছেন।

মক্কায় অবস্থান কালে তথাকার শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ অধমের দাওয়াতসমূহ বড়ই গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেক দাওয়াতে আলেমদের সমাগম হতো। জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা হতো। শাইখ আবদুল কাদের কুর্দী মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল এর ছাত্র ছিলেন। হেরেম শরীফের সীমানায় তার নিবাস ছিল। তিনি দাওয়াত ব্যবস্থাপনের পূর্বে জোরপূর্বক জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আপনার কোন খাবার পছন্দনীয়? অনেক অপারগতা পেশ করি তিনি মানেন নাই। শেষে আরজ করি, ঠাণ্ডা মিষ্টি। তার কাছে দাওয়াত হলে বৈচিত্র খাবার থাকে এছাড়া অত্যাশ্চার্য একটি খাবার ও পাওয়া যায় তা ঠাণ্ডা মিষ্টির পুরোপুরি বিকল্প। যা খুবই মিষ্টি, ঠান্ডা ও সুস্বাদু। তাকে জিজ্ঞেস করি এর নাম কি? তিনি বলেন, رضى الوالدين (মাতা পিতার খুশি) নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন, যার মাতা পিতা নারাজ এটি রান্না করতঃ আপ্যায়ন করালে খুশি হয়ে যাবে। অধম দাওয়াত ব্যতীত চারটি স্থানে সাক্ষাতের জন্য যেতাম। মাওলানা শেখ সালেহ কামাল, শাইখুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ সাঈদ বাবু সাইল, মাওলানা আবদুল হক মুহাজির এলাহ আবাদী, পাঠাগারে মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল ﷺ এ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গসহ অন্যান্য মনীষীগণও অধমের অবস্থান স্থলে আগমন করতেন। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সাক্ষাৎ পর্বে সময় অতিবাহিত করতাম। মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল এর আগমন অগণিত সংখ্যক, মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল অপরিহার্যভাবে দৈনিক আসতেন। বিশেষতঃ অসুখের দিন ১লা মহররম ১৩২৪ হিজরি থেকে মহররমের শেষ দিন পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ছিলেন। দিনে দু'বার ও আগমন করতেন। একবার আসা বাদ পড়ত না। মহররম'র শেষ অবস্থা সুস্থতার দিকে বিশেষ কারণে দু'দিন আসতে পারেন নাই। উক্ত দু'দিন তাঁর প্রতি আমার

কিরূপ আসক্তি ছিল আমি জানি। উক্ত সৈয়দ বংশীয় মনীষীর উদ্দেশ্যে একটু করো কাগজে তিনটি লাইন লিখে পাঠাই-

هَـذَانِ يَوْمَـانِ مَـا فُزْنَـا بِطَلْعَـتِكُمْ وَلَـوْ قَـدَرْنَا جَعَلْنَـا رَأْسَـنَا قَـدَمَا

قَـالُوْا لِقَـاءُ خَلِيْـلٍ لِلْعَلِيْـلِ شِفَاءٌ اَلَا تُحِبُّـوْنَ اَنْ تَـبَرُّوْا لَنَـا سَـقَمَا

عَوْدَتُـمُونَا طُلُوعُ الشَّمْسِ كُلَّ ضُحًى وَهَـلْ سَـمِعْتُمْ كَـرِيْمًا يَقْطَـعُ الْكَرَمَـا

অনুবাদ : (১) এ দুদিন আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হইনি, আমি সক্ষম হলে মাথা কে পা বানাতাম। (২) মানুষেরা বলে, বন্ধুর সাক্ষাৎ রোগীর আরোগ্যতা, আপনি কি আমার সুস্থতা কামনা করেন না? (৩) আপনি আমাদের অভ্যস্ত করেছেন, প্রত্যেক পূর্বাহ্নে সূর্যোদয় হওয়া আপনি কি শুনেছেন কোন দানী দান বন্ধ করে দিতে।

উক্ত খন্ডলিপি দেখে উক্ত সৈয়দ জাদার যে অবস্থা হয়েছে লিপি বাহক প্রত্যক্ষ করেছেন। তৎক্ষণাৎ তার সাথে চলে আসেন অতঃপর বিদায়ের দিন পর্যন্ত কোন দিন যে আমি একাছিলাম তা আমার জানা নেই। হযরত মাওলানা আবদুল হাই এলাহবাদী চল্লিশ বছরের অধিক সময় মক্কায় কাটান কখনো শরীফের কাছেও গমন করেন নাই। অধমের আবাসস্থলে দু'বার এসেছেন। মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল প্রমুখ তাঁর শিষ্যরা বলেন, এটি স্বভাববিরোধী কাজ। মাওলানার জীবন দুলর্ভ সম্পদ ছিল। ভারতীয় ছিলেন তবে তাঁর জ্যোতিসমূহ মক্কায় আলো চড়াচ্ছিলো। নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক বছর হজ্ব করতেন। মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল বলেন, এক বছর হজ্বের সময় হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেব অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে যান। নয় তারিখ নিজ ছাত্রদের বলেন, আমাকে হেরেম শরীফের নিয়ে যাও, কয়েকজন তুলে নিয়ে গেল ও কাবার সম্মুখে বসালো যমযমের পানি খুঁজে পান করেনও দোয়া করেন যে, প্রভু! হজ্ব থেকে বঞ্চিত করবে না। ঐ সময়ই আল্লাহ তায়ালা এমন শক্তি দান করেছেন, উঠে নিজ পায়ে হেঁটে 'আরাফাত' শরীফে গমন করেনও হজ্ব আদায় করেন। মক্কা শরীফে এমন কোন মানুষ নেই যে অধমের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে নাই ব্যতিক্রম শাইখ আবদুল্লাহ বিন সিদ্দিক বিন আব্বাস ঐ সময় তিনি হানাফী মুফতি ছিলেন। সেখানে হানাফী মুফতির মর্যাদা শরীফের পর দ্বিতীয় স্থানে। মনে হত নিজ পদমর্যাদা তাঁকে ভিনদেশী দরিদ্রের কাছে আসতে বাঁধা দেয়। তাঁর একজন বিশেষ ছাত্রকে অধমের কাছে প্রেরণ করেছেন যে, হানাফী

মুফতি সালাম আরজের পর বলেন, "আমি আপনার সাক্ষাতের খুবই উৎসুক।" মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল ঐ সময় আমার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি চাই উপস্থিত হওয়ার ওয়াদা করি তবে আল্লাহই অধিক জানেন। হুযূর ﷺ-এর বদান্যতা উক্ত শীর্ষস্থানীয় মনীষীদের অন্তরে এ অধমের কিরূপ মর্যাদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন তৎক্ষণাৎ বাঁধা দেন ও বলেন, আল্লাহর শপথ। এটা হবে না। সমস্ত আলেমগণ সাক্ষাতের জন্য এসেছে তিনি আসবেন না কেন? তার শপথের কারণে বাধ্য হলাম তবে ভাগ্যে ও তকদিরে তার সাথে সাক্ষাৎ অবধারিত ছিলো এবং তা ছিলো অভিনব। সাক্ষাৎ এভাবে হয়েছে- এ দিন সমূহে মাওলানা আবদুল্লাহ মরদাদ ও মাওলানা হামেদ আহমদ মুহাম্মদ জাদ্দাভী নোট সম্পর্কে অধমের কাছে ফতোয়া কামনা করেন যেখানে ছিলো বারটি প্রশ্ন আমি পূর্ণ তাড়াহুড়া করে তার উত্তরে كفل الفقيه الفاهم فى احكام قرطاس الدراهم নামক পুস্তিকা রচনা করি। চূড়ান্ত কপি করার জন্য হেরেম শরীফের পাঠাগারে সৈয়দ মোস্তফা, ছোট ভাই মাওলানা সৈয়দ ইসমাইলের কাছে ছিল যিনি সুন্দর হস্তাক্ষর সম্পন্ন ছিলেন। পূর্বকালে যখন আমার শিক্ষক গুরু হযরত মাওলানা জামাল বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর মক্কী رحمة الله عليه হানাফী মুফতি ছিলেন তাঁকে নোট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো এবং উত্তর লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, জ্ঞান আলেমদের কাঁধে আমানত। আমার তার কোন অংশ বিশেষের হদিস ছিল না কিছু ফয়সালা দিব। একদিন আমি পাঠাগারে গেলাম এবং একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বসা দেখছি যে আমার পুস্তিকা كفل الفقيه অধ্যয়ন করছেন। যখন এ স্থানে পৌছে যেখানে আমি 'ফতহুল কদির; থেকে এ উদ্ধৃতি নকল করেছি। যদি কোন ব্যক্তি নিজ কাগজের একটি মুদ্রা হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে তাহলে যায়েজ, মকরূহ নয়। আনন্দে লাফিয়ে উঠে এবং রানে নিজ হাত মেরে বলেন, اَيْنَ جَمَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ هٰذَا النَّصِّ الصَّرِيْحِ 'হযরত জামাল ইবনে আবদুল্লাহ এ স্পষ্ট উদ্ধৃতি সম্পর্কে অনবহিত কিভাবে।' অতঃপর কোন মসয়ালা দেখার ছিলো তার জন্য কিতাব সমূহ বের করেন ঐগুলোর উদ্ধৃতি সমূহ নকল করতে চান এবং আমি পুস্তিকার অনুলিপির নিরীক্ষণ বা প্রুপ দেখছি ঐ সময় পর্যন্ত না তিনি আমাকে চিনেছেন, না আমি তাকে চিনেছি। ইত্যবসরে তিনি দোয়াত এমন একটি পুস্তকে রেখেছেন যা তিনি দেখছেন না, তা থেকে কিছু নকলও করছেন না, আমি উক্ত বিষয়ে কোন আপত্তি করি নাই বরং কিতাবের সম্মানার্থে নিচে নামিয়ে রাখি,

তিনি পুনঃ উঠিয়ে কিতাবটির উপর রাখেন এবং বলেন, 'বাহরুর রায়িক; 'কিতাবুল কারাহিয়্যাহ' তে তার বৈধতার স্পষ্ট অভিমত আছে' আমি তাকে এটি বলি নাই যে, 'বাহরুর রায়িক; 'কিতাবুল কারাহিয়্যাহ' পর্যন্ত কখন পৌছে, উক্ত কিতাবটি 'কিতাবুল ক্বাজা' তেই শেষ হয়েছে। হ্যাঁ, এটি বলেছি যে 'এরূপ নহে বরং নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন তবে লিখার সময় প্রয়োজনানুসারে পাতা বাতাসে উড়ে নাই, তিনি বলেন, আমি তো লিখতেই চাই আমি বলি এখন তো লিখছেন না। তিনি চুপ হয়ে যান এবং হযরত ইসমাঈল থেকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন তিনি বলেন, ইনিই তো এই পুস্তিকার প্রণেতা। এখন সাক্ষাৎ করেছেন তবে লজ্জাবনত হয়ে এবং তড়িঘড়ি করে প্রস্থান করেন।

হযরত সৈয়দ ইসমাইল বলেন, সুবহানাল্লাহ! এটি কিরূপ ঘটনা, ইহা ছিল ৪ঠা সফর ১৩২৪ হিজরি সাল। ইতোপূর্বে মহররম শরীফে একটানা ভীষণ জ্বর ছিলো, দু'বার পাতলা পায়খানা হয়েছিলো। একবার এক ভারতীয়ের পরামর্শ দ্বারা এবং এতে কোন লাভ হয় নাই, দ্বিতীয়বার একজন তুর্কী ডাক্তার রমজান আফেন্দী খুব অল্প পরিমাণ লবণ দিয়েছেন যমযমের পানিতে মিশিয়ে পান করুন তৃষ্ণা হলে অধিক পরিমাণ যমযমের পানি পান করুন। এর দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ অনেক লাভ হয়েছে। তিনি এমন ঔষধ বলেছেন যা স্বভাবত আমার কাছে পছন্দনীয় প্রিয় ছিল। অর্থাৎ যমযমের পানি আমার কাছে প্রত্যেক পানীয়ের চেয়ে প্রিয়। আমার অভ্যাস বাঁসি পানি কখনো পান করি না যদি পান করি যেহেতু স্বভাব উষ্ণ হঠাৎ সর্দি কাশি এসে যায়। আমার জন্মের পূর্বে হাকীম সৈয়দ ওয়াজির আলী মরহুম আমাদের ঘরে বাঁসি নিষেধ করেছেন তখন থেকে নিয়ম হয়েছে রাতে কলসী সম্পূর্ণ খালি করে খাওয়ার পানি ভর্তি করা হয়। বাসি দুধও পান করি নাই। নদীর পানিও পান করি নাই, খাওয়ার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় পানি পান করি না। তিন প্রহরে যে তৃষ্ণা হয় তাতে কুলি করি তাতে প্রশান্তি অর্জিত হয়। তবে যমযম শরীফের বরকত সুস্থতায়, রুগ্নতায়, রাতে দিনে, তাজা-বাঁসি অধিক পরিমান পান করেছি, লাভই পেয়েছি। পানির ছোট কলসী সর্বদা ভর্তি থাকত। প্রচণ্ড জ্বরের সময় রাতে যখন চোখ খুলি কুলি করে যমযম শরীফ পান করে নিতাম। অজুর পূর্বে পান করতাম, অজুর পরেও বার কলসী রাতে দিনে কেবলমাত্র আমার ব্যবহারের জন্য ব্যয় হতো। পৌনে তিন মাস মক্কায় অবস্থানে আমি হিসাব করেছি আনুমানিক চার মণ যমযম শরীফ আমার পান করার কাজে ব্যয় হয়েছে। হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈলকে আল্লাহ তায়ালা সুউচ্চ বেহেশ্ত দান করুন আমার হজ্ব

থেকে আসার কয়েক বছর পর ১৩২৮ হিজরীতে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। যমযম শরীফের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহের আলোচনা হয়। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মাসে এত টন পানীয় পাঠিয়ে দেব, আপনার এক মাসের ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট হবে। তবে এখান থেকে যাওয়ার সাথে সাথেই মহান প্রভুর কাছে সফর আবশ্যক হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ঐখানেই ইহধম ত্যাগ করেন। رحمة الله عليه رحمة واسعة

মহররম শরীফ আমার প্রায় জ্বরের মধ্যেই কেটে গেল। ঐ অবস্থায় আলেমদের 'অনুমতি' লিখে দেয়া হতো। এ সময় 'কিফলুল ফকীহ' প্রণীত হয়েছে। সেখানে পালঙের প্রচলন ছিল না।

দালান সমূহে মেঝেতে বিছানা থাকে সেখানে শয়ন করে। তবে হযরত সৈয়দ ইসমাঈল ও হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি আমার জন্য একটি উত্তম পালং খুঁজে এনেছেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় আমি তাতে শয়ন করতাম, আলেমগণ শুশ্রুষার জন্য আসতেন ও মেঝেতে বসতেন, এতে আমি লজ্জাবোধ করতাম, বার বার চেয়েছি নিচে নেমে যাই তবে জোড়ালো তাকিদ বাধ্য করেছে। দীর্ঘ রোগে আমার অধিক ভাবনা ছিলো নবী ﷺ-এর পবিত্র রওজা শরীফে উপস্থিত হওয়া। যখন জ্বরের স্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ করি আমি উক্ত সময় পবিত্র রওজা শরীফে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছে করি। এ আলেমগণ প্রতিবন্ধক হন প্রথমতঃ এটি বলেছেন যে, আপনার অবস্থা এই, সফর দীর্ঘ, আমি আরজ করি, যদি সত্যি জিজ্ঞেস করুন তাহলে আমার মূল উদ্দেশ্য পবিত্র রওজার জিয়ারত, উভয়বার উক্ত নিয়তে ঘর থেকে চলেছি। মায়াজাল্লাহ! যদি এটি না হয় তাহলে হজ্বের কোন স্বাদই হল না। তারা পুনঃ নিষেধ করেন ও আমার অবস্থা বুঝান আমি হাদিস- مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِى فَقَدْ جَفَانِى পাঠ করি বলেন, আপনি একবার পবিত্র জিয়ারত সাঙ্গ করেছেন। আমি বলি, আমার কাছে হাদিসের অর্থ এ নয় যে, জীবনে যতবারই হজ্ব কামনা কেন জিয়ারত একবার যথেষ্ট বরং প্রত্যেক হজ্বের সাথে জিয়ারত আবশ্যক। এখন আপনারা দোয়া করুন আমি রওজা পাক পর্যন্ত পৌছে যাব। পবিত্র রওজায় এক দৃষ্টি পড়লেই হয় যদিও এরপর মৃত্যুবরণ করি। হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামালকে আল্লাহ তায়ালা উচ্চ বেহেশত দান করুন, এতগুলো শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতাসহ আমার কাছে মক্কা শরীফে তার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন আলেম নেই এ অধমকে নিতান্ত সম্মান করেছেন বরং আমার প্রতি আদবসহ আচরণ করে পুনঃ

পুনঃ অনুরোধ করতঃ আমার থেকে অনুমতি পত্র লিখে নিয়েছেন যা আমি আদব রক্ষার্থে অনেক বার দিতে অনাগ্রহ দেখাই যখন বাধ্য করেন লিখে দিই। তিন প্রহর আমার সাথে তার বৈঠক হত তাতে জ্ঞানের চর্চা ব্যতিরেকে কিছুই হত না। যে সময় কাজী মক্কা শরীফে থাকতেন ঐ সময় নিজের মীমাংসামূলক বিষয়াবলী জিজ্ঞাসা করতেন অধম যা বর্ণনা করতাম যদি তাঁর মীমাংসানুযায়ী হত আনন্দ ও হর্ষের চিহ্ন চেহারার উদ্ভাসিত হত। বিপরীত হলে দুঃশ্চিন্তা ও বিষন্নতার চাপ এবং এটি মনে করতেন যে, ফয়সালা দেয়ার ক্ষেত্রে আমার পদস্খলন হয়েছে। আমারও ঐ দু'বন্ধুর বদান্যতার কারণে তাদের প্রতি কৃত্রিমতা ছিল না প্রত্যেকটি কথা বলে দিতাম। একবার বলেছি, মুয়াযযিন আযান, ইকামত ও অবস্থান পরিবর্তনের তাকবীরে যে গানের সুর আবিস্কার করেছেন আপনারা তা নিষেধ করছেন না 'ফতহুল কদীর' এ 'মুকাব্বির'র গণের সুর নামায বিনষ্টকারী বলেছেন তার তাকবীরের ভিত্তিতে যে মুক্তাদি রুকু, সিজদা ইত্যাদি নামাযের আরকান আদায় করবে তার নামায হবে না।' তিনি বলেন, বিধান এটিই, তবে তার উপর আলেমদের কোন ক্ষমতা নেই, এটি তিনি খুৎবায় পড়েন- وَارْضَ عَنْ اَعْمَامِ نَبِيِّكَ الاَّ طَالِبُ حَمْزَةَ وَالْعَبَاسَ وَأَبِى طَالِب। এ বিদআতটি নব আবিষ্কৃত, প্রথমবার হজ্বের সময় ছিল না, এটি অবশ্যই হুকুমতের পক্ষ থেকে, ঐটি শুনা মাত্রই তৎক্ষণাৎ আমার মুখ দিয়ে উচ্চস্বরে বেরিয়ে এলো- اَللّٰهُمَّ هَذَا مُنْكَرٌ নবী করিম ﷺ বলেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

অধম দয়াময় প্রভুর সাহায্যে এ বিধান বা নির্দেশটি মধ্যপন্থায় পালন করেছি, আল্লাহর রহমতে কারো প্রতিবাদের সাহস হয় নাই। ফরজের পর একজন বেদুইন আমার সম্মুখীন হয়ে বলেন, আপনি দেখেছেন? আমি বলি, আমি দেখেছি। তিনি বলেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ এবং চলে যান। উক্ত দু'জন শীর্ষ আলেম আমাদের প্রিয় মজলিশে তার ধন্যবাদ দেন যে, উক্ত খারাপ কর্মের প্রতিবাদে কেউ আপত্তি করে নাই এবং সঙ্গে এটিও বলেছেন যে, এমন বিষয়াদিতে যা হুকুমতের পক্ষ থেকে হয় নিরব থাকা সঙ্গত।

হানাফী মুফতির উক্ত ঘটনার সময় আমি জনাব সৈয়দ মোস্তফা খলিল যিনি হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈলের ভাই তাকে বলি,

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ هَزْمَةِ جِبْرِيْلُ.

-আপনার কাছে কী জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-এর হোঁচট খাওয়ার অবশিষ্ট কিছু আছে কি?

সৈয়দ জাদা বলেন, হ্যাঁ, পাত্র করে যমযমের পানি নিয়ে আসেন, আমি তা দুর্বলতার কারণে বসে বসে পান করছি চোখ নিচের দিকে ছিলো, যখন চোখ তুলি দেখি উক্ত সম্মানিত সৈয়দ বংশীয় নিতান্ত আদবসহ হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। অবশেষে পাত্রটি আমি তাঁকে প্রদান করি। এ অবস্থাটি উক্ত সম্মানিত আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দার নম্রতা ও ভদ্রতার নিদর্শন স্বরূপ ছিল। যা হোক রোগের কঠোরতা আধিক্যতা ও মদিনা তৈয়্যবার প্রবল আগ্রহে যখন উক্ত বাক্য আমি বলি যে, 'পবিত্র রওজায় একবার দৃষ্টি পড়ে অতঃপর প্রাণ বের হয়ে যাক' উভয় শীর্ষ আলেমের রাগের কারণে রং বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল বলেন, কখনো নয় বরং تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ ثُمَّ يَكُوْنُ 'আপনি পবিত্র রওজা শরীফে উপস্থিত হোন, অতঃপর উপস্থিত হোন, অতঃপর উপস্থিত অতঃপর মদিনা শরীফে যেন ওফাত লাভ হয়।' আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করুন। তাদের অশেষ মুহব্বতের অনুরাগ আমাকে ঐ অবস্থাটি স্মরণ করিয়ে দিল যা এ হজ্বের তের চৌদ্দ বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে আমার সম্মানিত পিতাকে দেখতে পাই, ঐ সময় আমি কঠিন কোমর ব্যথা এবং বক্ষ ব্যথায় আক্রান্ত ছিলাম।

তা দীর্ঘস্থায়ী ও মারাত্মক রূপ নিয়েছিল একদিন দেখতে পাই হযরত আগমণ করেন এবং হযরতের (পিতা) শিষ্য মৌলভী বরকাত আহমদ সাহেব মরহুম আমার পীর ভাই এবং পীর মুর্শিদ কেবলার নিবেদিত ছিলেন, কম এরূপ হয়েছিলো যে, হযরত পীর মুর্শিদের পবিত্র নাম নেয়া হতো এবং তার চোখে অশ্রু আসত না যখন তার ইন্তেকাল হয় এবং আমি দাফনের সময় তার কবরে অবতরণ করি আমার বাস্তবিক ঐ খুশবো অনুভব হয় যা আমি প্রথমবার পবিত্র রওজার সন্নিকটি পেয়েছি। তার ইন্তেকালের পর মৌলভী সৈয়দ আমীর আহমদ সাহেব মরহুম স্বপ্নে হুযূর ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন যে তিনি অশ্বারোহণ করত: গমণ করেছেন। আরজ করি, হে আল্লাহর রাসূল! কোথায় যাবেন? বলেন, বরকাত আহমদের জানাযার নামায পড়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ এ

জানাযার নামায আমি পড়েয়েছি। এটি ঐ বরকত যা পীর ও মুর্শিদের মুহব্বতের কারণে সৃষ্টি হয়। ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হ্যাঁ, উক্ত স্বপ্নে দেখেছি যে, মৌলভী বরকাত আহমদ ও আমার সম্মানিত পিতার সঙ্গে আমার শুশ্রুষার জন্য আগমণ করেন, উভয়ই আমার খোঁজ খবর নেন। বললাম, 'কঠিন রোগে নিতান্ত দুর্বল হয়ে গেছি মুখ দিয়ে বের হয় জনাব দোয়া করুন যেন ঈমানের উপর জীবনের শেষ হয়ে যায়' এটি শুনা মাত্রই সম্মানিত পিতার গায়ের রং লাল হয়ে গেল এবং বলেন, 'এখনো বায়ান্ন বছর মদিনা শরীফে।' আল্লাহই অধিক জানেন উক্ত বাণীর কি অর্থ ছিল। তবে তার পর যে দ্বিতীয়বার মদিনা শরীফে উপস্থিতি হয়েছে ঐ সময় আমার বয়স ৫২ বায়ান্ন বছরে পদার্পন করেছিল অর্থাৎ একান্ন বছর পাঁচ মাস। এটি ১৪ চৌদ্দ বছর পূর্বের ঘোষণা হযরত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নিজ মকবুল বান্দাহদের যাঁরা হুযূর ﷺ-এর গোলামদের গোলামের পাদুকা বহণকারী তাঁদেরকে অদৃশ্য জ্ঞান দান করেন আর ওয়াহাবীরা হযরত ﷺ-এর জন্য ও অদৃশ্যজ্ঞানের স্বীকৃতি দেয় না। কয়েক বছর পূর্বে রজব মাসে সম্মানিত পিতা স্বপ্নযোগে আগমণ করেন এবং আমাকে বলেন, 'সামনের রমজানে রোগ বৃদ্ধি পাবে, রোজা ত্যাগ করোনা।' ঐ রূপই হল, অনেক ডাক্তার রোজা না রাখার জন্য বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি রোজা বর্জন করি নাই, তার বরকতেই আল্লাহ তায়ালা শেফা দেন। হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

صُوْمُوْا تَصِحُّوْا.

-রোজা রেখো সুস্থ হয়ে যাবে।

উক্ত আলেমগণ খুবই আশা করতেন যে, যে কোন উপায়ে সেখানে আমার অবস্থান অধিক হয়। হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল বলেন, 'এখানকার অত্যধিক গরম আপনার জ্বরের কারণ, তায়েফ শরীফ আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ঐখানে আমার নিবাস উন্মুক্ত আবহাওয়া পূর্ণ- চলুন গ্রীষ্মকাল সেখানে কাটিয়ে আসি।' আমি আরজ করি, এ অবস্থায় সফরের সামর্থ থাকলে হুযূর ﷺ-এর দরবারেই সফর করব। হেঁসে বলেন, আমার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, কয়েক মাসে একাকী ঐখানে অবস্থান করে কিছু পড়ে নেব, এখানে মানুষের সমাগম বেশী, সুযোগ হচ্ছে না। মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল বলেন। অনুমতি পেলে আমরা এখানে আপনার শাদীর ব্যবস্থা করব। আমি বলি, তিনি প্রভুর দাসী যাকে আমি তার দরবারে এনেছি এবং হজ্বের কার্যাদি আদায়

করেছেন, তার বিনিময় কি এটিই, আমি কি তাকে এভাবে চিন্তিত করব। তিনি বলেন, আমার খেয়াল এ ছিলো যে, এভাবে এখানে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উক্ত দীর্ঘস্থায়ী রোগে কয়েক সপ্তাহ ধরে পবিত্র মসজিদে উপস্থিত হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকি। আমি যে দালানে ছিলাম তা চল্লিশ সিঁড়ি বিশিষ্ট ছিল। তা দিয়ে উঠানামা সামর্থের বাইরে ছিল। মসজিদে হারাম শরীফে কোন অপরিচিত বুযর্গ আমার ভাই মৌলভী মুহাম্মদ রেজা খান সাথে মিলিত হন। বলেন, 'কয়েক দিন ধরে তোমার ভাইকে দেখি নাই। তিনি বলেন, রোগাক্রান্ত। পানিতে ফুঁক দিয়ে দেন ও বলেন, এগুলি পান করাও। যদি জ্বর বাকী থাকে তাহলে আমি দিনের দশটায় তোমার সাথে এখানে মিলিত হব।' দিনের দশটায় না জ্বর রইল না মিলিত হন। এখন আমি মসজিদ ও হেরেম শরীফের পাঠাগারে যাতায়াত শুরু করলাম। যখন ৪ঠা সফরের ঐ ঘটনাও ছিল যা হানাফী মুফতির সাথে সংঘটিত হয়েছিল। ফজর নামায ব্যতীত যা আমাদের মতে তাতে اسفار অর্থাৎ খুব উজ্জ্বল করে পড়া উত্তম এবং শাফেয়ীদের মতে تغليس অর্থাৎ আঁধারে পড়া উত্তম। তিন মুসল্লায় নামায প্রথম হয়ে যায়। হানাফী মুসাল্লায় সবার পরে হয়, অন্যান্য চার ওয়াক্ত নামায সর্বপ্রথম হানাফী মুসাল্লায় হয়। আমাদের ইমাম আজমের মতে আসরের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ অতিক্রম হওয়ার পর এর পর হানাফী নামায হয় এরপর বাকী তিন মুসল্লায়, তারা নিজেদের জন্য তা খুব বিলম্ব মনে করে। সবশেষে তদবির করে হানাফীদের দ্বারা এটি করিয়ে নেন সব আছর সাহেবাইনের অভিমত অনুসারে দ্বিতীয় গুণের শুরুতেই পড়ে নেবেন। এই দ্বিতীয় বারের উপস্থিতিতে এই নতুন বিষয়টি দেখি। যদিও হানাফী কিতাব সমূহে এ বিষয়ে সাহেবাইনের অভিমতের উপর ও কেউ কেউ ফতোয়া দিয়েছেন! তবে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে ইমাম আজমের অভিমত। অধমের ধর্ম হচ্ছে অপরাগতা ও বাধ্যতা ব্যতীত ইমামের অভিমত থেকে ফিরে আসা অপছন্দনীয়, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমার পুস্তিকা- اجلى الاعلام بان الفتوى مطلقا على قول الامام আছে-

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ فَصَدِّقُوهُ ◈ فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ الْإِمَامُ

আমরা হানাফী ইউসুফীও নয়, শায়বানীও নয়। আমি এইবার আসর জামাতে নফলের নিয়তে শরীক হতাম এবং আসরের ফরজ দ্বিগুণের সময় পরবর্তীতে আদায় করতাম। হযরত মাওলানা শাইখ সালেহ কামাল, হযরত মাওলানা

সৈয়দ ইসমাইল এবং অন্যান্য কিছু বিচক্ষণ ও সাবধানী হানাফী নিজেদের পৃথক জামায়াতে পড়তেন যেখানে ঐসব মনীষীরা ইমামতির জন্য এ অধমকে বাধ্য করতেন। প্রথমে শাইখ ওমর সবহীর ঘর ভাড়া হিসেবে নিয়েছিল অতঃপর সৈয়দ ওমর রশিদী ইবনে সৈয়দ আবু বকর রশীদি নিজ ঘরে নিয়ে যান। দালানের মধ্য দরজায় আমার বসার জন্য ব্যবস্থা ছিলো। দরজা সমূহের উপর যে তাক (খোপ) ছিলো বাম পার্শ্বের তাকে বন্য কবুতরের এক জোড়া থাকত। তারা খড় কুঠা আনত এবং নিচে ফেলত ঐ পার্শ্বে যারা বসতেন তাদের উপর ফেলাতো। যখন রোগ অবস্থায় আমার জন্য পালং আনা হলো উহা উক্ত দরজার সামনে বিছানো হয় যে, আগন্তুকদের জন্য স্থান প্রশস্ত হয় উক্ত সময় থেকে কবুতর সমূহ উক্ত তাক ত্যাগ করতঃ মধ্য দরজার তাকে বসতে শুরু করে। এখন যে সেখানে বসে তার উপর খড় কুঠা নিক্ষেপ করে। হযরত সৈয়দ মাওলানা ইসমাঈল বলেন, বন্য কবুতর ও আপনার প্রতি খেয়াল করে। আমি আরজ করি,

صَالَحْنَاهُمْ فَصَالَحُوْنَا.

-আমরা তাদের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছি তারাও আমাদের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে।'

এ প্রেক্ষিতে উপস্থিত একজন আলেম বলেন, আমাদের উপর কেন খড় কুঠা নিক্ষেপ করছে আমরা তাদের সাথে কোন যুদ্ধটি করেছি? আমি বলি, আমি এখানে মানুষদের দেখছি যে, এরা যেখানে এসে বসছে তাদের তাড়িয়ে দেয়। পাথর নিক্ষেপ করছে। সালাম তথা বিদায়ের কামান যখন জুটছে এরা ভয়ে থর থর করে রয়ে যায়। এ সব আমার প্রত্যক্ষ দেখা। অথচ এরা সম্মানিত হেরেম শরীফের বন্য পশু, এদের তাড়িয়ে দেয়া, ভয় দেখানো নিষেধ। পাতা গাছের ছায়ায় হেরেম শরীফের হরিণ বসলে মানুষের জন্য অনুমতি নেই যে, তাকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসা। উক্ত আলেম বলেন, এ কবুতর কষ্ট দিচ্ছে। উপর থেকে কংকর নিক্ষেপ করছে, হারিকেনের গ্লাস ভেঙ্গে দিচ্ছে, আমি বলি, এ কি বিনা কারণে প্রথমেই কষ্ট দেয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি বলি, আপনি ফাসেক এবং কবুতর ঐক্যমতে ফাসেক নয়, চিল, কাক ফাসেক। তিনি নিরব হয়ে যান। শরীয়তে ঐ জন্তু ফাসেক যে নিজে লাভ ছাড়া ইচ্ছাকৃত প্রথমে কষ্ট দেয়। এরূপ জন্তুকে হত্যা করা হেরেম শরীফেও জায়েয। যেমন চিল, কাক, বনের ইঁদুর। চিল, কাক অলংকার তুলে নিয়ে যায়। বানর কাপড় কেটে ফেলে, ইঁদুর

কিতাব সমূহ কেটে ফেলে এসব কাজে এ জাতীয় জন্তুর কোন লাভ নেই, শুধুমাত্র দুষ্টুমি করে কষ্ট দেয় তাই এ জন্তুগুলো ফাসেক বিড়াল ব্যতীত, যদিও মুরগি ধরে, কবুতর ছিড়ে ফেলে তা কেবলমাত্র নিজেদের খাদ্য স্বরূপ; তোমাদের কষ্ট দেয়ার জন্য নয়। খড় কুঠা তাকে (খোপে) থাকলে কবুতরের চলাচলের সময় পড়বেই, গ্লাসে কংকর নিক্ষেপ করা তাদের উদ্দেশ্য নয় এ ধরণের আরো অনেক উদাহরণ আছে।

যখন মহররমের শেষে আল্লাহর ফজলে সুস্থ হলাম সেখানে একটি রাজকীয় শৌচাগার আছে, আমি তাতে স্নান করেছি বাইরে বের হয়ে মেঘ দেখতে পাই, হেরেম শরীফে পৌছতে পৌছতে বর্ষণ শুরু হয়। আমার হাদিস মনে পড়ল 'যে বৃষ্টি বর্ষণের সময় তাওয়াফ করে সে আল্লাহর রহমতে সাঁতার কাটে।' তৎক্ষণাৎ পবিত্র কালো পাথরে চুমা দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই সাতবার প্রদক্ষিণ করি। জ্বর পুণরায় আসলো। মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল বলেন, একটি দুর্বল হাদিসের জন্য আপনি নিজ দেহের এ অসাবধানতা অবলম্বন করেছেন। আমি বলি, হাদিস দূর্বল, তবে আলহামদুলিল্লাহ আশা মজবুত, এ তাওয়াফ খুবই মজার ছিলো, বৃষ্টির কারণে প্রদক্ষিণকারীদের ভীড় ছিল না, এ ছাড়াও মজার বিষয় ছিলো আল্লাহর ফজলে তাওয়াফ ১১ জ্বিলহজ্ব নসিব হয়েছিল। তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য আরাফায় অবস্থানের পর ফরজ। সাধারণ হাজ্বীরা দশ তারিখই মিনা থেকে মক্কা শরীফ যায়। আমার সাথে মহিলারাও ছিল, নিজেও জ্বরাক্রান্ত ছিলাম, ১১ তারিখ সূর্য ঢলে যাওয়ায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে উঠের উপর আরোহণ করতঃ মহিলা সহ যাত্রা করি। হেরেম শরীফে আসর নামায আদায় করি, আজ সমস্ত হাজ্বিরা মিনায় ছিলেন, হেরেম শরীফে মাত্র পঁচিশ ত্রিশ জন মানুষ, এ তাওয়াফটি বড়ই শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়েছে। প্রত্যেক প্রদক্ষিণের পর কালো পাথরে মুখ রাখা ও চুম্বন করার সৌভাগ্য নসিব হয়েছে। একজন আরবী বন্ধু যাকে চিনছিনা আল্লাহ তায়ালা প্রার্থনাবিহীন দয়া করেছেন প্রত্যেক প্রদক্ষিণের পর যে কয়জন পুরুষ প্রদক্ষিণ করছেন তাদের বাঁধা দিতেন এই বলে বোনদেরকে কালো পথরে চুমা দেয়ার সুযোগ দিন। এমনিতে প্রত্যেক প্রদক্ষিণে আমার সঙ্গী মহিলারা ও কালো পাথরে চুমা দিয়ে ধন্য হয়েছেন। তাওয়াফ শেষে আমি মহান কাবার দেয়াল জড়িয়ে ধরি এবং গিলাফ মোবারক হাতে ধরে এ দোয়া করতে শুরু করি-

يَا وَاجِدُ يَا مَاجِدُ لَا تَزَلْ عَنِّى نِعْمَةً أَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ.

খুবই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি, স্বাধীন ও নির্জন ছিলাম তবে কিছুক্ষণ পর জনৈক আরবী আমার সামনা সামনি এসে দাঁড়ান ও উচ্চ স্বরে চিৎকার দিয়ে কান্না শুরু করেন, তার সজোরে কান্নায় স্বাভাবিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি, অতঃপর মনে হয় সম্ভবতঃ ইনি আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত বান্দা, তাঁর সান্নিধ্য আমার উপর ফয়জ বিস্তার করবে- এই মনে করে আশ্বস্ত হলাম। মাগরিব পড়ে মিনায় ফিরে আসি। উক্ত প্রায় তিন মাস অবস্থানে আমি মনে করেছি যে, হাদিসে আমার সনদ থেকে কারো সনদ উচ্চ হলে আমি তার থেকে সনদ নিয়ে উচ্চ সনদ অর্জন করব। তবে আল্লাহর ফজলে সমস্ত আলেমদের থেকে আমার সনদই উচ্চ ছিলো। আরো মনে করেছিলাম এ সম্মানিত শহর সমস্ত জগতের প্রাণ কেন্দ্র পাশ্চাত্য বাসীরাও এখানে আসেন, সম্ভবতঃ কোন জাফর জ্ঞান পারদর্শীর (ভবিষ্যতের জ্ঞান) সাক্ষাৎ হবে। তার থেকে এ বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাবে। এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানা হলো যে জাফর (এক প্রকার বিদ্যা যা দ্বারা অদৃশ্যের সংবাদ জানা যায়) বিদ্যায় বিখ্যাত। নাম জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মাওলানা আবদুর রহমান দাহহান, যিনি হযরত মাওলানা আহমদ দাহহান মক্কীর ছোট ছেলে। নাম শুনে এ জন্য খুশি হই যে, ইনি এবং তাঁর বড় ভাই মাওলানা আসয়াদ দাহহান যিনি বর্তমান মক্কার কাজি আমার কাছে হাদিসের সনদ নিয়ে ছিলেন। আমি মাওলানা আবদুর রহমানকে আহ্বান করি, তিনি আসেন এক ঘন্টা ধরে নির্জনতায় অবস্থান করি যার ফল হয় নিয়ম (Rulls) যা তার কাছে ত্রুটিপূর্ণ ছিল তা পরিপূর্ণ হয়ে গেল, অনুরূপ ঘটনা মদিনা তৈয়্যবায়ও ঘটে ছিল সেখানেও আবদুর রহমান দাহহান আরবী মক্কী এবং ঐ আবদুর রহমান আফেন্দী তুর্কী শামী। অনবরত কয়েকদিন আগমণ করতেন এবং অনেকক্ষণ বসে চলে যেতেন, জ্ঞানীদের ও শীর্ষ কর্তা ব্যক্তিদের ভীড়ে তার কথা বলার সুযোগ হতো না। একদিন আমি তার উদ্দেশ্য জানতে চাই, তিনি বলেন, নির্জনতায় বলব। দ্বিতীয় দিন তার জন্য সময় বের করলাম বলেন, আমি 'জাফর' সম্পর্কে কিছু আলাপ করতে চাই, তার ফল এ হয় তিনি বলেন, এখানে না আমার অধিক অবস্থান, না আপনার, আমি বিশেষতঃ তা অর্জনের জন্য আপনার কাছে হিন্দুস্থানে আসব। তিনি আসেন নাই তবে মাওলানা সৈয়দ হুসাইন মাদানী رحمة الله عليه-এর ছেলে এসেছেন এবং চৌদ্দ মাস অধমের ঘরে অবস্থান করেছেন এবং এ বিদ্যা, সমতা বিদ্যা, ভগ্নাংশ বিদ্যা শেখেন। তার জন্য আমি নিজ পুস্তিকা- اطائب الاكسير فى علم التكسير আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ

করাই অর্থাৎ ভাষা মুখে বলতাম তিনি লিখে নিতেন, লিখতে লিখতে তিনি বুঝে যেতেন। 'জাফর' বিদ্যায় তিনি এরূপ পারদর্শিতা অর্জন করেন যে প্রতি পাঁচটি প্রশ্নে দুটি সঠিক উত্তর বের করতে পারতেন। তার জন্য আমি উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার অনুমতির প্রশ্ন প্রথমে করেছিলাম উত্তর পেলাম যে, অবশ্যই শিক্ষা দেবেন, এ বিদ্যার উদ্দেশ্যে এত দূর থেকে সফর করে এসেছি। আরো কিছু মাস যদি থাকতেন তাহলে আশা করছি সকল প্রশ্নোত্তর শুদ্ধভাবে বের করতে পারতেন। আমি যে সব রূপরেখা ও ইনডেক্স সমূহ এই বিদ্যার সম্মানজনক পরিপূর্ণতার জন্য স্বভাবজাত ভাবে আবিষ্কার করেছিলাম বিদায় কালে তাকে উৎসর্গ করি, যেহেতু আমি স্বয়ং এ বিদ্যা বর্জনের ইচ্ছা করেছি যার কারণ অধিক প্রশ্ন মানুষদেরকে চিন্তিত করা বিশেষতঃ এ আশ্চার্য ঘটনাটি; একজন নামজাদা শাসকের স্ত্রী অসুস্থ হন, যিনি সুন্নি আকিদা পন্থী ছিলেন না, তিনি আমার আকা জাদা (শাহজাদা) হযরত সৈয়দনা সৈয়দ শাহ মাহদী হাসান মিঞা সাহেব দামত বরকাতুহুমের মাধ্যমে প্রশ্ন করেন, উত্তর আসলো- সুন্নি মতাদর্শ গ্রহণ করুন নতুবা ভাল হবেন না (রোগ থেকে) এ বিষয়ের হুকুম হচ্ছে যা উত্তর বের হবে কোন রাগ ঢাক ব্যতীত বলে দিতে হবে। আমি এটিই লিখে পাঠিয়েছি মঞ্জুর হয় নাই। রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকল, এখন হযরতের মাধ্যমেই এ প্রশ্ন আসে মৃত্যু কখন এবং কোথায় হবে নিজ শহরে না নিনী তালে। ঐ সময় আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে রোগীর ঐখানে অবস্থান ছিল। এ প্রশ্নটি শাওয়াল মাসের আট তারিখ ১৩২৮ হিজরিতে হয়েছে। উত্তর বের হয়; মুহররম অর্থাৎ মহরর মাসে মৃত্যু হবে এবং কোথায় হবে তার উত্তরে আমি তার শহরের নামের প্রথম অক্ষর এবং তার পরবর্তী অক্ষর ق (ক্বাফ) এবং তার পরে দুই, প্রথমে خويش (খভেশ) শব্দ লিখে দিয়েছি। সেখানকার জাফর বিশেষজ্ঞকে আনা হলো এ ধাঁধার সমাধান বের করার জন্য তাঁরা শহরের নামের অক্ষর দ্বারা শহর বের করেছেন, ক্বাফ দ্বারা কেল্লা আর অগ্রসর হতে পারছেন না অথচ উক্ত অক্ষর দ্বারা শহর উদ্দেশ্য ছিল, ক্বাফ দ্বারা নিকটবর্তী, দুই দ্বারা 'বা' অক্ষর প্রথম শব্দ بيت (ঘর) অর্থাৎ 'মৃত্যু নিনীতাল' এ হবে না; বরং নিজ শহরে নিজ ঘরে নয়, নিজ ঘরের নিকটবর্তী স্থানে। এরূপই হয়েছে ১৭ মহররম নিজ শহরের একটি বাগানে মৃত্যু হয়। যখন এ উত্তরটি ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দিক থেকে তড়িৎ কর্মাদের পত্র জ্বিলক্বাদ মাসেই আসতে শুরু করে যে, আপনি মৃত্যুর আগাম খবর দিয়েছিলেন, এখনো হয় নাই, আমি বলি, ভাইগণ যদি মহররম'র

পূর্বে মৃত্যু হয় তাহলে উত্তর ভুল হবে, শুদ্ধ উত্তরের জন্য আপনারা এখন মৃত্যু কামনা করছেন না। এ জাতীয় অবিবেচক ঝড়-তুফানের কারণে আমি এটি সংকল্প করেছি। যদি এ উত্তর ভুল যায় তাহলে এ বিষয়ের উপর এতটুকু পরিশ্রম করব যে, আল্লাহ তায়ালার হুকুমে পুণরায় ভুল যেন না হয়, এ জ্ঞানটি সব জ্ঞানের চাইতে দুস্কর ও কঠিন, শিক্ষক বিরল, প্রথম শ্রেণীর লেখকগণ পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করেন, যে সব জ্ঞান প্রকাশ্য লেখক ও আলেমগণ তার প্রকাশ চান। এ জ্ঞানের অবস্থা এই যে, কিতাব কিছু বলছে, দর্শক (পাঠক) অন্য কিছু বুঝছে তাহলে এ জ্ঞানে দর্শকের ভুল বুঝা আশ্চার্যের কি আছে? তাও আমার মত ব্যক্তির জন্য যে না কারো কাছ থেকে শিখেছে, না কেউ পরামর্শ দাতা ও বুদ্ধিদাতা আছে। সামান্য একটি মূলনীতি- بدوح بلن ওয়ালা হযরত আজিমুল বরকত হযরত সৈয়দুনা সৈয়দ শাহ আবুল হোসাইন আহমদ নুরী মিঞা সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ ১২৯৪ হিজরী সালে শিক্ষা দিয়েছেন অতঃপর যে সব পুস্তক এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ঐগুলো সম্পর্কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। তিনি ঐগুলোর ভীষণ সমালোচনা ও দুর্ণাম করেছেন এবং বলেছেন, এসব গুলো অর্থহীন ও বাতিল, পুড়ে ফেলার যোগ্য। কেবলমাত্র দুটি পুস্তকের প্রশংসা করেছেন যা উক্ত বিষয়ে প্রচলিত প্রচারিত পুস্তক থেকে পৃথক। তন্মধ্যে একটি হযরত শাইখ আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রচিত। উক্ত কিতাবদ্বয় আল্লাহ তায়ালা ঝোগাড় করে দেন। ঐগুলো অধ্যয়ন করেছি, যতটুকু অধ্যয়ন করতঃ স্পষ্ট হয়ে যায়। যে সব অর্থ বা উদ্দেশ্য লেখকগণ-নিজেদের মধ্যে গোপন রেখেছেন তা সম্পর্কে যে সব মূলনীতি জানা হয়ে গেছে তা সম্পর্কে জানতে চাই তিনি অর্থ বর্ণনা করেন। আর একটি মূলনীতি হৃদয়ঙ্গম হয়: এখন যখনই আটকে পড়ি তাকে জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন এবং সমাধান হয়ে যায় এভাবে এ বিষয়ে সামান্য বর্ণমালার জ্ঞান অর্জিত হয়। আমার পুস্তক- سِفْرُ السَّفَرِ عَنِ الْجَفْرِ بِالْجَفْرِ উক্ত বিষয় সম্বলিত। যেখানে ষাটটি প্রশ্ন ও উত্তর আছে। অর্থাৎ জাফর দ্বারা জাফর স্পষ্ট করার কিতাব। তিনি দ্বিতীয় একটি 'জায়েরজা বিদ্যার' গোপন একটি রহস্য উদঘাটন করেন যার সম্পর্কে হযরত শাইখ আকবর -এর পুস্তিকা 'জায়েরজায়' আছে- সৈয়দুনা শীশ -এর যুগ থেকে উক্ত রহস্যের গোপন রাখার শপথ নেয়া হয়। বিষয়ের পুস্তিকা সমূহে নিতান্ত সুক্ষ্ম ধাঁধার মত তার বারটি শাখা প্রশাখা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- শেষ আদমের মধ্যে। আমি তার সম্পর্কে ও উক্ত প্রথম নীতি (Rulls)

'জাফর' থেকে প্রশ্ন করি সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে। যখন বার শাখা প্রশাখার দিকে প্রত্যক্ষ করি সবগুলো অনায়াসে স্পষ্ট হয়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম এ বিষয়ের দিকে সামান্য মনযোগ দিই তার রহস্য তো উন্মোচিত হয়ে গেছে। উক্ত বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিষয় বিশারদগণ এ নিয়ম করেছেন যে, কয়েক দিন কিছু আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহ তেলাওয়াত করা হবে, নির্দিষ্ট সময়ে সৌভাগ্যবান মানুষ আল্লাহর ফজলে মহা সৌন্দর্য ও আকর্ষণের প্রতীক হুযূর -কে দেখে ধন্য হবেন। যদি হুযূর থেকে এ বিষয়ে জড়িত হওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় তাহলে ব্যস্ত হয়ে যাবে অন্যথায় ছেড়ে দেবে। আমি পবিত্র নাম সমূহ তেলাওয়াত করেছি প্রথম সপ্তাহেই হুযূরের দয়া হয় যা সম্ভবতঃ আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি, তা দ্বারা অনুমতির ইঙ্গিত হতে পারত তবে আমি প্রকাশ্য অর্থের উপর প্রয়োগ করত বর্জন করেছি। মোটকথা 'জাফর' থেকে উত্তর যা কিছু বের হবে অবশ্যই হক হবে। জ্ঞান আউলিয়াদের, নবী পরিবারের, আমিরুল মুমীনিন আলী -এর। তবে নিজের ভুল বুঝের কোন হতবাক হওয়ার নেই। যদি এ উত্তর ভুল হয় তাহলে যথেষ্ট পরিশ্রম করব আর শুদ্ধ হলে উক্ত বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন তথা সম্পৃক্ততা ছেড়ে দিব। আগামী দিনে প্রশ্নাবলীর ঝক্কি-ঝামেলা ও আপত্তি সমূহের কষ্ট ও চাপকে সইবে আলহামদু লিল্লাহ, উত্তর পুরোপুরি শুদ্ধ হয়েছে এবং আমি উক্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা ছেড়ে দিয়েছি। উক্ত স্বভাবজাত ইনডেক্স সমূহ যা অধিক গবেষণা দ্বারা প্রস্তুত করেছি যা এই বিষয়কে অনেক কঠিন অবর্ত তথা গন্ডি থেকে বের করে এনেছে বিদায়ের সময় হযরত সৈয়দ সাহেবকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। ইতোপূর্বে মাওলানা আবদুল গফ্ফার সাহেব বুখারী এ বিষয় শিক্ষা নেয়ার জন্য আগমণ করেছিলেন তিনি হায়দারাবাদ থেকে হযরত মিঞা সাহেব কেবলা কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের খেদমতে এক আবেদনপত্র লেখেন। হযরত বলেন, এ কাজ পত্র দ্বারা হবে না, স্বয়ং আসুন। তিনি 'মার হারা শরীফ' এসেছেন এরি মধ্যে হযরত বেরিলী আগমণ করে ছিলেন। আমার ছোট ভাই মৌলভী মুহাম্মদ রজা খাঁর কাছে অবস্থান করেন, আসরের সময় মৌলভী সাহেব আগমণ করেন মাশাআল্লাহ্ পূর্ণ মুত্তাকী, সৎ ও আলেম ছিলেন তিনি যেখানেই থাকুন না কেন আল্লাহ তায়ালা সুন্দর ও মঙ্গল রাখুন। হযরত কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ অধমকে বলেন, যা কিছু শিখেছ বল, আমি হযরতের এরশাদের কারণে রীতি অনুযায়ী উক্ত বিষয়ের অনুমতি কামনা করতে পারি নাই, যদি নিষেধ হয় তাহলে হযরতের নির্দেশের বিরোধীতা

কিভাবে করি। আট মাস পর্যন্ত তাকে শিখিয়েছি। গ্রীষ্মের দিনে কোন কোন সময় রাত দু'টা হতো, তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন রীতি-নীতি সমূহ ভালভাবে আত্মস্থ করেছেন, আট প্রহরে একটি প্রশ্ন অত্যন্ত পরিস্কার করেছেন, নীতিমালা সংযোজন করে নিতেন এবং উত্তর অন্বেষণ করতেন, পাওয়া না গেলে আমাকে দেখাতেন আমি আরজ করতাম দেখুন, এ উত্তর রেখেছে, নিজের উরুর উপর চাপড় মারতেন যে, আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই কেন, আমি আরজ করতাম, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যত গুলো বিষয় ছিলো তা আপনার পূর্ণ আয়ত্বে এসে গেছে। বাকী রইল উত্তর আসা/ফল বের হওয়া তা ফেরেশতা কর্তৃক প্রদান, যদি প্রদত্ত না হয় আপনার কি করার আছে এটি উহার ফল স্বরূপ ছিলো এ বিদ্যা থেকে অনুমতি না নিয়ে তাকে শিখিয়েছি। আট মাস রইলেন যাওয়ার সময় বলেন, "আমি যেরূপ এসেছিলাম ঐরূপ যাচ্ছি। তার মুহব্বত, উপযুক্ততা, তাকওয়ার কারণে প্রায়ই তাঁর স্মরণ পড়ে। সিঙ্গাপুর দ্বীপ থেকে তার একটি পত্র এসেছিল এর পর থেকে আর কোন খবর নেই। সৈয়দ হুসাইন মাদানী সাহেব'র মত সহনশীল ও নির্লোভ আরবী আমি আগত আরবীদের মধ্যে দেখি নাই, তার চারিত্রিক মাধুর্য অন্তরে অংকিত হয়ে আছে। আমি হযরত সৈয়দ ইসমাঈল মক্কীর আলোচনা অধিকাংশ তার সামনে করতাম তিনি বলতেন, সৌভাগ্য তার, তার এরূপ স্মরণ আপনার কাছে আছে, তাঁর চলে যাওয়ার পর তিনি কিভাবে দেখছেন যে, তার স্মরণ কতটুকু আছে! এখান থেকে চীন দেশে চলে গেছেন, তাঁর কোন পত্র ও আসে নাই, অনেক দিন ধরে পবিত্র মদিনাতেও কোন পত্র যায় নেই। তার ছোট ভাই সৈয়দ ইব্রাহীম মাদানী তার পূর্বে এখানে এসেছিলেন তিনি সে সময় বাশিয়ার অন্তর্গত 'কাজান' চলে গেছেন, তিব্বতে তার বড় ভাই সৈয়দ আহমদ খতিব মাদানীর পত্রাবলী আসে যে, 'মা খুবই চিন্তিত। সৈয়দ হোসাইন কোথায়? এখানে কারো কাছে সন্ধান জানা ছিলো। এখন শুনা গেল যে, সম্ভবতঃ মদিনা তৈয়্যবায় পৌছে গেছেন।' এগুলো সৈয়দ সাহেব মুহাম্মদ মাদানীর বর্ণনা যিনি বিগত বছর আগমন করেছেন।

আল্লাহ তায়ালাই অধিক জানেন। যা হোক এ ছিলো অপ্রাসঙ্গিক কথা। সফর মাসের প্রথম দশকে মদিনা শরীফে উপস্থিত হওয়ার সংকল্প চুড়ান্ত হয়ে গেছে। উট ভাড়া করা হয়েছে, সব টাকা সর্বাগ্রে দেয়া হয়েছে। আজ সব শীর্ষ স্থানীয় আলেমদেরকে বিদায় নেয়ার জন্য মিলিত হয়েছি সেখানে পান দেয়ার পরিবর্তে চা দেয়ার প্রথা আছে, গ্রহণ না করলে খারাপ মনে করে, প্রত্যেক স্থানে

চা পান করতে হয়েছে যার আনুমানিক হিসাব নয় পেয়ালা পর্যন্ত হয়েছে। সেখানে দুধ ছাড়া চা পান করা হয় যার আমি অভ্যস্ত নয়। চা প্লীহার জন্য ক্ষতিকর, আমার প্লীহা দুর্বল, রাতে মায়াজাল্লাহ প্লীহার চতুর্দিকে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। সারা রাত জাগ্রত অবস্থায় কেটে গেল সকালেই সফরের উদ্দেশ্য ছিল, বাধ্য হয়েই তা মুলতবী রাখতে হয়েছে, উটের মালীকদের বলে দেয়া হয়েছে যে, আরোগ্য হওয়া পর্যন্ত যেতে পারবেন না, তারা চলে গেল, টাকা ও তাদের সাথে চলে গেল। তুর্কী ডাক্তার রমজান আফেন্দী প্লাষ্টার লাগিয়েছেন, দু'সপ্তাহের বেশী সময় ধরে চিকিৎসা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ আরোগ্য লাভ করেছি। তবে এখনো দিনে পাঁচ ছয়বার চমকে যাই এ অবস্থায়ও দ্বিতীয় বার উট ভাড়া করা হয়েছে, সকলই বলেন, উটের উপর আরোহণে নড়াচড়া বেশী হয় অথচ আরোহীর এ অবস্থা, তবে আমি মেনে নিই নাই, আল্লাহর উপর ভরসা করতঃ ২৪ সফর ১৩২৪ হিজরি সালে কা'বায়েতন (দেহের কা'বা) থেকে কা'বায়ে জানের দিকে (প্রাণের কা'বা) যাত্রা করি। মানুষ হিসেবে আমারও মনে পড়ছে যে উটের নড়াচড়া দ্বারা কি অবস্থা হবে। এই জন্য এইবার রাজপথ গ্রহণ করি নাই যে বার মনজিল উটের উপর থাকতে হবে বরং জিদ্দা থেকে নৌকা যোগে 'রাবেগ' যাওয়ার ইচ্ছা করেছি তবে তার বদান্যতার সদকায় তার সাহায্য প্রার্থনা করি, তার পবিত্র নামের বরকতে উটের উপর আরোহণ করি নড়চড়ার কষ্ট হওয়া দূরে থাক যে চমক দৈনিক পাঁচ ছয়বার হতো একবারেই দুর হয়ে যায় ঐ দিন ও আজ দিন মাঝখানে এক যুগেরও বেশী সময় অতীত হয়েছে আল্লাহর ফজলে এখনো পর্যন্ত (উক্ত রোগ) হয় নাই। এটিই তার রহমত, এটিই তার থেকে সাহায্য চাওয়ার বরকত। হযরত মাওলানা সৈয়দ ইসমাঈল এবং অন্যান্য সম্মানিত আলেমগণ পবিত্র শহর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা দিয়েছেন, রোগের কারণে আমার মধ্যে পায়ে হাঁটার শক্তি ছিল না, তার পরও তাদের সম্মানার্থে কয়েকবার অবতরণ করতে চাই তবে ঐ সব আলেমগণ বাধ্য করেন (না নামতে) প্রথম রাত জঙ্গলে এসেছি সকালের মত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে যার ইঙ্গিত আমি আমার 'কসিদা' হুযূর জানে নুর এর মধ্যে করেছি যা মদিনা শরীফে উপস্থিত হয়ে রচনা করা হয়েছে।

وہ دیکھ جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی ◈ پہروں نہیں کہ بست و چہارم صفر کی ہے

জিদ্দা থেকে নৌকায় আরোহণ করি আরো ত্রিশ-চল্লিশ জন মানুষ হবে নৌকা খুব বড় ছিল, যাকে 'সা'য়িয়া' বলা হয়, তাতে জাহাজের মস্তুল ও ছিল,

বাতাসের জন্য পর্দা প্রয়োজনানুসারে দিক পরিবর্তন করে দেয়া হয়। হাবশী নাবিক উক্ত কাজে নিয়োজিত ছিলো, তা খোলা ও বাঁধার সময় শীর্ষস্থানীয় আউলিয়াদের খুবই মনোমুগ্ধকর পন্থায় আহ্বান করছেন। একজন হুযূর সৈয়দুনা গাউছুল আজম رضي الله عنه-কে, দ্বিতীয়জন হযরত সৈয়দী আহমদ কবিরকে তৃতীয়জন হযরত সৈয়দ আহমদ রেফায়ীকে, চতুর্থজন হযরত সৈয়দ আবদালকে। প্রত্যেক বিপদে তাদের এই মনোমুগ্ধকর ধ্বনি খুবই আকর্ষণীয় বাচন ভঙ্গিতে হয় যা অত্যন্ত ভাল লাগে।

একজন বসরী যাত্রী নিজের প্রয়োজনের অধিক স্থান দখল করে আছেন, তাকে বলা হলো তিনি মানছেন না, বুঝা গেল যে, তার উপর বসরী শাইখ ওসমানের প্রভাব আছে। আমি তাকে বলি, يا شيخ হে শাইখ! তিনি বলেন, الشيخ عبد القادر 'শাইখ তো হযরত আবদুল কাদের জিলানী।' তাঁর ঐ কথার স্বাদ আজ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে আছে। তিনি উক্ত প্রথম ব্যক্তি (বুজুর্গ) কে বুঝান, অতঃপর তার কিছু অবস্থা উপলব্ধি হল তিনি অত্যন্ত একনিষ্ঠ ও অনুগত ছিলেন। তিন দিনে নৌকা রাবেগ পৌছল, এখানকার সর্দার শাইখ হুসাইন ছিলেন, বাঁশের ঘরগুলো অবস্থানের জন্য ছিলো, যখন তাতে অবতরণ হলো আল্লাহই জানেন মানুষদেরকে অবহিত করেন তাঁর (শাইখ হুসাইন) ভাই ইব্রাহীম তাঁর কিছু বন্ধু-বান্ধবসহ আগমন করেন এবং নিজেদের একটি বিতর্কিত মুকাদ্দমা যা অমীমাংসিত ছিল অনেক দিন ধরে পেশ করেন, আমি শরীয়তের বিধান পেশ করি আলহামদুলিল্লাহ কথায় কথায় পরস্পর মীমাংসা হয়ে গেল। রবিউল আউয়াল শরীফের চাঁদ আমাদের এখানে থাকতেই উদিত হয়, এখান থেকে উট ভাড়া করা হয়েছে, আসর নামায পড়ে আরোহন করতে হবে। সমস্ত আসবাব কেল্লার সামনে সড়কের উপর বের করে রেখেছেন, হাতেগণা উটের কাফেলা ছিল, আমরা আরোহণ করি মনে করেছি হাজি সাহেব আসবাবপত্র তুলে দেবেন, হাজি সাহেব ও আরোহণ করেন, আসবাব পত্র রাস্তার উপর পড়ে রইল। যখন মঞ্জিলে পৌছি তখন না কাপড় আছে, না বরতন আছে, না ঘি আছে। لا حول ولا قوة الا بالله এ পাঁচ মঞ্জিল বন্ধুদের বরতন দিয়ে, প্রতি মঞ্জিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করে সমাধা করেছি। ষষ্ঠ দিনে আলহামদুলিল্লাহ জান্নাতের ঠিকানা স্পর্শ করার সুযোগ হলো। রাস্তার মধ্যে যখন পীর শাইখে পৌছি মঞ্জিল কয়েক মাইল বাকী ছিল ফজরের সময় অল্প, উটের মালিকরা মঞ্জিলেই থামতে চাইলেন তখন নামাযের সময় থাকবে না, আমি ও আমার

বন্ধুরা নেমে পড়ি কাফেলা চলে গেলো, 'করমুচের বালতি' সঙ্গে ছিলো রশি ছিল না, কূপ গভীর, পাগড়ী বেঁধে পানি ভর্তি করেছি, অজু করেছি, আলহামদুলিল্লাহ নামায শেষ হয়। এখন চিন্তা হয় দীর্ঘ রোগের কারণে দূর্বলতা ভীষণ, এত মাইল পায়ে হেঁটে কিভাবে যাই, মুখ ফিরিয়ে দেখি একজন অপরিচিত উটের মালিক উট নিয়ে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করি, তার উপর আরোহ করি তাকে মানুষেরা জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এ উট কি জন্য এনেছেন, তিনি বলেন, আমাকে শাইখ হুসাইন জোড়ালো নির্দেশ দেন যে শাইখের সেবায় যেন ত্রুটি না করি। কিছুদূর সামনে গিয়ে দেখি আমার উট মালিক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, কাফেলার উট মালিকরা যখন অপেক্ষা করছে না। আমি বলি, 'শাইখের কষ্ট হবে কাফেলা থেকে উট খুলে নিয়ে এসেছি।' এসব গুলো আমার নবীর বদান্যতার এক ঝলক মাত্র। صَلَّى اللهُ تَعَالَى وَبَارِكْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى عِتْرَتِهِ قَدْرَ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ নতুবা কোথায় এ অধম আর কোথায় রাবেগের শাইখ হুসাইন যাকে জানতাম না চিনতামও না। আর কোথায় জঙ্গলী মনা উটের মালীক ও তাদের অলৌকিক ব্যবহার। মহানবীর দরবারে উপস্থিতির দিন দেহের কাপড় সমূহ আবর্জনাময় হয়ে গিয়েছিলো। অন্য কাপড়গুলো রাবেগে রেখে এসেছি, এক বা দু'মঞ্জিল পূর্বে রাতে এক পাদুকা পা থেকে বের হয়ে গিয়েছে, এখানে আরবী মডেলের পোশাক ও জুতা খরিদ করে পরিধান করেছি এভাবে পবিত্র রওজা শরীফের জিয়ারত নসিব হয়েছে। এটিও ছিল নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে এ পোশাকে আহ্বান করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় দিন রাবেগ থেকে একজন বেদুঈন পৌছল, উটে আরোহণ করে, আমার যাবতীয় আসবাব নিয়ে আসার সময় যা কেল্লার কাছে রয়ে গিয়েছিলো, সে শাইখ হোসাইনের পত্র নিয়ে এসেছে যে, আপনার এ আসবাব রয়ে গেল, পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি কয়েকবার উক্ত বেদুঈনকে দশ মঞ্জিল আসা যাওয়ার পারিশ্রমিক ও খরচপাতি দিতে চেয়েছি তবে তিনি নেন নাই এবং বলেন, আমাকে শাইখ হোসাইন তাকিদ দিয়েছেন যে, শাইখ থেকে যেন কিছু না নিই। এখানকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদেরকে মক্কার ব্যক্তিবর্গদের তুলনায় নিজের উপর দয়াবান পেয়েছি। আল্লাহর প্রশংসা করি একত্রিশ দিন হাজিরা নসিব হয়েছে, বারভী শরীফের মজলিশ এখানে হয়েছে- সকাল থেকে এশা পর্যন্ত অনুরূপ আলেম ওলামাদের ভীড় থাকতো। বাবে মজিদির বাইরে মাওলানা করিমুল্লাহ رحمة الله عليه হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাজির এলাহবাদীর

ছাত্র থাকতেন, তার আন্তরিকতার কোন সীমাই ছিল না। হুসসামূল হারামাইন এবং দৌলাতুল মক্কিয়ার উপর অভিমতে তিনি অনেক সুন্দর প্রচেষ্টা করেছেন। এখানেও জ্ঞানীরা দৌলাতুল মক্কিয়ার অনুলিপি নিয়েছেন। একটি অনুলিপি বিশেষ করে মাওলানা করিমুল্লাহ অতিরিক্ত অভিমত নেয়ার জন্য নিজের কাছে রেখে দেন। আমার চলে আসার পরও মিশর, সিরিয়া ও পবিত্র নগরী বোগদাদ ইত্যাদির আলেমগণ বিভিন্ন মৌসমে মদিনা শরীফের ধূলো নিতে তথায় আসেন যারা সামান্য সময় অবস্থান করতেন এবং তিনি সুযোগ পেতেন তাদের সামনে কিতাব পেশ করতেন ও অভিমত নিতেন রেজিষ্টিযোগে আমার কাছে তা পাঠিয়ে দিতেন। আলেমগণ এখানেও অধম থেকে সনদ ও অনুমতি নিয়েছেন বিশেষত: শাইখুদ্দলায়িল হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সাঈদ মাগরিবীর করুণার কোন অন্ত নেই। এ অধমকে সম্বোধনে হে বরেণ্য বলতেন, আমি লজ্জিত হতাম, একদা আমি আরজ করি, জনাব, সৈয়দ আপনিই, বলেন, আল্লাহর শপথ, আপনি সৈয়দ, আমি আরজ করি, আমি সৈয়দ বংশীয়দের গোলাম হই। তিনি বলেন, আপনি এমনিতে সৈয়দ হয়েছেন। নবী ﷺ ইরশাদ করেন, مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ 'সম্প্রদায়ের স্বাধীন গোলাম তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।' আল্লাহ তায়ালা সৈয়দ বংশীয়দের সত্যিকার দাসত্ব, তাদের বদৌলতে ইহকালীন বিপদ, কবর আজাব, হাশরের আজাব থেকে পূর্ণ মুক্তি যেন দান করেন, আমিন। অনুরূপভাবে মাওলানা হযরত সৈয়দ আব্বাস রিদওয়ান, মাওলানা সৈয়দ মামুন বররী, মাওলানা সৈয়দ আহমদ জযায়েরী, মাওলানা শাইখ ইব্রাহীম খুরবুতি, হানাফী মুফতি মাওলানা তাজুদ্দিন ইলিয়াছ, সাবেক হানাফী মুফতি মাওলানা ওসমান বিন আবদুস সালাম দাগিসতানি প্রমূখের সদাচরণ ভূলার মত নয়। উক্ত মাওলানা দাগিস্তানির সাথে কুবা শরীফে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে যান, মক্কা শরীফের মত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে হুসসামুল হারামাইনের উপর অভিমত নেয়া যা আলহামদুলিল্লাহ উত্তমভাবে হয়েছে। অধিক সময় অবস্থান উক্ত বিষয়ে হয়ে গেছে। প্রত্যেক বন্ধু মক্কা শরীফের অভিমতসহ কিতাবটি দেখছেন কোন কোন দিন অভিমত লিখে দেন। শাফেয়ী মুফতি হযরত সৈয়দ আহমদ বরজঞ্জী হুসামুল হারামাইনের উপর কয়েক পৃষ্ঠার অভিমত লিখে দেন এবং বলেন, 'এ কিতাবের সহায়তায় এটি আমার স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করা।' অনুরূপ করা হয়েছে। হুসসামুল হারামাইনের কাজ শেষ হওয়ার পর দৌলতুল মক্কিয়ার উপর অভিমতের চিন্তা উদয় হয়।

উভয় হানাফী মুফতি মদিনা শরীফ ও কুবা শরীফে অভিমত সমুহ লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয়বার শাফেয়ী মুফতির অভিমতের পালা, তিনি অন্ধ হয়ে ছিলেন। সিদ্ধান্ত হয় তার জামাতা সৈয়দ আবদুল্লাহ সাহেবের ঘরে উক্ত পুস্তক শুনার মজলিস হবে। এশা সেখানে প্রথম সময় হয় নামায পড়ে বলেছেন। আমি কিতাব শুনানো শুরু করেছি, কিছু কিছু স্থানে মুফতি সাহেবের সন্দেহ হয়েছে আমার ভুল হয়েছে যে, আমি অভ্যাসগতভাবে সাহসিকতার সাথে দাঁত ভাঙ্গা নিশ্চুপকারী উত্তর দিয়েছি। যা মুফতি সাহেবের স্বীয় পদ মর্যাদাগত কারণে অপছন্দনীয় হয়েছে। স্থানে স্থানে তার বর্ণনা আমি আল ফুয়ুযুল মালাকিয়া টিকা হুস্সামুল হারামাইনে বর্ণনা করেছি। বারটার সময় জলসা শেষ হয়েছে। মুফতি সাহেবের হৃদয়ে উক্ত উত্তর সমূহের ব্যথা রয়ে গেল, আমি পরে বুঝেছি, যদি সে সময় অবগত হতাম তাহলে অপারগতা প্রকাশ করে নিতাম, ক্ষমা চেয়ে নিতাম। এক রাত তার ছাত্র শাইখ আবদুল কাদের তারাবলিসী শিলবী যিনি শিক্ষক অধমের কাছে আসেন, কিছু মসয়ালায় আটকে যান, হামেদ রজা খাঁ ঐগুলোর উত্তর দেন। যেগুলোর উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই তিনিও মনক্ষুণ্ন করেন, তার মনক্ষুণ্ন হওয়া আমার জানা হয়ে গেল, যার আমি কোন পরওয়া করি নাই। বিবেকবান হলে তার জন্য কৃতজ্ঞ হতেন যে তাকে সত্যের দিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এটি নয় যে, বিষয়টি উপলব্ধি করেও উত্তর দিতে পারবে না, দিলে ব্যথিত হব। অধমের অনবরত প্রতিকূলতার পর মক্কা শরীফে যে কয় মাস অতীত হয়েছে আল্লাহ তায়ালা অধিক জানেন তা এমন কি কথা যা মদিনা তৈয়্যবার সম্মানিত আলেমদেরকে মুগ্ধ করে ফেলেছে অবশেষে মাওলানা করিমুল্লাহ সাহেব বলতেন, জ্ঞানীরা তো বটে সাধারণের ও রয়েছে আপনার প্রতি অনুরাগ এবং এ বাক্যটি বলেছেন যে, আমরা অনেক বছর ধরে হযরতের দরবারে স্থায়ী বাসিন্দা। বিভিন্ন দেশ থেকে আলেমরা আসেন, জুতোর চড়চড় শব্দ করে চলে যেতেন, কেউ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না, আর আপনার কাছে আলেমদের এরূপ ভীড়। আমি আরজ করি এগুলো আমার নবীর সদকা ও বদান্যতা ﷺ-

کریماں کہ در فضل بالا ترند ◈ سگاں پروند وچناں پرورند

اپنے کرم کا جب وہ صدقہ نکالتے ہیں ◈ ہمسوں کو پالتے ہیں اور ایسا پالتے ہیں

মদিনা শরীফে অবস্থানকালে কেবলমাত্র একবার মসজিদে কুবা শরীফে গিয়েছি, একবার হযরত হামজা ﷺ-এর যিয়ারতের জন্য গমন করেছি, অবশিষ্ট

দিনসমূহে সরকারের সান্নিধ্যেই ছিলাম। তিনি উদার ও দয়ালু, নিজ বদান্যতায় যেন কবুল করেন, জাহির ও বাতিনে কল্যাণ দান করেন অতঃপর যেন নিয়ে যান।

ہمکو مشکل ہے انہیں آسان ہے

বিদায়ের সময় কাফেলার উট আনা হয়েছে, পা উটের আংটায় দিয়েছি ঐ সময় পর্যন্ত আলেমদের অনুমতি পত্র লিখে দিয়েছি। ঐ সবগুলো الاجازات المتينه তে ছাপানো হয়েছে। এখানে আসার পর উভয় পবিত্র হেরেম থেকে আবেদন পত্র আসতে থাকে, অনুমতি পত্র লিখে যাচ্ছিলাম। এগুলো পুস্তিকার অন্তর্ভূক্ত করি নাই। চলার সময় মদিনার সম্মানিত আলেমগণ শহরের বাইরে পর্যন্ত বিদায় সম্বর্ধনা জানান, এখন আমার সামর্থ আছে তাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলছি, উট জিদ্দার জন্য ভাড়া করা হয়েছে, ভীষণ গরমের মৌসুম এসে গিয়েছিল। আরো বার মঞ্জিল আছে। মঞ্জিলে জোহরের নামায সূর্য ঢলার সাথে সাথেই পড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাফেলা রওয়ানা হয়। মাথার উপর সূর্য, পায়ের নিচে গরম বালু অথবা পাথর। আল্লাহ তায়ালা মৌলভী নজির আহমদ সাহেবের মঙ্গল করুন। ফরজ নামাযে বাধ্য ছিলেন, নিজেই জামাতে শরীক হতেন তবে যখন আমি সুন্নাত সমূহের নিয়ত বাঁধতাম ছাতা নিয়ে ছায়া দিতেন, যখন প্রথম রাকায়াতের সিজদায় যেতাম পায়ের নিচে নিজের পাগড়ী রেখে দিতেন বাকী রাকায়াত সমূহে যেন পা না জ্বলে। প্রথম থেকে এরূপ করতে পারতেন না, পাগড়ী রাখা দূরে থাক, নামাযে ছাতা দিয়ে ছায়া দিতেও আমি কখনো রাজি হতাম না। তিনিও হাজী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব উক্ত পবিত্র সফরে নির্লোভ ও বিনা শ্রমে কেবলমাত্র আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য যেরূপ আরাম দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তার মহান বিনিময় দুনিয়া ও আখিরাতে দান করুন আমিন। জিদ্দা পৌঁছে জাহাজ প্রস্তুত পাওয়া গেল বোম্বাইর টিকেট দেয়া হচ্ছে, খরিদ করেছি ও যাত্রা করি। যখন আদন পৌঁছি জানতে পারি যে, জাহাজওয়ালা রাফেজী করাচি যাবে। আমরা মনস্থ করি যে, নেমে যাব এবং বোম্বাইগামী জাহাজে আরোহন করব। ইতোমধ্যে ইংরেজি ডাক্তার আসেন এবং তিনি বলেন, বোম্বাই যাত্রীদের করনতিনায় থাকতে হবে। আমরা বলি, উক্ত বিপদকে সহ্য করবে কে, তার চাইতে করাচিই ভাল। রাস্তায় তুফান এলো এমন ভীষণ যে জাহাজের নোঙ্গর ভেঙ্গে গেল, বিকট আওয়াজ হয় তবে দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উপায়ে নিরাপদ রেখেছেন। যখন করাচি পৌঁছি আমাদের কাছে

কেবলমাত্র দু'রুপি অবশিষ্ট ছিলো। ঐ সময় পর্যন্ত সেখানে কারো সাথে পরিচয় ছিল না। জাহাজ কেনারার কাছাকাছি ভিড়ল উপকূলে কর আদায় করার চৌকি যেখানে ইংরেজ বা শেতাঙ্গ কোন কর্মচারী দায়িত্বরত। রসদ পত্র-আসবাব পত্র অনেক, কর দেয়ার টাকা পর্যন্ত নেই। প্রত্যেক কিছুর শিক্ষা দান কারী ও নির্দেশ দাতার উপর দরূদ পাঠ করি, তাঁর প্রদর্শিত দোয়া পড়ি ঐ শেতাঙ্গ আসেন এবং আসবাব পত্র দেখে বার আনা কর পরিশোধ করতে বলেন। আমরা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি এবং বার আনা পরিশোধ করে দিই। কয়েক মিনিট পর তিনি পুণঃ আসেন ও বলেন, না না, আসবাব পত্র দেখান। সব সিন্দুক ইত্যাদি দেখেন এবং বার আনা কর বলে চলে যান অতঃপর ফিরে আসেন এবং সব সিন্ধুক খোলার ব্যবস্থা করান ও ভেতরে দেখেন অতঃপর বার আনাই বলেন ও রশিদ দিয়ে চলে যান এখন সোয়া রুপি বাকী আছে। তার কিছু দিয়ে মেঝ ভাই মরহুম মৌলভী হাসন রজা খাঁ কে টেলিগ্রাম করি যে দু'শ রুপি পাঠিয়ে দিন। এখন উক্ত টেলিগ্রাম সাদৃশ্য হল যে, বোম্বাই থেকে এসেছে করাচি থেকে কিভাবে এল! বার রুপি পৌঁছে গেল। বোম্বাইর বন্ধুরা সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য গোঁ ধরে রইল। সেখানে যেতেই হল। মৌলভী হাকিম আবদুর রহিম সাহেব প্রমূখ আহমদাবাদে অবগত হন মানুষ পাঠিয়ে জোরপূর্বক আহমদাবাদে নিয়ে যান। বাহণ সমূহ বোম্বাই থেকে মুহাম্মদ রেজা খান, হামেদ রেজা খানের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি হিন্দুস্থানে অবতরণের এক মাস পর ঘরে পৌঁছি। ওয়াহাবীরা (আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করুন) যখন ভীষণভাবে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়। المرجفون فى المدينة উত্তরসূরী হিসেবে এখানে প্রচার করেছে মায়াজাল্লাহ অমুক বন্দি হয়ে গেছে। বোম্বাই এসে এ খবর শুনেছি, বন্ধু-বান্ধবরা প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন, ইচ্ছা করেছি ঐ সম্পর্কে কিছু বলি। পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা তাদের মিথ্যাচার নিজেই সকলের কাছে উজ্জ্বল করে দেন। আমার বলার কি প্রয়োজন! তবে এটুকু হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী- إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا বর্ণনা করেছি। তাতে পবিত্র মক্কা বিজয় এবং তার পূর্ববর্তী হুদাইবিয়ার সন্ধির হাদিস বর্ণনা করেছি, এ প্রসঙ্গে বলি, 'হুযূর ﷺ হুদাইবিয়ায় অবস্থান করতঃ আমিরুল মু'মিনীন ওসমান গণি رضي الله عنه-কে মক্কা শরীফে প্রেরণ করেন, এখানে তাঁর দেরী হয়। নাস্তিকরা দুর্ণাম করল যে, তাকে মক্কায় আটক করা হয়েছে।' আমার আসার পূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষেরা মাওলানা আবদুল হক رحمة الله عليه-কে প্রশ্ন করেন ও ঘটনা সম্পর্কে পত্র সমূহ লিখেন যার

উত্তরে তিনি এমন কথা লিখেছেন যাতে সুন্নিরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান এবং ওয়াহাবীরা বেদনা বিদুর হয়ে পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ তার কিছু অংশ আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনি বলেন, এগুলো দুষ্ট ও মিথ্যুকদের ডাহা মিথ্যাচার। তিনি মক্কা শরীফে এত অধিক সম্মানে ভূষিত হন যা কারোর নসিবে জুটে নেই। ওয়াহাবীদের অভিযোগের কি মূল্য আছে? তারা তো সম্পূর্ণ শত্রু আমার শত্রু হবে না কেন তারা তো আমার মালিক ও মুনিবের শত্রু তাদের অপবাদ সমূহ কিছু কাঁচা সুন্নিদেরকে আমার বিরোধী করে দিয়েছে। এরা অপবাদ দিয়েছে যে, 'এ ব্যক্তি (মায়াজাল্লাহ) হযরত শাইখ মুজাদ্দিদকে কাফের বলছে।' যখন মক্কা শরীফে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মসয়ালাটি আল্লাহ তায়ালার ফজলে উত্তম পন্থায় উজ্জ্বল হয়েছে, প্রভূর জ্ঞান ও নবীর জ্ঞানের অসংখ্য পার্থক্য আমি প্রকাশ করে দিই 'তখন এ কূট কৌশুলীরা (মায়াজাল্লাহ) (অপবাদ দিল) ইনি প্রভূর শক্তিকে নবীর শক্তির সমান করে দিয়েছেন।' কিছু অপরিপক্ষ লোক আল্লাহর বাণী-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ۝

অনুযায়ী আমল না কারী তাদের রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়। পবিত্র মদিনায় একজন ভারতীয় বন্ধু শাইখুল হেরেম ওসমান পাশার অনুপ্রবেশকারী ছিলো। একটি মাদরাসার নামে ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকে চাঁদা উঠাতো, এ ব্যক্তিও তাদের মিথ্যাচারে প্রভাবিত হয় আমি এখনো মক্কা শরীফে আছি এখানে যে বিজয় ও সফলতা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করেছেন এবং মদিনা শরীফে আমার গমণের খবর ছড়িয়ে পড়ল ঐ ভারতীয় বন্ধু নিজ ধারণা অনুযায়ী শহরের রূপক গভর্ণরের যেহেতু শহরে ক্ষমতা আছে এ উক্তি করে- ওখানে সে অনেক মুদ্রা সঞ্চয় করে তাকে আসতে দিন, এখানে আসার সাথে সাথেই বন্ধি করার ব্যবস্থা করব। আল্লাহর শান, আমার নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে তার এ জবাব মিলল যে, আমি এখনো মক্কা শরীফেই তার বিরুদ্ধে ধোকা দিয়ে চাঁদা তুলার অভিযোগ উঠল এবং জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়, আমি যখন (মদিনা শরীফে) উপস্থিত হই তখন সে সাজা ভোগ করে এসে যায়। সম্মানিত মসজিদে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং বলে, আমি নির্জনে (আপনার সাথে) সাক্ষাৎ করতে চাই, আমি বলি, আলেম ও শীর্ষ ব্যক্তিদের আগমনের ভীড় তুমি দেখছ, নির্জনতা আমার

অর্ধ রাতে হয়, সে বলে, আমি ঐ সময়ই আসব, আমি বলি ঐ সময় গ্রেফতার হয়, সে বলে, আমি গ্রেফতার হব না। আগমণ করে প্রার্থনা ও ক্ষমার আবেদন পেশ করে, আমি ক্ষমা করে দিই। আমার অন্তরের তার প্রতি কোন দুঃখ ক্লেশ ও ছিল না অতঃপর হিন্দুস্থানে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, নাম প্রকাশের প্রয়োজন নেই।

چو باز آمدی باجرا در نوشت

এ সমস্ত ঘটনাবলী এমন ছিল না যে আমি তা নিজ ভাষায় বলতে পারি, মৌখিকভাবে বলতে পারি, সঙ্গীদের যদি সম্ভব হত আসা-যাওয়ার ও অবস্থানের দিন সমূহের বর্ণনা দৈনিক লিপিবদ্ধ করতেন তা হলে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের অগণিত নিয়ামতের উত্তম স্মারক গ্রন্থ হত। তাদের পক্ষে করা হয় নাই আমারও অনেক স্মৃতি ভ্রম হয়ে গেছে, যা কিছু স্মরণে আছে বর্ণনা করেছি। নিয়ত আল্লাহ তায়ালা অধিক জানেন।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

-নিজ প্রভুর নি'মত সমূহের খুব চর্চা কর।

এগুলো ঐ দোয়া সমূহের বরকত যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন।

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب الكريم وآله وصحبه أجمعين.

সংকলক : এক বন্ধু শাহ নয়াজ আহমদ সাহেব رحمة الله عليه-এর ওরশ উপলক্ষে বেরীলি আসে। আ'লা হযরতের খেদমতে ও উপস্থিত হয় এবং কিছু না'ত শুনানোর জন্য আবেদন করে, তিনি জানতে চান কার রচিত, সে বলল, এ প্রেক্ষিতে তিনি ইরশাদ করেন, দু'জনের রচিত কবিতা বা নাত ব্যতীত কারো রচিত না'ত আমি ইচ্ছাকৃত শুনিনা মাওলানা কাফি এবং হাসন মিঞা মরহুমের রচিত না'ত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়তের বৃত্তের মধ্যে আছে অবশ্যই মাওলানা কাফির রচিত কবিতায় স্পর্শকাতর শব্দের ব্যবহার স্থানে স্থানে অত্যধিক। এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও অযথা। মাওলানা উক্ত বিষয়ে অবহিত ছিলেন না নতুবা অবশ্যই সতর্ক থাকতেন। হাসন মিঞা মরহুমের কবিতায় বা না'তে আল্লাহর ফজলে এ জাতীয় কিছু নেই, তাঁকে আমি না'ত বলার নিয়মাবলী বলে দিয়েছিলাম, তার স্বভাবে তা এমনভাবে গ্রথিত হয়েছে

সর্বদা না'ত উক্ত নিয়মাবলীর আলোকে রচিত হতে থাকল। যেখানে সন্দিহান হতেন আমার কাছে জেনে নিতেন। একটি গজলে এ পংক্তিটি স্মরণ পড়ল-

خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت ◊ خدا ہو کے آتا یہ بندہ خدا کا

আমি বলি ঠিক আছে এটি (شرطیہ) শরতিয়া যার জন্য (مقدم) অগ্র বাক্য এবং (تالی) পরবর্তী বাক্য সম্ভব হওয়া দরকার নয়। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾

-হে প্রিয় আপনি বলে দিন দয়াময়ের যদি কোন সন্তান হতো তাহলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারী হতাম।[৪৬]

শর্ত ও জযার মধ্যে যুগসূত্র থাকতে হয় পবিত্র আয়াতের মত এখানেও উক্ত যুগসূত্র উত্তমভাবে বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে যতগুলো ফজিলত ও পরিপূর্ণতা আল্লাহর কুদরতের ভান্ডারে আছে সব হুযূর ﷺ-কে দান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴿٦﴾

-আল্লাহ তায়ালা নিজ নি'মত সমূহ আপনার উপর পূর্ণ করবেন।[৪৭]

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি 'মাদারেজুন্নবুয়তে' বলেন,

ہر نعمتیکہ داشت خدا شد بر او تمام-

-আল্লাহর প্রতিটি নি'মত তার উপর পূর্ণ হয়েছে।

আমার এক ওয়াজে একটি মূল্যবান তত্ত্ব আমাকে দান করা হয়েছে তা স্মরণ রাখো, সমুদয় ফযিলত হুযূর আকদাস ﷺ-এর জন্য পূর্ণ কষ্টিপাথর। তা এভাবে যে, কোন নি'মতদাতার অন্য কাউকে নি'মত না দেয়া চারটি পন্থায় হতে পারে হয়ত দাতার উক্ত নি'মতের উপর কোন হাত নেই অথবা দিতে পারে তবে কৃপণতা প্রতিবন্ধক অথবা যাকে দেয়া হয় নাই সে তার উপযুক্ত ছিল না অথবা সে উপযুক্ত তবে তার চাইতে অধিক প্রিয় কেউ আছে তার জন্য বাকী রাখা হয়েছে। প্রভূত্ব-ই-পূর্ণতা যা প্রভূর ক্ষমতাধীন নয়, বাকী সব পূর্ণতা প্রভূর

[৪৬]. আল কুরআন, সূরা যুখরুফ, আয়াত : ৮১
[৪৭]. আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৬

ক্ষমতাধীন। আল্লাহ তায়ালা সম্মাণিতদের সম্মাণিত তিনি সকল দাতাদের চাইতে উত্তম দাতা এবং হুযূর আকদাস ﷺ পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজলের মালিক, আল্লাহ তায়ালার কাছে হুযূরের চাইতে অধিক প্রিয় কেউ নেই। প্রভূত্বের পর যত গুলো শ্রেষ্ঠত্ব, যতগুলো পূর্ণতা, যতগুলো নি'মত, যতগুলো বরকত আল্লাহ তায়ালা সবগুলো পূর্ণভাবে হুযূর ﷺ-কে দান করেছেন। যদি প্রভূত্ব প্রদান ও ক্ষমতাধীন হত এটিও প্রদান করতেন। যেমন ইরশাদ হয়-

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾

যদি আমি সন্তান চাইতাম তাহলে আমি অবশ্যই নিজ থেকে বানাতাম। যদি সম্পাদনকারী হতাম। অর্থাৎ- হে খ্রীষ্টানগণ! তোমরা ঈসাকে, হে ইহুদীগণ! তোমরা ওজাইরকে, হে আরবের মুশরিকগণ! তোমরা ফেরেশতাদেরকে আমার সন্তান সাব্যস্ত করছ, যদি আমার নিজের জন্য সন্তান সাব্যস্ত করতে হয় তাহলে ঐগুলো সাব্যস্ত করতাম না, তাকে বানাতাম যিনি আমার কাছে সব চাইতে প্রিয় অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ আমার অনুমতির পর হাসান মিঞা মরহুম এ কবিতাটি গজলের অন্তর্ভূক্ত করেন এবং ছন্দে সেদিকেই ইঙ্গিত করেন-

بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے ◊ بھلا ہو الی جناب رضا کا

মোটকথা হিন্দি ভাষায় না'ত চর্চাকারীদের ঐ দু'জনের কবিতা এরূপ। অবশিষ্ট অধিকাংশদের দেখা গেছে যে, পা পদস্খলিত হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে না'ত শরীফ রচনা নিতান্ত সমস্যা সংকুল যা মানুষ সহজ মনে করে, তা যেন তরবারির ধারের উপর চলা যদিসামনে যায় তাহলে প্রভুত্বে পৌছে যায় যদি হ্রাস করে তাহলে সম্মান কমে যায়। 'হামদ রচনা' সহজ, তাতে পথ পরিস্কার যতটুকু ইচ্ছা সামনে যেতে পারে। মোটকথা 'হামদ'র মধ্যে একদিকে কোন সীমারেখা নেই, না'ত শরীফে উভয় দিকে কঠোর সীমারেখা ও বেষ্টনী আছে। (অতঃপর বলেন,) মাওলানা কাফী ﷺ-এর জিয়ারত আট বছর বয়সে আমার স্বপ্নযোগে হয়েছে। আমার জন্মের এগার মাস পর মাওলানার ফাঁসি হয়। পিছনের গজলে এক পংক্তিতে এটি লিপিবদ্ধ ছিলো-

بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہجائیگا

আমি আমার মেঝ ভাই হাসান মিঞা মরহুমকে তার ওফাতের পর স্বপ্নে দেখি যে, আমি আমার মসজিদে পা লম্বা করে বসে আছি আর ইনি মসজিদের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আমার দিকে খুবই আনন্দ চিত্তে আসছে, হাতে দীর্ঘ একটি

কাগজ আছে তা আমাকে দেখানোর জন্য এনেছেন এবং বলছেন, নয়টি কথা খুবই উত্তমরূপে গ্রহণ যোগ্য হয়েছে, বিস্তারিত জানা যায় নি, চোখ খুলে গেল।

প্রশ্ন : হুযূর 'তলব' এবং 'বায়আত' এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : অন্বেষণকারী হওয়ার মধ্যে কেবলমাত্র ফয়জ অন্বেষণ করা, বায়আতের অর্থ হচ্ছে- পরিপূর্ণ রূপে বিক্রয় করা, উক্ত ব্যক্তির কাছে বায়আত করা উচিৎ যার মধ্যে এ চারটি জিনিস থাকবে, নতুবা বায়আত বৈধ হবে না। প্রথমত: সুন্নি বিশুদ্ধ আক্বিদা সম্পন্ন হওয়া, দ্বিতীয়ত: কমপক্ষে এতটুকু জ্ঞান আবশ্যক যে, কারো সাহায্য ব্যতীত নিজের প্রয়োজনীয় মসয়ালা সমূহ নিজেই বের করতে পারবে। তৃতীয়ত: তার সিলসিলা হুযূর ﷺ পর্যন্ত সংযুক্ত হবে, কোথাও বিচ্ছিন্ন হবে না, চতুর্থত: প্রকাশ্য ফাসেক হবে না। (এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন) মানুষ বায়আত হয় প্রথা রক্ষার্থে, বায়আতের অর্থ বুঝে না। বায়আত উহাকে বলে যে, হযরত ইয়াহইয়া মুনিরীর এক মুরিদ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে, হযরত খিজির عليه السلام উপস্থিত হন এবং বলেন, তোমার হাত দাও, তোমাকে বের করে আনি, উক্ত মুরিদ বলে, এ হাত ইয়াহইয়া মুনিরীর হাতে প্রদান করেছি, এখন অন্যকে দেব না। হযরত খিজির عليه السلام অদৃশ্য হয়ে যান, ইয়াহইয়া মুনিরী উপস্থিত হন এবং তাকে বের করে আনেন।

প্রশ্ন : হুযূরের যুগেও বায়আতের নবায়ন হচ্ছিল?

উত্তর : স্বয়ং হুযূর ﷺ সালমা বিন আকওয়া رضي الله عنه থেকে একই জলসায় তিনবার বায়আত নিয়েছেন। জিহাদে যাচ্ছিলেন। প্রথমবার বলেছেন, সালমা বায়আত হন। কিছুক্ষণ পর হুযূর বলেন, সালমা! তুমি বায়আত হবে না? আরজ করেন, হুযূর এখন হয়েছি। তিনি বলেন, আবারও হও। অতঃপর তিনি বায়আত হন। বায়আত থেকে অবসর নেয়ার পর পুণ: ইরশাদ করেন, সালমা! তুমি বায়আত হবে না? আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দু'বার বায়আত গ্রহণ করেছি। তিনি বলেন, পুণরায় বায়আত হও। মোটকথা এক জলসায় সালমা থেকে তিনবার বায়আত নিয়েছেন। তাকে বায়আত করার ক্ষেত্রে জোর দেয়ার রহস্য ছিলো এই যে, তিনি সর্বদা পদাতিক পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করতেন, শত্রুদলকে এককভাবে মোকাবিলা করতেন, তার কাছে কোন কিছু থাকত না। একদা আবদুর রহমান কারী যে নাস্তিক ছিল নিজ দলবল নিয়ে হুযূর ﷺ-এর উট গুলোর উপর হস্তক্ষেপ করে। রাখালকে হত্যা করল ও উটগুলো নিয়ে গেল- তিনি পাঠকারী হিসেবে কারী নয় বরং কারা গোত্রের লোক হিসেবে কারী ছিল।

সালমা رضي الله عنه জানতে পারেন পাহাড়ে গিয়ে একটি আওয়াজ দেন যে, يَا صَبَاحَاهْ অর্থাৎ শত্রু, তবে অপেক্ষা করে নাই যে, কেউ শুনেছে কি শুনে নাই, কেউ আসছে কি আসছে না এককভাবে ঐ কাফেরদের পিছু নিয়েছেন তারা ছিলো চারশত জন এবং ইনি একজন, তারা ছিলো অশ্বারোহী এবং ইনি পদাতিক তবে নবীর সাহায্য তার সাথে এ মুহাম্মদী বাঘের সামনে থেকে তাদের পলায়নই করতে হয় ইনি তাদের পিছু নিয়েছেন ও রণ-সঙ্গীত পড়তে ছিলেন যে, أَنَا سَلَمَةُ ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ 'আমি সালমা বিন আকওয়া, তোমাদের অপমান ও লাঞ্ছনার দিন।' এক হাত অশ্বারোহীর উপর মারতেন সে পড়ে যেত বাহন জমিনের উপর থাকত, দ্বিতীয় হাত তার উপর পড়ত সে জাহান্নামে চলে যেত। অবশেষে কাফেরদের পালিয়ে যাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। ঘোড়ার পিঠ থেকে নিজেদের রসদ-সামগ্রী ফেলিয়ে দিতে লাগল হালকা হয়ে অধিকভাবে পলায়ন করার জন্য, ইনি যাবতীয় রসদ সামগ্রী এক স্থানে জমা করতেন এবং উক্ত রণ-সঙ্গীত পড়ে তাদের ধাওয়া করতেন ও তাদের নরকে পাঠিয়ে দিতেন অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাফেরগণ একটি পাহাড়ে অবস্থান নিল, তার পার্শ্ববর্তী অন্য একটি পর্বতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন, দিন হলে তারা অবতরণ করত: চলতে থাকে তিনিও অনুরূপ তাদের পিছে ঐ রণ-সঙ্গীত ও ঐ হত্যায় মত্ত থাকেন। অবশেষে রব উঠল, ইনি ধাওয়া, হত্যা করতে করতে দুর্বল হয়ে গেলেন, আশংকা হয় হঠাৎ কাফেরদের সাহায্য এসে যাওয়ার, সন্দেহ যখনই দাবানল বাঁধল তখনই তকরীরের ধ্বনি আসলো, তিনি দৃষ্টি দিতেই দেখেন; হযরত আবু কাতাদাহ অন্যান্য সাহাবাদের নিয়ে অশ্বারোহণ করত: আগমণ করছেন। এখন কি হবে! কাফেরদের ঘেরাও করে ফেলেছেন। আবু কাতাদাহ رضي الله عنه-কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অশ্বারোহী বলা হত অর্থাৎ হুযূরের সৈন্যদের যেভাবে সালমা رضي الله عنه-কে রাসূল ﷺ-এর সৈন্যদের পদাতিক বলা হত। আবু কাতাদাহ رضي الله عنه-কে সিদ্দিকে আকবর رضي الله عنه স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর দরবারে أَسَدٌ مِّنْ أُسُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ 'আল্লাহ ও তার রাসূলের বাঘ' বলেছেন। তাকে উক্ত যুদ্ধের বার্তা তার ঘোড়া প্রদান করেছে। অশ্বালয়ে বাঁধা অবস্থায় আদর করে, তিনিও আদর করেন, পুণরায় আদর করে, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে, ঘোড়া টেনে আরোহণ করেন, এখন তো জানেন না কোন্ দিকে যাবেন। লাগাম ছেড়ে দেন এবং বলেন, তুমি যেদিকে জান ছুটে চল, ঘোড়া দ্রুত বেগে চলে এখানে

নিয়ে আসে। এ আবদুর রহমান কারীর সাথে পূর্ব থেকে কোন যুদ্ধে তাঁর সাথে যুদ্ধের ওয়াদা হয়েছিল এ সময়টি তা পূর্ণ হওয়ার সময়। সে ছিল বীর বাহাদুর, সে মল্লযুদ্ধ চাইল, তিনি তা গ্রহণ করেন। উক্ত মুহাম্মদী বাঘ উক্ত শুকর শয়তানকে ধরাশায়ী করেন তরবারী নিয়ে তার বক্ষে উঠে যান, সে বলল, আমার স্ত্রীর দায়িত্ব কে নেবে, তিনি বলেন, নরক, তার শিরুচ্ছেদ করেন। সরকারী উট, সমুদয় যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ ও রসদপত্র যা স্থানে স্থানে কাফেরগণ নিক্ষেপ করেছে সালমা ﷺ রাস্তায় একত্রিত করতে ছিলেন, সমুদয় সম্পদ নিয়ে হুযূর ﷺ-এর দরবারে পেশ করেন।

প্রশ্ন : 'সেমা' মজলিসে যদি বাদ্যযন্ত্র না হয় 'সেমা' জায়েয হবে প্রেমাস্পদদের নাচন-কুদন জায়েয কি জায়েয নয়?

উত্তর : প্রেম যদি বাস্তব হয় এবং অবস্থা বেগতিক, বিবেকলুপ্ত এবং এ জড় জগত থেকে অনেক উর্ধ্বে চলে যায় তবে তার বিষয়ে কোন ফতোয়া-ই দেয়া যাবে না। প্রবাদ আছে-

کہ سلطاں نگیرد خراج از خراب۔

যদি বানোয়াট প্রেম দেখায়, প্রকৃত প্রেম, আসক্তি না হয় তা হারাম, এ ছাড়া প্রচার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হলে জাহান্নামের উপযোগী হবে। সত্যিকার নিয়তে সৎ লোক ও সত্যিকার প্রেমিকদের সাথে সাদৃশ্য উদ্দেশ্য হলে তা উত্তম ও প্রশংসনীয়। নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেন-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

-যে কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যময় হয় সে তাদেরই দলভূক্ত।

কবির ভাষায়–

اِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوْا ◊ اِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكَرَمِ فَلَاحٌ

প্রশ্ন : যদি কেউ একাকী একাগ্রতা অর্জনের জন্য নামায পড়ে, অভ্যাস করে যাতে সকলের সামনে একাগ্রতা অর্জিত হয় তাহলে এটি লোক দেখানো কি লোক দেখানো নয়?

উত্তর : এটিও লোক দেখানো। অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের নিয়ত আছে। ওয়াহাবী নাশক একটি হাদিস উল্লেখ করছি যা এ মাসয়ালার সংশ্লিষ্ট। নবী ﷺ-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল রাতে নিজ সাহাবীদের খোঁজ খবর নিতেন। এক রাত তাহাজ্জুদে সিদ্দিকে আকবরের কাছে গমন করেন, সিদ্দিকে আকবরকে

দেখেন খুব আস্তে পড়ছেন। অতঃপর ফারুকে আজমের কাছে গমন করেন, প্রত্যক্ষ করেন তিনি খুব উচ্চস্বরে পাঠ করছেন। তারপর বেলাল ﷺ-এর কাছে গমন করেন, তাকে দেখেন তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াত সমূহ পড়ছেন। সকালে প্রত্যেক থেকে নিজস্ব পন্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, সিদ্দিকে আকবর আরজ করেন- يَا رَسُوْلَ اللهِ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ 'আমি যার কাছে প্রার্থনা করি তাকে শুনাই।' অর্থাৎ অন্যকে শুনানো কি লাভ যে, স্বর উঁচু করি। ফারুক আজম আরজ করেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ اَطْرُدُ الشَّيْطَانَ وَاُوْقِظُ الْوَسْنَانَ 'আমি শয়তানকে তাড়াচ্ছি ও নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করছি।' অর্থাৎ যতটুকু পর্যন্ত শব্দ পৌঁছবে শয়তান পলায়ন করবে, তাহাজ্জুদ গুজারদের মধ্যে যাদের চোখ খুলে নাই তারা জাগ্রত হয়ে পড়বে, এ জন্য উচ্চ শব্দে পড়ছি। হযরত বেলাল আরজ করেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ كَلَامٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُ اللهُ بَعْضَهُ مَعَ بَعْضٍ 'পবিত্র কালাম, আল্লাহ তায়ালা একটি আয়াতকে অন্য আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেবেন।' তার মর্মার্থ অধমের কাছে এই- মনে হয় আরজ করছেন, কুরআন মজিদ একটি সজ্জিত বাগান যাতে আছে রঙ বে-রঙের ফুল, বিভিন্ন জাতের ফল বিক্ষিপ্ত মুক্তার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কোথাও প্রশংসার আয়াত, কোথাও সানার, কোথাও জিকির, কোথাও দোয়া, কোথাও ভয়, কোন স্থানে আশা, কোথাও হুযূর ﷺ-এর না'ত ইত্যাদি বিষয়াবলী পৃথক পৃথক। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যে রূপ তজল্লি অবতীর্ণ হয় ঐ সম্পর্কিত আয়াত সমূহ বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত করে পড়ি। হুযূর ﷺ বলেন, كُلُّكُمْ قَدْ اَصَابَ 'তোমরা সকলেই সত্যের উপর আছ।' তবে হে সিদ্দিক তুমি একটু স্বর উঁচু কর। হে ফারুক! তুমি স্বর সামান্য নিচু কর। হে বেলাল! তুমি সূরা শেষ করে অন্য সূরার দিকে চল। অনুরূপ অন্য এক রাত আবু মুসা আশয়ারী ﷺ-এর তাহাজ্জুদে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করেন, তাঁর ছিলো আকর্ষণীয় কণ্ঠ, পঠন পদ্ধতি চিত্তাকর্ষক। ইরশাদ করেন, তাঁর কণ্ঠ দাউদ আলায়হিস সালাম-এর কণ্ঠ সমূহের একটি কণ্ঠ। সকালে তার পঠন পদ্ধতির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ যদি আমি জানতাম, আপনি শুনছেন তাহলে আরো বেশী বানিয়ে পড়তাম।' আমি বলি, এটি ওয়াহাবী নাশক হাদিস। রিয়া হারাম বরং তা শিরক বলেছেন-

اگر روئے طاعت ترا در خدا است ◊ اگر جز ئیلیت نہ بیند رواست

এটি রিয়া নয়, আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য বানানো। এখানে সাহাবী স্বয়ং নবীর জন্য আরজ করছেন যে, আমি হুযূরের জন্য আরো অধিক তৈরি করে পড়তাম আর হুযূর ﷺ তা অস্বীকার করছেন না। অতএব প্রমাণিত হয় হুযূরের জন্য বানানো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য বানানো নয় আল্লাহর জন্যই বানানো। হুযূরের কাজ আল্লাহর কাজ। কা'ব বিন মালেক رضی اللہ عنہ বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَمَامِ تَوْبَتِى اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ.

-হে আল্লাহর রাসূল আমার তাওবার পূর্ণতা এই যে, আমার সম্পদ ব্যয় করব আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সদকা হিসেবে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে সদকা করব।

উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা رضی اللہ عنہا আরজ করেন,

يَا رَسُولَ اللهِ تُبْتُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ.

-হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে তাওবা করছি।

এ জাতীয় অনেক আয়াত ও হাদিস আছে যা আমার পুস্তক الا من والعلى তে আছে যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হবে মুহাম্মদ ﷺ-এর কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাজ নয়, আল্লাহ তায়ালারই কাজ তবে ওয়াহাবীদের বিবেক ও ঈমান নেই। বেলাল رضی اللہ عنہ-এর উল্লেখিত হাদিস দ্বারা পাঁচটি আয়াতেরও বৈধতা সাব্যস্ত হয়। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে আয়াত সমূহ পড়তে ছিলেন। ইরশাদ করেন, তোমরা সকলই সত্যের উপর আছ। পরে তিনি তাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা দ্বারা ঐটুকু প্রমাণিত হয় যে 'নামাযে উত্তম এ রূপ'।

প্রশ্ন : হুযূর শাইখের প্রেমে ফানা হওয়ার মর্যাদা কিভাবে অর্জিত হবে?

উত্তর : এটি মনে করবে যে, আমার শাইখ আমার সামনে। নিজের কলবকে তার কলবের নিচে ধ্যান করবে। এরূপ মনে করবে যে, রাসূল ﷺ থেকে ফয়জ ও জ্যোতি শাইখের কলবের মধ্যে জারি হয় তা থেকে প্লাবিত হয়ে আমার কলবে আসছে। অতঃপর কিছু সময় পর এ অবস্থা হবে বৃক্ষ-লতা, ঘরের চতুর্দিকে শাইখের আকৃতি পরিস্কারভাবে পরিদৃষ্ট হবে, এমন কি নামাযের মধ্যেও পৃথক হবে না, সর্বাবস্থায় নিজের সঙ্গে পাবেন। হাফেজুল হাদিস সৈয়্যদি আহমদ সাজলমাসী কোথাও গমন করতেছিলে। পথিমধ্যে হঠাৎ তার দৃষ্টি নিতান্ত সুন্দরী একজন 'মহিলার উপর পড়ল। এটি ছিল প্রথম দৃষ্টি,

অনিচ্ছায় দ্বিতীয় বার আবার দৃষ্টি পড়ল এখন দেখলেন পার্শ্বে হযরত সৈয়্যদি গাউছুল ওয়াক্ত আবদুল আজিজ দাব্বাগ رضی اللہ عنہ নিজ পীর উপস্থিত হন এবং বলেন আহমদ জেনে শুনে। সৈয়্যদি আহমদ সজলমাসির দু'জন স্ত্রী ছিলেন। সৈয়্যদি আবদুল আজিজ দাব্বাগ رضی اللہ عنہ বলেন, রাতে তুমি এক স্ত্রীর জাগ্রত অবস্থায় অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছ এটি উচিৎ নয়। আরজ করি, হুযূর, সে ঐ সময় নিদ্রা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, নিদ্রিত ছিল না, নিদ্রাবস্থায় জেনে নিয়েছিল। আরজ করি, হুযূর কিভাবে জানলেন? বলেন, যেখানে সে শায়িত ছিল সেখানে অন্য কোন পালংও ছিল? আরজ করি, হ্যাঁ, একটি পালং শূন্য ছিল। আমি তাতে শায়িত ছিলাম কোন সময় পীর মুরিদ থেকে পৃথক বা দূরে থাকেন না।

প্রশ্ন : বাচ্চাদের বায়আত কোন বয়সে হতে পারে?

উত্তর : একদিনের বাচ্চা হলেও অভিভাবকের অনুমতি দ্বারা বায়আত হতে পারে।

প্রশ্ন : চাঁদ দেখা প্রমাণে তার বার্তার উপর নির্ভরতা হয় কী হয় না?

উত্তর : আমার পুস্তিকা ازكى الاهلال দেখুন, যাতে আমি পূর্ণিমার মত উজ্জ্বল করেছি যে, চাঁদ উঠা প্রমাণে তার ও পত্রের খবর গ্রহণযোগ্য নয়। তবে গাঙ্গুহী সাহেব গ্রহণযোগ্য বলেছেন এবং নিজ জ্ঞানের বাহাদুরী দেখানোর জন্য হাস্যকর মিথ্যা সূলভ দলিল-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেন যে, 'লিখা গ্রহণযোগ্য, লিখা কলম দ্বারা হোক বা দীর্ঘ বাঁশ দ্বারা হোক প্রত্যেক উপায়ে লিখা।' মনে হয় ঐ বুযর্গদের মতে তার প্রেরণকারী এ রূপ দীর্ঘ বাঁশ দ্বারা কিছু লিখে দিয়ে থাকেন।

তাদের এরূপ ফতোয়া আমার কাছে সংরক্ষিত আছে, যুক্তি সঙ্গত, বর্ণনাগতভাবে বাতিল ও প্রত্যাখ্যান যোগ্য। প্রথমতঃ তার বার্তায় লিখা-ই কোথায় দ্বিতীয়তঃ চিঠি স্বয়ং কখন গ্রহণযোগ্য হবে। সব কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- الخط يشبه الخط (একটি হস্ত লেখা অপর হস্ত লেখার সাদৃশ্যময়) এবং الخط لا يعمل به (হস্ত লেখা অনুযায়ী আমল করা যায় না) তৃতীয়তঃ আপনার জন্য ঐ হাজার মাইল দুর থেকে সমদীর্ঘ বাঁশ দিয়ে উক্ত বার্তা প্রেরণ কারী লিখে না যে তার লিখা আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বরং তার গুলো বাবুদের নিয়ন্ত্রণে থাকে যারা কেবলমাত্র অপরিচিত ও অধিকাংশ নাস্তিক।

প্রশ্ন : হুযূর! 'কুতুব' তারার দিকে পা দেয়া কেন নিষেধ করা হয়েছে?

উত্তর : এ মসয়ালাটি মূর্খদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত যে, 'কুতুব' সাধারণের কাছে একটি তারার নাম যা উত্তর দিকে উদয় হয়। তারা চতুর্দিকে উদয় হয় কোন দিকে পা দিও না (এ প্রসঙ্গে বলেন) হযরত সৈয়্যদি ইব্রাহিম আদহাম মসজিদে পা বিছিয়ে বসে ছিলেন। অদৃশ্য থেকে আহ্বান এলো, হে ইব্রাহিম! কি বাদশাহদের সম্মুখে এভাবে বসবে। ঐ সময় থেকে পা এভাবে গুটালেন যে, জানাযার খাটে প্রসারিত করেছে, কখনো শয়ন অবস্থায়ও প্রসারিত করেন নাই।

প্রশ্ন : দস্তখানায় যদি কবিতা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে তার উপর আহার করা জায়েয?

উত্তর : জায়েয নয়।

প্রশ্ন : যদি প্লেটে আয়াত ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে তাতে আহার করা কি রূপ?

উত্তর : যদি আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই তবে অজুসহ আহার করতে হবে নতুবা অনুমতি নেই।

প্রশ্ন : যদি এতেকাফ ওয়ালা কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে মসজিদের ভেতরে অজু করে তা জায়েয হবে?

উত্তর : না, জায়েয হবে না তবে খুব সাবধানে এভাবে অজু করবে যে, 'অজুর ছিটকা মসজিদের ভেতরে পড়বে না, তা কঠোরভাবে নিষেধ। অধিকাংশ সময় দেখা গেছে যে, হাউজে অজু করে, হাত ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদের কার্পেটে বা বিছানায় পৌছে গেছে এটি যায়েজ নেই। আমি একদা পাত্র ব্যতীত মসজিদের ভেতরে বৈধ পন্থায় অজু করেছি তা এভাবে যে, 'মষাল ধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি ই'তেকাফ অবস্থায়, বৃষ্টির দিন ছিল, আমি তোষক বিছেয়েছি এবং তার উপর লেপ বিছিয়ে অজু করেছি।' এ অবস্থায় একটি ফোঁটাও মসজিদের বিছানায় পড়ে নাই, অজুর যে পরিমাণ পানি ছিলো তা লেপ ও তোষক চুষে নিয়েছে।

প্রশ্ন : হুযূর! মদিনা তৈয়্যিবায় এক রাকাত নামাযে পঞ্চাশ রাকাত নামাযের সওয়াব পাওয়া যায় আর মক্কা মুয়াজ্জমায় এক লক্ষ রাকাতের এ থেকে মক্কা মুয়াজ্জমা উত্তম প্রমাণিত হচ্ছে?

উত্তর : সংখ্যাগরিষ্ট হানাফীদের এটিই অভিমত, ইমাম মালেক رضي الله عنه-এর অভিমত হচ্ছে মদিনা তৈয়্যিবা উত্তম। এটি আমিরুল মু'মিনীন ফারুকে আজম رضي الله عنه-এরও অভিমত। জনৈক সাহাবী বলেন, মক্কা মুয়াজ্জমা উত্তম। তিনি বলেন, তুমি কি বলছ- মদিনা থেকে উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, বায়তুল্লাহ এবং হেরেম শরীফ, তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ ও হেরেম শরীফ

সম্পর্কে কিছু বলছিনা, তুমি কি বলছ মক্কা মদিনা থেকে উত্তম? তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ বায়তুল্লাহ ও হেরেম শরীফ। তিনি বলেন, আমি বায়তুল্লাহ ও হেরেম শরীফ সম্পর্কে কিছু বলছিনা, তুমি কি বলছ, মদিনা থেকে উত্তম? তিনি ঐ রূপ বলতে ছিলেন এবং আমিরুল মু'মিনীন এরূপ বলতে যাচ্ছিলেন। এটিও আমার অভিমত। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে- নবী ﷺ ইরশাদ করেন- اَلْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ 'মদিনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা অবগত হত।' অন্য হাদিসে স্পষ্ট আছে- اَلْمَدِيْنَةُ اَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ 'মদিনা মক্কা থেকে উত্তম।' সওয়াবের তারতম্যের সটিক সমাধান শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী কতইনা সুন্দর দিয়েছেন যে, মক্কা শরীফে (كميت) পরিমাণ বেশী আর মদিনায় মর্যাদা (كيفيت) বেশী। অর্থাৎ মক্কায় পরিমাণ বেশী আর মদিনায় গুণগত বা মর্যাদা বেশী। এভাবে বুঝুন যে, লক্ষ টাকা বেশী, পঞ্চাশ হাজার টাকার দ্বিগুণ, মানগত এটি দশ গুণ। মক্কা মুয়াজ্জমায় যেভাবে একটি সৎ কাজে এক লক্ষ সৎ কাজের সওযাব পাওয়া যায় অনুরূপ একটি পাপ এক লক্ষ পাপের সমতূল্য হয়, সেখানে পাপের ইচ্ছা দ্বারাও পাকড়াও হবে যেভাবে পুণ্যের ইচ্ছা দ্বারাও সওয়াব পাওয়া যায়। মদিনা শরীফে পুণ্যের ইচ্ছায় সওয়াব ও গুণাহর ইচ্ছায় কোন কিছু হবে না, একটি পাপ করলে একটি পাপের শাস্তি পাওয়া যাবে, একটি পুণ্য করলে পঞ্চাশ হাজার পুণ্যের সওয়াব পাওয়া যাবে। আশ্চার্য নয় যে, হাদিসে বর্ণিত- خَيْرٌ لَّهُمْ এর ইঙ্গিত সেদিকেই হয়েছে। তাদের জন্য মদিনা শরীফ-ই-উত্তম।

সংকলক : হযরত মুহাদ্দিস সুরতী رحمة الله عليه-এর ইন্তিকালের আলোচনা ছিল, তার চারিত্রিক গুণাবলীর আলোচনা করতঃ বলেন, কেয়ামত সন্নিকট, সৎ লোক চলে যাচ্ছে যে চলে যাচ্ছে তার স্থলাভিষিক্ত রেখে যাচ্ছে না। (অতঃপর বলেন) ইমাম বুখারী ইন্তিকাল করেছেন, নব্বই হাজার মুহাদ্দিস ছাত্র রেখে গেছেন, সৈয়্যেদুনা ইমাম আজম ইন্তিকাল করেছেন এক হাজার মুজতাহিদ ছাত্র রেখে গেছেন। মুহাদ্দিস হওয়া জ্ঞানের প্রথম সোপান, মুজতাহিদ হওয়া শেষ সোপান। এখন হাজার জন জ্ঞানীর মৃত্যু হচ্ছে একজনও রেখে যাচ্ছেন না। ইমাম বুখারী একদা স্বপ্ন দেখেন, আমি হুযূর ﷺ-এর পবিত্র দেহ থেকে মাছি তাড়াচ্ছি, স্বপ্ন দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি যে মাছি তো পবিত্র দেহে বসত না,

স্বপ্ন বিশারদগন তাবির করেন যে, 'আপনার সু-সংবাদ, হাদিসে যে মিশ্রণ হয়েছে, জাল হাদিস অনুপ্রবেশ করেছে আপনি তা পরিস্কার করবেন।'

প্রশ্ন : হুযূর! হাদিস সমূহে মিশ্রণ কে করে দিয়েছে তার কারণ কি?

উত্তর : নাস্তিকগণ অধিকাংশ হাদিস সমূহে কিছু না কিছু করে দিয়েছে একদা এক ব্যক্তি ওয়াজ মাহফিলে দীর্ঘ একটি হাদিস পড়েন যার প্রথমে হাদিসের সূত্র ছিলো এরূপ- 'আহমদ বিন হাম্বল ইয়াহইয়া বিন মুঈন আমাদের হাদিস বর্ণনা করেছেন।' ঘটনাক্রমে এ দু'মনীষী ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পরস্পর পরস্পরকে দেখছেন, যখন সে ওয়াজ শেষ করে যাহয়া বিন মুঈন ইশারায় তাকে নিজের কাছে আহ্বান করেন এবং বলেন, 'আহমদ' ইনি এবং 'ইয়াহইয়া' আমি। আমরা স্বপ্নেও যে হাদিস তুমি পড়েছ তা বর্ণনা করি নাই। সে বলল, আমি শুনতাম, ইবনে হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মুঈন কম বুদ্ধিমান। আজ আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, ষাট জন আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মুঈন আছেন যাদের থেকে আমি হাদিস বর্ণনা করছি। (এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেল) এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রথমবার হজ্বে পবিত্র হেরেমে একজন কট্টর ওয়াহাবী কাবা শরীফের নিকট এসে আমাকে বলে যে, আপনি মিলাদ শরীফে ক্বেয়াম করার জন্য অত্যধিক জোর দেন ও বলেন আরব শরীফে সাধারণতঃ ক্বেয়াম হয়। এখানে শাইখুল ওলামা আহমদ জায়ীন দাহলান ক্বিয়ামকে নিষেধ করছেন। আমি বলি, শাইখুল ওলামার নিবাস এখান থেকে সামান্য দূরে, চল এখন চলো, জিজ্ঞাসা করি, অনেক জোর করেছি, জমিন আঁকড়ে ধরে, অপবাদকারীরা এভাবে দুঃসাহসিকতা দেখায়। আমি বলি, যদি মক্কা শরীফের বাইরে জাহাজে আরোহণ অবস্থায় এ অপবাদ হত যে প্রমাণের জন্য আসতে দুস্কর হত। শাইখুল ওলামার ঘরের উঠোনে বসে এ জীবিত অপবাদ! তবে ঐ নির্লজ্জের উপর কোন প্রভাবই পড়ে নাই, উঠে চলে গেল। আমার জানা ছিল যে, শাইখুল উলামা নিজেই ক্বিয়াম করতেন, ক্বিয়াম যে মুস্তাহসান সে সম্পর্কে তাঁর অনেক ফতোয়া আছে। এ ছাড়া তার রচিত পুস্তক الدرر السنية ق الرد على الوهابية-তে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সিরাতে নববীয়াতে তার চাইতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে।[৪৮]

[৪৮]. সিরাতে নববীয়াতে ইরশাদ করেন,

جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ إِذَا سَمِعُوْا ذِكْرَ وَضْعِهِ ﷺ أَنْ يَقُوْمُوْنَ تَعْظِيْمًا لَهُ ﷺ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَثِيْرٌ مِّنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الَّذِيْنَ يُقْتَدٰى بِهِمْ.

প্রশ্ন : বাস্তবিক মুখ বন্ধঃ হুযূর সম্পর্কে না জানি মনে মনে কি মন্তব্য করছে।

উত্তর : তার কোন ভয় নেই, মনে মনে যে রূপ অশ্লীল গালি দেয় না কেন, অনেক বেয়াঁড়া বিভিন্ন অশ্রাব্য ভাষায় লিখিত পত্র প্রেরণ করে, একটি মাত্র নয়, অনেক অনেক পত্র আসে, আমি তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করি নাই, এর চাইতে অধিক আমার সত্তার উপর আক্রমণ করবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সত্য ধর্মের ঢাল করেছেন। যতক্ষণ সে আমার উপর অত্যাচার করবে, গালমন্দ দেবে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল ﷺ-কে অপমান ও সম্মান হ্রাস করা থেকে বিরত থাকবে। এদিক থেকে কখনো তার উত্তরের কল্পনাও হয় না, না কোন কিছু খারাপ জ্ঞান হয়, আমাদের ইজ্জত তাদের ইজ্জতের উপর উৎসর্গ হওয়ার জন্য বরং তাদের উপর উৎসর্গ হওয়াই আমাদের ইজ্জত। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴿١٨٦﴾

-অবশ্যই তোমরা মুশরিক ও তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্ট দায়ক, অশ্লীল কথা-বার্তা শুনবে।[৪৯]

বড় বড় মুজতাহিদ ইমামগণ, সাহাবা, তাবেয়ীনরা প্রতিপক্ষের গালি গালাজ থেকে বাঁচে নাই, এছাড়া পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী আল্লাহ ও তার প্রিয় মাহবুব আহমদ মোস্তফা মুহাম্মদ মুজতবার মান সম্মান হ্রাস করেছে, তাদের দোষক্রটি বের করেছে, সেখানে অন্যের কোন হিসাবও হয় না।

একজন অলি হযরত মাহবুবে এলাহী কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজের সান্নিধ্যে অনেক দূর থেকে যাওয়ার মনস্থ করেন। রাস্তার মধ্যে মাহবুব এলাহী সম্পর্কে যার থেকে প্রশ্ন করতেন না কেন প্রশংসা করতেন। তিনি মনে মনে বলেন, আমার শ্রম ব্যর্থ হল, ইনি যদি সত্যবাদী হতেন মানুষেরা অবশ্যই তার দুর্ণাম করতেন, দিল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে তিনি মানুষদের থেকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এখন দুর্ণাম শুনেন, কেউ বলে, দিল্লীর ধোঁকাবাজ, কেউ এরূপ

প্রচলন হয়ে গেছে যে, যখন মানুষ মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্ম শরীফের আলোচনা শুনে তাহলে হুজুর ﷺ-এর সম্মাণার্থে দাঁড়িয়ে যায়, ক্বেয়াম অত্যন্ত উত্তম ও মুস্তাহসান কেননা তাতে নবী ﷺ-এর প্রতি সম্মান আছে, নিঃসন্দেহে উম্মতের বড় বড় অনুসরণীয় আলেমগণ ক্বেয়াম করেছেন।

[৪৯]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৬

বলছে, কেউ এরূপ বলছে, তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিশ্রম সার্থক হল।

হযরত ইয়াহইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করেন, প্রভূ! আমাকে এমন করুন যে, কেউ যেন আমাকে মন্দ না বলে। প্রভু বলেন, হে ইয়াহইয়া! এটি আমি নিজের জন্য করি নাই, কেউ আমার অংশীদার সাব্যস্ত করে, কেউ ফেরেশতাদের আমার কন্যা বানায়, কেউ আমার জন্য ছেলে সন্তান সাব্যস্ত করে। তবে নবীর দোয়া ফেরৎ আসে না। এখন আপনি দেখছেন যে, হযরত মুসা ও ঈসা -কে অধিকাংশরা মন্দ বলে, তবে ইয়াহইয়া -কে একজনও মন্দ বলে না। কাদিয়ানীদের সমালোচনা দেখুন, সৈয়দুনা ঈসা -কে কিভাবে অপমান করছে এমন কি তাকে ও তার মা সতিসাধী মরিয়ম -কে কিরূপ অশ্লীল ভাষায় গালি দিচ্ছে। চারশত নবীকে ডাহা মিথ্যুক লিখেছে, হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে স্বয়ং নবী -কে নির্লজ্জ ও অপবিত্র আক্রমণ করেছেন তবে ইয়াহইয়া -এর প্রশংসাই করেছেন। (এটি বলে ইরশাদ করেন) এরি প্রেক্ষিতে কোন কোন নির্বোধ কঠোরতার অপবাদ দেয়, আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূলকে গালি দেয়া কোন কথা নয়, কঠোরতা ও নয়, অশালীনতা ও নয়, মন্দ কথাও নয়। তাদের ঐসব ঈমান বিধ্বংসী কথা দ্বারা কাফের বলেছি এতে কঠোরতা, অশালীনতা সব কিছু হয়ে গেল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূল -এর শানে যারা আপত্তিকর উক্তি তথা বেয়াদবী করবে তাদের অবশ্যই কাফের বলা হবে। এটি আমি নিজের পক্ষ থেকে বলি নাই বরং আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল -এর বিধানসমূহ বর্ণনা করছি, আমি তাদের দূত, দূতের কাজ হচ্ছে সরকারী বিধানসমূহ পৌছিয়ে দেয়া, নিজের পক্ষ থেকে কোন বিধান আরোপ করা নয়, আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা তিনি যেন কবুল করেন।

প্রশ্ন : হুযূর! যখন ما كان وما يكون (যা ছিলো ও যা হবে) এর জ্ঞান হুযূর আকদাস -এর অর্জিত আছে, তবে কিছু লোক আপত্তি করছে যে, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ বলেছেন অতএব কবিতার জ্ঞান নেই।

উত্তর : যখন علم (বিদ্যা) কে কোন বিষয়ের দিকে সম্পর্ক করা হবে তখন তার অর্থ 'জানা' হয় না বরং শক্তি ও সামর্থ বুঝায় যেমন বলা হয়- 'অমুক অশ্বারোহণ জানে' তার এ অর্থ নয় যে, তার যে অর্থ উপলব্ধি হয় তা তার

স্মৃতিতে আছে বরং অর্থ হচ্ছে সামর্থ ও শক্তি রাখে অথবা 'ঘোড়ার উপর আরোহণ জানে না' তার অর্থ এ নয় যে, বাক্যের যে অর্থ আছে তা তার স্মৃতিতে নেই। অন্যকে অশ্বের উপর আরোহণ দেখল তখন তার অর্থ সে অবশ্যই জেনে নিল তবে আরোহণের সামর্থতার কাছে নেই। হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

عَلِّمُوْا أَبْنَاؤُكُمْ اَلرَّمْيَ وَالسِّبَاحَةَ.

-তোমাদের সন্তানদেরকে তীর নিক্ষেপ ও সাঁতার কাটা শিক্ষা দাও।

এটির অর্থ এ নয় যে, এগুলোর অর্থ তাদের ধারণায় এনে দাও। বরং অর্থ হচ্ছে- এ বিষয়াবলীকে তাদের আয়ত্তে ও সামর্থ্যে এনে দাও যে, তীর লক্ষ্যস্থলে যেন লাগাতে পারে ও সাঁতার কাটতে পারে (পুকুর বা সমুদ্রে) অতএব পবিত্র আয়াতের এ অর্থ নয় যে, অন্যদের কবিতা গুলোর ধারণা হুযূরের কাছে নেই বরং অর্থ এই যে, হুযূরকে আমি কবিতা রচনা করার ক্ষমতা দিই নাই এবং না এটি হুযূরের জন্য সঙ্গত।

সাহাবাগণ কসিদা পেশ করতেন, তাদের কবিতা গুলোর জ্ঞান কি হুযূরের হত না বরং কোন কোন স্থানে সংশোধন করতেন। কা'ব বিন জুবাইর আসলমী কসিদা-ই নাতিয়ায় আরজ করেন-

إِنَّ الرَّسُــولَ لَنَارٌ يُسْتَضَــاءُ بِهِ ◊ وَصَــارِمٌ مِنْ سُيُــوفِ الْهِنْدِ مَسْلُــولُ

তিনি বলেন, نار এর স্থানে نور কর سيوف الهند এর স্থলে سيوف الله কর, যখন কিছু কবিতা হুযূরের পবিত্র জ্ঞানে আসা কুরআনের উক্ত আয়াতে- وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ বিরোধী হয় নাই তা হলে যাবতীয় কাব্য জ্ঞান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবীর পবিত্র জ্ঞানে আসা কিভাবে আয়াত বিরোধী হতে পারে? অংশ বিশেষ সাব্যস্ত করা সমষ্টির নৈতিবাচককে না করে না, সামষ্টিক সাব্যস্তকে ও 'না' করেনা। অবশ্যই কবিতা রচনার ক্ষমতা হুযূরকে দেযা হয় নাই উক্ত বিষয়ে সন্দেহ ও নিরসন করেন 'এটি তার শানের উপযুক্ত নয়' এটি তার মর্যাদাকে খাটো করে।' তিনি যাবতীয় ত্রুটি থেকে পাকপবিত্র। কাব্য রচনা করা অনেক দুরের কথা কখনো কারো কবিতা পড়লে তার ছন্দ পতন হত। কবি লবিদের কবিতা-

سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّــامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا ◊ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَــارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ

এটি দ্বিতীয় পংক্তিতে এভাবে পড়তেন- وَيَأْتِيكَ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ بِالْأَخْبَارِ এরই প্রেক্ষিতে হযরত সিদ্দিক আকবর ﷺ আরজ করেন, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা হুযূরকে কবিতা থেকে পাক পবিত্র করেছেন কবি এরূপ বলেছেন-

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ

প্রশ্ন : দার্শনিকগণ বলেন, جزء لایتجزی (বিভক্ত অযোগ্য অংশ) বাতিল, যদি বাতিল মানা হয় এবং বিভক্ত অযোগ্য অংশ ও প্রাচীনতম বা চিরন্তনতা বাতিল করা হয় তাহলে ইসলামে কোন ক্ষতি আছে?

উত্তর : যদি جزء لایتجزی (বিভক্ত অযোগ্য অংশ) না মানা হয় তাহলে অভিভাজ্য ও চিরন্তনতার পথ খুলে যাবে। দার্শনিকদের যুক্তি প্রমাণ বহণ করা, অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন হবে। তাই আলেমগণ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন প্রবাদ আছে- گربہ کشتن روز اول باید (প্রথম দিনেই বিড়াল কেটে ফেলতে হবে)। ইসলামে আল্লাহর সত্তা ও গুণ ব্যতীত কোন জিনিস চিরন্তন নয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴿١١٧﴾

-নতুনভাবে সৃষ্টিকারী আসমান ও জমিনকে।

হাদিসে আছে-

كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ.

-আদিতে আল্লাহ তায়ালা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কোন কিছু ছিল না।

আল্লাহ ব্যতীত কোন বস্তুকে চিরন্তন মানা ঐক্যমতের ভিত্তিতে কুফুরী।

প্রশ্ন : মহান আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান সৃষ্টি সমূহের পূর্বে فعلی (কার্যত) ছিল, তা কোন অবস্থাতে ছিলো?

উত্তর : এটি আপনি দার্শনিকদের ভাষায় বলেছেন। তারা প্রভুর জ্ঞানকে فعل এবং انفعال এর দিকে বিভক্ত করেন। মুসলমানদের কাছে আল্লাহ তায়ালা انفعال (কাজের প্রভাব) থেকে পবিত্র, প্রভুর জ্ঞান আকৃতি থেকে পবিত্র, যেভাবে

তার সত্তার রহস্য কেউ জানেনা। অনুরূপ তার গুণাবলীর রহস্যও কেউ জানে না।

দার্শনিকদের মতে জ্ঞান হচ্ছে- 'বিবেকের কাছে অর্জিত আকৃতি।' এটি ভুল। ঐ নির্বোধরা মূল এবং শাখার মধ্যে পার্থক্য করেন নাই। জ্ঞান দ্বারা আমাদের স্মৃতিতে জানা বিষয়ের আকৃতি অর্জিত হয়, অর্জিত আকৃতি থেকে জ্ঞান নয়। জ্ঞান ঐ জ্যোতি যে জিনিস তার বৃত্তে এসে যায় তা আলোকিত, উন্মোচিত হয়, যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তার আকৃতি আমাদের স্মৃতিতে চিত্রিত ও উদ্ভাসিত হয়। যখন দার্শনিকরা নিজেদের জ্ঞান চিনতে পারে নাই আল্লাহর জ্ঞানকে কিভাবে চিনবে। আল্লাহ তায়ালা স্মৃতিশক্তি, আকৃতি, সংখ্যাসমূহ, জ্যোতি, আরজ (আশ্রিত) ইত্যাদি থেকে পুতঃপবিত্র। না তার জ্ঞান حضور معلوم (উপস্থিতিজ্ঞাত) এর মুখাপেক্ষী তার জ্ঞান حضوری (অর্জনবিহীন) এবং حصولی (অর্জিত) উভয় থেকে পবিত্র তার জ্ঞান তার চিরন্তন গুণ, সত্তাগত, পদ্ধতি থেকে পবিত্র। আমরা না তার সত্তা নিয়ে পর্যালোচনা করি, না তার গুণ নিয়ে পর্যালোচনা করি। হাদিসে আছে-

تَفَكَّرُوْا فِي آلَاءِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوْا فِي ذَاتِ اللهِ فَتَهْلِكُوْا.

-আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে চিন্তা ভাবনা কর, তার সত্তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো না ধ্বংস হয়ে যাবে।

তার গুণাবলী নিয়ে ভাবনা সত্তা নিয়ে ভাবনার মত, গুণাবলীর রহস্য উপলব্ধি সত্তার উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভব নয়। তাঁর গুণাবলী কোন অবস্থায় সত্তা থেকে পৃথক অসম্ভব। তাই তাকে মূল ও বলা হয় না বিপরীত ও বলা হয় না।

সত্তার রহস্য উপলব্ধি করা সৃষ্টির জন্য অসম্ভব। তিনি بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ 'সব বস্তু পরিবেষ্টনকারী।' তাকে কেউ পরিবেষ্টন করতে পারে না। অবশ্যই গুণাবলীর রহস্য উপলব্ধি ও অসম্ভব, এটিই বাস্তব। নিজের প্রকৃতি জানে না, আল্লাহ তায়ালার রহস্য নিয়ে কথা বলছে। মানুষের প্রকৃতি এখনও পর্যন্ত দার্শনিকদের জানা নেই। মানুষের কি পরিচয় দিচ্ছে- حیوان ناطق (কথা বলার যোগ্য প্রাণী)। প্রাণীর পরিচয় দিচ্ছে- جسم نامی حساس متحرك بالارادة (প্রাণী-বর্দ্ধনশীল দেহ, অনুভূতি সম্পন্ন, নিজ ইচ্ছায় নড়াচড়া করতে পারে)। ناطق এর পরিচয় দিচ্ছে- সামষ্টিক ও আংশিক উপলব্ধিকারী যদি এটি ও তাদের পরবর্তী

দার্শনিকদের জোড়া তালি। ঐ নির্বোধগণ ধ্বনি সমূহের উপর সীমাবদ্ধ রেখেছিল। ঘোড়ার সংজ্ঞায় বলেছে- حیوان ساهل (যে প্রাণী হ্রেষা ধ্বনি দেয়)। গাধার সংজ্ঞায় বলেছেন- حیوان ناهق (যে প্রাণী গাধার আওয়াজ দেয়)। মানুষ কথোপকথনকারী প্রাণী। তারা ناطق এর অর্থ করেছেন সামষ্টিক ও আংশিক অর্থ উপলব্ধিকারী যা আরবী ভাষার সাথে একেবারেই সহায়ক নয়। এমনিতে মানুষ দেহের নাম অথবা কথোপকথনকারী আত্মার নাম অথবা উভয়ের সমষ্টির নাম। প্রথমত: কথোপকথনকারী নয় যে, সামষ্টিক উপলব্ধি আত্মার কাজ দেহের কাজ নয়। দ্বিতীয়ত: প্রাণী নয় যে, কথোপকথনকারী আত্মা দেহ ও নয়, বর্দ্ধনশীলও নয় তাদের কাছে নড়াচড়াকারীও নয়। তৃতীয়ত: প্রাণী না কথোপকথনকারী। لا ناطق এবং لا حیوان এর সমষ্টি لا حیوان হবে। আর ناطق এবং حیوان এর সমষ্টি لا ناطق। মোটকথা বাস্তবে কোন জিনিস এমন নয় যার উপর حیوان এবং ناطق উল্লেখিত অর্থে উভয়টি প্রযোজ্য হবে। এটিই হচ্ছে তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে উপলব্ধির দুর্বলতা।

تواز جاں زندہ وجاں راندانی

অতঃপর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা কিরূপ নিরেট মূর্খতা ও স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। সত্য এই, মানুষ روح متعلق بالبدن (দেহের সাথে রুহের সংশ্লিষ্ট হওয়ার নাম।' রূহ প্রভুর নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত, তার পরিচিতি প্রভুর পরিচিতি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই অলিগণ বলেন,

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ.

-যে নিজ আত্মাকে চিনেছে সে অবশ্যই নিজ প্রভুকে চিনেছে।

অর্থাৎ আত্মার পরিচয় তখন অর্জিত হবে যখন প্রথমে প্রভুর পরিচয় হবে। নাস্তি করা তা প্রয়োগ করে যে, আত্মা-ই প্রভু, এটি নিরেট কুফুরী আল্লাহ বলেন, قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی। মায়াজাল্লাহ প্রভু নয়।

প্রশ্ন : খেয়ালীর টীকায় মৌলভী আবদুল হাকিম লিপিবদ্ধ করেন যে, রূহ ও দেহের মধ্যে সত্তাগত অভিন্নতা আছে এবং বিশ্বাসগত বৈপরিত্য আছে।

উত্তর : এটি কোন বিবেকবান বলতে পারে না। রূহ অর্থাৎ কথোপকথনকারী আত্মাকে উপাদান থেকে পৃথক মনে করুক বা নাই করুক দেহ উপাদান দ্বারা

গঠিত। অতএব কিভাবে এক ও অভিন্ন হবে তা অসম্ভব, না শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ না যুক্তির নিরিখে শুদ্ধ- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي বলছেন। অতএব জানা গেল যে, দেহ এবং রূহ ভিন্ন, এক নয়।

প্রশ্ন : তা হলে অনুপ্রবেশ হল?

উত্তর : হ্যাঁ, আক্বিদা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা দেহে রূহের অনুপ্রবেশ মেনে নিয়েছেন।

প্রশ্ন : রূহ আদেশ সূচক জগতের অন্তর্ভূক্ত।

উত্তর : হ্যাঁ। عالم امر তথা আদেশ সূচক জগত এবং عالم خلق তথা সৃষ্টি জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। عالم خلق সৃষ্টি জগত উপাদানসমূহ দ্বারা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করা হয় আর عالم امر কেবলমাত্র کن দ্বারা। لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ রূহ عالم امر এর অন্তর্ভূক্ত কেবলমাত্র کن দ্বারা তৈরী হয়। আর দেহ عالم خلق এর অন্তর্ভূক্ত যা বীর্য দ্বারা অতঃপর রক্ত পিন্ড, অতঃপর মাংসের টুকরা সৃষ্টি বিহীন অতঃপর সৃষ্টি। خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا

প্রশ্ন : جزء لایتجزی (অংশ বিভক্ত যোগ্য নয়) সংক্রান্ত মসয়ালায় ইমাম রাজি ও আলেমগণ নিরবতা পালন করেন। দার্শনিকদের দলিল সমূহ তার অসারতার উপর সবল বলে মনে হচ্ছে?

উত্তর : 'সদরা' কিতাবে আছে- অনেক দলিলসমূহ লিখেছি যে গুলোতে মূল অংশকে কেউ বাতিল করছে না, দু'টি অংশের সংযুক্তিকে বাতিল করছে, সংযুক্তিকে আমরাও বাতিল বলি। যেভাবে দার্শনিকগণ বিন্দুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে, تتالی نقطتین কে অসম্ভব মনে করে। উক্বলীদাস (গ্রীক দার্শনিক, যিনি জ্যামিতি শাস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন) যে সব সূত্র তৈরী করেছেন তন্মধ্যে বিন্দু রেখা ও সমতলের অস্তিত্ব আছে। আসীর আবহরী তার কিছু পুস্তকে তার উপর দলিল পেশ করেছেন যা حکمة العین এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এটি তাঁর কাছে বিষয় বিশারদ ও সংখ্যাগরিষ্টদের অভিমত। মোটকথা সংযুক্তি বাতিল, মূল অংশ বাতিল নয়।

প্রশ্ন : শায়খ শিহাবুদ্দীন মকতুল এর মাযহাবের কি অবস্থা?

উত্তর : দার্শনিক ভ্রান্ত চিন্তাধারা তার দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে যার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে। সে তার পুস্তক حكمة الاشراق-এ যদিও দার্শনিকদের বিপক্ষে চলেছে তবে প্রাচ্য দার্শনিকদের অনুগামী হয়েছে। 'সিমিয়া' (এক প্রকার যাদু বিদ্যা) যা নিতান্ত নাপাক জ্ঞান সে উক্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। কসাই থেকে দুম্বা খরিদ করেছে, দুম্বা নিয়ে চলল, মূল্য প্রদান করে নাই, কসাই পিছু ছুটল সে মূল্য দাবী করছে, এ চুপচাপ চলছে, কসাই তার কাঁধে হাত দিল, হাত উপড়ে গেল, বেচারা ভয় পেয়ে গেল কোথাও যেন বন্ধি হয়ে না যায়। তাকে ত্যাগ করে চলে গেল। মূলতঃ তা হাত ছিল না বরং আসতীন (হাতা) ছিল। সে এ যাদু বিদ্যায় পারদশী ছিল।

প্রশ্ন : কিছু সুফি তার প্রশংসা করেছেন?

উত্তর : হযরত শাইখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী رحمة الله عليه-এর প্রশংসা করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানীয় ইমাম। এও ছিলো সোহরাওয়ার্দী, সময়ও হযরতের নিকটবর্তী, সম্পর্ক ও এক। উপাধীও এক, তাই মানুষেরা ধোকায় পড়েছে। তার কোন কথায় বরকত দেয়া হয় নাই ৩৪-৩৫ বছর বয়সে হত্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন : যুক্তিবাদীরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছে?

উত্তর : হ্যাঁ, ইবনে সিনাকে শাইখুর রয়ীস এবং একে শাইখুল ইশরাক বলে। (এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন) যুক্তিবাদীরা নিজেদের গুণ বাচক নাম থেকে (ঙ) বিলুপ্ত করেছে। মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা অসম্ভব। একজন মুহাম্মদ ﷺ-এর সত্তা ব্যতীত। 'নাফহাতুল উন্স' শরীফে আছে- একজন বুযুর্গ হুযূর ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন। (তিনি হুযূর থেকে কতিপয় বিষয় জানতে চান) আরজ করেন, গাজ্জালী কিরূপ? তিনি বলেন, فَازَ مَقْصُوْدَهُ (স্বীয় উদ্দেশ্যে সফল কাম হয়েছে)। আরজ করেন, ফখরুদ্দিন রাজী কেমন? তিনি বলেন, رَجُلٌ مُعَاتَبٌ (ভর্ৎসনা যোগ্য লোক।) মায়াজাল্লাহ عقاب শাস্তিযোগ্য লোক বলেন নাই। عقاب শাস্তি। আর عتاب বন্ধুদের প্রাপ্য অংশ। আরজ করেন, ইবনে সিনা কেমন? বলেন, 'আমার মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে চায়।' আমি একটি চপেটাঘাত দিলাম, নরকে পৌছে গেল। এটি ছিল একজন বুযুর্গ লোকের স্বপ্ন। ইমাম ইয়াফেয়ী رحمة الله عليه 'মিরআতুল জিনান'-এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেন, ইবনে সিনা শেষ জীবনে ফিরে এসেছে, মৃত্যুর কিছু পূর্বে আফিন খাওয়া ত্যাগ

করে, দাস-দাসী সবাইকে মুক্ত করে, রাত দিন নামায ও তিলাওয়াতে কুরআনে ব্যস্ত থাকে। যদি এরূপ হয় তাহলে তার এ কবিতাটি ফলপ্রসু হয়েছে-

آنچہ کرد عنایتے تو باشد باشد ◊ ناکردہ چو کردہ کردہ چوں ناکردہ

রহমত মাধ্যম ছাড়া রওয়ানা হয়, দেরী হয় না, আশি বছরের মূর্তি পুজারিকে এক মুহূর্তে মুসলমান, বরং শহরের কুতুব বরং আবদাল তথা সাত আবদালের এক আবদাল এ পরিণত করে, যদি এ রূপ হয় তাহলে আল্লাহর রহমত। তবে উম্মতের মধ্যে বড় ফিৎনার বীজ বপন করে গেছেন।

প্রশ্ন : ওয়াহাবীরা এটি বলছে যে, পরিচয় অর্জনের পর মাধ্যমের প্রয়োজন থাকেনা, 'তাকভিয়াতুল ঈমান' এর দু'এক স্থানে এরূপ আছে বলে মনে পড়ে।

উত্তর : এক স্থানে নয় 'তাকভিয়াতুল ঈমান' এর চার স্থানে এটি লিখা আছে। এটি আল্লাহ তায়ালার উপর অপবাদ, আল্লাহর রাসূলদের উপর অপবাদ। রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। মাধ্যমের অর্থ দূত বুঝেছে, দূত-ই মনে করে, দূত থেকে যখন বার্তা শুনে নিয়েছে এখন তাঁর কি প্রয়োজনীয়তা রইল।

প্রশ্ন : ফতরতবাসী (দু'নবীর মধ্যবর্তী সময় তথা নবী বিহীন সময়) মাধ্যম কোথায় পেল?

উত্তর : আপনার উদ্দেশ্য কি, তারা বেহেশত পৌছে নাই, নবীর মাধ্যম ব্যতীত কখনো পৌছা সম্ভব নয়, আজাব হওয়া বা না হওয়া অন্য কথা, এটি মতানৈক্যপূর্ণ কথা। কুস বিন সায়িদা বেহেশতবাসীদের একজন, একজন ফতরতবাসী তবে এও মাধ্যম ব্যতীত নয়। খ্রীষ্টবাদের বিদায় হয়েছে, ইসলাম এখনো আসে নাই, সে মুশরিকদেরকে উপদেশ দিত, তাতে তাওহীদের বর্ণনা করত, হাশর ইত্যাদির বর্ণনা করত অবশেষে বলত, যদি তোমরা আমার কথা না মান তাহলে শীঘ্রই হুযূর ﷺ আগমন করবেন, যিনি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আলোকিত করবেন। মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার কাছে পৌছবেন কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ ﷺ। এ কারণে কেয়ামত দিবসে সমস্ত নবীদের শাফায়াত করবেন, তাঁদের শাফায়াত নবীর সমীপে হবে, আল্লাহর কাছে শাফায়াত কারী হবেন কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ ﷺ 'জামে তিরমীযিতে বর্ণিত আছে-

اَنَا صَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ وَلَا فَخْرَ.

-নবীদের শাফায়াতের অধিকারী আমি-ই, এটিতে আমার কোন অহংকার নেই।

এদিকেই পবিত্র আয়াত ইঙ্গিত করছে- وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا আমাদের বলার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 'আমাদের সঠিক পথ দেখান।' হুযূরকে বলেন, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 'হে মাহবুব! আমি আপনার জন্য স্পষ্ট বিজয় এ জন্য দিয়েছি যে, আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে।' 'সিরাত মুস্তাকিম' দুই ধরনের হতে পারে; । এক- যা সরলভাবে চলে গেছে যাতে কোন বক্রতা ও প্যাঁচ নেই তবে মাধ্যমে প্রয়োজন হয়, মাধ্যম ব্যতীত পৌঁছতে পারে না। দুই- উন্নত সহজ সরল গন্তব্যে পৌঁছে। প্রথমটি অন্যান্য নবীদের জন্য, দ্বিতীয়টি কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য। উদ্দেশ্য এই; হে মাহবুব! উঠুন, আমার কাছে চলে আসুন, আপনার কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই, সকলের জন্য মাধ্যম আপনিই, আপনার জন্য কে মাধ্যম হবে। হুযূর ﷺ-এর গুণবাচক নাম হচ্ছে- صاحب الوسيلة তথা অসিলার অধিপতি। মাধ্যম যদি হুযূর ﷺ-এর জন্যও ধরা হয় তাহলে (دور) চক্কর আবশ্যক হয়। কারণ যা মাধ্যম হবে পূর্ণাঙ্গ হতে হবে, অপূর্ণাঙ্গ হতে পারবে না যখন পূর্ণাঙ্গ হবে তখন পূর্ণ অস্তিত্ব থেকে উদ্ভাবিত হবে, বস্তু জগত হুযূরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। অতএব রাসূলের সম্মানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সারমর্ম হল- অস্তিত্ব জগতে কেবলমাত্র আল্লাহই বিদ্যমান চিরন্তন, সৃষ্টি জগতে কেবলমাত্র হুযূর আকরাম ﷺ কেবলমাত্র বিদ্যমান অবশিষ্ট প্রতিচ্ছবি মাত্র। অতএব 'তাওহীদ' দু'টি।

এক. প্রভুর একত্ববাদ। আল্লাহ এক, সত্তা, গুণ, নামসমূহ, কার্যাদি বিধানসমূহ, রাজত্ব সহ কোন কিছুতেই তার সমকক্ষ নেই।

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ، وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ.

দুই. রাসূলের এককতা। হুযূর নিজের সত্তা ও পূর্ণ গুণাবলীতে সমুদয় সৃষ্টি হতে একক। যেমন-

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ ◈ فَجَوهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

ঈমানের সারসংক্ষেপ যা শাইখ দেহলভী বলেন,

مخواں اور خدا از بہر حفظ شرع و پاس دیں

دگر ہر وصف کش میخواہی اندو مدحش املا کن

তার পূর্বেই হযরত ইমাম মুহাম্মদ বুসিরী কুদ্দিসা সিররুহু শরীফ বলে গেছেন-

دَعْ مَا ادَّعَتهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِم ◈ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

وَانْسُبْ اِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ ◈ وَانْسُبْ اِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

فَاِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ ◈ فَيُعرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

খ্রীষ্টানগণ তাদের নবীদের বিষয়ে যা দাবী করেছে (খোদা, খোদার সন্তান ইত্যাদি) তা বর্জন কর, এ ছাড়া হুযূরের প্রশংসায় যা তোমার ইচ্ছা বলে যাও ও শক্তভাবে বল। তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত কর যে সব মর্যাদা তুমি ইচ্ছা কর, তার সম্মানের সাথে যে সব মর্যাদা তুমি চাও সংযুক্ত কর। কেননা রাসূল ﷺ-এর মর্যাদার শেষ নেই। বর্ণনাকারী যতই বাগপটু হয় না কেন তা বর্ণনা করতে পারে।

প্রশ্ন : সাহাবাগণ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سُلْطَانُهُ وَرَسُولُهُ বলতেন।

উত্তর : ইতোপূর্বে শুনি নাই। কেবলমাত্র অপবাদ ও ভিত্তিহীন ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন : সিকান্দার নামার এ পংক্তির অর্থ কি?

تہیدست سلطان پشمینہ پوش ◈ غلامی خرو پادشاہی فروش

উত্তর : দু'জাহানের বাদশাহ, সমস্ত জাহান রাজ্য তবে কম্বল আচ্ছাদন করতেন দুনিয়ার সম্পদ থেকে রিক্ত ও শূন্য থাকতেন। একদা নামাযের একামত হয়ে গেল, তাকবিরে তাহরিমা বলার উপক্রম হয়েছে, হঠাৎ সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, عَلَى رِسْلِكم নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর, রাসূল নিজ ঘরে চলে যান অতঃপর আসেন ও ইরশাদ করেন, আমার স্মরণ পড়ল যে ঘরে তিনটি দিনার বিদ্যমান আছে আমি আশঙ্কা করি রাত অতিক্রম করবে অথচ তা বাকী থাকবে। তাই গিয়ে তা সদকা করে এলাম। অধম তার শানে বলেন,

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا ◈ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

অতঃপর আরজ করেন-

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں ◈ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

এদিকেই পবিত্র আয়াত ইঙ্গিত করছে- وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا আমাদের বলার জন্য শিক্ষা দেয়া হয়- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 'আমাদের সঠিক পথ দেখান।' হুযূরকে বলেন, وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 'হে মাহবুব! আমি আপনার জন্য স্পষ্ট বিজয় এ জন্য দিয়েছি যে, আপনাকে সঠিক পথ দেখাবে।' 'সিরাত মুস্তাকিম' দুই ধরনের হতে পারে; । এক- যা সরলভাবে চলে গেছে যাতে কোন বক্রতা ও প্যাঁচ নেই তবে মাধ্যমে প্রয়োজন হয়, মাধ্যম ব্যতীত পৌছতে পারে না। দুই- উন্নত সহজ সরল গন্তব্যে পৌছে। প্রথমটি অন্যান্য নবীদের জন্য, দ্বিতীয়টি কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য। উদ্দেশ্য এই; হে মাহবুব! উঠুন, আমার কাছে চলে আসুন, আপনার কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই, সকলের জন্য মাধ্যম আপনিই, আপনার জন্য কে মাধ্যম হবে। হুযূর ﷺ-এর গুণবাচক নাম হচ্ছে- صاحب الوسيلة তথা অসিলার অধিপতি। মাধ্যম যদি হুযূর ﷺ-এর জন্যও ধরা হয় তাহলে (دور) চক্কর আবশ্যক হয়। কারণ যা মাধ্যম হবে পূর্ণাঙ্গ হতে হবে, অপূর্ণাঙ্গ হতে পারবে না যখন পূর্ণাঙ্গ হবে তখন পূর্ণ অস্তিত্ব থেকে উদ্ভাবিত হবে, বস্তু জগত হুযূরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। অতএব রাসূলের সম্মানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের সারমর্ম হল- অস্তিত্ব জগতে কেবলমাত্র আল্লাহই বিদ্যমান চিরন্তন, সৃষ্টি জগতে কেবলমাত্র হুযূর আকরাম ﷺ কেবলমাত্র বিদ্যমান অবশিষ্ট প্রতিচ্ছবি মাত্র। অতএব 'তাওহীদ' দু'টি।

এক. প্রভুর একত্ববাদ। আল্লাহ এক, সত্তা, গুণ, নামসমূহ, কার্যাদি বিধানসমূহ, রাজত্ব সহ কোন কিছুতেই তার সমকক্ষ নেই।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ، وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ.

দুই. রাসূলের এককতা। হুযূর নিজের সত্তা ও পূর্ণ গুণাবলীতে সমুদয় সৃষ্টি হতে একক। যেমন-

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ ◊ فَجَوهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

ঈমানের সারসংক্ষেপ যা শাইখ দেহলভী বলেন,

مخواں اور خدا از بہر حفظ شرع و پاس دیں

دگر ہر وصف کش میخواہی اندو مدحش املا کن

তার পূর্বেই হযরত ইমাম মুহাম্মদ বুসিরী কুদ্দিসা সিররুহু শরীফ বলে গেছেন-

دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارٰى فِي نَبِيِّهِمِ ◊ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيْهِ وَاحْتَكِمِ

وَانْسُبْ اِلٰى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ ◊ وَانْسُبْ اِلٰى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ

فَاِنَّ فَضْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ ◊ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ

খ্রীষ্টানগণ তাদের নবীদের বিষয়ে যা দাবী করেছে (খোদা, খোদার সন্তান ইত্যাদি) তা বর্জন কর, এ ছাড়া হুযূরের প্রশংসায় যা তোমার ইচ্ছা বলে যাও ও শক্তভাবে বল। তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত কর যে সব মর্যাদা তুমি ইচ্ছা কর, তার সম্মানের সাথে যে সব মর্যাদা তুমি চাও সংযুক্ত কর। কেননা রাসূল ﷺ-এর মর্যাদার শেষ নেই। বর্ণনাকারী যতই বাগপটু হয় না কেন তা বর্ণনা করতে পারে।

প্রশ্ন : সাহাবাগণ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا سُلْطَانُهُ وَرَسُوْلُهُ বলতেন।

উত্তর : ইতোপূর্বে শুনি নাই। কেবলমাত্র অপবাদ ও ভিত্তিহীন ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন : সিকান্দার নামার এ পংক্তির অর্থ কি?

تہیدست سلطان پشمینہ پوش ◊ غلامی خرو پادشاہی فروش

উত্তর : দু'জাহানের বাদশাহ, সমস্ত জাহান রাজ্য তবে কম্বল আচ্ছাদন করতেন দুনিয়ার সম্পদ থেকে রিক্ত ও শূন্য থাকতেন। একদা নামাযের একামত হয়ে গেল, তাকবিরে তাহরিমা বলার উপক্রম হয়েছে, হঠাৎ সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, عَلٰى رِسْلِكُم নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর, রাসূল নিজ ঘরে চলে যান অতঃপর আসেন ও ইরশাদ করেন, আমার স্মরণ পড়ল যে ঘরে তিনটি দিনার বিদ্যমান আছে আমি আশঙ্কা করি রাত অতিক্রম করবে অথচ তা বাকী থাকবে। তাই গিয়ে তা সদকা করে এলাম। অধম তার শানে বলেন,

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا ◊ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

অতঃপর আরজ করেন-

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں ◊ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

মানুষেরা তাঁর দাসত্ব কামনা করে বিনিময়ে রাজত্ব দান করেন, যে তাঁর দরবারের গোলাম হন স্থায়ী রাজত্বের বাদশাহ হয়ে যান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴿٣١﴾

-হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, আমার গোলাম হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রিয় করে নেবেন।[৫০]

সংকলক : একদা হাজী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব নামাযরত অবস্থায় মাছি তাড়াচ্ছেন। সালাম ফেরানোর পর ইরশাদ করেন, নামায অবস্থায় কারো সেবা না করা উচিৎ। তা দাসত্বের অবস্থা মুনিবের শান নয় বা সেবা নেয়ার অবস্থা নয়।

প্রশ্ন : আয় অল্প পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী, অনেক কষ্ট হচ্ছে।

উত্তর : يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَاب পাঁচশত বার, শুরু শেষে এগার বার করে দরূদ শরীফ, এশার নামাযের পর কেবলা মুখী অজুসহ খালি মাথায় এমন স্থানে যেখানে মাথাও আসমানের মধ্যখানে কোন জিনিস প্রতিবন্ধক হবে না এমন কি মাথায় টুপি ও থাকবে না পড়তে থাকবে।

সংকলক : উপস্থিতদের মধ্যে ওয়াহাবীদের সত্য গোপন করার কৌশলের আলোচনা ছিল, ঐ দুষ্টুরা রাফেজীদেরকে এগিয়ে গিয়েছে। এরাও তাদের থেকে তাক্বিয়াহ (সত্য গোপণ করার কৌশল) শিখবে মিথ্যা ও ধোকা দিয়ে বহুরূপী সেজে নিজের উদ্দেশ্য বের করে।

উত্তর : এখানকার একজন কট্টর ওয়াহাবী গেছে, ওয়াহাবী মাদ্‌রাসার জন্য চাঁদা চাইল, তিনি তার নাম জানতে চাইলেন। বলল, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, তুমি আহমদ রেজা বিরোধী, আমি তোমাকে চাঁদা দেব না, সে বলল, জনাব! আমি তো তাঁর দরবারের কুকুর। মোটকথা কুকুর হয়ে পাঁচ টাকা আদায় করে নিল। (এ প্রসঙ্গে বলেন) হযরত আলমগীর রহমতুল্লাহি আলাইহি-কে এক বহুরূপী ধোকা দিতে চাইল, বাদশাহ বলেন, যদি ধোকা দিয়ে দাও তাহলে যা চাইবে তা পাবে। সে অনেক চেষ্টা করল কিন্তু হযরত আলমগীর যখন দেখেন চিনে নেন। অবশেষে দীর্ঘ দিনের প্রলোভন দিয়ে সুফী সাধক হযে একটি পাহাড়ের গুহায় বসে রাত

[৫০]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩১

দিন ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়ে। প্রথমে গ্রামবাসীদের ভীড় পড়ে গেল, অতঃপর শহুরেদের অতঃপর উজির নাজিরগণ আসতে লাগল। এ কারো দিকে লক্ষ্য ও দৃষ্টিপাত করে না। আস্তে আস্তে বাদশাহ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছে যায়। বাদশাহ আল্লাহ ওয়ালাদের খুব ভালবাসতেন। নিজেই গমণ করেন, বহুরূপী দুর থেকে দেখল যে, বাদশাহর বাহন আসছে পর্দা ঝুলিয়ে নিল ও মুরাকাবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাদশাহ অপেক্ষা করতে ছিলেন, অনেকক্ষণ পর দৃষ্টি তুলল এবং বসার ইঙ্গিত করল, বাদশাহ অত্যন্ত আদব সহকারে বসে যায়, ইনি বসতে না বসতেই বহুরূপ উঠে যায় ও কুর্ণিশ করে যে বাদশাহর কাছে অমুক বহুরূপী, বাদশাহ লজ্জিত হন ও বলেন, বাস্তবিক ঐ সময় আমি চিনি নাই, এখন যা চাওয়ার চেয়ে নাও। সে বলল, এখন আমি আপনার কাছে কি চাইব আমি তার নাম মিছে মিছে নিয়েছ তার এ প্রভাব হল যে, আপনার মত সম্মানী ও প্রতাপশালী বাদশাহ আমার দরবারে এসে গেছেন, এখন আমি সত্যি সত্যি তার এবাদত করে দেখি- এই বলে সে কাপড় ছিড়ে ফেলল এবং জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

প্রশ্ন : হযরত ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম কি মুজতাহিদ?

উত্তর : হ্যাঁ, তবে শাইখ আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী বলেন, তার ইজতিহাদের অনুমতি হবে না, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যাবতীয় বিধি বিধান শিখে নেবেন এবং তদনুযায়ী আমল করবেন।

প্রশ্ন : নামায কিভাবে পড়বেন?

উত্তর : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তবে হানাফী অনুসারী হয়ে নয়; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পড়তে নির্দেশ দেবেন। ঐ দিন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহ ও রসূলের কাছে হানাফী মাযহাব-ই সবচাইতে পছন্দনীয়। যদি তিনি মুজতাহিদ হন তাহলে যাবতীয় মসয়ালা ইজতিহাদ অনুযায়ী হবে নতুবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ অনুযায়ী ইমাম আজমের মাযহাব অনুযায়ী হবে। এ ধারণা অনুযায়ী কোন কোন মনীষীর কলম দিয়ে বের হয় যে তিনি হানাফী পন্থী হবেন। এ শব্দটি (মায়াজাল্লাহ) সৈয়্যদনা ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে না, না, আল্লাহর নবী কোন ইমামের তকলীদ করতে পারে না। বরং ঐটি হবে যে, তার আমল হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হবে। যাতে হানাফী মাযহাব সব চাইতে বিশুদ্ধ প্রমাণিত হবে। মোটকথা তার যুগে সমস্ত মাযহাব বন্ধ হয়ে যাবে কেবলমাত্র হানাফী মাসয়ালাসমূহ বাকী থাকবে তাই শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ কশফের জোরে

বলেন মহান শরীয়তের ঝর্ণা থেকে অনেক নদী প্রবাহিত হবে কিছু দুর যাওয়ার পর শুকিয়ে যাবে তবে চার মাযহাবের চার নদী যা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে অনেক দুর পর্যন্ত প্রবাহিত হবে, অবশেষে তিনটি নদীর স্রোত ধারাও বন্ধ হয়ে যাবে। কেবলমাত্র হানাফী নদীটি শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত থাকবে। এটি শাফেয়ী শীর্ষস্থানীয় ইমামদের কাশফ দ্বারা বর্ণনা।

প্রশ্ন : মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার পর মসজিদের বাইরে যেতে পারে কি পারে না?

উত্তর : যদি কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় এবং জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ও থাকে তাহলে কোন অসুবিধা হবে না, প্রয়োজন ব্যতীত অনুমতি নেই। কেবলমাত্র মুয়াজ্জিনের বেলায় নয় প্রত্যেক মানুষের জন্য এই বিধান যে ব্যক্তি এখনো ঐ নামায পড়ে নাই যার আজান দেয়া হয়েছে, আযান হওয়া বড় কথা নয় বরং সময় হওয়াই বিবেচ্য বিষয়। যে ব্যক্তি মসজিদে থাকবে এবং নামাযের সময় শুরু হয়ে যায় এবং এ ব্যক্তি অন্য মসজিদের অবস্থান কারী হয় জামাত এখনো হয় নাই নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ, কোন প্রয়োজনে বের হয়ে জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ফিরে আসার ইচ্ছা রাখে তাহলে কোন অসুবিধা নেই নতুবা হাদিসের পরিভাষায় তা মুনাফিক।

সংকলক : এখানে রাফেজীদের আযান সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়, তিনি বলেন, আযানে أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللهِ তাদের ধর্ম ত্যাগ করা যা তাদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে আছে। আলী নিঃসন্দেহে আল্লাহর অলি তবে আযানের মধ্যে এটি বাড়াবাড়ি। আরো উল্লেখ আছে- حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ এটি তাদের আবিষ্কার যা তাদের গ্রহণযোগ্য কিতাব সমূহের মধ্যে আছে।

(এ প্রসঙ্গে বলেন) একটি আশ্চার্য ঘটনা শুনা গেছে। রাফেজীদের একজন মুয়াযযিন অন্ধকারে গিয়ে আযান দিতেন এবং হযরত আবু বকর ছিদ্দিক আকবর, ফারুকে আযম رضي الله عنهما-এর শানে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতো। গ্রামে কিছু দরিদ্র সুন্নি থাকতেন, সে সুন্নিদের হৃদয়ে রক্ত ঝরাত। একদা চারজন যুবক আগে বাগে মসজিদের ভেতরে গিয়ে উপবিষ্ট হয় যথা সময় উক্ত দুষ্ট আসে, আযানে সিদ্দিক আকবর সম্পর্কে কিছু বলা শুরু করেছে। উক্ত চার জনের মধ্যে একজন বেরিয়ে আসে ও উক্ত দুষ্টকে আঘাত করত বলে, বদমাশ! তুমি আমাকে মন্দ বলছ, সে হতবাক হয়ে বলে, হযরত! আমি তো ওমরকে মন্দ বলছি, দ্বিতীয় যুবক এগিয়ে আসে এবং প্রহার করে আধা মরা করা ফেলে, মরদুদ! তুমি আমাকে মন্দ বলছ, সে হতবাক হয়ে বলে, জনাব! আমি তো

ওসমানকে মন্দ বলছি। তৃতীয় যুবক এগিয়ে আসে এবং যা প্রহার করার প্রহার করে, পাপি! তুমি আমাকে মন্দ বলছ, অবশেষে সে যখনই কোন সাহায্য ও সহযোগিতা পেল না সে চিৎকার দিয়ে বলে, মুনিব! সাহায্য করুন, শত্রুরা আমাকে প্রহার করছে, এ ফরিয়াদের প্রেক্ষিতে চতুর্থ লোকটি ক্ষুর হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে, গোড়া থেকে নাকটি কেটে ফেলল, শয়তান! তুমি আমাদের বুযুর্গ অগ্রজদের মন্দ বলবে। এ চার বন্ধু চলে গেল। মুয়াজ্জিন সাহেব ব্যথার কারণে নাকে রুমাল দিয়ে মসজিদের ভেতরের কোণায় আত্মগোপণ করে। যখন সময় গড়িয়ে যাচ্ছে এবং রাফেজীরা নামাযের জন্য আসে, পরস্পর পরস্পরকে বলছে, আজ জনাব কেবলা আগমন করে নাই, আজ আযান হয় নাই, যখন কিছু আলোকিত হয় দেখল, জনাব কেবলা এক কোণে গুটিয়ে বসে আছে। বলল, জনাব! ভাল আছেন, কেবলা! ভাল আছেন। কি আর ভাল থাকব। আজ ঐ তিনজন শত্রু আসলো এবং প্রহার করতে করতে মৃত্যু প্রায় করে ফেলল তারা বলে, আপনি মাওলাকে আহ্বান করেন নাই, সাহায্য কামনা করেন নাই, তিনি চুপ চাপ রইলেন, বারংবার যখন তারা বলতে ছিল সে রাগ করে নাকের উপর থেকে রুমাল তুলে নিয়ে বলল, ঐ তিনজন আমাকে প্রহার করে ছেড়ে গেল মাওলা এসে গোড়া থেকে নাক কেটে ফেলল-

ما زیاراں چشم یاری داشتیم ◈ خود غلط بود انچہ ما پنداشتیم

প্রশ্ন : হুযূর যদি নামায নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সালাম ফিরানো উচিৎ কি?

উত্তর : কোন প্রয়োজন নেই, সালাম নামায পুরা করার জন্য হয় যখন নামাযই নষ্ট হয়ে গেল তাহলে সালামের কি প্রয়োজন।

প্রশ্ন : বায়আত এর অর্থ কি?

উত্তর : বায়আত অর্থ বিক্রয় হয়ে যাওয়া, বিক্রয় করা, 'সাবয়া সানাবুল শরীফে' আছে, একজন লোককে বাদশাহ মৃত্যু দন্ডের নির্দেশ দেন, জল্লাদ তরবারী তুলল, এ ব্যক্তি নিজ পীরের মাজারের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, জল্লাদ বলল, এ সময় কেবলার দিকে মুখ করে সে বলল, তুমি তোমার কাজ কর, আমি কেবলার দিকে মুখ করেছি, বাস্তব কথাও এটি যে, কা'বা দেহের কেবলা, শাইখ রূহের কেবলা তার নামই এবাদত তথা মুরিদ হওয়া। যদি এভাবে সত্যিকার বিশ্বাসের সাথে একটি দরবার ধরে তাহলে অবশ্যই তার ফয়জ আসবে, যদি তার পীর খালি হয় তাহলে শাইখের শাইখ খালি হবে না, ধরে নিলাম যথার্থভাবে তিনিও খালি তাহলে হুযূর গাউছে আজম ফয়জের খনি,

নুরের প্রস্রবন তার থেকে ফয়জ আসবে, সিলসিলা শুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন হতে হবে। এক ভিক্ষুক একটি দোকানে দাঁড়িয়ে বলছিল একটি টাকা দাও, সে দিচ্ছিল না, দরিদ্র বলল, টাকা দিতে চইলে দাও, না হলে তোমার গোটা দোকান উল্টিয়ে দেব, ঐ তর্কাতর্কির সময় অনেক লোক একত্রিত হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে একজন অলি (ঐ স্থান দিয়ে) যাচ্ছিলেন যার প্রতি সব লোকের আস্থা ছিল। তিনি সওদাগরকে বলেন, তাড়াতাড়ি তাকে টাকা দিয়ে দাও নতুবা দোকান লুট করা হবে। মানুষেরা বলে, জনাব! ইনি শরীয়ত অনভিজ্ঞ নিরেট মূর্খ কি করতে পারে। তিনি বলেন, আমি এ দরিদ্রের অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে কিছু আছে কি, জানতে পারি একেবারে খালি, অতঃপর তার শাইখককে দেখি, তাকেও খালি পাই, তার শাইখের শাইখকে দেখি তাকে আল্লাহর অলি পেলাম এবং দেখলাম তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কখন উল্টিয়ে দেয়ার কথা বলে, আমি (উক্ত) দোকান উল্টিয়ে দেব। শাইখের আঁচল শক্তভাবে ধরে ছিল। দ্বীনের শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ বলেন, গাউছে আযমের রেজিষ্ট্রারে কিয়ামত অবধি মুরিদানের নাম লিপিবদ্ধ আছে যাঁরা দাসত্বে আছেন ও আসবেন। হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه বলেন, প্রভু আমাকে একটি রেজিষ্ট্রার দিয়েছেন যা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো তাতে কেয়ামত অবধি আমার মুরিদানদের নাম ছিলো আমাকে বলেছেন- هُمْ لَكَ 'আমি এ সবগুলো তোমাকে দিয়েছি।'

প্রশ্ন : হুযূর! এটি তো জোরপূর্বক টাকা নেয়া। উক্ত অলি যদি তার দোকান বাঁচিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন তা হলে জুলুম প্রতিহত করার জন্য ঘুষ দেয়ার মত হল। ঐ দরিদ্রের দাদা পীর যে আহলুল্লাহ ছিলেন জুলুমের সাহায্য কিভাবে বৈধ করেন?

উত্তর : শরীয়তের দুটি হুকুম আছে ঃ ১. জাহির, ২. বাতিন। বিচারক ও সাধারণ মানুষের ক্ষমতা প্রকাশ্য অবস্থার উপর। তাদের উপর তার অনুসরণ আবশ্যক। যদিও বাস্তব দর্শীদের কাছে বিধান তার বিপরীত। তার দৃষ্টান্ত সৈয়দনা দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে ঘটেছিল। একজন নিঃস্ব কাঙ্গাল রাতে প্রার্থনা করেন যে, প্রভূ! হালাল জীবিকা প্রদান করুন। ঘটনাক্রমে এক রাত একটি গাভী তার ঘরে ঢুকে পড়ল। সে মনে করল আমার দোয়া কবুল হয়েছে। এ হালাল রিজিক অদৃশ্য থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে, গাভী ভূপাতিত করে যবেহ করল, তার মাংস পা কালো ও আহার করল। সকালে মালিকের কাছে এ সংবাদটি পৌঁছলো। সে নবীর দরবারে অভিযোগ পেশ করল,

সৈয়্যদুনা দাউদ عليه السلام বলেন, বাদ দাও, তুমি ধনী, ঐ দরিদ্র একটি গাভী যবেহ করেছে কি হয়েছে, সে ক্রুদ্ধ হল। তিনি বলেন, 'শুধু গাভী নয়, তোমার কাছে যতগুলো সম্পদ আছে সব তার।' সে আরো বেশী ফরিয়াদী হয়। তিনি বলেন, 'তুমিও তার অধিকারে এবং তার গোলাম।' এখন তার অস্থিরতার সীমা রইল না, তিনি বলেন, যদি প্রমাণ বা সত্যতা চাও, আমার সাথে চল। উক্ত দরিদ্র ও গাভীর মালিককে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গমন করেন। ঘটনাটি খুবই আশ্চার্য ছিল। মানুষের ভীড় হলো, একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে হুকুম দিল যে, 'এখানে খনন কর।' খননের পর মানুষের মাথা ও একটি তরবারী বেরিয়ে এল যাতে নিহতের নাম ক্ষুদাই ছিল। আল্লাহর নবী বৃক্ষটিকে নির্দেশ দিলেন, সাক্ষী দাও যে, তুমি কি দেখেছ, 'বৃক্ষটি আরজ করে, হে আল্লাহর নবী! এটি এ দরিদ্রের পিতার মাথা, এ গাভীর মালিক তার গোলাম ছিল সে সুযোগ পেয়ে আমার নিচে নিজ মুনিবকে তার তরবারী দিয়ে যবেহ করে এবং ভূমিতে তরবারী সহ পুঁতে দেয় এবং তার সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত করে, তার এ সন্তান খুব ছোট ছিলো। সে বুদ্ধিমান ও বড় হয়ে নিজকে নিঃস্ব কপর্দকহীন পেল, এটিও জানে নাই তার পিতা কে ছিলো, তার কিছু মাল ছিল কি ছিল না। বাতেনী হুকুম প্রমাণিত হয়, গোলামকে হত্যা করা হয়, সমুদয় মাল উত্তরাধীকার সূত্রে দরিদ্র পেল।' ঐটি এখানেও সম্ভব যে, দোকানদার দরিদ্রের পূর্ব পুরুষের ঋণ গ্রহীতা হবে, যদিও দরিদ্র উক্ত বিষয়ে অবগত নয়, দোকানদার ও তাকে চিনছে না, সুতরাং এ জোর পূর্বক দেয়াটা জোর জবর দস্তি নয়, বরং হকদারের কাছে হক পৌঁছিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন : কোন শাইখ থেকে বায়আত হয়ে অন্যের কাছে ফিরে যেতে পারে কি পারে না?

উত্তর : যদি প্রথম শাইখের কোন ত্রুটি থাকে তাহলে বায়আত হতে পারে নতুবা পারে না। অবশ্যই নবায়ন করতে পারে। আদি বিন মুসাফির রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'যে সিলসিলা থেকে আমার কাছে আসেনা কেন আমি তাকে বায়আত করি, কাদেরী তরিকার মুরিদান ব্যতীত সমুদ্র ছেড়ে নদীতে কেউ আসে না।'

সংকলক : এক রাতে মসজিদের ঘড়ি কেউ চুরি করে নিয়ে গেল। মহল্লাবাসীরা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করে এ প্রেক্ষিতে বলেন, এক বছর বাদশাহর পক্ষ থেকে কা'বা শরীফে অত্যন্ত মূল্যবান স্বর্ণের প্রদীপ লাগানোর জন্য আনা হয়, তন্মধ্যে একটি প্রদীপ হারিয়ে যায়। মক্কার শরীফ (কাজি) অনুসন্ধান চালান, সন্ধান পান, মক্কার খাদেমদের দলপতি নিয়েছে। তাকে শরীফের কাছে আনা

হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সে বলল, কা'বা ধনী, তার প্রয়োজন নেই, আমার প্রয়োজন আছে আমি নিয়ে নিয়েছি। শরীফ ক্ষমা করেদেন। (অতঃপর তিনি বলেন) মসজিদের কোন জিনিস চাই লক্ষ টাকার হোক চুরি করলে শরীয়ত হাত কাটে না বরং বেত্রাঘাতের হুকুম দেয়।

সংকলক : জবলপুর যাওয়ার চার দিন বাকী, হযরত মুদ্দাজিল্লুহুল আলীর জন্য কাপড় সেলাই করতে হবে, সুলতান হায়দার খাঁ আরজ করেন, দরজীকে দেয়া হবে?

উত্তর : আজ মঙ্গলবার, যেদিন সম্পর্কে মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজ হাহুল করিম বলেন, যে কাপড় মঙ্গলবার কাটা হবে তা জ্বলবে অথবা ডুবে যাবে অথবা চুরি হয়ে যাচে।

প্রশ্ন : কবরস্থানে জুতা পরিধান করতঃ যাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : হাদিসে আছে- তরবারীর ধারে পা রাখা আমার কাছে মুসলমানের কবরের উপর পা রাখার চাইতে সহজ। অন্য হাদিসে আছে- 'যদি আমি আঙ্গারের উপর পা রাখি অবশেষে তা জুতোর তলা জ্বালিয়ে আমার পায়ের তলায় পৌছে তা আমার কাছে তা থেকে অধিক পছন্দনীয় যে কোন মুসলমানের কবরে পা রাখব।' এ কথাটি তিনি বলছেন আল্লাহর শপথ, যদি মুসলমানের মাথা, বক্ষ ও চোখে পবিত্র পদযুগল রাখেন তার উভয় জাহানের প্রশান্তি অর্জিত হবে। ফতহুল কদির, তাহতাভী, রদ্দুল মুহতার-এ আছে-

أَنَّ الْمُرُورَ فِي سِكَّةٍ حَادِثَةٍ فِي الْمَقَابِرِ حَرَامٌ.

-কবর স্থানে যে নতুন রাস্তা করা হবে তার উপর চলা হারাম।

কেননা তা নিশ্চিত কবরের উপর হবে। পুরাতন রাস্তার বিপরীত যা কবর বাদ দিয়ে তৈরী হয়েছে। হুযূর আকরাম ﷺ-এর সামনে একজন লোক কবর স্থানে জুতা পরিধান করতঃ বের হয় তিনি বলেন-

يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ اَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ.

হে লোম পরিস্কৃত জুতা পরিহিত! জুতা ফেলে দাও, তুমি কবর ওয়ালাকে কষ্ট দিও না, সেও যেন তোমাকে কষ্ট না দেয়।

একজন ব্যক্তিকে দাফন করে মানুষ চলে গেছে, মুনকার-নকির প্রশ্ন শুরু করল, একজন ব্যক্তি জুতা পরিধান করে এদিকে থেকে বের হলো, তার জুতার শব্দ শুনে মৃত ব্যক্তি তার দিকে মনোনিবেশ করে। মুনকার-নকিরের প্রশ্নের

উত্তর দিতে অক্ষম হওয়ার উপক্রম হয়। মৃত্যুর পর জীবনের চাইতেও অধিক অনুভূতি হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধারা কাফেরদের লাশ একত্রিত করে একটি গর্তে গাদাগাদি করে রাখলো। হুযূরের পবিত্র অভ্যাস ছিলো যখন কোন স্থান জয় করতেন সেখানে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় উক্ত কূপে গমণ করেন যেখানে কাফেরদের লাশ গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে, তাদের নাম ধরে ধরে আহ্বান করেন ও বলেন, আমরা তো পেয়ে গেছি আমাদের সাথে তোমাদের প্রভূ যে সত্য ওয়াদা করেছেন (অর্থাৎ বিজয়ের) তোমরা কি পেয়েছ যে সত্যিকার ওয়াদা (অর্থাৎ জাহান্নাম) তোমাদের প্রভূ তোমাদের সাথে করেছেন? আমিরুল মু'মিনীন ফারুক-ই আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আরজ করেন, يَا رَسُولَ اللهِ اَتَجْسَادٌ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি প্রাণহীন দেহের সাথে কথা বলছেন?' তিনি বলেন, مَا أَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ 'তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুননা'। তবে তাদের শক্তি নেই আমাকে প্রত্যুত্তর দেয়ার। অতএব কাফেরেরা শুনে, মুমিন তো মুমিন, আউলিয়াদের শান ও মর্যাদা অনেক অনেক উপরে। (অতঃপর বলেন) রূহ একটি পাখি। দেহ খাঁচা, পাখি যে সময় খাঁচায় আবদ্ধ থাকে, তার উড়া সে অনুযায়ী, যখন খাঁচা থেকে বেরিয়ে যায় তখন তার উড়ার শক্তি দেখ! (তিনি বলেন) নিজেদের মৃতদেরকে বুযর্গদের পাশে দাফন কর, তাদের বরকতের কারণে তাদের উপর আজাব হবে না। هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ 'তাঁরা এমন লোক যাদের কারণে তাদের পার্শ্ববর্তীরা ও হতভাগ্য হয় না।' হাদিসে আছে- اَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ وَسْطَ قَوْمٍ صَالِحِينَ 'তোমাদের মৃতদেরকে সৎ লোকদের মাঝে দাফন কর।' আমি হযরত মিঞা সাহেব কেবলাকে বলতে শুনেছি; এক স্থানে কোন একটি কবর খুলে গিয়েছে এবং মৃত দৃষ্টিগোচর হতে লাগল, দেখা গেল গোলাপের দুটি ঢাল তার দেহ জড়িয়ে আছে, দুটি ফুল তার নাকের উভয় ছিদ্রে রাখা হয়েছে।

তার প্রিয়জনরা মনে করেছে, এখানে কবর পানির কারণে খুলে গেছে, অন্য স্থানে কবর খনন করতঃ (মরদেহ) সেখানে রাখা হয়। এখন দেখল দুটি অজগর তার দেহ জড়িয়ে আছে, ফনা তুলে তার মুখে দংশন করছে, তারা অত্যন্ত অবাক হয়ে যায়। কোন বুজুর্গর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন তিনি বলেন, ওখানে (প্রথম স্থানে) ও এ অজগর ছিলো, তবে একজন অলির

মাজারের কাছে ছিল, তার বরকতে উক্ত আজাব রহমতে পরিণত হয়, উক্ত অজগর ফুল গাছের সদৃশ হয়ে গেল। তার ফনা গোলাপ ফুল সদৃশ হয়ে যায়। তার মঙ্গল চাইলে ওখানে নিয়ে দাফন কর, ওখানে নিয়ে রাখল পূর্বের মত ঐ ফুলের বৃক্ষ ছিলো, ফুলও ছিলো। একদা হযরত সৈয়্যদি ইসমাঈল হাদরমী কুদ্দিসা সির্‌রুহুল আজিজ শীর্ষস্থানীয় অলি একটি কবরস্থান অতিক্রম করছিলেন ইমাম মুহিব্বুদ্দিন তাবারী শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস তার সফর সঙ্গী ছিলেন। হযরত সৈয়্যদি ইসমাঈল তাকে বলেন, أَتُؤْمِنُ بِكَلَامِ الْمَوْتَى؟ 'আপনি কি মৃতদের কথা বলা সম্পর্কে ঈমান রাখেন?' আরজ করেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এই কবর ওয়ালা আমাকে বলছে- أَنَا مِنْ حَشَبِ الْجَنَّةِ 'আমি বেহেশত ভর্তি ওয়ালাদের একজন।' সামনে চলুন; সেখানে চল্লিশটি কবর ছিলো, তিনি অনেক্ষণ ধরে ক্রন্দন করেন অবশেষে দুপুর হয়ে গেল। অতঃপর তিনি হাসেন ও বলেন 'তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত।' মানুষেরা এ অবস্থা দেখে আরজ করেন জনাব! এটি কি রহস্য, আমাদের কিছু বুঝে আসে নাই। তিনি বলেন, এ কবরগুলোর আজাব হচ্ছে দেখে আমি ক্রন্দন করতে ছিলাম এবং মহান প্রভুর দরবারে তাদের জন্য শাফায়াত করি। মহান আল্লাহ আমার শাফায়াত কবুল করেছেন, ফলে তাদের থেকে আজাব তুলে নিয়েছেন। একটি কবর কোণায় রয়ে গিয়েছিল, যেদিকে আমার খেয়াল যায় নাই, তা থেকে আওয়াজ এলো- يَا سَيِّدِيْ أَنَا مِنْهُمْ أَنَا قُلَانَةُ الْمُغَنِّيَةُ 'জনাব! আমিও তাদের দলভুক্ত, আমি অমুক গায়িকা।' তার কথায় আমার হাঁসি এ সে গেল এবং আমি বলি, তুমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত। তার উপর থেকেও আজাব তুলে নেয়া হয়। এ সব লোক আপাদমস্তক রহমত। যেদিকে যায় রহমত সঙ্গে থাকে।

প্রশ্ন : 'নদওয়া' সম্পর্কে মুসলমানদের কি ধারণা হওয়া চাই, 'নদভীদের' কি মনে করা উচিৎ?

উত্তর : 'নদওয়া' খিচুড়ি। প্রথমে কিছু সুন্নি মতাদর্শীও ধোকায় পড়ে তার অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল যেমন মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব এলাহবাদী, মৌলভী আহমদ হোসাইন সাহেব কানপুরী, মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব সাহেব লক্ষ্মৌভী তাদের অপকর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে নদওয়া ত্যাগ করেছেন। মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব মরহুম 'নদওয়া আজিম আবাদের' পর বেরিলী আগমন

করেন, রমজানের শেষ দশক ছিলো আমি আমার মসজিদে ই'তেকাফ ছিলাম, আমি খবর শুনে তার কাছে পত্র লিখি যাতে এ সম্বোধনগুলো ছিলো-

أَحْمَدُ السِّيْرَةِ حُسْنُ السِّيْرَةِ غَيْرُ شِرْكَةُ النَّدْوَةِ النَّيْرَةِ.

এতে আহমদ হাসন তার নাম ও বের হয় এবং অর্থ এই- আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশংসনীয় জন্মগত উপাদান সৌভাগ্যশীল তবে 'নাদওয়া' ধ্বংসশীল এ অংশ নেয়া সমর্থনযোগ্য নয়। তার সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিলো, উক্ত শব্দগুলো দেখে অনেক হাসেন এবং আমার কাছে চলে আসেন ও বলেন, আমি তা থেকে তাওবা করেছি। সভা চলাকালে মৌলভী মুহাম্মদ আপনি এ সভা দেখছেন এরা সবাই নরকে যাবে, তাদের অগ্রভাগে আমি ও আপনি হবেন, জানিনা, প্রথমে আপনি যাবেন না আমি যাব। লক্ষ্মৌর মাহফিলে ইব্রাহিম আরি নিজ ভাষণে কেবলমাত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উপর বেহেশত নির্ভরশীল বলেছেন। মৌলভী আবদুল ওয়াহব সাহেব লক্ষ্মৌভী তার দলবলসহ এই বলে উঠে যান আপনি তো রেসালত তথা নবীকে ও বাদ দিয়েছেন, এভাবে সুন্নিরা যারাই তাদের ঈমান বিধ্বংসী আকিদা সম্পর্কে অবগত হচ্ছিলেন বিদায় নিতে লাগলেন অবশেষে মন্দ আক্বিদা পন্থীরাই রয়ে গেল অথবা প্রকাশ্য মুরতাদরাই রয়ে গেল যেমন রাফেজী ওয়াহাবী ইত্যাদিগণ অথবা নাম সর্বস্ব সুন্নিরাই রয়ে গেল যারা তাদেরকে ধর্মের রুকন তথা স্তম্ভ মনে করে ও তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে। নদওয়ার আক্বিদা এই- 'জন্মগত ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, রাফেজী সব আহলে কেবলা তাই সকলই মুসলমান, আহলে কেবলাকে কাফের বলা জায়েয নেই। আল্লাহ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন যেমন বৃটিশ গভর্ণর তাদের প্রজাদের সকল ধর্মাবলম্বীকে একই দৃষ্টিতে দেখে।' আমরা এ ধরণের মনগড়া কাল্পনিক আক্বিদা থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাই, কোন মুসলমান এরূপ বলতে পারে না। কুরআন আজিম বলছে-

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾

-কি আমরা অনুগতদের অপরাধীদের সাদৃশ্য করে দিব, তোমাদের কি হল, তোমরা কি রূপ মীমাংসা করছ?[৫১]

আরো বলেন,

[৫১]. আল কুরআন, সূরা আল কলম, আয়াত : ৩৫-৩৬

أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

-আমরা কি খোদাভীরুদের পাপীদের সমকক্ষ করে দেব?[৫২]

আরো বলেন,

لَيْسُوا سَوَآءً ﴿١١٣﴾

-সকলই এক নয়।[৫৩]

আরো বলেন,

هَلْ يَسْتَوُۥنَ ﴿٧٥﴾

-তারা কি সব সমান?[৫৪]

অন্যত্র বলেন,

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾

-জাহান্নামী ও বেহেশতীরা সমান নয়, বেহেশতীরাই সফলকাম হবেন।[৫৫]

কুরআন আজিমে এ বিষয় সম্পর্কিত অনেক আয়াত আছে। সিদ্দিকে আকবর ও ফারুক-ই আজমকে রাফেজীরা ভর্ৎসনা করে নদভীরা সুন্নি বলে, শিয়ারা অকাট্যতার মধ্যে মতৈক্য হয়েছে। কেবলমাত্র ظنيات এর মধ্যে মতানৈক্য আছে। বিন্দুকে সিন্ধু করে বলতে তারা খুবই পারদর্শী। অতএব এখন না সিদ্দিক আকবরের সাহাবী হওয়া অকাট্য রইল। না শাইখাইনের খেলাফত অকাট্য রইল। না সিদ্দিক ও ফরুক বেহেশতী হওয়া অকাট্য রইল। সব ظنيات তথা সন্দেহ প্রবণ হয়ে গেল। রাফেজীরা সিদ্দিক ও ফারুক-ই আজমকে গালি দেয়া অতি সামান্য বিষয় হয়ে গেল।

প্রশ্ন : বেহেশত ভর্তির অর্থ কি?

[৫২]. আল কুরআন, সূরা সাদ, আয়াত : ২৮
[৫৩]. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১১৩
[৫৪]. আল কুরআন, সূরা নহল, আয়াত : ৭৫
[৫৫]. আল কুরআন, সূরা হাশর, আয়াত : ২০

উত্তর : বেহেশত অনেক প্রশস্ত স্থান। عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ 'তার প্রশস্ত হচ্ছে আসমান ও জমিন সমূহের সমপরিমাণ।' তার প্রশস্ততা আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলই অধিক জানেন। তাতে প্রথমে হকদারদের প্রেরণ করা হবে যারা সৎকর্ম করেছেন ও নিজেদের সৎকর্মের কারণে বেহেশতের উপযোগী হয়েছে (অর্থাৎ হকদার হিসেবে প্রাধান্য দেয়া জন্মগত তথা অস্তিত্ব অনুপাতে কারো জন্য তাওফিক দেন। অতঃপর তাদের মধ্যে সৎ কর্ম করার যোগ্যতা সৃষ্টি করেন অনন্তর নিজ করুণার বশবর্তী হয়ে তা কবুল করেন। অতঃপর নিজ রহমতের দরুণ তাদের বেহেশত দেবেন, সবগুলো তার ফজল-ই ফজল। যখন এসব লোক নিজ নিজ মহলে আরাম করবেন বেহেশতে অনেক স্থান খালি থাকবে তখন অহকদারদেরকে নিজ বদান্যতায় তাতে ভর্তি করে দেবেন 'এটি হল বেহেশত ভর্তি। এরপরও অনেক স্থান সংকুলান থাকবে তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ সব রূহ যাদের দুনিয়াতে প্রেরণ করেন নাই দেহ দান করত: ঐ স্থান সমূহে থাকার ব্যবস্থা করবেন, এরা খুবই আরামে থাকবেন দুনিয়ার আকৃতি ও দেখেন নাই কোন কষ্ট ও সহ্য করতে হয় নাই। মৃত্যুর স্বাদ ও গ্রহণ করেন নাই, কোন আমলও করেন নাই। কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসূলের উপর ঈমানই পুঁজি এবং সর্বদার জন্য বেহেশত অবধারিত।

প্রশ্ন : প্রকৃতিবাদীরা এ বিষয়ে খুব জোর দেয়, ডেপুটি নজির আহমদ পরিষ্কার লিখেন যে, মুক্তির জন্য কেবলমাত্র لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ যথেষ্ট مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর কোন প্রয়োজন নেই। এর উপর مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ দলিল হিসেবে পেশ করেন। হাদিসের অর্থ কি?

উত্তর : হাদিস বাস্তব। তবে ধারণা মন্দ ও কুফুরী। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমা তৈয়্যিবার علم তথা নির্দিষ্ট নাম যা দ্বারা পূর্ণ কলেমা উদ্দেশ্য। যদি বলে, 'আলহামদু' সাতবার বল, 'কুল হুয়াল্লাহু' এগার বার বল তা দ্বারা কি কেবলমাত্র শব্দ আলহামদু অথবা শব্দ 'কুল হুয়াল্লাহু' বলা উদ্দেশ্য হবে, কখনো নয়; বরং সম্পূর্ণ সূরা উদ্দেশ্য হবে। কলেমা তৈয়্যিবার সংক্ষিপ্ত রূপ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হতে পারে না। কেবলমাত্র 'না' ব্যতীত (মায়াজাল্লাহ) কুফুরি কলেমা। তাই নিশ্চিতভাবে সংক্ষিপ্ত রূপে অর্ধ কলেমা নির্ধারিত হয়। এটি একটি প্রকাশ্য জওয়াব। আমার মতে বাস্তব অবস্থা এই যে, নিঃসন্দেহে কেবলমাত্র لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মুক্তির গ্যারান্টি

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর প্রয়োজন নেই বলা (মায়াজাল্লাহ) নিঃসন্দেহে কুফরী। لَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দ্বারা কেবলমাত্র শব্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং তার অর্থ সত্যায়ন করা। সত্যিকার অন্তরে ঈমান আনা যে, আল্লাহ যাবতীয় পাপ, ত্রুটি থেকে পবিত্র যিনি কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেন, রাসূল প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ ﷺ-কে শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী করেছেন। যার কালেমার প্রতিটি অক্ষর নিশ্চিত অকাট্য ও সত্য যাতে মিথ্যা অথবা ভুল অথবা ত্রুটির মোটেও কোন ধরণের সম্ভাবনা নেই। যিনি আল্লাহকে ঐরূপে চিনেছেন, সে আল্লাহকে জেনেছেন এবং لَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে মেনে ছেন। যে দ্বীনের প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে সন্দেহ করে সে না কখনো আল্লাহকে জেনেছে আর না لَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে মেনেছে। উদাহরণ স্বরূপ যে ব্যক্তি لَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর উপর ঈমানের দাবী রাখে কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ-কে না মানে সে এমন একত্ববাদের সাক্ষী দেয়, এমন সত্ত্বাকে আল্লাহ মনে করে যিনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করেন নাই এবং তিনি কখনো আল্লাহ নন। সে তার চিন্তা চেতনায় ও মননে একটি ভ্রান্তের ধারণা বদ্ধ করে তার নাম আল্লাহ দিয়েছে, এ আল্লাহর উপর বিশ্বাসী নয় বরং আল্লাহর সাথে শরিকদার। আল্লাহ নিশ্চিত তিনি যিনি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন। অতএব আল্লাহর উপর এ ব্যক্তি ঈমান আনবে যে হুযূর ﷺ-এর উপর ঈমান রাখে। এর উপর যাবতীয় দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে অনুমান কর। উদাহরণ স্বরূপ যে আল্লাহর স্বীকৃতি দেয় ও কেয়ামতকে অস্বীকার করে নিশ্চিতভাবে সে আল্লাহকে অস্বীকার করে। উক্ত স্বীকৃতিতে সে মুশরিক। তুমি এমন সত্ত্বাকে আল্লাহ নির্ধারণ করেছ যে কেয়ামত অনুষ্ঠান করবে না অথচ আল্লাহ তিনি কিয়ামত যার সত্যিকার প্রতিশ্রুতি। এখন আল্লাহর ফজলে কলেমা তৈয়্যিবার সঠিক অর্থ উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই আমার পুস্তিকা باب العقائد والكلام -এ সাব্যস্ত করেছি যে, কুফুরী কেবলমাত্র আল্লাহর অজ্ঞতার নাম। যে আল্লাহকে সঠিকভাবে জানে মানে সে কাফের হতে পারে না। আর যে কাফের আল্লাহকে কখনো জানতে পারে না যদি ও ইল্‌ম ও মা'রিফাতের বড়ই দাবীদার হয় যেমন দেওবন্দী, ওয়াহাবী, মিরজায়ী প্রমুখ।

প্রশ্ন : হুযূর! আমাদেরও উচিৎ তাদের নিজেদের শত্রু মনে করা?

উত্তর : প্রত্যেক মুসলমানের বড় ফরজ যে আল্লাহর সকল বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। তার সকল শত্রুর সাথে শত্রুতা করা- এটিই আমাদের মূল ঈমান।

(এ প্রসঙ্গে বলেন) 'আল হামদুলিল্লাহ' আমি যখন থেকে বিবেক সম্পন্ন হয়েছি আল্লাহর সকল শত্রুদের প্রতি অন্তরে ঘৃণাই অনুভব করতাম। একদা নিজ গ্রামে গিয়েছি। কোন গ্রাম সংক্রান্ত মামলা উপস্থিত হয়, যার মধ্যে কাচারীর সকল কর্মচারীদের 'বদাউন' যেতে হয়েছে, আমি নির্জন রয়ে গেছি। ঐ সময় (মায়াজাল্লাহ) ব্যথা বার বার চক্কর দিত। ঐ দিন জোহরের সময় থেকে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে, ঐ অবস্থায় কোন মতে অজু করেছি এখন নামাযে দাঁড়াতে পারছি না, মহান প্রভূর কাছে প্রার্থনা করি এবং হুযূর ﷺ-এর সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা বিপদগ্রস্থদের দোয়া শুনেন। সুন্নাতসমূহের নিয়ত করেছি, ব্যথা মোটেও ছিল না যখন সালাম ফিরাই ঐ তীব্র ব্যথার কারণে তড়িঘড়ি করে উঠে ফরজের নিয়ত করি, ব্যথা চলে যাচ্ছিলো যখন সালাম ফিরাই পূণরায় ঐ অবস্থা হলো। পরের সুন্নাত সমূহ পড়ি ব্যথা বন্ধ, সালাম ফিরানোর পর পূর্বের মত ব্যথা, আমি বলি আসর পর্যন্ত হতে থাক। পালংয়ে শুয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করছিলাম ব্যথা থেকে কোন পার্শ্বই মুক্তি পায় নাই। এরি মধ্যে সামনে দিয়ে ঐ গ্রামের এক ব্রাহ্মণ (দুষ্ট নিজের ধারণা অনুযায়ী একেশ্বর বাদীর নিকটবর্তী ধোকা দেয়ার মানসে আমাকে খুশি করার জন্য মুসলমানদের প্রতি দুর্বল ছিল) যাচ্ছে, ফটক উন্মুক্ত ছিলো, আমাকে দেখে ভেতরে আসে, আমার পেটে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করে, কি এখানে ব্যথা আছে? আমার তার অপবিত্র হাত দেহে লাগার কারণে এত ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, ব্যথা ভুলে গিয়েছি। এ ব্যথাটি দেহের ব্যথা থেকে অধিক অনুভব হচ্ছিল যে, একজন নাস্তিকের হাত আমার পেটের উপর। এ ভাবে শত্রুতা রাখা উচিৎ।

প্রশ্ন : অধিকাংশ মানুষ খারাপ আক্বিদা পন্থীদের পাশে জেনে শুনে বসছে, তাদের কি হুকুম?

উত্তর : হারাম, খারাপ আক্বিদা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে পুরোপুরি, বন্ধুত্ব সূলভ হলে দ্বীনের জন্য ধ্বংসাত্মক বিষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

اِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

-তাদের নিজেদের থেকে দূরে রাখ, তাদের থেকে দুরে পলায়ন কর, তারা যেন তোমাদের পথভ্রষ্ট না করে, কোথাও তারা যেন তোমাদের ফিৎনায় না ফেলে।

নিজ আত্মার উপর ভরসাকারী বড় মিথ্যুকের উপর ভরসা করছে, আত্মা যদি কোন কথা শপথ করে বলে তাহলে সব চাইতে বড় মিথ্যুক, কেবল মাত্র ওয়াদা

করলে নয়। বিশুদ্ধ হাদিসে বলেন, যখন দাজ্জাল বের হবে কিছু মানুষ তাকে তামাশা স্বরূপ দেখার জন্য যাবে যে আমরা তো আমাদের ধর্মের উপর অটল আছি, আমাদের তা দ্বারা কি ক্ষতি হবে সেখানে গিয়ে ঐ রূপই হয় যাবে। হাদিসে আছে- 'নবী ﷺ বলেন, আমি হলফ করে বলছি, যে যে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তার হাশর তাদের সাথে হবে।' নবীর বাণী আমাদের ঈমান উপরন্তু হুযূরের শপথ করা বলা। অন্য হাদিসে আছে, 'যে কাফেরদের সাথে ভালবাসা রাখবে সে তাদের দলভূক্ত হবে।' ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি رحمة الله عليه 'শরহুস্ সুদুর' এ বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাফেজীদের সাথে উঠা বসা করত। যখন তার মৃত্যুর সময় আসে মানুষেরা প্রথা অনুযায়ী তাকে কলেমা তৈয়্যিবার তালকিন (শিক্ষা) দেয়। সে বলে, বলতে পারছিনা জিজ্ঞেস করা হয় কেন? সে বলে এ দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলছে, তুমি তাদের সাথে উঠা বসা করতা যারা আবু বকর ও ওমরকে মন্দ বলতো, এখন এ চাইতেছে যে, কলেমা পড়ে পার পেয়ে যাও, কখনো পড়তে দেব না। এটি হচ্ছে মন্দ আক্বিদা ওয়ালাদের সাথে উঠা বসার কুফল। যখন সিদ্দিক ও ফারুকের নিন্দাকারীদের সাথে উঠা-বসার এ কুফল হয় তাহলে কাদিয়ানী, ওয়াহাবী ও দেওবন্দীদের সাথে উঠা বসার বিপদ কিরূপ কঠোর হবে? তাদের নিন্দা সাহাবা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো, এদের নিন্দা নবীগণ বিশেষত সৈয়্যদুল আম্বিয়া পর্যন্ত।

প্রশ্ন : যদি কর্মচারী হয় ও তোষামোদ করতে থাকে?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল ﷺ-এর শত্রুদের সাথে এরূপ আচরণ কর যে রূপ নিজ শত্রুদের সাথে কর।

প্রশ্ন : হুযূর! 'মজযুব' এর পরিচয় কি?

উত্তর : সত্যিকার মজ্যুব'র পরিচয় এই যে, পবিত্র শরীয়তের কখনো বিরোধীতা করে না। হযরত সৈয়্যদি মুসা সোহাগ رحمة الله عليه বিখ্যাত মজযুব ছিলেন। 'আহমদাবাদ' এ তার মাজার শরীফ। আমার জিয়ারতের সুযোগ হয়েছে। নারী সুলভ বাহ্যাবয়বধারী ছিলেন। একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। বাদশাহ, কাজি ও শীর্ষস্থানীয়রা একত্রিত হযে হযরতের কাছে দোয়ার জন্য গমণ করেন। তিনি অস্বীকার করতে ছিলেন। আমি কি দোয়ার উপযোগী ! যখন মানুষের আশা, কান্না কাটি সীমা ছাড়িয়ে গেল, একটি পাথর উঠান ও অন্য হাতের চুরির দিকে নিয়ে যান এবং আকাশের দিকে মুখ করে বলেন, 'বৃষ্টি দিন অথবা আপনার সোহাগ নিয়ে যান।' এটা বলতে না বলতে মেঘমালা

পর্বতের আকার ধারণ করে এবং জলস্থল পানিতে পূর্ণ করে দেয়। একদিন জুমার নামাযের সময় বাজারে যাচ্ছেন, ঐদিকে শহরের কাজি জামে মসজিদে যাচ্ছিলেন, তাকে দেখে সৎ কাজের নির্দেশ দেন, 'এ পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম, পুরুষদের পোষাক পরিধান কর এবং নামাযে চল।' তা অস্বীকার করেন নাই এবং বিরোধীতা ও করেন নাই চুরি সমূহ, অলংকারাদি এবং নারী সূলভ পোশাক খুলে ফেলেন, নামাযের উদ্দেশ্যে চলেন। খুৎবা শ্রবণ করেন, যখন জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইমাম তাকবীর তাহরিমা বলে, 'আল্লাহু আকবর' শুনা মাত্রই তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আল্লাহু আকবর আমার স্বামী জীবিত মৃত্যুবরণ করেন না, এ আমাকে বিধবা করছে।' এটুকু বলামাত্রই মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঐ লাল পোশাকই ছিল এবং ঐ চুরি সমূহ পরিহিত ছিলো। অন্ধ তকলিফ করে তার মাজারের কিছু প্রতিবেশীকে দেখেছি এখনো পর্যন্ত কানের দূল, কড়া ও বর্ম পরিধান করছে- এটি পথভ্রষ্টতা। সুফি অনুসন্ধানী তার মুকাল্লিদ নাস্তিক।

প্রশ্ন : সত্যিকার ওয়াজদ এর পরিচয় কি?

উত্তর : এটি ফরজ ও ওয়াজিব সমূহের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে না। হযরত সৈয়দ আবুল হোসাইন আহমদ নুরী'র ওয়াজদ আসল, তিন রাত তিন দিন অতিক্রম করল, হযরত সৈয়্যদুত তায়িফা জুনাইদ বাগদাদী رحمة الله عليه-এর সমসাময়িক ছিলেন। কেউ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رحمة الله عليه-কে উক্ত অবস্থা বর্ণনা করে। তিনি বলেন, নামাযের কি অবস্থা? বলে, নামাযের সময় সজাগ ও সাবধান হয়ে যায় অতঃপর পূর্বাবস্থায় চলে যায়। বলেন, আলহামদু লিল্লাহ তার ওয়াজদ শুদ্ধ (অতঃপর বলেন) নামায যতক্ষণ হুঁশ জ্ঞান বাকী থাকে কোন সময় মাফ হবে না। রমজান শরীফের রোজা সফর অবস্থায় অথবা রোগ অবস্থায় রোজা রাখার সামর্থ নেই অনুমতি আছে যে কাজা করার (না রাখার) অনুরূপ যাকাত সাহেব নেসাব (নেসাবের মালিকের) উপর ফরজ, হজ্ব সামর্থবানের উপর ফরজ তবে নামায সকলের উপর সর্ব অবস্থায় ফরজ এমনকি কোন গর্ভবতী মহিলার বাচ্চা অর্ধেক বের হয়েছে নামাযের সময় এসে গেছে তা হলে সে এখনো প্রসব পরবর্তী স্রাববর্তী মহিলার অন্তর্ভূক্ত নয়। গর্ত খনন করবে অথবা চেক্সির উপর বসবে এভাবে নামায পড়বে যাতে সন্তানের কোন কষ্ট না হয় অথবা রুগ্ন দাঁড়ানোর শক্তি নেই দেয়াল লাঠি অথবা কোন ব্যক্তির সাহায্যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। যদি বেশীক্ষণ দাঁড়াতে না পারে তাহলে যতক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব

দাঁড়ানো ফরজ যদিও এ পরিমাণ যে, তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলবে। অতঃপর বসে যাবে যদি বসতেও না পারে তাহলে শুয়ে শুয়ে ইশারা দিয়ে পড়ে নেবে। হুযূর অধিক পরিমাণ নামায পড়তেন এমন কি পবিত্র পদযুগল ফুলে যেত। সাহাবাগণ আরজ করতেন হুযূর এতটুকু পরিমাণ কষ্ট সহ্য করছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা হুযূরকে প্রত্যেক দিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন- اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا 'কি আমি পূর্ণ কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?' এমনকি মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই পূর্ণ মহব্বত সহ ইরশাদ করেন,

طٰهٰ ۝١ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝٢

-হে পূর্ণিমার চাঁদ! আমি আপনার উপর কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করি নাই যে, আপনি কষ্টে পড়বেন।[৫৬]

মোটকথা নামায মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ও মাফ নেই। আল্লাহ্ আজ্জা ওয়াজাল্লা ইরশাদ করেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝٩٩

হে বান্দা! তোমার প্রভুর ইবাদত করে যাও যতক্ষণ না তোমার কাছে মৃত্যু আসে।[৫৭]

একজন বুযর্গ বয়সের ভারে অত্যন্ত দূর্বল হয়ে গিয়েছেন, পাঁচ ওয়াক্তে মসজিদে উপস্থিতি ত্যাগ করেন নাই, এক রাত এশার নামাযের উপস্থিতিতে পড়ে যান ও আহত হন নামাযের পর আরজ করেন, প্রভু! আমি এখন নিতান্ত দূর্বল হয়ে পড়েছি। বাদশাহ নিজ দূর্বল কর্মচারীদেরকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেন, আমাকে অব্যাহতি দিন। তার প্রার্থনা কবুল হয় তবে এভাবে যে, সকালে যখন ওঠে উন্মাদ অবস্থায় অর্থাৎ যতক্ষণ সুস্থ বিবেক থাকে নামায মাফ হবে না।

সত্যিকার মজযুবরা ও নামায বর্জন করেন না যদিও মানুষরা তাদের পড়তে না দেখে। কেউ হুযূর সৈয়্যদ গাউছুল আজম رضي الله عنه-এর কাছে হযরত সৈয়্যদি কদিব আলবান মুসিলী কুদ্দিসা সিররুহুর অভিযোগ করেন যে, তাকে কখনো

[৫৬]. আল কুরআন, সূরা ত্বহা, আয়াত : ১-২
[৫৭]. আল কুরআন, সূরা হিজর, আয়াত : ৯৯

নামায পড়তে দেখেন নাই। তিনি বলেন, তাকে কিছু বলোনা, তার মস্তক সর্বদা কাবা ঘরে সিজদারত।

প্রশ্ন : পুরুষের খোপা রাখা জায়েয আছে কি নাই কোন কোন ফকির খোপা রাখছে?

উত্তর : হারাম। হাদিসে আছে-

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

-আল্লাহর অভিশাপ এরূপ লোকদের উপর যারা মহিলাদের সাদৃশ্য রাখে এবং এমন মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

প্রশ্ন : জারজ সন্তানের পীছনে নামায হবে কি হবে না?

উত্তর : যদি তার থেকে ইলম ও তাকওয়ায় অধিক যোগ্য অথবা তার সমকক্ষ জামায়াতে উপস্থিত থাকে তা হলে তাকে ইমাম বানানো উচিৎ নয়। হ্যাঁ, এ (জারজ সন্তান) উপস্থিত সকলের চাইতে ইলম ও তাকওয়ায় অধিক উপযুক্ত, যোগ্য হয় তাহলে তাকে ইমাম বানানো যাবে।

প্রশ্ন : হুযূর! তাতে বাচ্চার কি অপরাধ?

উত্তর : শরীয়তের নিকট জামায়াতের অধিক মানুষের গুরুত্ব অত্যাধিক। ইমামের মধ্যে যখন এমন কোন বিষয় থাকে যাদ্বারা সমাজ বাসীর ঘৃণা এবং জামায়াতে মানুষের স্বল্পতার কারণ হয় তখন তার ইমামতি মাকরূহ হবে। জামায়াতের প্রতি উৎসাহের কারণে মুস্তাহাব হচ্ছে যোগ্যতার মধ্যে সমান হওয়ার পর ইমামের সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়া (অতঃপর বলেন,) নামাযকে মানুষেরা সহজ মনে করেছে সাধারণ মানুষের কথা কি বলব অনেক বড় বড় আলেম দাবীদারের নামাযও শুদ্ধ হচ্ছে না। (অতঃপর বলেন) ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া উচিৎ, কখনো নিজের আমলের উপর অহংকারী হও না। কারো গোটা জীবনের সৎ কর্ম সমূহ তার প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত একটি নিয়ামতের সমকক্ষ হয় না। আগেকার উম্মতদের মধ্যে একজন আল্লাহর সৎ বান্দাহ সমুদ্রের মধ্যে একটি পাহাড়ে যেখানে মানুষের চলাচল ছিল না রাত দিন আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা উক্ত পাহাড়ের উপর তার জন্য আনারের একটি বৃক্ষ জন্মান এবং একটি মিষ্টি ঝর্ণা প্রবাহ করেন। তিনি আনার খেতেন ও ঝর্ণার পানি পান করতেন অতঃপর আল্লাহর এবাদত করতেন এভাবে চারশ বছর অতিবাহিত করেন। উল্লেখ্য যে, যখন মানুষ একাকী নির্জনতায় জীবন যাপন করেন অন্য কেউ না থাকে তখন না

মিথ্যা বলতে পারে, না কারো দোষ চর্চা করতে পারে, না চুরি করে, না অন্য কোন অপরাধ করতে পারে- যার সম্পর্ক অন্যের সাথে হয়। অধিকাংশ পাপ এ সব কাজগুলোতেই হয়। তার মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয় হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম আগমন করেন। তিনি বলেন, আমাকে এটুকু সময় দিন যে, আমি নতুন অজু করতঃ দু'রাকাত নামায পড়ে নিই। যখন আমি দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় যাব তখন রূহ কবজ করে নেবেন। তিনি বলেন, আমি আপনার এতটুকু অনুমতি এনেছি। তিনি অজু করেছেন ও দু'রাকাত নামায পড়েন দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদায় ইন্তেকাল করেন। তার দেহ অক্ষত আছে, এখনও পর্যন্ত উক্ত সিজদাবনত। জিব্রাঈল আমিন আলাইহিস সালাম হুযূর ﷺ-এর কাছে আরজ করেন, আমরা যখন আসমান থেকে অবতরণ করতাম অথবা আসমানে গমন করতাম তাকে ঐ রূপ সিজদাবনত দেখতাম। এই আল্লাহর বান্দা যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবেন ইবাদত ব্যতীত তার আমলনামায় কোন গোনাহ-ই থাকবে না হিসাব ও মিজানের কি প্রয়োজন? আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

إِذْهَبُوْا بِعَبْدِىْ إِلَى جَنَّتِى بِرَحْمَتِىْ.

-আমার বান্দাকে আমার জান্নাতে আমার রহমতে নিয়ে যাও।

তার মুখ দিয়ে ফসকে বের হবে, হে আমার প্রভু! বরং আমার আমল দ্বারা অর্থাৎ আমি আমল-ই এরূপ করেছি যা দ্বারা বেহেশতের হকদার হয়েছি। ইরশাদ হবে, তাকে নিয়ে যাও, পাল্লা দাঁড় করাও তার চারশত বছরের ইবাদত এক পাল্লায় এবং আমার নিয়ামত সমূহ থেকে যা আমি তাকে চারশত বছরের মধ্যে দিয়েছি তন্মধ্যে দৃষ্টি শক্তিকে অপর পাল্লায় রাখ, পরিমাপ করা হবে তার চারশত বছরের ইবাদত থেকে এই একটি নিয়ামতের মূল্য অধিক হবে। ইরশাদ হবে-

إِذْهَبُوْا بِعَبْدِىْ إِلَى نَارِىْ بِعَدْلِىْ.

-আমার বান্দাকে আমার নরকে নিয়ে যাও আমার আদল (ন্যায় বিচার) অনুপাতে।

এতে সে হতবাক হযে বলবে, না, হে আমার প্রভু বরং তোমার রহমত দ্বারা। ইরশাদ হবে-

إِذْهَبُوْا بِعَبْدِىْ إِلَى جَنَّتِىْ بِرَحْمَتِىْ.

-আমার বান্দাকে আমার জান্নাতে আমার রহমত দ্বারা নিয়ে যাও।

কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে নামায সম্পর্কেই জিজ্ঞাস করা হবে (এর পর হাশরের কিছু অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন) আদিঅন্তের সব মানুষ একত্রিত হবে উক্ত দিন অণু পরমাণুর হিসাব হবে। কিছু মুসলমানকে ও নিজের পাপের কারণে আজাব দেয়া হবে। কোন মুসলমানকে পূর্ণ শাস্তি ভোগ করতে হবে না শাস্তি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হুযূর ﷺ-এর শাফায়াত তাকে মুক্তি দেবে। শাস্তি যদি পূর্ণ হয়ে যেত তাহলে মুক্তি অনায়াসে হয়ে যেত, শাফায়াতের কি কাজ হত তবে শাফায়াত তাদের মাফ করে দেবে, অতএব প্রমাণিত হয় শাস্তি পূর্ণ হতে পারবে না। (অতঃপর বলেন) একজন বান্দাহ উপস্থিত হবে, মহান প্রভুর নির্দেশ হবে, তার আমলনামা তাকে দেয়া হোক তা দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে, আপাদমস্তক পাপে ভর্তি হবে। নিজের আমলনামা নিজেই পড়বে। তাতে ছোট বড় সব লিপিবদ্ধ থাকবে। এ ব্যক্তি ছোট ছোট গুণাহ প্রকাশ করবে এবং বড় গুণাহ সমূহ এড়িয়ে যাবে, (আল্লাহ আজ্জা ওযা জাল্লা) বলবেন, পড়েছ? সে বলবে, পড়েছি। তিনি বলবেন, হে আমার ফেরেশতারা! তার প্রতিটি পাপের বিনিময়ে একটি পূণ্য লিপিবদ্ধ কর, ঐ সময় সে চিৎকার দিয়ে বলবে, প্রভু! আমার বড় বড় গুণাহ তো রয়ে গেল, আমি শুধুমাত্র ছোট গুণাহ পড়েছি। এ সবগুলো নবী ﷺ-এর বদান্যতায়। হাদিসে আছে, যখন এ পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

-অবশ্যই শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে এ পরিমাণ দেবেন যে, আপনি রাজি হবেন।[৫৮]

হুযূর শফিউল মুজনিবীন ﷺ ইরশাদ করেন-

إِذَنْ لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِى فِى النَّارِ.

-এরূপ হলে আমি রাজি হব না যদি আমার একজন উম্মতও নরকে থাকে।

কিয়ামতের দিন দোযখের দারোগা হুযূর ﷺ-এর শাফায়াত দেখে আরজ করবেন, হুযূর নিজ উম্মতের মধ্যে আল্লাহর গজবের জন্য কোন অংশই রাখেন নাই। (অতঃপর বলেন) কিয়ামতের দিন দু'জন বান্দাকে দোযখ থেকে বের

৫৮. আল কুরআন, সূরা আদ দোহা, আয়াত : ৫

করা হবে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা বলেন, যা কিছু তোমাদের পৌঁছেছে তোমাদের কর্মের বিনিময় স্বরূপ ছিল, আমি কারো উপর জুলুম করব না তোমরা পুণরায় জাহান্নামে চলে যাও। উভয়ের মধ্যে একজন দৌড়িয়ে জাহান্নামের দিকে যাবে অপরজন আস্তে আস্তে যাবে। নির্দেশ দেয়া হবে, ফিরিয়ে নিয়ে এসো, উক্ত দ্রুতগতি ও ধীর গতির কারণ জিজ্ঞাসা কর, তড়িঘড়ি কারী আরজ করবে, হে আমার প্রভু! অবাধ্যতার কারণে এসব কিছু দেখেছি, এখনো কি অবাধ্যতা করতে পারি, অপরজন আরজ করবে; প্রভু! আমার আশা ছিল না যে, জাহান্নাম থেকে বের করতঃ আমাকে পুণঃ পাঠানো হবে। নির্দেশ দেবেন, উভয়কে জান্নাতে নিয়ে যাও।

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে, আলিমের সান্নিধ্যে বসলে মানুষ পরিবর্তন হয়ে যায়?

উত্তর : হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

اُغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ.

-এ অবস্থায় সকাল কর যে, তুমি জ্ঞানী অথবা শিক্ষার্থী অথবা শ্রোতা অথবা জ্ঞান প্রেমিক এবং পঞ্চম ব্যক্তি হওনা, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : যায়দ নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে, আলেমদের থেকে মতামত চেয়েছে হালালার বিধান পেল, যদি হালালা না করে ফিরিয়ে আনে?

উত্তর : অকাট্য হারাম, যখন ইদ্দত শেষ হয়, তালাক প্রাপ্তার বিবাহ অন্যের সাথে হয় সে তার সাথে সঙ্গম করে অতঃপর সে তালাক দেয় অতঃপর ইদ্দত চলে যায় এরপর যাইদের সাথে বিবাহ হতে পারে। এ ছাড়া সত্যিকার অর্থে ব্যভিচার হবে। (এ প্রসঙ্গে বলেন) একজন মহিলা সাহাবীকে তার স্বামী তিন তালাক দেয়, উক্ত মহিলা সাহাবী অন্যকে বিবাহ করেন সঙ্গম না করে রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হয় আরজ করেন, যদি সে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে কি আমি প্রথম ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারব? তিনি ইরশাদ করেন-

لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

মহান আল্লাহ এটি দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখেছেন যেন মানুষ তিন তালাক দিতে ভয় করে ও তা থেকে বিরত থাকে তবে এর পরও খেয়াল করছেনা যে, তিন তো কিছু না যখন তালাক দেয় অগণিত দেয়।

প্রশ্ন : হুযূর! যদি স্ত্রীর ইন্তিকাল হয়ে যায়, তাহলে তার স্বামীর স্পর্শ করার অনুমতি নেই, না কাঁধে নেবে, না মুখ দেখবে।

উত্তর : এ মাসয়ালাটি মূর্খদের মাঝে খুবই প্রসিদ্ধ এবং একেবারে ভিত্তিহীন। হ্যাঁ, প্রতিবন্ধক ব্যতীত তার দেহে নিশ্চিত হাত লাগাতে পারবে না। কাঁধে বহণ করতে পারবে, কবরেও নামাতে পারবে। যদি মৃত্যু এমন স্থানে আসে যেখানে স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ নেই তাহলে স্বামী নিজ হাতে কাপড় জড়িয়ে মৃতকে তায়াম্মুম করাবে তবে মহিলার নিঃশর্তভাবে নিজ মৃত স্বামীকে স্পর্শ করার অনুমতি আছে।

প্রশ্ন : যায়দ যদি মরে যায়, স্ত্রী তার টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, তার ভাই বোনকে বঞ্চিত করে।

উত্তর : যদি তার মহর এ পরিমাণ ছিল যে, যায়দের পরিত্যক্ত সম্পদ তার মহর আদায় পরিবেষ্টন হয়ে যায় তাহলে ইচ্ছাধীন ছিল নতুবা নিজ মহরও অংশের অতিরিক্ত যবরদখল হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন : যদি কোন মুরিদের নিজ শাইখের কাছে অধিক যোগাযোগ থাকে, এতে তার পীর ভাই ব্যথা পাচ্ছে।

উত্তর : এটি হিংসা যা জাহান্নামে নিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলায়হিস সালাম-কে এ মর্যাদা দেন যে সমস্ত ফেরেশতাদেরকে সিজদা করান। শয়তান হিংসা পরায়ন হয়ে যায়, সে জাহান্নামে চলে যায়। যদি কারো কাছে নিজের তুলনায় অধিক সম্পদ দেখে তা হলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে যে, আমাকে এতগুলো সম্পদ দিয়ে পরীক্ষায় ফেলানো হয় নাই, দ্বীনের বিষয়ে যদি কারো কাছে নিজের থেকে অধিক দেখে তার হস্ত চুম্বন করবে ও শ্রদ্ধা করবে। কারো প্রতি হিংসা করা মহান প্রভুর উপর আপত্তি করা যে, তাকে কেন অধিক দিয়েছেন এবং আমাকে কম দিয়েছেন।

প্রশ্ন : শোকসভায় খেলাধূলা আছে তা জেনে শুনে যাওয়া কিরূপ?

উত্তর : যাওয়া উচিৎ নয়, অবৈধ কাজে জানমাল দিয়ে যেভাবে সাহায্য হয় অনুরূপভাবে সমাবেশকে বৃদ্ধি করার দ্বারাও সাহায্য হয়। অবৈধ কাজের তামাশা দেখাও অবৈধ, বানর নাচানো হারাম, তার তামাশা দেখাও হারাম। দুররে মুখতার ও তাহতাভীর টিকায় উক্ত মসয়ালাগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। বর্তমানে মানুষেরা উক্ত মসয়ালা সমূহ থেকে উদাসীন। খোদাভীরু লোকেরা যাদের শরীয়তের সতর্কতা আছে তারা ভুলবশতঃ ভাল্লুক ও বানরের তামাশা অথবা মোরগের যুদ্ধ দেখে জানেনা তাতে পাপী হচ্ছে। হাদিসে আছে- 'যদি কোন সৎ কাজের মাহফিল হয় এবং সে যেতে না পারে সংবাদ পাওয়ার পর যদি সে আফসোস করে তাহলে ঐ পরিমাণ পূণ্য মিলবে যে পরিমাণ পূণ্য

অংশগ্রহণকারীদের মিলেছে। যদি মন্দ কাজের মাহফিল হয় সে যেতে না পারার কারণে আফসোস করে তাহলে যে পাপ অংশগ্রহণকারীদের হয়েছে তারও হবে।'

প্রশ্ন : বুযর্গদের ফটো বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নেয়া বা রাখা কিরূপ?

উত্তর : পবিত্র কাবায় হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল ও হযরত মরিয়মের ফটো ছিলো। এরা ছিলেন পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ ছবি রাখা ছিল না জায়েয কাজ। হুযূর ﷺ স্বয়ং নিজ হাতে ঐগুলো ধুয়ে মুছে দেন।

প্রশ্ন : ফজর নামাযে দোয়া কুনুত পড়া কি ফল দেয় এবং তা পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর : যদি (মায়াজাল্লা) কোন বিপদ হয় এবং তা ভীষণ, সর্বগ্রাসী হয়। তা পড়ার নিয়ম এই যে, দ্বিতীয় রাকাতে আলহামদু ও সূরার পর আল্লাহু আকবর বলে ইমাম দোয়া কুনুত পড়বে এবং মুক্তাদিরা দোয়া প্রার্থনা করবে অথবা আমিন বলবে।

প্রশ্ন : অজু করার সুন্নাত পন্থা কি?

উত্তর : অজু করার জন্য যখন বসবে প্রথমে بِسْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى دِيْنِ الْإِسْلَامِ পড়ে নেবে। যে অজু আল্লাহর নামে শুরু করা হবে গোটা শরীরকে পবিত্র করে দেবে নতুবা যেখানে পানি পৌছবে ঐ স্থান বা অঙ্গ সমূহ পবিত্র হবে অতঃপর উভয় হাত পাঞ্জা পর্যন্ত তিন বার এভাবে ধৌত করবে যে প্রথমে ডান হাতে বাম হাত দিয়ে পানি দেবে ও তিন বার ধৌত করবে অতঃপর বাম হাতে ডান হাত দিয়ে পানি দিয়ে তিন বার ধৌত করবে, মনে রাখবে দু'আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে যেন পানি পৌছে অতঃপর তিনবার কুল কুচা (কুল্লি) এভাবে করবে মুখের প্রত্যেকটি স্থানে এবং দাঁতের সবগুলো ফাঁকে যেন পানি পৌছে, অজুতে এভাবে কুল্লি করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং গোসলে ফরজ। অধিকাংশ মানুষকে দেখেছি যে তারা তাড়াতাড়ি তিনবার পুচ্ পুচ্ করে অথবা নাকের মাথায় তিন বার পানি লাগায় এ রূপ করার দ্বারা অজুর সুন্নাত আদায় হয় না। একবার দু'বার এরূপ করার দ্বারা সুন্নত বর্জনকারী এবং অভ্যস্ত হলে পাপী ও ফাসেক হয়ে যায় এবং গোসলে ফরজ অনাদায়ী থেকে যায়। অতএব গোসল তো হবেই না, কেননা নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছানো অজুতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং গোসলে ফরজ। দাঁড়ি যদি থাকে খুব ভালভাবে ভেজাতে হবে যদি একটি লোমের গোড়া ও শুকনো থাকে এবং পানি তাতে না পৌছে তাহলে অজু হবে না। মুখে পানি দেয়া লম্বার মধ্যে কপালের চুলের গোড়া থেকে

থুথুনির নীচ পর্যন্ত, প্রস্থের মধ্যে কানের এক লতি থেকে অপর লতি পর্যন্ত পানি পৌছাবে। অতঃপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত এভাবে ধৌত করবে পানির ধার কনুই পর্যন্ত সমানভাবে পড়তে হবে, এরূপ নয় পাঞ্জা থেকে তিন বার পানি ছেড়ে দিল এবং তা কনুই পর্যন্ত প্রবাহিত হল এ অবস্থায় কুনইর কবজি সমূহে পানি প্রবাহিত না হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একটি লোমও শুকনো না থাকে। যদি পানি কোন লোমের গোড়াকে সিক্ত করত: প্রবাহিত হল উপরের অংশ শোকনো রয়ে গেল তা হলে অজু হবে না অতঃপর মাথার চুল সমূহ মসহ করবে। মাথার এক চতুর্থাংশ মসহ করা ফরজ। সম্পূর্ণ মাথা মসহ করা সুন্নাত। উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুলি ছাড়া তিন তিন আঙ্গুল এবং তার দিকে টেনে নিয়ে যাবে অতঃপর হাতের বাকী অংশ গ্রীবা থেকে কপাল পর্যন্ত আনবে শাহাদত আঙ্গুলির পেট দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মসহ (মর্দন) করবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি পেট দ্বারা কানের বাইরের অংশ এবং হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড়ের পিছনের অংশ মসহ করবে, গলায় হাত আনবেনা যা বিদয়াত অতঃপর পদযুগ গিরার উপরি অংশ পর্যন্ত ধৌত করবে, প্রত্যেক অঙ্গ প্রথমে ডান অতঃপর বাম ধুবে। কুলি করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

'প্রভু! আমাকে সাহায্য করুন কুরআনের তেলাওয়াতের, আপনার জিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদতের।'

নাকে পানি দেয়ার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ.

'প্রভু! আমাকে বেহেশতের সুঘাণ দান করুন এবং দোযখের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচান।'

মুখ ধৌত করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ.

'হে প্রভু! আমার মুখ উজালা করুন ঐ দিন যেদিন কিছু মুখ উজালা হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে।'

ডান হাত ধৌত করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَّسِيْرًا.

'প্রভু! আমার আমলনামা (কর্ম বিবরণী খাতা) আমার ডান হাতে দিন, আমার থেকে সহজ হিসাব নিন।'

বাম হাত ধৌত করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ لاَ تُعْطِنِى كِتَابِى بِشِمَالِى وَلاَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ.

'প্রভু! আমার আমলনামা আমার বাম হাতে দেবেন না এবং আমার পীঠের পিছনে ও দেবেন না।'

মাথা মসহ করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِى تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ.

'প্রভু! আমাকে আপনার আরশের নিচে ছায়া দিন, যেদিন আপনার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।'

উভয় কান মসহ করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ.

'প্রভু! আমাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যাঁরা কান লাগিয়ে কথা শ্রবণ করেন অতঃপর উত্তম কথার অনুসরণ করেন।'

ঘাড় মসহ করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتِى مِنَ النَّارِ.

প্রভু! আমার ঘাড় দোযখ থেকে মুক্ত করুন।'

ডান পা ধৌত করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِى عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ.

'প্রভু! আমার পদযুগল পুলসিরাতের উপর ধরে রাখুন, যেদিন পদ সমূহ স্খলিত বা পিছলিয়ে যাবে।'

বাম পা ধৌত করার সময় বলবে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِى مَغْفُوْرًا وَسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَتِجَارَتِى لَنْ تَبُوْرَا.

'প্রভু! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করুন, আমার প্রচেষ্টা সমূহ লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দিন, আমার ব্যবসা ধ্বংস করবেন না।'

প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় দরূদ শরীফ পড়বে। অজু শেষে আসমানের দিকে মুখ তোলে কলেমা শাহাদত পড়বে অতঃপর বলবে,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

'প্রভু! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন, আমাকে পবিত্র অর্জনকারীদের দলভূক্ত করুন।'

বেহেশতের আটটি দরজা তার (এভাবে অজু কারীর) জন্য খুলে দেয়া হবে। (এ প্রসঙ্গে বলেন) একবার গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়, একজন আলেম আমার সঙ্গে ছিলেন। ফজরের নামাযের জন্য তিনি অজু করেন, ভোঁর (চোখ ও ললাটের মধ্যস্থিত কেশরাজি) উপর পানি ঢালেন যখন তাকে বলা হয় (এভাবে অজু করেছেন কেন?) তিনি বলেন, তাড়াহুড়ার কারণে, যাতে সময় চলে না যায়। আমি বলি, তাহলে অজু বিহীন পড়তে পারতেন। আমি মনে রাখি, জোহরের সময় দেখি, তিনি ঐ সময় ও অনুরূপ অজু করেছেন আমি বলি: এখন তো সময় শেষ হচ্ছে না। বর্তমান মানুষের সাধারণত: এটিই অভ্যাস। গোসলে সে পরিমাণ সাবধানতা প্রয়োজন সে পরিমাণ উদাসীনতা হচ্ছে- আল্লাহ মাফ করুন। (অতঃপর বলেন,) নামাযে সিজদা করছে পদযুগলের আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগ ভূমির সাথে স্পর্শ হচ্ছে অথচ বিধান হচ্ছে পেট স্পর্শ করার, এক আঙ্গুলের পেট মাটি স্পর্শ করা ফরজ, সবগুলো স্পর্শ করা সুন্নাত। অতঃপর নাকের অগ্র ভাগের উপর সিজদা করছে অথচ বিধান হচ্ছে যতটুকু পর্যন্ত হাঁড়ের শক্ত অংশ আছে তা স্পর্শ করা উচিৎ। সাধারণত দেখা যাচ্ছে রুকু থেকে সামান্য মাথা তুলে সিজদায় চলে যায়, সিজদা থেকে এক বুশ মাথা তোলা অনেক, সামান্য তোলেই দ্বিতীয় সিজদা হযে গেল অথচ পূর্ণ সোজা দাঁড়ানো এবং বসা উচিৎ। এভাবে ষাট বছর নামায পড়লেও কবুল হবে না। জনৈক মসজিদে নববীতে উপস্থিত হন, খুব দ্রুত নামায পড়েন, নামায শেষে নবী ﷺ-এর কাছে এসে সালাম আরজ করেন, তিনি বলেন,

وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.

-ফিরে যাও, অতঃপর নামায পড় কেননা তুমি নামায পড় নাই।

তিনি দ্বিতীয়বার অনুরূপ নামায পড়েছেন পুণরায় উক্ত নির্দেশ দিয়েছেন। সব শেষে তিনি আরজ করেন, শপথ ঐ সত্তার যিনি হুযূরকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এরূপ নামাযই পড়তে জানি। হুযূর আমাকে শিক্ষা দিন, তিনি বলেন, 'ধীর স্থিরভাবে রুকু সিজদা কর, রুকু থেকে সোজা দাঁড়াও, উভয় সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বস।'

প্রশ্ন : হুযূর যার মধ্যে ৯৯ (নিরানব্বই) অংশ কুফুরী কার্যকলাপ আছে এবং এক অংশ ইসলামী কার্যকলাপ আছে তার হুকুম কি?

উত্তর : কাফের। কেউ বলতে পারবেনা যে, আল্লাহ তায়ালাকে এক সিজদা কর এবং ৯৯ (নিরানব্বই) সিজদা কর মহাদেবীকে মুসলমান থাকবে, যদি ৯৯ (নিরানব্বই) সিজদা আল্লাহকে এবং একটিও মহা দেবীকে করে তাতেও কাফের হয়ে যাবে। গোলাপে এক ফোটা পেশাব দেয়া হলে তা পাক থাকবে কি নাপাক হবে? হঠাৎ এক সফরে কারো উষ্ট্রী হারিয়ে গেল, হুযূর ﷺ বলেন, অমুক জঙ্গলে, তার রশি বৃক্ষে আটকে গিয়েছে। যায়দ বিন লসিত মুনাফিক বলে মুহাম্মদ ﷺ বলছেন, উষ্ট্রী অমুক জঙ্গলে, হুযূর অদৃশ্যের খবর কি জানবেন-

قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴿٦٦﴾

-আপনি বলুন, কি আল্লাহ, তার আয়াত সমূহ এবং তার রসূলের সাথে বিদ্রুপ করছ? অপারগতা প্রকাশ করো না, অবশ্যই তোমরা কাফের হয়ে গেছে তোমাদের ঈমানের পর।[৫৯]

৯৯ (নিরানব্বই) গণনা করেন নাই, একটি গণনা করেছেন। আলেমদের ইরশাদ হচ্ছে- কারো থেকে কোন কথা বের হল, যার একশটি অর্থ হতে পারে ৯৯ (নিরানব্বই)'র উপর কুফুরী আবশ্যক হয় একটি অর্থ ইসলামের দিকে তার কুফুরীর সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। যতক্ষণনা জানা যাবে সে কোন কুফুরী অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মাসয়ালাটি এরূপ ছিলো, বিধর্মীরা কি করতে কি করে ফেলেছে, তার খুবই স্পষ্ট বর্ণনা আমার পুস্তক 'আইনায়ে কিয়ামতে' আছে। এখানেও জানা হয়ে গেল যে, সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকার কারী হবে সে কাফের হয়ে যাবে যে শব্দ উক্ত মুনাফিক বলেছে যা কুরআন আজিম বর্ণনা করেছে তা বাহানা হতে পারে নাই কাফের হয়ে গেল, রাসূল অদৃশ্য জ্ঞান কি জানবে? হুবহু এ কথাটি 'তাকভিয়াতুল ঈমানে' লিপিবদ্ধ আছে- 'অদৃশ্যের কথা সমূহ আল্লাহ জানেন, রাসূলের কি খবর আছে।'

[৫৯]. আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত : ৬৫-৬৬

প্রশ্ন : আশুরার মাহফিলে শোকগাঁথা ইত্যাদির যা কিছু হয় তা শুনা উচিৎ কি উচিৎ নয়?

উত্তর : মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ সাহেবের কিতাব যা আরবী ভাষায় রচিত এবং হাসান মিঞা মরহুম আমার ভাইয়ের কিতাব 'আয়িনা-ই কিয়ামত' এ বিশুদ্ধ বর্ণনা সমূহ রয়েছে, তা শুনা উচিৎ অবশিষ্ট গুলো ভুল বর্ণনা পড়ার চেয়ে না পড়াও না শুনা অনেক উত্তম।

প্রশ্ন : উক্ত মাহফিল সমূহে ভাবাবেগ সৃষ্টি হওয়া কেমন?

উত্তর : আবেগ আপ্লুত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই, রাফেজীদের অবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নেই। কেননা مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ। উপরন্তু হক সুবহানাহু তায়ালা নিয়ামত সমূহ ঘোষণা করেন এবং বিপদে ধৈর্য্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। নবী ﷺ-এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার এবং উক্ত দিন ওফাতও লাভ করেন। ইমামগণ খুশি ও আনন্দ উদযাপন করেছেন শোক প্রকাশ না করার হুকুম দিয়েছে।

প্রশ্ন : এটি বিশুদ্ধ যে, মি'রাজ রজনীতে হুযূরে আকদাস ﷺ মহান আরশে পৌছেন, তিনি জুতো খুলে ফেলতে চান, যেহেতু হযরত মুসা আলাইহিস সালাম-কে তুর পর্বতে জুতো খুলে ফেলার নির্দেশ হয়েছিলো। হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো, হে হাবীব! জুতো সহ আপনি আগমণ করলে আরশের সৌন্দর্য ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

উত্তর : এ বর্ণনাটি নিছক বাতিল ও গর্হিত।

প্রশ্ন : মি'রাজ রজনীতে যখন বুরাক আনা হয়, হুযূর অশ্রুসিক্ত হয়ে যান। হযরত জিব্রাঈল কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন, আজ আমি বুরাকে আরোহণ করে যাচ্ছি, আগামী কিয়ামতের দিন আমার উম্মত খালি পায়ে পুলসিরাত পার হবে, এটি উম্মতের ভালবাসা ও স্নেহের কারণে সামঞ্জস্যশীল নয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন- 'এরূপ একটি একটি বুরাক হাশরের দিন আপনার প্রত্যেক উম্মতের কবরে প্রেরণ করব।' এ বর্ণনাটি শুদ্ধ কি শুদ্ধ নয়?

উত্তর : একেবারে ভিত্তিহীন, এরূপ জাল ও বানোয়াট আরো অনেক বর্ণনা আছে।

প্রশ্ন : খাওয়ার সময় প্রথমে 'বিছমিল্লাহ' পড়ে নেয়া যথেষ্ট?

উত্তর : হ্যাঁ। যথেষ্ট বিছমিল্লাহ ব্যতীত উক্ত খাবারে শয়তান শরীক হয়, মহান আল্লাহ তার উদ্দেশ্যে বলেন,

وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴿٦٤﴾

-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের অংশীদার হও (যারা বিছমিল্লাহ ব্যতীত আহার পানাহার করে)।[৬০]

তাদের আহার পানাহারে শয়তান শরীক হচ্ছে, বিছমিল্লাহ ব্যতীত যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করতে যায় তার সন্তানের মধ্যে শয়তানের ছাপ পড়ে। হাদিসে এ জাতীয় সন্তানকে مغربين বলেছেন, যা মানুষ ও শয়তানের সম্মিলিত বীর্ষ দ্বারা জন্ম লাভ করে। যদি আহারের প্রথমে ভুলে যায় এবং মধ্যখানে স্মরণ আসে তৎক্ষণাৎ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ পড়ে নেবে, শয়তান তখনই ভমি করে দেয়। আল্লাহর ফজলে আমি শয়তানকে ক্ষুধার্তই রাখি, এমনকি পান খাওয়ার সময় বিছমিল্লাহ, সুপারি মুখে দেওয়ার সময় বিছমিল্লাহ শরীফ, হ্যাঁ, হুক্কা টানার সময় বিছমিল্লাহ পড়ি না, তাহতাভীতে ঐ প্রসঙ্গে নিষেধাজ্ঞা লিপিবদ্ধ আছে, উক্ত পাপিষ্ট যদি তাতে অংশ নিত তাতে ক্ষতিগ্রস্থই হত, যেহেতু জীবনভর সে উপোস ও ক্ষুধার্ত এর উপর ধোঁয়া তার কলিজাকে ক্ষত-বিক্ষত করবে, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ধুমপান খুবই খারাপ লাগে। (অতঃপর বলেন,) শয়তান সর্বদা তোমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে, তা থেকে কখনো উদাসীন হও না।

প্রশ্ন : খারাপ ধারণা কি হারাম?

উত্তর : নিঃসন্দেহে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴿١٢﴾

-হে ঈমানদারগণ! অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই কিছু ধারণা পাপ।[৬১]

বিশুদ্ধ হাদিসে আছে-

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

-ধারণা থেকে দুরে থাকো, ধারণা জঘন্য মিথ্যা।

একদা ইমাম জাফর সাদেক رضي الله عنه একাকী একটি গুদড়ী (নানা রঙের কাপড়ে তালি দেয়া ফকিরের পোশাক) পরিধান করতঃ মদিনা তৈয়্যবা থেকে

[৬০]. আল কুরআন, সূরা ইসরা, আয়াত : ৬৪
[৬১]. আল কুরআন, সূরা হুজরাত, আয়াত : ১২

মক্কা মুয়াজ্জমায় তাশরিফ নিচ্ছিলেন, হাতে আছে কেবলমাত্র একটি টিনের ঘটি। শকীক বলখী رضي الله عنه দেখেন ও ধারণা করেন যে, এ ফকির অন্যের উপর বোঝা চাপিয়ে দিতে চান- এ শয়তানী কুমন্ত্রণা আসতে না আসতে ইমাম বলেন, শকীক! ধারণা সমূহ থেকে দুরে থাক। কেননা কিছু ধারণা পাপ হয়। নাম বলার কারণে ও কুমন্ত্রণার উপর অবগত হওয়ার কারণে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আশ্বস্ত হয়ে যান এবং ইমামের সফরসঙ্গী হয়ে যান। রাস্তায় একটি টিলায় পৌঁছে ইমাম তা থেকে কিছু বালু নিয়ে ঘটিতে গুলিয়ে পান করেন এবং শকীককে ও পান করতে বলেন, তার অস্বীকারের কোন পথ ছিল না। যখন পান করেন তা এমন মূল্যবান সু-স্বাদু, সুগন্ধময় ছাতু ছিল যে, জীবনে ও দেখেন নাই, শুনেন নাই। একদিন শকীক رضي الله عنه মসজিদে হারাম শরীফে দেখেন যে, উক্ত ইমাম উন্নত ও মূল্যবান পোশাক পরে পাঠ দিচ্ছেন, মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ইনি কোন বুযর্গ, কেউ উত্তর দেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বংশধর জাফর সাদেক رضي الله عنه। তিনি যখন পাঠ দেয়া শেষ করেন আমি আরজ করি, জনাব! এটি কি! যে রাস্তার মধ্যে আপনাকে গুদড়ী পরিহিত দেখেছি আর এ সময় এ পোশাক পরিহিত দেখছি, তিনি পবিত্র আঁচল তোলেন, ঐ গুদড়ী নিচে পরিহিত ছিলো এবং বলেন, উহা তোমাদেরকে দেখানোর জন্য এবং গুদড়ী আল্লাহর জন্য।

প্রশ্ন : হুযুর! এক কিতাবে আমি দেখেছি যে, হযরত ইমাম হুসাইন رضي الله عنه-এর শাহাদতের সময় দাঁড়ি মোবারকে খিজাব ছিলো?

উত্তর : কালো খেজাব বা তার সদৃশ খেজাব হারাম। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে-

غَيِّرُوْا هَذَا الشَّيْبَ وَلاَ تَقْرَبُوْا السَّوَادَ.

-এ শুভ্রতা কে পরিবর্তন করে দাও এবং কালোর কাছেও যেও না।

সুনান নাসায়ী শরীফের হাদিসে আছে-

يَأْتِي نَاسٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

-কিছু লোক এমন আসবে কালো খিজাব লাগাবে যেমন জঙ্গলী কবুতরের পাকস্থলী, তারা বেহেশতের সুঘ্রা পাবে না।

তৃতীয় হাদিসে আছে-

مَنِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-যে কালো খিজাব লাগাবে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার মুখ কালো করে দেবেন।

চতুর্থ হাদিসে আছে-

اَلصُّفْرَةُ خِضَابُ الْمُؤْمِنِ، وَالْحُمْرَةُ خِضَابُ الْمُسْلِمِ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ الْكَافِرِ.

-সোনালী খিজাব মু'মিনের, লাল খিজাব মুসলমানের, কালো খিজাব কাফেরের।

পঞ্চম হাদিসে আছে-

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الشَّيْخَ الْغَرِيْبَ.

-আল্লাহ তায়ালা নিঃসন্দেহে বুড়া কাককে পছন্দ করেন না।

ষষ্ঠ হাদিসে আছে-

أَوَّلُ مَنِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنَ.

-সর্বপ্রথম ফেরআউন কালো খিজাব দিয়েছে।

দেখ, আমি তাকে নীল নদে নিমজ্জিত করেছি এ লোকেরাও নীল নদে নিমজ্জিত হচ্ছে। কারো খিজাব কেবলমাত্র মুজাহিদীনদের জন্য জায়েয যেমন যুদ্ধে রণ সঙ্গীত পড়া, আত্ম প্রশংসা তাদের জন্য জায়েজ, অহংকার করে চলা তাদের জন্য যায়েজ, রেশমী সুতার কাপড় পরিধান তাদের জন্য জায়েয, চল্লিশ দিন থেকে বেশী গোঁফ বৃদ্ধি করা, দাঁড়ি ও নখ বৃদ্ধি করা তাদের জন্য জায়েয, অন্যদের জন্য এ সব গুলো হারাম। সৈনিক আইন সাধারণ আইন থেকে পৃথক হয় তাতে কালো খিজাব অন্তর্ভূক্ত। সৈয়দুনা ইমাম হুসাইন মুজাহিদ ছিলেন তার জন্য জায়েয, তোমাদের জন্য হারাম।

প্রশ্ন : মূর্খ ফকিরের মুরিদ হওয়া শয়তানের মুরিদ হওয়া।

উত্তর : নিঃসন্দেহে।

প্রশ্ন : অধিকাংশ চুল বৃদ্ধিকারীরা (লম্বা চুল ওয়ালারা) হযরত গিসু দরাজকে দলিল হিসেবে পেশ করে?

উত্তর : মূর্খতা, নবী ﷺ অধিকাংশ বিশুদ্ধ হাদিসে ঐ সব পুরুষদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন যারা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে গেছে এবং ঐ মহিলাদেরকে যারা পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে গেছে। সাদৃশ্য হওয়ার জন্য প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ আকৃতি বানানো দরকার নেই। একটি বিষয়ে সাদৃশ্য যথেষ্ট। হুযূর ﷺ একজন মহিলাকে দেখেন যে পুরুষদের মত ঘাড়ে ধনুক টাঙ্গিয়ে যাচ্ছিল, এ প্রেক্ষিতে তিনি এটি বলেছেন- 'ঐ সব মহিলাদের উপর অভিশাপ যারা পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।' উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা رضي الله عنها একজন মহিলাকে পুরুষের জোতা পরতে দেখেন এ প্রেক্ষিতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন- 'পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যময় মহিলারা অভিশপ্ত।' যখন কেবলমাত্র জুতা অথবা ধনুকের মধ্যে সাদৃশ্য অভিশাপের কারণ হয় তাহলে মহিলাদের মত চুল বৃদ্ধি করা তার থেকেও কঠোরতর অভিশাপের কারণ হবে, ঐ গুলো ছিলো বাইরের জিনিস আর এগুলো দেহের অংশ বিশেষ। অতএব কাঁধের নিচে যুলফী রাখা হাদিসে সহীহর নির্দেশ অনুযায়ী অভিশাপের কারণ, ঝুটির হার বানানো আরো অধিক লানতের কারণ। হযরত সৈয়্যদি মুহাম্মদ গিসু দরাজ কুদ্দিসা সিররুহু সাদৃশ্য হন নাই একটি ঝুলফি সংরক্ষণ করছিলেন এবং তার একটি বিশেষ কারণ ও ছিলো, শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের তিনি একজন ছিলেন যৌবনকাল ছিলো, সম্ভ্রান্ত আলেমদের মত কাঁধে দুটি ঝুলফি রাখতেন এভাবে যে তা শরীয়ত অনুযায়ী যায়েজ বরং সুন্নাত সাব্যস্ত হয় (সুন্নাত বিরোধী না হয় মত) একদা রাস্তার মাথায় বসেন। হযরত নাসির উদ্দিন মাহমুদ চেরাগ দিহলী রাহমতুল্লাহি আলাইহির বাহণ বের হয়, তিনি উঠে পবিত্র হাঁটুতে চুমা দেন, খাজা বলেন, জনাব আরো নিচে চুমা দিন, তিনি পবিত্র কদমে চুমা দেন, তিনি বলেন, জনাব আরো নিচে চুমা দিন, তিনি বাহনের ক্ষুরায় চুমা দেন, একটি ঝুলফি বাহনের আংটার সাথে ফেঁসে যায়। তা ফেঁসে থাকা অবস্থায় আংটা থেকে ক্ষুর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। তিনি বলেন, জনাব আরো নিচে দিন, তিনি সরে গিয়ে জমিনে চুমা দেন, ঝুলফী পবিত্র আংটা থেকে পৃথক করে তিনি প্রস্থান করেন।

মানুষেরা আশ্চার্য হয় এত বড় সৈয়দ এত বড় আলেম হাঁটুর উপর চুমা দিয়েছেন এবং হযরত রাজী হন নাই, আরো নিচে চুমা দেয়ার নির্দেশ দেন, তিনি পবিত্র কদমে চুমা দেন, আরো নিচে চুমা দেয়ার নির্দেশ দেন, ঘোড়ার ক্ষুরে চুমা দেন, আরো নিচে চুমা দেয়ার নির্দেশ দেন, অবশেষে জমিনের উপর

চুমা দেন। এ আপত্তি হযরত গিসু দরাজ শুনেছেন, তিনি বলেন, মানুষেরা জানেনা যে, আমার শাইখ উক্ত চার চুমাতে কি দিয়েছেন, তিনি বলেন, যখন আমি হাঁটু মোবারকে চুমা দিয়েছি পৃথিবী উন্মোচিত হলো, যখন পবিত্র কদমে চুমা দিয়েছি ফেরেশতার জগত উন্মোচিত হলো, যখন ঘোড়ার ক্ষুরের উপর চুমা দিয়েছি, আলেমে জাবারুত (শক্তির জগত) উন্মোচিত হলো, যখন জমিনের উপর চুমা দিয়েছি আলেমে লাহুত (ভাগ্যের জগত) উন্মোচিত হলো। উক্ত একটি ঝুলফী যা এরূপ নি'মতের স্মারক ছিলো, তাকে এরূপ রহমতের তজল্লি বৃদ্ধি করেছিলো আমি তা মুন্ডাইনি, সাদৃশ্যের সাথে তার কি সম্পর্ক, মহিলাদের একটি ঝুলফী বৃদ্ধি হয় না এত লম্বাও হয় না, এটিই ছিলো তা দীর্ঘ করার রহস্য। এটির সনদ আবু মখদুর ﷺ-এর কর্ম। 'যখন হুযূর ﷺ তায়েফ শরীফ বিজয় করেন, আযান হলো ছেলেরা উক্ত আযান অনুকরন করে তাদের মধ্যে আবু মখদুরা ও ছিলো, তার কণ্ঠ খুবই সুললিত ছিলো, হুযূর তাকে ডাকেন, মাথার উপর পবিত্র হাত রাখেন এবং তাকে মুয়াযযিন নির্ধারিত করেন।' মাতা বরকত লাভের জন্য কপালের ঐ চুল গুলো যেগুলোর উপর পবিত্র হাত রেখেছেন সংরক্ষণ করে রাখেন। যখন চুল খোলা হতে জমিনে চলে আসত। তাও সাদৃশ্যের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, মহিলারা কেবলমাত্র কপালের চুল লম্বা করে না। উক্ত চুলগুলো বৃদ্ধি করা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ছিলো।

প্রশ্ন : হুযূর! মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর এই ইরশাদ 'সম্ভ্রান্ত লোকদের ভুল হয় না নিম্ন বংশীয়দের সুন্দর আচরণ নেই।'

উত্তর : এটি হুযূরের বাণী নয়। তবে এটি নিশ্চিত যে, সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে উন্নত চরিত্র থাকে এবং নিম্ন বংশীয় তাদের বিপরীত। এ কারণে অতীতকালে ইসলামী রাজা বাদশাহরা নিম্ন বংশীয়দের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পড়া লিখা করতে দিতেন না এখন দেখুন নাপিত ও মনিহারগণ বিদ্যার্জন করে কি কি ফিৎনা বিস্তার করছে, কোন কোন মনিহার সৈয়দ ও শেরে খোদার ছেলে হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : রাফেজীদের বিয়ে করা কি রূপ, বর্তমানে আশ্চার্য কথা যে, কোন রাফেজী কারো মামু, কারো শ্যালক, কারো এই কারো সেই।

উত্তর : জায়েয নেই। ঈমান অন্তর থেকে সরে গেছে, আল্লাহ ও রাসূলের মুহব্বত চলে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٨﴾

-যদি তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেয় স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারীদের সাথে বসো না।[৬২]

হুযূর ﷺ বলেন,

إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

-তাদের থেকে দূরে থাকো, তাদেরকে তোমাদের থেকে দুরে রাখো, তারা যেন তোমাদের পথভ্রষ্ট না করে ও তোমাদের ফিৎনায় না ফেলে।

বিশেষত: রাফেজীদের বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত আছে-

يَأْتِى قَوْمٌ لَهُمْ نَبْزٌ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ لاَ يَشْهَدُوْنَ جُمْعَةً وَلاَ جَمَاعَةً ، وَيُطْعِنُوْنَ عَلَى السَّلَفِ فَلاَ تُجَالِسُوْهُمْ وَلاَ تَوَاكِلُوْهُمْ وَلاَ تُشَارِبُوْهُمْ وَلاَ تُنَاكِحُوْهُمْ وَإِذَا مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَإِذَا مَاتُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ.

-এমন একটি সম্প্রদায় আসছে তাদের একটি খারাপ উপাধি হবে তাদের 'রাফেজী' বলা হবে। তারা না জুমায় উপস্থিত হবে, না জামায়াতে, পূর্বসূরীদের অপবাদ দেবে, তোমরা তাদের সাথে বৈঠক করোনা, তাদের সাথে আহার করো না। পানাহার করোনা, তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওনা, যদি তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাদের সেবা করো না, যদি তারা মারা যায় তাদের জানাযায় উপস্থিত হওনা।

ইমরান বিন হাত্তান রুকাশি শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন তার একজন চাচাত বোন খারেজী ছিলেন তাকে বিবাহ করেছেন, আলেমগণ শুনে অপবাদ দিতে শুরু করেন, তিনি বলেন, আমি এ জন্য বিবাহ করেছি যে, আমি তাকে নিজ মজহাবে নিয়ে আসব, এক বছর অতিক্রম করে নাই তিনি নিজেও খারেজী হয়ে যান।

[৬২]. আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত : ৬৮

شد غلام کہ آب جو آرد ◈ آب جو آمد و غلام ببرد

কথিত আছে- 'শিকার করতে গিয়ে নিজেই শিকার হয়ে যায়।' এ সব ঐ অবস্থায় যে, রাফেজী পুরুষ ও রাফেজী মহিলা যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাচ্ছে তারা পূর্ববর্তী রাফেজীদের মত ইসলামের বৃত্ত থেকে বের হয়ে না গেলে। বর্তমান যুগের রাফেজীরা সাধারণতঃ দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অস্বীকারকারী এবং নিশ্চিত ধর্মত্যাগী তাদের নারী-পুরুষ কারো সাথে বিবাহ হতে পারে না, অনুরূপ ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, প্রকৃতি পুজারী সবাই মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) ইত্যাদির নারী ও পুরুষদের সাথে বিবাহ হতে পারে না, এদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্পষ্ট ব্যভিচার আলমগীরিয়্যায় জহিরিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে- أحكامهم أحكام المرتدين তাতে আরো আছে-

يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدِّ مَعَ مُسْلِمَةٍ وَلاَ كَافِرَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلاَ مُرْتَدَّةٍ وَكَذَا لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُرْتَدَّةِ مَعَ أَحَدٍ.

প্রশ্ন : হুযূর, পূর্ণ শান্তি কমীরা এ আপত্তি করছে যে, 'সভ্যতা বিরোধী হচ্ছে কেউ নিজের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তার সাথে মিলিত না হওয়া'।

উত্তর : সভ্যতা দ্বারা যদি বস্তুবাদী সভ্যতা উদ্দেশ্য হয় তা সভ্যতা নয়, বর্বরতা, যদি ইসলামী সভ্যতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে যাঁর থেকে আমরা সভ্যতা শিখেছি তিনিই বাঁধা দিচ্ছেন- إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ 'তাদেরকে তোমাদের থেকে দুরে রাখ, তোমরা তাদের থেকে দুরে থাক, তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে ও ফিৎনায় নিমজ্জিত না করে।' হযরত ওমর ফারুক আজম رضي الله عنه মাগরিবের নামায পড়তঃ মসজিদের বাইরে আসেন, জনৈক ব্যক্তি আওয়াজ দিল যে, কে মুসাফিরকে আহার দেবে? আমিরুল মু'মিনীন সেবককে বলেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে এসো, সে আসল, খাবার যোগাড় করে দেন, মুসাফির খাওয়া আরম্ভ করে, তার মুখ থেকে এমন একটি শব্দ বের হয়েছিলো যা দ্বারা খারাপ আকিদার গন্ধ আসছিল। তৎক্ষণাৎ খাবার তার সামনে থেকে উঠিয়ে নেন ও তাকে বের করে দেন।

সংকলক : এ ঘটনা ২৮ রজব ১৩৩৭ হিজরি সাল শুক্রবার আসরের কাছাকাছি সময়ের। উক্ত সভায় কিছু ঐ লোকও ছিলো যারা খারাপ আকিদাপন্থীদের সাথে

বসতো। হুযূর পুরনুরের এ মূল্যবান উপদেশ শুনে মনে মনে নিজেদের উপর ঘৃণা ও তিরস্কার করতে ছিলো, কখনো কখনো কোন কোন পার্শ্ব বা কোণ থেকে তাওবা ও ইস্তিগফারের ধ্বনি ও আসছিল। ঐ সময় একজন দাঁড়িয়ে অন্যজনকে বলল, আপনাকে অধিকাংশ সময় খারাপ আকিদা ওয়ালাদের সংশ্রবে দেখা গিয়েছে সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আ'লা হযরত উপস্থিত আছেন তাওবা করে নিন এটি শুনামাত্র সে পায়ে এসে লুটে পড়ল ও বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে নিল। এ প্রেক্ষিতে তিনি ইরশাদ করেন : ভাই সকল, এটি আল্লাহর রহমত নাজিল হওয়ার সময়, সবাই নিজ নিজ পাপ থেকে তাওবা করুন, যাদের পাপ গোপন তারা গোপনে, যাদের পাপ প্রকাশ্য তারা প্রকাশ্য (তাওবা কর) কেননা-

إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاحْدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةَ السِّرِّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِالْعَلَانِيَةِ.

-যখন তুমি পাপ করবে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাওবা কর, গোপনীয় গুনাহর গোপনীয় ভাবে, প্রকাশ্য গুণাহর প্রকাশ্যভাবে।

বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করবে মহান প্রভু এরূপ তাওবা কবুল করেন। অধম প্রার্থনা করছি যে, মহান আল্লাহ তায়ালা দৃঢ়তা ও অবিচলতার গুণে গুণান্বিত করেন, যারা দাঁড়ি মুন্ডাচ্ছে অথবা ছোট করছে অথবা প্রশংসায় অতিরঞ্জন করছে অথবা কালো খিজাব লাগাচ্ছে তারা এবং অনুরূপ যারা প্রকাশ্য পাপ করছে তাদের প্রকাশ্য তাওবা করা উচিৎ, যারা গোপনীয়ভাবে গুণাহ করে তারা গোপনীয়ভাবে, কেননা গুণাহের প্রকাশ ও গুণাহ। হুযূর পুর নূরের এ কয়েক উপদেশ বাণীর মধ্যে আল্লাহ জানেন কি প্রভাব ছিলো মানুষের কান্নার রোল পড়ে গেল। মনে হয় তারা পাপের খতিয়ান বা রেজিষ্ট্রার অশ্রুজলে ভরে দিচ্ছে। উন্মাদ পতঙ্গের মত উক্ত মুহাম্মদী প্রদীপে জীবনোৎসর্গ করার জন্য দৌঁড়ছে ও পদতলে লুটিয়ে পড়ে নিজেদের গোপণ ও প্রকাশ্য পাপ রাজি থেকে তাওবা করছিল। আশ্চার্য মুহূর্ত ছিলো হুযূর পুর নূর নিজেও অনেক আহাজারি সহ তাদের জন্য ক্ষমার প্রার্থনায় নিমগ্ন ছিলেন। যখন সমস্ত লোক তাওবা করেন, হুযূর ইরশাদ করেন, আজ বুঝতে পারলাম তোমার জবলপুর আসা ও এতদিন অবস্থান করার ফল এই। (অতঃপর বলেন) সঙ্গত হচ্ছে তাওবাকারীদের সূচী তৈরী করা যাতে দেখা যাবে কে কে তাওবার উপর অটল ও বিদ্যমান থাকছে, তখন কিছু লোক চলেও গিয়েছিলো, যারা উপস্থিত ছিলো তাদের সূচী নিম্নরূপ-

ক্রঃ	নাম	ঠিকানা	যা থেকে তাওবা করেছে
১	আকবর খান সাহেব	লর্ড গঞ্জ	কালো খিজাব
২	কাসেম ভাই সাহেব	,,	দাঁড়ি মুন্ডানো
৩	দাদা ভাই সাহেব	,,	,,
৪	শেঠ আবদুল করিম সাহেব	,,	,,
৫	ওমর ভাই সাহেব	,,	,,
৬	আবদুশ শাকুর সাহেব	,,	,,
৭	হাঃ আবদুল হামিদ সাহেব	কামানিয়াফটক	,,
৮	আবুদল গণি সাহেব	গুলাই	,,
৯	বাবু আবদুশ শাকুর সাহেব	উপরনিগঞ্জ	,,
১০	হাবিবুল্লাহ সাহেব	মহল্লা কটক	,,
১১	মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব	সদর বাজার	,,
১২	আল্লাহ বখশ সাহেব	তমরহাই	,,
১৩	আজিজ মুহাম্মদ সাহেব	মহল্লা কটক	,,
১৪	আজিজুদ্দিন সাহেব	,,	,,
১৫	আবদুল জব্বার সাহেব	কামানিয়াকটক	,,
১৬	আজিমুদ্দিন সাহেব	মহল্লা কটক	,,
১৭	নেজামুদ্দিন সাহেব	ভর্তিপুর	,,
১৮	অলি মুহাম্মদ সাহেব	লর্ডগঞ্জ	,,
১৯	সুলাইমান খান সাহেব	পুল আওমতি	,,
২০	আওলাদ হোসাইন সাহেব	ফুটা তালাবা	,,
২১	মুহাম্মদ গাউছ সাহেব	দুলাই	,,
২২	তুরাব খান সাহেব	,,	,,
২৩	হাবিবুল্লাহ সাহেব	ফুটাতালাব	,,
২৪	মুহাম্মদ হানিফ সাহেব	পেশকারী	,,
২৫	মুন্সি রেয়ায়ত আলী সাহেব	ভান তলিয়া	খিজাব
২৬	মুন্সি আবদুর রহিম সাহেব	,,	দাঁড়ি মুন্ডানো
২৭	আহমদ ভাই সাহেব	কোতোয়ালী বাজার	,,
২৮	মুসা ভাই সাহেব	,,	,,
এ সব লোকেরা নিজেদের গোপণ পাপ সমূহ থেকে তাওবা করেছেন			

১	মৌলভী শফি আহমদ সাহেব	বিসলপুরী	,,
২	আব্দুল মজিদ সাহেব	,,	,,
৩	শাইখ বাকের সাহেব	,,	,,
৪	আইয়ুব আলী সাহেব	,,	,,
৫	আবদুর রহমান সাহেব	,,	,,
৬	মুহাম্মদ জাকের সাহেব	,,	,,
৭	আবদুল করিম সাহেব	,,	,,
৮	আজিমুদ্দিন সাহেব	,,	,,
৯	মুহাম্মদ হুসাইন খান সাহেব	,,	,,
১০	আবদুস সমদ খান সাহেব	,,	,,
১১	মুহাম্মদ ওসমান খান সাহেব	,,	,,
১২	আবদুর রহমি খান সাহেব	,,	,,
১৩	নুর খাঁ সাহেব	,,	,,
১৪	গোলাম মুহাম্মদ খান সাহেব	,,	,,
১৫	আবদুস সোবহান সাহেব	,,	,,
১৬	খান মুহাম্মদ সাহেব	,,	,,
১৭	মুহাম্মদ ফারুক সাহেব	,,	,,
১৮	কাজি কাসেম মিঞা সাহেব	,,	,,
১৯	মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব	,,	,,
২০	আল্লাহ বক্স সাহেব	,,	,,
২১	মুলায়েম খাঁ সাহেব	বিসলপুরী	দাড়ি মুন্ডানো
২২	গোলায় হায়দর সাহেব	,,	,,
২৩	আবদুল গফ্ফার সাহেব	,,	,,
২৪	মুহাম্মদ জান সাহেব	,,	,,
২৫	মুহাম্মদ রমজান সাহেব	,,	,,
২৬	রুস্তম খাঁ সাহেব	,,	,,
২৭	হাকিম আবদুর রহিম সাহেব	,,	,,
২৮	মোল্লা মুহাম্মদ খান সাহেব	,,	,,
২৯	মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব	,,	,,

৩০	লাল মুহাম্মদ সাহেব	,,	,,
৩১	মকবুল শাহ সাহেব	,,	,,
৩২	আবদুস সত্তার সাহেব	,,	,,
৩৩	কানীয়াত আলী সাহেব	,,	,,
৩৪	আলী মুহাম্মদ সাহেব	,,	,,
৩৫	হাজী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব	,,	,,
৩৬	মৌঃ আবদুল বাকী বুরহানুল হক সাহেব	,,	,,
৩৭	মীর আবদুল কবির সাহেব	,,	,,
৩৮	মৌঃ মুহাম্মদ জাহেদ সাহেব	,,	,,
৩৯	মুহাম্মদ ফজল হক সাহেব	,,	,,
৪০	জহুরুল হক সাহেব	,,	,,
৪১	মাষ্টার হাবিবুল্লাহ সাহেব	,,	,,
৪২	আবদুর রশিদ সাহেব	,,	,,
৪৩	আবদুল মজিদ সাহেব	,,	,,
৪৪	হুসাইন উস্তাদ সাহেব	,,	,,
৪৫	আবদুল গফুর সাহেব	,,	,,
৪৬	মুহাম্মদ ওসমান সাহেব	,,	,,
৪৭	জনাব হাফেজ আবদুশ শাকুর	,,	,,
৪৮	মৌঃ শাহ মুহাম্মদ আবদুস সালাম	,,	,,
৪৯	ফিরোজ খান সাহেব	,,	,,
৫০	আহমদ খান সাহেব	,,	,,
৫১	হাফেজ করিম বখশ সাহেব	,,	,,
৫২	শাইখ হাতেম আলী সাহেব	,,	,,
৫৩	শাইখ বাহাদুর সাহেব	,,	,,
৫৪	মুহাম্মদ তকি সাহেব	,,	,,
৫৫	মনু খান সাহেব	,,	,,
৫৬	খোদা বক্স সাহেব	,,	,,
৫৭	মাদার সাহেব	,,	,,
৫৮	রহমত আলী সাহেব	,,	,,
৫৯	আবদুল কাদির সাহেব	,,	,,

৬০	আমির খান সাহেব	,,	,,
৬১	মুহাম্মদ বশিরুদ্দিন সাহেব	,,	,,
৬২	মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব	,,	,,
৬৩	শাইখ লাল মোঃ সাহেব মাষ্টার	,,	,,
৬৪	বদিউর রহমান সাহেব	,,	,,
৬৫	শাইখ আমির সাহেব	,,	,,
৬৬	শাইখ মাহবুব সাহেব	,,	,,
৭৬	আবদুর রহমান সাহেব	,,	,,
৬৮	আবদুর রহিম সাহেব	,,	,,
৬৯	আবদুশ শাকুর সাহেব	,,	,,

যে সব লোক জলসায় উপস্থিত ছিলেন না তাদের পরবর্তীতে অবগতি হয়েছে তারা সকলই উপস্থিত হয়ে তাওবা করেছে। দ্বিতীয় দিন জবলপুর থেকে যাত্রা করতে হবে, মানুষেরা ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছে এবং তাওবা করেছে, তাদের সকলের নাম লিখা হয় নাই।

আসর নামাযের পর একজন লোক স্বর্ণের আংটি পরে উপস্থিত হয়, তিনি ইরশাদ করেন, পুরুষের স্বর্ণ পরিধান করা হারাম, কেবলমাত্র এক নগিনা রূপার আংটি সাড়ে চার মাশার কম হলে তা পরিধান করার অনুমতি আছে। যে স্বর্ণের অথবা তামার অথবা লৌহের অথবা পিতলের আংটি অথবা রূপার সাড়ে চার মাশার থেকে বেশী পরিমাণের অথবা কয়েকটি আংটি যদিও সব মিলে সাড়ে চার মাশার কম হয় পরিধান করে তার নামায মাকরূহ তাহরিমী ফিরিয়ে পড়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন : দাঁড়ি লম্বা করত: ঝট বাঁধা বা গিরা দেয়া কী রূপ ?

উত্তর : হাদিসে আছে-

مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَاخْبِرُوْهُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ بَرِيْءٌ مِنْهُ.

-যে ব্যক্তি দাঁড়ি বাঁধে তাকে বলে দাও যে, মুহাম্মদ ﷺ তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

প্রশ্ন : সুদ খুরের কিয়ামতের দিন কী অবস্থা হবে?

উত্তর : তাদের পেট হবে যেন বড় বড় স্থান এবং সীসার মত চক চক করবে যে, মানুষের তাদের অবস্থা দৃষ্টি গোচর হবে তা সাপ ও বিচ্ছু দ্বারা ভর্তি হবে, আল্লাহ মুক্তি দান করুন। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

-আল্লাহর রাসূল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন সুদ খোর, সুদদাতা, তার হিসাব নিকাশকারী, তার উপর সাক্ষ্য দানকারীকে এবং বলেছেন, তারা সবাই সমান, একই রশিতে বাঁধা।

অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهُن أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ على أُمِّهِ.

-সুদ ৭৩ পাপের সমান, তন্মধ্যে সব চাইতে হালকা হচ্ছে এই মানুষের নিজ মার সাথে ব্যভিচার করা।

মানুষ মনে করে, তা দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় তবে এ চিন্তাধারা অবান্তর, তাতে আল্লাহ তায়ালা বরকত রাখেন নাই, আল্লাহ বলেন,

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ﴿٢٧٦﴾

-আল্লাহ সুদকে দুরীভূত করেন এবং যাকাতকে বৃদ্ধি করেন।[৬৩]

যা আল্লাহ তায়ালা হ্রাস করেন তা কিভাবে বৃদ্ধি পায়। হাদিসে আছে-

مَنْ أَكَلَ دِرْهَمَ رِبَوا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ رِبَوا فَكَأَنَّمَا زَنَى بِأُمِّهِ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ مَرَّةً.

-যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক দিরহাম সুদ খাবে সে মনে হয় নিজ মার সাথে ছত্রিশবার ব্যভিচার করল।

এক দিরহাম প্রায়ই সাড়ে চার আনার সমান হয়।

প্রশ্ন : হুযূর যদি ঔষুধ সমূহ পান করে চুল কালো হয়ে যায় তাহলে এটিও কি খেজাবের অন্তর্ভূক্ত?

উত্তর : তাতে কোন অসুবিধা নেই। ঔষুধ পান করার ফলে সাদা চুল কালো হবে না, বরং ঐ শক্তি অর্জিত হবে যে, আগামীতে কালো চুল বের হবে। অতএব কোন ধোকা দেয়া হয় নাই, আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করাও হয় নাই।

[৬৩]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২৭৬

একদিন এশার নামায থেকে অবসর নেয়ার পর মানুষ তাঁর হাত চুম্বন করছে, উক্ত সমাবেশে একজন লোক জনাবের খেদমতে আরজ করেন, হুযূর আমি 'হুশঙ্গ আবাদ' জেলার বাসিন্দা হই, আমি ট্রেনে হুযূর আসার সংবাদ পাই তাই দোয়ার জন্য উপস্থিত হই, আল্লাহ তায়ালা যেন ঈমানের সাথে মঙ্গলজনক সমাপ্তি দান করেন। হুযূর দোয়া করেন এবং ইরশাদ করেন, এক চল্লিশ বার সকালে يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ শুরু এবং শেষে দরূদ শরীফ সহ পড়বে, শয়নের সময় নিজের সব আওরাদের পর সূরা কাফেরূন দৈনিক পড়ে নেবে এর পর কোন ধরণের কথা বলতে পারবে না। প্রয়োজন বোধে কথা বলতে হলে পুণরায় সূরা কাফেরূন পড়ে নেবে। ইনশাআল্লাহ সমাপ্তি ঈমানের উপর হবে। সকালে ও সন্ধ্যায় এ দোয়াটি তাসবীহ পড়বে। اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنْ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ

সংকলক : জবলপুর শহর একটি পার্বত্য স্থান যা তার নাম থেকে স্পষ্ট হচ্ছে মধ্য ভারতে অবস্থিত। অত্যন্ত মনোরম পরিচ্ছন্ন নির্মল। কুদরতের দানশীল হাত এরূপ নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক করে বানিয়েছেন যে, ভ্রমণ দ্বারা তৃপ্তি মিটেনা, শহরের সাজসজ্জা ছাড়াও সেখানে কিছু আশ্চার্য স্থানও আছে, তন্মধ্যে 'ভিরা ঘাট' যা শহর থেকে তের মাইল দুরে অবস্থিত অত্যন্ত আশ্চার্য ও নয়নাভিরাম দৃশ্য, 'নরবদা সমুদ্র' অনেক পাহাড় কেটেছে, এখানে এক স্থানে পানি একত্রিত হয়ে এমন এক গিরি পথে পড়ে যা প্রায় দু'বাঁশ নিচে, ঐ স্থানের নাম ধোঁয়া ধার প্রথমত: পানির বেগ অতঃপর এত মোটা ধার হয়ে পতিত হওয়া এবং নিচে পাথরের সাথে ঘর্ষণ খেয়ে উপরে উঠা একটি আশ্চার্য ও আকর্ষণীয় আনন্দ দেয়, দূর থেকে পানি পড়ার আওয়াজ শুনা যায় মনে হয় রেলগাড়ী দ্রুতগতিতে সেতুর উপর দিয়ে যাচ্ছে। পানি ঘর্ষণ খেয়ে যা উড়ছে তা একেবারে ধোঁয়া মনে হচ্ছে তাই তার নাম 'ধোঁয়া ধার' রাখা হয়েছে। সেখানকার একনিষ্ট ভক্তরা হুযূরের কাছে ঐ স্থানে ভ্রমণে আসার আবেদন করেছে। যা অত্যধিক আগ্রহের কারণে মনজুর হয়েছে। 'ধোঁয়া ধার' যাওয়ার পথে চৌষট্টি দেবীর সাক্ষাৎ হয় (এটি একটি মন্দির পাহাড়ের চূড়ার উপর যার চার সীমানা প্রাচীর চৌষট্টি দরজায় প্রসিদ্ধ তবে প্রকৃতপক্ষ চুরাশিটি দরজা, প্রত্যেক দরজায় পাথর দ্বারা নির্মিত একটি করে মূর্তি আছে) বাদশাহ আলমগীর রাহমতুল্লাহি আলাইহি বিজয় করে সমস্ত মূর্তিকে কেটে ফেলেন, কারো নাক ছিলো না, কারো হাত ছিলে না, কারো পা ছিল না, কোনটিকে দ্বিখন্ড করে

দিয়েছেন। এ স্থানটি যখন এ কালে প্রত্যেক স্থানে যোগাযোগের প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে এখনো পর্যন্ত এ স্থানটি যোগাযোগের বিপদ সংকুল স্থান। তাতে যদি কোন মূর্তি উপাসনার জন্য রাখা হয় তা হলে তা বাদশাহ আলমগীরের মূর্তির প্রতি বিদ্বেষ অবশ্যই নিয়ে থাকবে। তার ভ্রমণ ও হয়েছে। হুযূর অভ্যাসগত মূর্তিগুলো প্রত্যক্ষ করে أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَللّٰهُ وَاحِدٌ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ পড়েন। হুযূর গাউছে আজম ﷺ হাদিস বর্ণনা করেন, সরওয়ারে আলম ﷺ বলেন, কেউ কুফুরির কোন কথা দেখে অথবা শুনে এবং ঐ সময় এ দোয়াটি পড়ে- أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ 'পৃথিবীতে যত মুশরিক নারী-পুরুষ আছে তারা সকলের সংখ্যানুপাতে পূণ্য দেয়া হবে।' আ'লা হযরত কেবলা দরবারে উপস্থিতদেরকে ও এ দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন তারা মন্দিরের ঘন্টা সমূহ, শিঙের ধ্বনি এবং গীর্জার দালান দেখে পড়তেন। জবল পুরে অধিকাংশ কাফের ধণাঢ্য। সাম্প্রতিককালে কিছু হিন্দু উক্ত পরাজিত অবহেলিত ধ্বংসপ্রাপ্ত মূর্তি গুলো সংস্কার করেছে। গভর্ণমেন্ট তা অবহিত হন অতঃপর পূর্বে মত ছেড়ে দিয়েছেন পাথরে ক্ষুদাই করে একটি বিজ্ঞপ্তি দরজায় লাগিয়ে দিয়েছেন যে কেউ এ স্মৃতিকে পরিবর্তন করে, পরিবর্দ্ধন করে তাকে জেলখানায় প্রেরণ করা হবে এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। 'এটিই বাদশাহ আলমগীরের বিশুদ্ধ অন্তরের সুফল।'

মোটকথা তা থেকে অবসর নিয়ে 'ধোঁয়া ধার' পরিভ্রমণ করেন অতঃপর দুপুরে বিশ্রাম নেয়ার পর নৌকা যোগে উক্ত গিরিপথ ভ্রমণ করেন। এ গিরি পথ পানি মর্মর পাথর কেটে তৈরী করেছেন। উঁচু উঁচু শৃঙ্গের পাহাড় সমূহ অনেক দূর চলে গিয়েছে। এ পথ পানি পাহাড় কেটে তৈরি করেছে যতটুকু দৃষ্টি যায় পাহাড় আর পাহাড় আকাশ চুম্বী প্রাচীরের মত বয়ে গেছে। কয়েক মাইল সফরে কেবলমাত্র এক স্থানে পার্শ্ব দেখা গেছে যা প্রায় আট গজ চওড়া হবে উক্ত ভয়ংকর দৃশের নাম স্নেহের ভাই মৌলভী হাসনাইন রেজা খান সাহেব তৎক্ষণাৎ 'ধান মুরগ' রেখেছেন। নৌকা খুব বেগে চলছে। মানুষেরা পরস্পর বিভিন্ন আলাপ করছে, এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন, এ পাহাড় গুলোকে কলেমা শাহাদত পড়ে সাক্ষী করছ না কেন? অতঃপর বলেন, একজন লোকের অভ্যাস ছিলো যখন মসজিদে আসতেন সাতটি টিলাকে যা মসজিদের বাইরে তাকে রাখা ছিলো নিজ কলেমা শাহাদতের সাক্ষী বানাতেন অনুরূপ যখন প্রত্যাবর্তন করতেন সাক্ষী বানাতেন। ইন্তিকালের পর ফেরেশতারা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছেন

উক্ত সাতটি টিলা সাতটি পাহাড় হয়ে জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয় এবং বলে আমরা তার কলেমা শাহাদতের সাক্ষী। তিনি মুক্তি পান। যেখানে টিলা পাহাড় হয়ে প্রতিবন্ধক হয়েছে এগুলোতে পাহাড় হাদিসে আছে। সন্ধ্যায় এক পাহাড় অপর পাহাড়কে জিজ্ঞাসা করে, তোমার পার্শ্ব দিয়ে আজ কেউ এমন গেছে কি যে আল্লাহর জিকির করেছে? সে বলে, না, এ বলে, আমার পার্শ্ব দিয়ে এমন লোক অতিক্রম করেছে যে আল্লাহর জিকির করেছে ঐ পাহাড়টি মনে করে আজ আমার উপর মর্যাদা লাভ করেছ।

সংকলক : এটি শুনামাত্র সমস্ত মানুষ উচ্চস্বরে কলেমা শাহাদত পড়তে লাগেন মুসলমানের মুখের শাহাদত কলেমার ধ্বনিতে পাহাড় কেঁপে উঠে ছিল।

প্রশ্ন : হুযূর উভয় খুৎবার মধ্যখানে সুন্নাত সমূহ পড়তে পারে কি পারে না?

উত্তর : যে সময় ইমাম খুৎবা পড়ার জন্য চলবে ঐ সময় থেকে কোন নামায জায়েয নেই- إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ

অবশ্যই যিনি সাহেব তরতীব (যার পাঁচ ওয়াক্ত ও তার চেয়ে কম নামায কাজা আছে) এবং তার ফজরের নামায পড়া হয় নাই সে খুৎবা অবস্থায় ও ফজরের কাজা নামায পড়তে পারবে, যদি না পড়ে তাহলে জুমাও শুদ্ধ হবে না। যার পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায কাজা নেই সে সাহেব তরতীব। তার নিজের কাজা নামায স্মরণ আছে এবং অন্য নামাযের সময়ে এতটুকু অবকাশ আছে যে কাজা পড়ে ওয়াক্তি নামায পড়তে পারবে তাহলে তার উপর ফরজ এরূপ করা নতুবা এই ওয়াক্তি নামায ও বাতিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : যদি প্লেগ রোগের কারণে সকল প্রতিবেশী ঘর বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করে, কোন মহিলার গর্ভের দিন পুরা হয়ে যায় তার স্বামী নির্জনতার উদ্দেশ্যে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে পারে কি পারে না?

উত্তর : তার নিয়ত যদি এটিই হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, প্লেগ রোগ থেকে পলায়ন করলে জাহান্নামই ঠিকানা হবে, অনুরূপ নিজ প্রয়োজনে যাতায়াতে কোন বাঁধা নেই।

প্রশ্ন : কাদেরীয়া তরিকায় যিনি বায়আত হয়েছেন এবং তিনি বাদ্যযন্ত্রসহ গান বাজনা করছে, শুনছে।

উত্তর : ফাসেক।

প্রশ্ন : হুযূর! আজমীর শরীফে খাজা সাহেবের মাজারের মহিলাদের যাওয়া জায়েয আছে কি জায়েয নেই?

উত্তর : 'গুনিয়া'তে আছে- এটি জিজ্ঞাসা করোনা যে, মহিলারা মাজার সমূহে যাওয়া জায়েয আছে কি নাই বরং এটি জিজ্ঞাসা কর যে, তাদের উপর কি পরিমাণ লা'নত হয় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ও মাজারে অবস্থিত অলির পক্ষ থেকে। যে সময় সে ঘর থেকে ইচ্ছা করে লা'নত শুরু হয়ে যায় এবং যতক্ষণ ফিরে না আসে ফেরেশতা লা'নত করতে থাকেন। মদিনা শরীফ ব্যতীত কোন মাজারে যাওয়ার অনুমতি নেই। মদিনা শরীফে উপস্থিত হওয়া অবশ্যই বরকতময় সুন্নাত ওয়াজিবের কাছাকাছি, কুরআনে আজিমে তাকে পাপ মার্জনার 'তিরয়াক্ব' (সর্প দংশন বা বিষের প্রতিশেধক) বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

-যদি নিশ্চয় তারা নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করে, আপনার কাছে আসে অতঃপর আল্লাহর কাছে গুণাহ মাফ চায় এবং রাসূল ও তাদের জন্য গুণাহ মাফ চান তাহলে তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও দয়ালু হিসেবে পাবেন।[৬৪]

হাদিস শরীফে আছে-

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي.

-যে আমার পবিত্র মাজার জিয়ারত করে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হবে।

অন্য হাদিসে আছে-

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي.

-যে হজ্ব করেছে অথচ আমার জিয়ারত করে নাই সে আমার উপর যুলুম করল।

প্রথমত: এটি ওয়াজিব আদায়। দ্বিতীয়ত: তাওবা কবুল হওয়া। তৃতীয়ত: শাফায়াতের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করা। চতুর্থত: নবীর প্রতি জুলুম

৬৪. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ৬৪

(মায়াজাল্লাহ) করা থেকে দুরে থাকা। মদিনা শরীফ জিয়ারত অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা নবীর সকল উম্মতের কাছে নিতান্ত পবিত্র ও কাংখিত কাজ। অন্যান্য কবর ও মাজার এর বিপরীত। ঐগুলোতে এত জোরালো তাকিদ ও আদেশ নেই উপরন্তু সেখানে ফিৎনা ফাসাদে জড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদি আপনজনদের কবর হয় তাহলে অসহিষ্ণু, অধৈর্য্য হয়ে পড়বে, আউলিয়াদের মাজারে আদবের খেলাপ কাজ করার সম্ভাবনা আছে অথবা মূর্খতার কারণে অতিরিক্ত সম্মান করবে যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ও সংঘটিত হচ্ছে। তাই নিরাপদ হচ্ছে না যাওয়া-

بدریادر منافع بیشمار است ◈ اگر خواہی سلامت بر کنار است

প্রশ্ন : কোন মসজিদে মাটির তৈল জ্বালানো হচ্ছে তার প্রদ্বীপ যদি বিক্রয় করা হয় তাহলে তার মূল্য ঐ ব্যক্তিকে যে এটি ব্যবস্থা করেছে দিতে হবে নাকি মসজিদের ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নেবে তার মূল্য কি বাজার দর হিসেবে নির্ধারিত হবে না পূর্বের মূল্য?

উত্তর : প্রথমত: মসজিদে কোন দুর্গন্ধময় তেল জ্বালানোর অনুমতি নেই মাটির তেলের অনুমতিও নেই, হ্যাঁ, তার দুর্গন্ধ যদি কোন উপায়ে দূর করা যায় তাহলে অসুবিধা নেই এবং যতক্ষণ তা ব্যবহার উপযোগী থাকে ততক্ষণ মসজিদের মাল, যদি বিক্রয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে বাজার মূল্য অনুসারে বিক্রয় করা উচিৎ।

(অতঃপর মসজিদ সংশ্লিষ্ট কতগুলো বিধান বর্ণনা করেছেন)

১. যখন মসজিদে প্রবেশ কর তাহলে প্রথমে ডান পা অতঃপর বাম পা এবং বের হওয়ার সময় তার বিপরীত (অর্থাৎ প্রথমে বাম পরে ডান)।

২. মসজিদে আসার সময় ই'তেকাফের নিয়ত করা। এভাবে করা-

بِسْمِ اللهِ دَخَلْتُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَنَوَيْتُ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ.

ই'তেকাফের সওয়াব ও পাওয়া যাবে, তার জন্য রোজা শর্ত নয়, কোন সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসাও শর্ত নয়, যতক্ষণ থাকবে ই'তেকাফকারী হিসেবে থাকবে, যখন বাইরে আসবে ই'তেকাফ শেষ হয়ে যাবে এর দ্বারা মসজিদে পানি পান করা অথবা উদাহরণ স্বরূপ পান খাওয়াও জায়েয হবে।

৩. ই'তেকাফের নিয়ত ব্যতীত কোন কিছু খাওয়া জায়েয নেই। অনেক মসজিদে প্রথা আছে রমজান মাসে মানুষেরা নামাযীদের জন্য ইফতারী প্রেরণ

করে, তা ই'তেকাফের নিয়্যত ব্যতীত সেখানে নিঃসংকোচে আহার পানাহার করে এবং মসজিদের বিছানা কার্পেট নষ্ট করে এটি জায়েয নেই।

৪. মসজিদের এক দরজা থেকে দ্বিতীয় দরজায় প্রবেশের সময় ডান পা দেবে, এমনকি কার্পেট বিছানো হলে তার উপরও প্রথমে ডান পা রাখ। আর যখন তা থেকে সরে আসো তখনও ডান পা কার্পেটে রাখো, অথবা খতিব মিম্বরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে প্রথমে ডান পা রাখবে আর যখন অবতরণ করবে তখনও ডান পা অবতরণ করবে।

৫. অজু করার পর অজুর অঙ্গ সমূহ থেকে এক ফোটা পানিও যেন মসজিদের বিছানায় না পড়ে।

৬. মসজিদে দৌড়া অথবা জোরে পদচারণা করা যাতে বড় আওয়াজ হয় নিষেধ।

৭. মসজিদে যদি হাঁচি আসে তাহলে চেষ্টা কর আস্তে আওয়াজ বের হওয়ার জন্য।

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الْعَطْسَةَ الشَّدِيْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ.

-নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জোরে হাচি দেয়া অপছন্দ করতেন।

অনুরূপ ঢেকুর ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কমপক্ষে আওয়াজকে ধমিয়ে রাখতে হবে যদিও মসজিদের বাইরে হয় বিশেষত: সমাবেশ অথবা কোন সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে যা অসৌজন্যমূলক আচরণ। হাদিসে আছে, এক ব্যক্তি হুযুর ﷺ-এর কাছে ঢেকুর দিল, তিনি বলেন,

كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا.

-আমার থেকে তোমার ঢেকুর দুরে রাখ কেননা দুনিয়াতে যে বেশী দিন পেট ভর্তি ছিলো সে কিয়ামতের দিন বেশী দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকবে।

আর হাই তোলার সময় শব্দ বের করা কখনো উচিৎ নয়, যদিও মসজিদে একাকি হয় কেননা তা শয়তানের অট্ট হাসি, হাই আসলে যথা সম্ভব মুখ বন্ধ রাখো, মুখ খুললে শয়তান মুখে থুথু দেয়। এমনি বন্ধ রাখতে না পারলে উপরের দাঁত দ্বারা নিচের ঠোঁট চেপে ধর এভাবে ও না পারলে যথাসম্ভব মুখ কম খোল বাম হাতের পিঠ মুখে রাখ, এভাবে নামায অবস্থায়ও রাখ, তবে

দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাতের পীঠ রাখো কেননা বাম হাত রাখা দ্বারা উভয় হাত সুন্নতী স্থান থেকে পরিবর্তন হয়ে যাবে। ডান হাত রাখা দ্বারা কেবল মাত্র এটিই প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন হয়েছে বাম হাত সুন্নতী স্থানে বিদ্যমান আছে। হাই প্রতিহত করার একটি পরীক্ষিত পন্থা হচ্ছে এই; যখনই হাই আসে তৎক্ষণাৎ মনে করবে যে, আম্বিয়া عليهم السلام-এর কখনো হাই আসেনি এটি স্বপ্ন দোষেল মত শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তারা শয়তানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হাঁচি উত্তম জিনিস। তাকে অশুভ লক্ষণ মনে করা ভারতের মুশরিকদের অপবিত্র আক্বিদা। হাদিসে আছে-

اَلْعَطْسَةُ عِنْدَ الْحَدِيْثِ شَاهِدُ عَدْلٍ.

-কথার সময় হাঁচি আসা ন্যায় পরায়ন সাক্ষী।

অর্থাৎ কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে যার সত্য মিথ্যা জানা নেই, ঐ সময় কারো হাঁচি এলো তা ঐ কথার সত্যের দলিল। এটিও বর্ণিত আছে- দোয়ার সময় হাঁচি আসা কবুল হওয়ার প্রমাণ বা দলিল। তাই হাঁচি আসলে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করা সুন্নাত। অনেক লোক কেবলমাত্র 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, পূর্ণ কলেমা 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন' বলা উচিৎ। হাদিসে আছে- যে হাঁচির উপর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে ফেরেশতা বলে, 'রাব্বীল আলামীন' অর্থাৎ উক্ত কলেমা পূর্ণ করে দেন। যে বলে, 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন' ফেরেশতা বলে, يَرْحَمُكَ اللهُ 'আল্লাহ তোমার উপর সদয় হোন।' কত বড় দৌলত নিষ্পাপ ফেরেশতাদের মুখে রহমতের দোয়া এটি ফেরেশতাদের জন্য। মানুষের উপর ওয়াজিব যখন হাঁচি দানকারী মুসলমান আল্লাহর প্রশংসা করে যদিও কেবলমাত্র 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে। উত্তরে يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে অতঃপর তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে তাকে বলবে, يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ 'আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন।' হাঁচির উপর উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রশংসা সূচক শব্দ হচ্ছে-

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا كَانَ مِنْ حَالٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

তা ইমাম শামসুদ্দিন সাখাভী القول البديع فى الصلاة على النبي الشفيع তে উল্লেখ করেছেন। একটি হাদিস সর্ব মহলে চর্চা আছে যে, مَوْطِنَانِ لَا أَذْكُرُ فِيْهِمَا اَلْعَطْسَةُ

وَالذَّبْحُ 'দু'স্থানে আমার জিকির যেন না করা হয়- হাঁচি ও জবেহ এর সময়।' সম্মানিত আলেমরা উক্ত হাদিসের উপর নির্ভর করে উক্ত দু'স্থানে হুযূর ﷺ-এর জিকির বাদ দিয়েছেন তবে নিশ্চিত গবেষণা লব্ধ কথা হচ্ছে উক্ত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য নয়। হাঁচির সময় জিকিরের শব্দ এটি, যবেহের সময় (মায়াজাল্লাহ) অংশীদারিত্বের পন্থায় নাম নেয়া জায়েয নয় বরকতের পন্থায় নাম নেয়া মোটেও দোষণীয় নয়। উদাহরণ স্বরূপ- بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ বরং সম্মানিত বরেণ্য ইমাম 'কাজি খাঁ' তে তার বৈধতা স্পষ্ট আছে। যেমন- بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ স্বয়ং নবী ﷺ একটি দুম্বা যবেহের সময় বলেছেন- بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهٖ অপরটি যবেহের সময় বলেছেন- بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ عَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي 'এটি তার পক্ষ থেকে যে আমার উম্মতের মধ্য থেকে কুরবান করে নাই।' মুসলিম ভাইগণ! দেখুন দয়ালু নবীর দয়া। হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

اِسْتَفْرِهُوْا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ.

-মোটা তাজা জন্তুর কুরবানী কর ঐগুলো পুলসিরাতের উপর তোমাদের বাহন হবে।

হুযূর ﷺ জানেন আমার উম্মতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ এরূপ হবেন যারা কুরবান প্রদানে অক্ষম হবেন অথবা তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব না হওয়ার কারণে কুরবান করবেন না হুযূর চান নাই যে তারা পুলসিরাতের উপর বাহনহীন থাকবেন, তাঁদের পক্ষ থেকে নিজেই কুরবান করে দিয়েছেন। তারা যদি নিজেদের জীবন ও কুরবান করেছেন তারপর নবী ﷺ-এর পবিত্র হাতের ফযিলত লাভ করতে পারতেন না-

کر بستن بکار امت خود استحسیں باید ◊ بیمیں در نام او گنجیدن میم شد درا

আমি সর্বদা ঈদের দিন উন্নত উচ্চ মূল্যের একটা ভেড়া রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আদায় করি ভেসালের দিন মাতা-পিতার পক্ষ থেকে একটি ভেড়া যবেহ করি এখন থেকে এ সুন্নতের অনুসরণার্থে নিয়ত করেছি যে, ইনশাআল্লাহ যতদিন জীবিত থাকব আমার ঐ সুন্নি ভাইদের পক্ষ থেকে একটি ভেড়া কুরবান দিব যারা কুরবানী করেন নাই চাই অতীতের হোক চাই বর্তমানের, চাই আগামী দিনের।

কথার ছলে কোথায় চলে এলাম, আমি যা বলেছি, কোন মুসলমান হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে শ্রবণকারী يَرْحَمُكَ اللهُ বলবে, এশর্তের উপকারিতা হলো এই যে যদি ওয়াহাবী অথবা রাফেজী অথবা দেওবন্দী অথবা জড়বাদী অথবা কাদিয়ানী অথবা সুফির ছদ্মবেশী মোটকথা কোন কলেমা পড়ুয়া ধর্ম ত্যাগী হাঁচি দিয়ে লক্ষবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তার উত্তরে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা জায়েয নেই। আরো একটি উপকারিতার কথা খেয়াল রাখতে হবে হাদিসে আছে-

مَنْ سَبَقَ الْعَاطِسَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ أَمِنَ الشُّوْصَ وَاللُّوْصَ وَالْعَلُوْصَ.

-যে হাঁচি দাতার পূর্বে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ে নেবে সে কান, দাঁত ও পেটের ব্যথা থেকে নিরাপদ থাকবে।

মোটকথা হাঁচি প্রিয় জিনিস তবে যদি তা নামাযে আসে হাদিসে তাকেও শয়তানের পক্ষ থেকে গণ্য করেছে। এ সব বর্ণনা হঠাৎ হাঁচি আসার প্রসঙ্গে। স্বর্দি জনিত হাঁচি কোন তাৎপর্যবহ নহে তবে তাতে স্বরকে নিচু রাখা সৌজন্যতা, মসজিদে উক্ত বিষয়ে আরো জোরালো তাকিদ আছে।

৮. মসজিদে পার্থিব কথা বলা যাবে না হ্যাঁ, ধর্মীয় কোন কথা কারো সাথে যদি বলতে হয় তাহলে কাছে গিয়ে আস্তে বলা উচিৎ। এরূপ নয় যে, একজন মসজিদে দাঁড়িয়ে অন্যজন পথিক যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে চিৎকার দিয়ে কথা বলছে অথবা কেউ বাইর থেকে ডাকছে এ ব্যক্তি তার উত্তর উচ্চস্বরে দিচ্ছে।

৯. বিদ্রূপ, ঠাট্টা অনুরূপ নিষেধ। মসজিদের ভেতর আরো কঠোরভাবে নিষেধ, হাসা নিষেধ কবরে অন্ধকার আনে হ্যাঁ, স্থান ভেদে মুসকি হাসলে কোন অসুবিধা নেই।

১০. মসজিদের বিছানা, কার্পেটে কোন জিনিস নিক্ষেপ করা যাবে না বরং আস্তে রাখবে, গ্রীষ্মকালে মানুষ হাত পাখা বাতাস করত: নিক্ষেপ করে, ছাতা ইত্যাদি রাখার সময় দুর থেকে নিক্ষেপ করে এসবগুলো নিষেধ মোটকথা মসজিদের সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

১১. মসজিদে বায়ু নির্গত করা নিষেধ প্রয়োজনবোধে বাইরে চলে যাবে। তাই ঐতেকাফ পালনকারীর উচিৎ ই'তেকাফের দিন সমূহে অল্প আহার করে পেট হালকা রাখবে, পায়খানা প্রস্রাব ব্যতীত অন্য সময় যাতে বায়ু নির্গত না হয় যাতে মসজিদের বাইরে যেতে না হয়।

১২. কেবলার দিকে পা দেয়া সর্বস্থানে নিষেধ। মসজিদে কোন দিকে পা বিছিয়ে দেবে না যা আদব পরিপন্থী। হযরত ইব্রাহীম আদহাম (কুদ্দিসা সিররুহুল আজিজ) একাকী বসা ছিলেন পা বিছিয়ে দিয়ে। মসজিদের কোণ থেকে অদৃশ্যের আওয়াজ এলো, ইব্রাহীম রাজা বাদশাহর সামনে এভাবে বসেন? সাথে সাথেই পা গুটিয়ে নেন এভাবে গুটিয়েছেন যে মৃত্যুর সময় পা প্রসারিত করেছেন।

১৩. ব্যবহৃত জুতা পরিধান করতঃ মসজিদে যাওয়া বেআদবী, ইজ্জত ও অপমান প্রথা ও প্রচলনের উপর নির্ভরশীল। হ্যাঁ, নতুন জুতা পরে যেতে পারে। তা পরে নামায পড়া মুস্তাহাব ও আফজল তবে পায়ের পাঞ্জা এত শক্ত হতে পারবে না যে সিজদার সময় আঙ্গুল সমূহের পেট জমিনে লাগতে বা স্পর্শ করতে দেয় না। 'বাহরুর রায়িক'-এ আছে আমিরুল মু'মিনীন মাওলা আলী কররমাল্লাহু ওয়াজ হাহুল করিম দু'জোড়া জুতা রাখতেন, ব্যবহৃত জুতা পরে মসজিদের দরজা পর্যন্ত আসতেন অপরটি অব্যবহৃত জুতা পরে মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করতেন।

১৪. মসজিদে এখানকার (ভারতের) কোন কাফেরকে আসতে দেয়া কঠোরভাবে না জায়েয এবং মসজিদের বেহুরমতি। ফিক্বহে জিম্মিদের প্রবেশের বৈধতার কথা আছে, এখানকার কাফেরগণ জিম্মি নয়। কতই নিষ্ঠুরতা ও ভীষণ জুলুম তারা তোমাদের ক্রীড়ানক মনে করে, যে জিনিস তোমাদের হাতে লাগে তা নাপাক মনে করে, সওদা সামগ্রী দুর থেকে ঢেলে দেয়, পয়সা নিলে তা আলাদা করে রাখে। অথচ তাদের অপবিত্রতার উপর কুরআন, সাক্ষী আছে। তোমরা ঐসব অপবিত্রদেরকে নিজেরেদ মসজিদে আসতে অনুমতি দিচ্ছ, তাদের অপবিত্র পা তোমাদের মাথা রাখার স্থানে রাখছে। নাপাক দেহ নিয়ে প্রভুর দরবারে আসছে। আল্লাহ হেদায়ত করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আসরের পর জনৈক বন্ধু একজন রোগীর আলোচনা করত: আরজ করে, সীমাহীন জ্বর। এ প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেন, সীমাহীন জ্বরের অর্থ এই যে, তার কোন শেষ নেই, কখনো কমে যাবে না। অতঃপর বলেন, সূরা মুজাদালা শরীফ যা আটাশতম পারার প্রথম সূরা আসরের নামাযের পর তিনবার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করিয়ে দেবে।

প্রশ্ন : পাগড়ীর দু'প্রান্তের পরিধির হুকুম কী?

উত্তর : এ বিষয়ে প্রনিধান যোগ্য হচ্ছে এই- যদি চার আঙ্গুলের চাইতে অধিক হয় তাহলে নিষেধ।

প্রশ্ন : হুযূর! তামা অথবা লৌহের আংটির বিধান কী?

উত্তর : পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য মাকরুহ।

প্রশ্ন : তার কি কারণ রূপার আংটি বৈধ রাখা হয়েছে যা অধিক মূল্যবান আর তামা ইত্যাদি মাকরুহ?

উত্তর : রোপার আংটি পরকালের স্মরণের জন্য জায়েয রাখা হয়েছে যে, স্বর্ণ ও রূপা বেহেশতীদের অলংকার, তামা ইত্যাদির সেখানে কী কাজ। (অতঃপর বলেন) একজন লোক হুযূরের কাছে গমন করেন তার হাতে পিতলের আংটি ছিলো, তিনি ইরশাদ করে, مَا لِي أَرَى فِي يَدِكَ حِلْيَةَ الْأَصْنَامِ 'কি ব্যাপার, আমি তোমার হাতে মূর্তির অলংকার দেখছি।' তিনি খুলে নিক্ষেপ করেন, দ্বিতীয় দিন লৌহার আংটি পরে উপস্থিত হন তিনি ইরশাদ করেন, مَا لِي أَرَى فِي يَدِكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ 'কি ব্যাপার আমি তোমার হাতে দোযখীদের অলংকার দেখছি।' তিনি খুলে নিক্ষেপ করেন। আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস দিয়ে আংটি প্রস্তুত করব? ইরশাদ করেন, اِتَّخِذْهُ مِنَ الْوَرِقِ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا 'রূপা দিয়ে আংটি প্রস্তুত কর এবং এক 'মিসকাল' অর্থাৎ সাড়ে চার মাসা পূর্ণ করো না।'

প্রশ্ন : টুপি অথবা কাপড়ে ফুলের কাজ হলে তার কী বিধান?

উত্তর : যদি চার আঙ্গুল পর্যন্ত হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদি কয়েকটি ফুল হয় প্রত্যেকটি চার আঙ্গুল থেকে অধিক না হয় দূর থেকে দেখতে স্পষ্ট ব্যবধান বুঝা যায় তাতেও কোন অসুবিধা নেই যদিও একত্রিত করলে চার

আঙ্গুলের চাইতে অধিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি কোন ফুল চার আঙ্গুল থেকে অধিক হয় অথবা ফুলে নিমজ্জিত হয় দুর থেকে ব্যবধান উপলব্ধি না হয় তা হলে না জায়েয।

প্রশ্ন : আংটি কোন আঙ্গুলে পরিধান করা উচিৎ?

উত্তর : বাম হাতে পরার কথাও আছে ডান হাতে পরার কথাও আছে তবে উত্তম হল, ডান হাতের অনামিকায় পরা।

প্রশ্ন : নিজের নাম আংটিতে ক্ষুদাই করা থাকলে টয়লেটে যেতে পারে কী পারে না?

উত্তর : নাম তেমন সম্মান জনক না হলেও অক্ষরের সম্মান তো করতে হবে। যদি কোন বরকতময় নাম হয় তাহলে তো পরিধান করে যাওয়া জায়েয নেই। হ্যাঁ, পকেটে রাখলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : 'আল্লাহ সাহেব' বলা কেমন?

উত্তর : জায়েয আছে, হাদিসে আছে- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ রাসূল ﷺ-কে পবিত্র কুরআনে 'সাহেব' বলা হয়েছে- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ তবে 'আল্লাহ সাহেব' বলা ইসমাঈল দেহলভীর পরিভাষা। হুযূর ﷺ নিশ্চিত আমাদের বন্ধু তবে পবিত্র নামের সাথে 'সাহেব' বলা অগ্নিপূজারী, সন্যাসি ও ওয়াহাবীদের পরিভাষা। তাই না বলা উচিৎ। (অতঃপর বলেন) অগ্নি পূজারী, সন্যাসি, ওয়াহাবী সবাই একই দলভুক্ত।

প্রশ্ন : মখমল পুরুষদের জায়েয কী জায়েয নেই?

উত্তর : যদি তার উপর রেশমী পশম বিছানো থাকে তা হলে না জায়েয নতুবা নয়।

প্রশ্ন : হুযূর! রেশমেরও কী এই বিধান হয়। চার আঙ্গুলের চাইতে অধিক না জায়েয?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি অনুগামী (মিশ্রণ) স্বতন্ত্র হয় তাহলে চার আঙ্গুল পর্যন্ত জায়েয যেমন টুপির পাড় জায়েয, তবে রামপুরী টুপি যা কিছু কিছু চার আঙ্গুল পর্যন্ত ও হয় না যদি রেশমী সুতার হয় তাহলে না জায়েয যে তা নিজেই স্বতন্ত্র অনুগামী (মিশ্রণ) স্বতন্ত্র নয়। অনুরূপ তাবিজ, কোন কোন তাবিজ এক আঙ্গুল পরিমাণ ও হয় না, তবে যেহেতু স্বতন্ত্র যদি রেশমী হয় তাহলে না জায়েয।

প্রশ্ন : তামা ও পিতলের তাবিজের কী বিধান?

উত্তর : পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য মাকরুহ, স্বর্ণ ও রূপা পুরুষের জন্য হারাম, মহিলাদের জন্য জায়েয।

প্রশ্ন : রূপা ও স্বর্ণের ঘড়ি রাখতে পারে কী পারে না

উত্তর : রাখতে পারে, তবে তাতে সময় দেখতে পারবে না তা হারাম। অনুরূপ আয়না পরিধানে মহিলার কোন অসুবিধা নেই, তবে তাতে মুখ দেখা হারাম (অতঃপর বলেন) রৌপ্য স্বর্ণ কেবলমাত্র পরিধান করা মহিলার জন্যকোন অসুবিধা নেই অন্যান্য ব্যবহার তাদের জন্যও হারাম। হ্যাঁ, খাওয়া উভয়ের জন্য জায়েয, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত খাওয়া টুকরো টুকরো করে অথবা মহৌষধ করে।

প্রশ্ন : যে বৃক্ষ নাপাক পানি দ্বারা সিক্ত করা হয় তার ফল খাওয়া কী জায়েয?

উত্তর : জায়েয।

প্রশ্ন : যে গাভীকে জোর পূর্বক নেয়া অথবা চোরাই ভুষি খাওয়ানো হয় তার দুধ পান করা কী জায়েয?

উত্তর : দুধ হারাম হবে না। হ্যাঁ, খোদাভীতি একটি বড় ব্যাপার। জনৈক মহিলা ইমাম আহমদ رحمة الله عليه-এর নিকট এসে বলে, আমি আমার ছাদের উপর সেলাই কাজ করি, এত আলো নেই যে, সুঁই থেকে যদি সুতা বের হয়ে যায় তা পুনরায় সুঁইতে ঢুকাতে পারি, বাদশাহর বাহন বের হয় তার আলোতে সুতা ঢুকাতে পারি কী পারি না? ঐ আলো অত্যাচারী তার টাকায় কী হালাল ও হারাম উভয়টি আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? সে বলে, আমি বিশির হাফী رحمة الله عليه-এর বোন। ইমাম বলেন, খোদাভীতি তোমাদের ঘর থেকে বের হয়েছে। তোমার জন্য ঐ আলোতে সুতা ঢুকানো জায়েয নেই। (অতঃপর বলেন) আমাদের ইমাম আযম رحمة الله عليه ব্যবসা করতেন, হাজার হাজার মুদ্রা মানুষের কাছে পাওনা ছিলো। পাওনা উসূল করার জন্য দুপুরে গমন করতেন। ঋণ গ্রস্থদের দেয়ালের ছায়া থেকে দূরে দাঁড়াতেন যাতে ইহা পাওনা টাকার সুবিধা/মুনাফা অর্জনের অন্তর্ভুক্ত না হয়। এক ব্যক্তি এ দিকে হুযূর কোথাও যাচ্ছিলেন, সামনের পথ দিয়ে সে আসছিল, তাকে দেখে ভয়ে অন্য গলিতে লুকিয়ে গেল। গলিটি অপর প্রান্ত দিয়ে বন্ধ ছিলো, ইমাম উক্ত গলি দিয়ে গমন করেন, বলেন, তুমি এখানে কেন, কিভাবে এসেছে? কারণ বর্ণনা করেন,আমি হুযূরের ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তি, প্রতিশ্রুত দিন অতিবাহিত হয়েছে, আমি আংশকা করেছি, হুযূর পাওনা চাইবেন আর আমার কাছে এখন হস্ত মওজুদ নেই, তাই আমি এ দিকে এসে গেছি। তিনি বলেন, দশহাজার টাকাও কি এমন কোন মুসলমানের অন্তরে বিষন্নতা আনে, আমি ক্ষমা করে দিলাম।

প্রশ্ন : হুযূর! আউলিয়াদের ওরশে গান-বাজনা হয়, যতক্ষণ গান বাজনা হবে ঐ সময় যাবে না গান বাজনার পর 'কুলখানী' (কুরআন শরীফ তিলাওয়াত) তে শরীক হওয়ার জন্য যেতে পারবে কী পারবে না?

উত্তর : যেতে পারবে। আমিরুল মু'মিনীন ওসমান رضی اللہ عنہ-এর যুগে যখন বিদ্রোহ করে সমগ্র শহরে তার শোর গোল পড়ে গেল। আমিরুল মু'মিনীনের বাড়ী ঘেরাও করা হয়েছিলো, নামাযও সেখানে পড়াচ্ছিল। প্রশ্ন উঠলো, তাদের পিছনে নামায পড়া যাবে কী যাবে না? ইরশাদ করেন, ঐ লোকেরা যখন মন্দ কাজ করবে তাদের থেকে দূরে থাকো যখন ভাল কাজ করে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ কর।

প্রশ্ন : হুযূর! সাজ্জাদানশীন বদ মাযহাব পন্থী হলে।

উত্তর : যদি আপনি সাজ্জাদানশীনদের কাছে যেতে চান তাহলে যাবেন না। যদি মাজারে যেতে চান যেতে পারেন।

প্রশ্ন : হুযূর! কিছু হাদিসে এ ঘটনা এসেছে যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি নির্দেশ হল যে, আমার একজন বান্দাহ অমুক পাহাড়ে আছেন সেখানে যাও, তার থেকে শিক্ষা অর্জন কর। এ ঘটনাটি পবিত্র তাওরীতের পূর্বের না পরের?

উত্তর : পবিত্র তাওরীতের অনেক পূর্বের ঘটনা।

প্রশ্ন : যদি তা পবিত্র তাওরীতের পরের ঘটনা ধরা হয় তাহলে এ প্রশ্ন আসে যে, তাওরীত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

যখন তাওরীত প্রত্যেক কিছুর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত হয় তাহলে অন্যের কাছে বিদ্যার্জনের কী প্রয়োজন?

উত্তর : আপত্তির কোন অবকাশ নেই। 'তাওরীত' প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ হওয়া বলেছেন। উক্ত বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান থাকা কোথাও বলেন নাই। মুসা عليه السلام যখন তাওরীত নিয়ে আসেন, এখানে দেখতে পান মানুষ গোবাছুর সিজদা করছে এবং তার পুজা করছে। তার জালালাতের অবস্থা এ ছিলো যে, যখন জালালত আসতো মুখ থেকে অগ্নিশিখা আধা গজ উপরে উঠে যেত। তিনি রাগে অগ্নি মুর্তি ধারণ করে তাওরীত নিক্ষেপ করেন ফলে তা

ভেঙ্গে যায়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضی اللہ عنہ-এর শিষ্য ইমাম মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে- তিনি বলছেন, সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ উঠে গেছে বিধান সমূহ বিদ্যমান রইল।

প্রশ্ন : হুযূর! তাওরীতের কটি সমূহ তো আল্লাহর কালাম। এর সাথে এ ধরণের আচরণ কিভাবে করল?

উত্তর : হযরত হারুন عليه السلام নবী এবং তার বড় ভাই। নবীকে সম্মান করা ফরয। জালালতের সময় তিনি أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ তার মাথা ও দাঁড়ি ধরে টানতে থাকেন। এ তাঁর বড় ভাইয়ের প্রতি আচরন। মিরাজ রজনীতে হুযূর ﷺ দেখেন যে কোন মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্যে উচ্চ স্বরে কথা বলছেন। তিনি বলেন, হে জিব্রাঈল! উনি কে? আরজ করেন, মুসা। তিনি বলেন, নিজ প্রভুর সাথে রাগ করে কথা বলছেন? তিনি বলেন, قَدْ عَرَفَ رَبُّهُ حَدَّتُهُ 'তার প্রভু জানে যে, তার রাগ মিশ্রিত স্বভাব।' ভাল এটিও বাদ। তিনি আল্লাহর তায়ালার দরবারে আরজ করেন, إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ 'এ সবগুলো আপনার ফিৎনা।' উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা رضی اللہ عنہا আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যে, সব বাক্য উচ্চারণ করেছেন অন্য কেউ বললে গর্দন কেটে ফেলা হতো। অন্ধরা কেবল মাত্র দাসত্বের অবস্থা দেখেছে প্রেমিকের অবস্থা দেখা থেকে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে গেছে।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি ইমাম মুজাহিদের অভিমত এবং তাও তো خبر آحاد (খবরে আহাদ) এর অন্তর্ভূক্ত।

উত্তর : তা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর অভিমত অগ্রহণযোগ্য হওয়া। পবিত্র কুরআনের একটি শব্দও হাদিস ও ইমামদের অভিমত মানা ব্যতীত চলতে পারে না।

প্রশ্ন : ইমামগণ দ্বারা তাফসীরের ইমামগণ উদ্দেশ্য।

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : অনেক স্থানে তাফসীরের ইমামদের অভিমত মানা যাচ্ছেনা। উদাহরণ স্বরূপ- ইমাম কাজী বায়যাভী অথবা অন্যান্য ইমামগণসহ যেমন ইমাম খাজেন প্রমুখ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ কে নির্দিষ্ট বলেছেন।

উত্তর : কাজী বায়যাভী অথবা খাজেন ইত্যাদি তাফসীরের ইমাম নয়। কোন বিষয়ের ইমাম হওয়া এক কথা এবং উক্ত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা অন্য কথা। তাফসীরের ইমাম হচ্ছেন সাহাবা এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীন। (অতঃপর বলেন)

কুরআন আজিমে এটি বলেছেন যে, তাওরীতে আমি প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ অবতীর্ণ করেছি। এটি বলেন নাই যে, ঐ বিস্তারিত বিবরণ সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। অতএব তাওরীত প্রত্যেক কিছুর বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত হওয়া অকাট্য তবে সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান থাকা সন্দেহ প্রবণ। আর خبر آحاد ও সন্দেহ প্রবণ। আর সন্দেহ প্রবণ সন্দেহ প্রবণের উপযোগী। অতএব خبر آحاد দ্বারা প্রমাণিত হয় তাওরীতে প্রত্যেক কিছুর বিবরণ বিদ্যমান নেই।

প্রশ্ন : হুযূর! এভাবে কুরআনকে বলা হয়েছে- تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনা। এটি বলা হয় নাই যে, تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা বিদ্যমান আছে। অতএব অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান কিভাবে সাব্যস্ত হবে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে যদি তার বিপরীত কোন হাদিসে আসে যে, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা বিদ্যমান নেই' তাহলে মেনে নেয়া হবে। তবে বিপরীত আসা দুরে থাক বিশুদ্ধ হাদিসে তার সহায়তা এসেছে। অবশ্যই সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকার কুফুরী কেননা তা সরাসরি নবুয়তের অস্বীকার। নবুয়ত হচ্ছে অদৃশ্য জ্ঞান দেয়া। ইমাম কাজী আয়াজ মালেকী رحمة الله عليه 'শিফা শরীফ'-এ বলেন-

اَلنُّبُوَّةُ هِيَ الْاِطِّلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ.

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী 'মদখল'-এ ইমাম কুস্তলানী 'মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া'য় বলেন-

اَلنُّبُوَّةُ مَاخُوْذَةٌ مِنَ النَّبَأِ بِمَعْنَى الْخَبَرِ اَىْ اِطِّلَاعُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْغَيْبِ.

'নবুয়ত হচ্ছে অদৃশ্য জ্ঞানের উপর অবগতি।'

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এটি বলে যে, আমরা অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞা দিই। 'ঐ জ্ঞান যা মাধ্যম ব্যতীত হয়' ঐ অর্থের দিক থেকে অদৃশ্য জ্ঞানের সাধারণ অস্বীকারকারী হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : মাধ্যম ব্যতীত জ্ঞানের সাথে অদৃশ্য জ্ঞান কে নির্দিষ্ট করা কুরআন বিরোধী। কুরআন বলছে- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ কি নবী করিম صلى الله عليه وسلم মাধ্যমবিহীন জ্ঞান বলার উপর কৃপন নন? এর দ্বারা কাফের হয়ে যাবে। যে

ব্যক্তি অনু পরিমাণ প্রভু ব্যতীত অন্যের জন্য মাধ্যম ব্যতীত জ্ঞান স্বীকার করে কাফের হয়ে যাবে। যদি কেউ انسان এর অর্থ উম্মাদ করে তাহলে সে নিজেই পাগল। আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهٖ أَحَدًا ، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ মাধ্যম ব্যতীত কী নিজ রাসূলদের জ্ঞান দান করেন?

প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ কুরআন শরীফ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যখন তার শব্দাবলী সংরক্ষিত হলো তাহলে অর্থের সংরক্ষণ অবশ্যই হয়েছে। যেহেতু অর্থসমূহ শব্দাবলী থেকে পৃথক হয় না। অর্থসমূহ কুরআন আজিমের গুণ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা।' অতএব কুরআন আজিম দ্বারা تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ হওয়া স্থায়ী সাব্যস্ত হয়েছে।

উত্তর : কুরআন আজিমের শব্দাবলীর সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যদিও অর্থসমূহ উক্ত শব্দাবলীর সঙ্গে আছে। তবে অর্থসমূহের জ্ঞান থাকা কী আবশ্যক? নবী আল্লাহর কথা বুঝার জন্য আল্লাহর বর্ণনার মুখাপেক্ষী। যেমন- إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ এবং এটি সম্ভব যে, কিছু আয়াত বিস্মৃত হয়েছে- مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ তো مَا شَاءَ اللهُ এর মধ্যে এবং আল্লাহ বলেছেন, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ، إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ 'আমি আপনাকে পড়াব অতঃপর আপনি ভুলবেন না। তবে আল্লাহর যা ইচ্ছা।' এ থেকে বুঝা গেল যে, مَا شَاءَ اللهُ এর জ্ঞান হুযূরের ছিলনা অথচ তা مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ এর মধ্যে আছে।

উত্তর : مَا شَاءَ اللهُ কী সম্পর্কে বলেছেন? আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে আলোচনা আছে। আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রভুর গুণাবলী এবং তা চিরন্তন مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ এর অন্তর্ভূক্ত নয়। مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ ঐ নশ্বর সমূহের নাম, যা প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত হয়েছে এবং হবে।

প্রশ্ন : ঝুলি যা ঘোড়ার গদিতে ঝুলানো থাকে সেখানে কুরআন শরীফ রাখা হয়েছে। এমতাবস্থায় আরোহণ করতে পারে?

উত্তর : যদি গলায় ঝুলাতে না পারে এবং ঝুলিতে রাখতে বাধ্য হয় তা'হলে জায়েয।

প্রশ্ন : ফজর হওয়ার পর ফজরের সুন্নাতে তাহিয়্যাতুল অজু এবং তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়ত জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : নাই, ফজর হওয়ার পর ফজরের সুন্নাত ব্যতীত কোন নফল পড়া জায়েজ নেই। হ্যাঁ, নিয়ত ছাড়া তাহিয়্যাতুল অজু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ ফজরের সুন্নাত দ্বারা আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : হুযূর! ১৩ বছর বয়সে আমার স্ত্রীর চার ছেলে ও দুই মেয়ে জন্ম দিয়েছে। যার মধ্যে পাঁচজনই মারা গেছে। কারো বয়স তিন বছর কারো দু'বছর, কারো এক বছর। সকলরই একটি রোগ অর্থাৎ শ্বাস রোগ এবং শিশু রোগ। বর্তমানে তিন বছর বয়সের একজন মেয়ে সন্তান জীবিত আছে। হুযূর! দোয়া করুণ, এ রোগ গুলির উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র বলুন।

উত্তর : আল্লাহ্ তায়ালা নিজ দয়া করুণ। এখন যে গর্ভ হয় না কেন তা দু'মাস পূর্তি হওয়ার পূর্বে এখানে অবহিত করবেন। স্ত্রী ও তার মার নাম ও জমা দিতে হবে। তখন থেকে ইনশা আল্লাহ ব্যবস্থা করা হবে। নিজ ঘরে নামাযের প্রতি জোড়ালো তাকিদ দিতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আয়াতুল কুরসি একবার করে অবশ্যই পড়বে। নামায ছাড়াও সকালে সূর্য উদয়ের পূর্বে সন্ধ্যায় সূর্য ডুবার পূর্বে এবং শয়ন করার সময়। যে দিন সমূহে মহিলাদের নামায পড়তে হয় না ঐ দিন সমূহেও এই তিন সময়ে আয়াতুল কুরসি যেন বাদ না দেয় বরং এই নিয়তে যে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করছে। যে দিন সমূহে নামায পড়তে পারে তাতে এ গুলোর প্রতিও যেন লক্ষ্য রাখে। তিন কুল তিনবার করে সকাল,সন্ধ্যা ও শয়ন করার সময় পড়বে। সকাল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ধ রাত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, সন্ধ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুপুরে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। শয়নের সময় এভাবে পড়বে যে, চিত হয়ে শয়ন করে উভয় হাত দোয়ার মত প্রসারিত করে। প্রত্যেক বার তিন কুল পড়ে হাতে ফুঁক দিবে অতঃপর সমস্ত মুখ, বক্ষ, পেট, পা আগাগোড়া হাত দেহের যেখানে পৌঁছে সমস্ত দেহ মছেহ করবে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার করবে। যে দিন সমূহে মহিলাদের নামায পড়তে হয় না ঐ দিন সমূহেও এভাবে আপনি তিনবার পড়ে তার দেহে হাত মছেহ করবেন। বড় চেরাগ এখানে একবার লোক তৈরী করে তা প্রস্তুত করে নিয়ে যাবে। গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পর যে নিয়মে বলা হবে জ্বালানো যাবে। যে মেয়ে সন্তান জীবিত আছে তারও যদি কোন অসুখ হয় তার জন্যও জ্বালান। উক্ত চেরাগ আল্লাহর রহমতে যাদু। জ্বিনের কু-প্রভাব এবং রোগ দূর করার কাজে পরীক্ষিত। যে সন্তান জন্ম লাভ করবে জন্ম হওয়া মাত্রই সর্বাগ্রে তার কানে সাতবার আযান দেয়া হবে। চার বার ডান কানে আযান দেয়া হবে এবং তিন বার তাকবীর বাম কানে। এতে

কখনো দেরী করা যাবে না। দেরী করলে শয়তানের প্রভাব এসে পড়বে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত সন্তান ফল ফলাদি দিয়ে মেপে তা সদকা করে দেয়া হবে। অতঃপর এক বছর পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে। অতঃপর দু'বছর পর্যন্ত প্রতি দু'মাসে অতঃপর তিন বছর পর্যন্ত প্রতি তিন মাস পর। চতুর্থ বছর প্রতি চার মাস পর পঞ্চম বছরও প্রতি চার মাস পর, ষষ্ট বছরে প্রতি ছয় মাস পর, সপ্তম বছর থেকে বার্ষিক (মেপে ফল ফলাদি সদকা করুন) এ পরিমাপটি উক্ত কন্যা সন্তানের জন্যর করুন। সে তো চার বছর বয়সী। প্রতি চার মাস অন্তর পরিমাপ করুণ। ঘরে সাত দিন পর্যন্ত মাগরিবের সময় উচ্চস্বরে সাতবার আযান দেবেন। তিন রাত কোন বিশুদ্ধ পাঠকারীর দ্বারা পূর্ণ সূরা বাকারা এমন শব্দে তেলাওয়াত করার ব্যবস্থা করুন, যা ঘরের প্রত্যেক কোণায় পৌঁছে। রাতে ঘরের দরজা বিছমিল্লাহ পড়ে বন্ধ করা হবে এবং সকালে বিছমিল্লাহ পড়ে খোলা হবে। যখন পায়খানায় যাবে তার দরজার বাইরে بِسْمِ اللهِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ পড়ে বাম পা প্রথমে রেখে প্রবেশ করবেন। কাপড় পরিবর্তন অথবা ধৌত করার জন্য যখন কাপড় খোলবেন তাহলে বিছমিল্লাহ পড়ে নেবেন। সহবাসের সময় গভীরভাবে নেবেন। সহবাসের প্রথমে আপনি এবং তিনি উভয়ই বিছমিল্লাহ পড়ে নিবেন। এ কাজগুলো পুরোপুরি অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! 'বড় চেরাগ' জ্বালানোর কী নিয়ম?

উত্তর : (১) এ চেরাগ ঝুলন্ত অবস্থায় জ্বালাতে হবে কোন কাঁচের গ্লাসে। (২) জ্বালানোর সময় অগ্নি শিখার পাশে রিং অথবা আংটি অথবা বালি (কানের দুল) ঢেলে দেবে। চল্লিশ দিন (সিল্লা) শেষে তা দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে সদকা করে দেবে। (৩) চেরাগ অজু সহকারে পুরুষ উজ্জ্বল করবে যদিও মহিলা হয়। পুরুষ হলে ভাল। (৪) রোগ হাল্কা হলে চেরাগ দেড় ঘন্টা ধরে জ্বলবে, কঠিন হলে দু'ঘন্টা, তিন ঘন্টা, অত্যধিক কঠিন হলে রাত ভর জ্বলবে। (৫) রোগী তার আলোতে বসবে শায়িত অবস্থায় হলে মুখ আলোর দিকে করবে। প্রায় সময় তার অগ্নি শিখা দেখবে। (৬) যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বালানোর ইচ্ছা হয় সে হিসেবে উন্নত মানের সুগন্ধি যুক্ত তেল তাতে ঢালবে তা চেরাগের চর্তুদিকে ঘুরাবে যাতে যাবতীয় চিত্র সমূহে চক্কর দিয়ে আনবে। অতঃপর নিচু করে রেখে দেবে যেদিকে বাতির চিহ্ন আছে বিছমিল্লাহ বলে সেদিকে বাতি জ্বালাবে। (৭) যদি রোগ ভীষণ কঠিন হয় তা হলে চার কোণায় চারটি বাতি জ্বালাবে এবং

চেরাগ সোজা রাখবে। প্রত্যেক অগ্নি শিখার পার্শ্বে স্বর্ণ রাখবে। (৮) যে ঘরে এ চেরাগ জ্বালানো হবে সেখানে না কোন ফটো থাকবে, না কুকুর আসতে পারবে রোগিনী ব্যতীত কোন মাসিক ও প্রসব উত্তর স্রাব বর্তী মহিলা থাকতে পারবে না। অপবিত্র কোন নারী পুরুষ ও থাকতে পারবে না। (৯) ঐ স্থানে বসে সকলই আল্লাহর জিকির, দরুদ শরীফে ব্যস্ত থাকবে, প্রয়োজনে কথা বলতে হলে খুব আস্তে আস্তে বলবে। হৈ চৈ করবে না, অনর্থক কোন কথা বলবে না। (১০) যতগুলো মহিলা সেখানে বসবে অথবা আসবে সকলই শালীন পোশাক পরবে। নামায রত অবস্থার মত মুখ ও উভয় হাত ব্যতীত মাথার কোন চুল অথবা গলা বা চোয়াল বা বাহু অথবা পেট অথবা গোড়ালীর কোন অংশ যেন মোটেই না খোলে। (১১) চেরাগ প্রথম দিন যে সময় জ্বালানো হয় ঐ সময় ঘন্টা মিনিট মনে রাখবে। যাতে কোন দিন তার চেয়ে দেরীতে বাতি জ্বালাতে না হয়। তার মুয়াক্কেল উপস্থিত হওয়ার জন্য ঐ সময়টি নির্ধারণ করে নেয় যে সময় প্রথম দিন উজ্জ্বল হয়েছিলো। অতঃপর যদি কোন দিন আসে এবং চেরাগ ঐ সময় উজ্জ্বল না পায় তাহলে তার কষ্ট হবে। তাই উচিৎ হচ্ছে প্রথম দিন ইচ্ছাকৃত কিছুক্ষণ দেরী করে বাতি জ্বালাবে। যদি কোন দিন ঘটনাক্রমে দেরী হয়ে যায় তাহলে ঐ সময় থেকে বেশী দেরী হবে না। তবে প্রথম দিন এত দেরীও করবে না। কোন দিন চেরাগ উজ্জ্বল হয়ে ঐ সময় আসার পূর্বে শেষ হয়ে যাবে। (১২) যখন চেরাগ বৃদ্ধি করার সময় আসবে কোন ব্যক্তি অজু সহ বাড়াবে এবং ঐ সময় এটি বলবে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اِرْجِعُوْا مَاجُوْرِيْنَ (১৩) দিনে নতুন তৈল দেবে। কালকের উদ্বৃত্ত তৈল রোগীর মাথা ও শরীরে মালিশ করবে। (১৪) যার জন্য চেরাগ জ্বালানো হয়েছে সে ব্যতীত অন্য রোগীও আরোগ্য লাভের নিয়তে উক্ত শর্তগুলোর অনুসরনে বসতে পারবে।

প্রশ্ন : এক ভদ্রলোকের কন্যা অনবরতকিছু দিন ধরে সূরা মুজাম্মিল শরীফ পড়ছিলো বরং অর্ধেকের কাছাকাছি মুখস্থ ও ছিলো এখন এ মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে।

উত্তর : 'লা হাওলা শরীফ' ষাট বার আলহামদু শরীফ আয়াতুল কুরসি শরীফ একবার করে তিন কুল তিনবা করে পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে আপ্যায়ন করবে।

প্রশ্ন : কি ব্যাপার কুরআনের আয়াত কি এ প্রভাব রাখতে পারে?

উত্তর : আমেল যে শর্তাবলীর কথা বলে তার অনুসরণ না করার দরুণ এ রূপ হতে পারে।

প্রশ্ন : হুযূর আকরাম ﷺ-এর কম্বল আচ্ছাদিত করা প্রমাণিত আছে না নাই?

উত্তর : হ্যাঁ, হাদিস শরীফ দ্বারা প্রামণিত আছে।

প্রশ্ন : পবিত্র পোশাকে কোন কোন কাপড় আছে?

উত্তর : (১) চাদর (২) নিম্নাংশর কাপড় (৩) পাগড়ী এগুলো সাধারণভাবে হয়ে থাকতো, কখনো কুর্তা, টুপি, পায়জামা একবার খরিদ করা বর্ণিত আছে। পরিধান করার বর্ণনা নেই। মহিলারা ও নিম্নাংশর কাপড় পরিধান করত। একদা হুযূর যাচ্ছিলেন; পথিমধ্যে একজন মহিলার পা পিছলিয়ে গেল। পবিত্র চেহরা সেদিক থেকে ফিরিয়ে নেন। সাহাবাগণ আরজ করেন, হুযূর সে কি পায়জামা পরিহিতা? এরশাদ করেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْتَرِ وَلَاتَ "হে আল্লাহ! ঐ রমণীদের ক্ষমা করুণ যারা পায়জামা পরিধান করে।" সম্ভবতঃ পায়জামা সংকীর্ণ ছিলো। যদি ঢিলা (অসংকীর্ণ, প্রশস্ত) হতো তা লুঙ্গির মত খোলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

প্রশ্ন : মোমবাতি যাতে চর্বি থাকে জ্বালানো জায়েয আছে কী জায়েয নেই?

উত্তর : যদি মুসলমানদের প্রস্তুতকৃত হয় তাহলে জায়েয নতুবা শুধু মসজিদে না এমনিতে জ্বালানো উচিৎ নয়।

প্রশ্ন : যেসব মোমবাতি জার্মান ইত্যাদি অমুসলিম দেশ থেকে আসে ঐ গুলোর কী হুকুম?

উত্তর : এ গুলোরও একই হুকুম। এ কারণে যে, চর্বি ও গোশতের একই হুকুম। যদিও গাড়ী হোক অথবা চালক। কোন মুসলমান থেকে হিন্দু অথবা খ্রিষ্টান চর্বি নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর নিয়ে এলো এবং বলে এ গুলো ঐ চর্বি যা এই মাত্র আমি তোমার থেকে নিয়ে গেছি। তা গ্রহণ করা হারাম। اَلنَّصْرَانِيَّةُ لَا ذَبِيْحَةَ لَـهُ ইয়াহুদীরা এর বিপরীত। তাদের কাছে এখনো যবেহর গুরুত্ব আছে 'ফতোয়া কাজী খাঁ'-তে আছে- اَلْيَهُوْدِيَّةُ يَذْبَحُ أَوْ يَأْكُلُ ذَبِيْحَةَ الْمُسْلِمِ খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদী উভয়ই কাফের। একদল আল্লাহর প্রিয় বান্দার প্রেমে অপর দল শত্রুতায় কাফের হয়। কুরআন আজিমে ইয়াহুদীদের مغضوب عليهم (অভিশপ্ত) বলা হয়েছে খ্রীষ্টানদেরকে ضالين পথ ভ্রষ্ট বলা হয়েছে। এ কারণে বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও কোন ইয়াহুদী বিচারকের আসনে নেই। খ্রীষ্টানরা এর বিপরীত তাদের ক্ষমতা প্রকাশ্য, হুবহু একই অবস্থা রাফেজী ও ওহাবীদের। রাফেজীরা

খ্রীষ্টানদের মত ভালবাসায় কাফের হয়েছে আর ওয়াহাবীরা ইয়াহুদীদের মত শত্রুতায় কাফের হয়েছে।

প্রশ্ন : ইমাম মুসাফিরের পিছনে মুকিম মুক্তাদির এক রাকাত পাওয়া গেল। বাকী নামাযের ক্বিরাত কিভাবে পড়বে?

উত্তর : প্রথম দুই রাকাত লাহিকের মত ক্বিরাতবিহীন সূরা ফাতিহা পরিমাণ কেয়াম করত: বৈঠক করবে এবং পরবর্তী রাকাতে ক্বিরআত পড়বে।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় জামাত যখন শুরু হয় যোহরের সুন্নাত ঐ সময় পড়া জায়েয আছে কী নাই অথবা ফজরের সুন্নাত জামাতে সানিয়ার বৈঠক না পাওয়ার কারণে ছেড়ে দেয় হবে বা কী করা হবে?

উত্তর : দ্বিতীয় জামাত কেবলমাত্র জায়েয। তার জন্য সুন্নাত সমূহ বর্জন করা যাবে না। প্রথম জামাতই মুল নামায। যে সম্পর্কে হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে যদি ঘরে শিশু, মহিলা না থাকতো তাহলে যারা জামাতে শরীক হচ্ছে না তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিতাম। একদা মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছিলেন, পবিত্র মারহেরায় ঘটনাক্রমে আমার নামাযে বিলম্ব হয়ে গেল। যখন আমি মসজিদের সিঁড়িতে পৌছি হযরত মিঞা সাহেব কেবলা নামায পড়ে আগমন করছিলেন। এরশাদ করেন, আবদুল কাদের নামায তো হয়ে গেল, আসল নামায তো প্রথম জামাত।

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে তিন কাতার করার ফযিলত আছে। তার নিয়ম 'দুররে মুখতার' ও 'কবীরা'-তে এটি লিখা আছে- প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয়তে দু'জন, তৃতীয়তে একজন মানুষ দাঁড়াবে। তার কারণ কী? প্রত্যেক কাতারে দু'জন দাঁড়াতে পারে?

উত্তর : পূর্ণ কাতারের নিম্ন সংখ্যা তিনজন লোক। তাই প্রথম কাতার পূর্ণ করা হলো। তার দলিল এই ইমামের সঙ্গে কাতারে দু'জন দাঁড়ানো মাকরুহ তানজিহী, তিনজন দাঁড়ানো মাকরুহে তাহরীমি। কেননা কাতার পূর্ণ হয়ে গেছে এ অবস্থায় ইমাম কাতারে দাঁড়ানো হয়ে গেল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে একই বিধান। কোন কোন সময় একা কাতারে দাঁড়ানো না জায়েয নয়। যেমন দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা হলে মহিলা পেছনের কাতারে একাকী দাঁড়াবে।

প্রশ্ন : মহামারী রোগের সময় কিছুস্থানে নিয়ম আছে যে, ছাগলের ডান কানে সূরা ইয়াছিন শরীফ, বাম কানে সূরা মুজ্জাম্মিল শরীফ পড়ে ফুঁক দেয় শহরের

চতুর্দিকে ঘুরানোর পর চৌরাস্তায় নিয়ে যবেহ করে। তার চামড়া জমিনে দাফন করাহয়। এটি কী রূপ?

উত্তর : চামড়া দাফন করা হারাম। সম্পদের অপচয়। চৌরাস্তায় নিয়ে যবেহ করা মূর্খতা এবং অনর্থক কাজ। আল্লাহর নামে যবেহ করত: দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে।

প্রশ্ন : বিবাহের খুতবাহ ও দাঁড়িয়ে কেবলা মুখী হয়ে পড়তে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। কেবলামুখী হওয়ার প্রয়োজন নেই। শ্রোতাদের দিকে মুখ করা উচিৎ। জুমার খুতবা ও কেবলার দিকে পীঠ দিয়ে পড়া শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন : শিক্ষকের বেতন যদি নির্ধারিত না হয় তা হলে শিশুদের দ্বারা কাজ নেয়া যায় কী যায় না?

উত্তর : যদি মাতা-পিতার অপছন্দনীয় না হয়, শিশুদের কষ্টদায়ক না হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। বেতন নির্ধারিত হোক অথবা না হোক।

প্রশ্ন : মিলাদ শরীফ পড়ুয়াদের সাথে হিজড়া অন্তর্ভূক্ত হলে কী রূপ হবে?

উত্তর : যোগদান করা উচিৎ নয়।

প্রশ্ন : বরের উপটন মালিশ জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : সুগন্ধময়, জায়েয আছে।

প্রশ্ন : যদি বিসলপুর থেকে বদায়ুন যেতে হয়। রাস্তার মধ্যে বেরীলি অতরণ করল তাহলে কসর পড়বে কী পড়বে না?

উত্তর : এ অবস্থায় কসর পড়তে পারবে না। কেননা সফর দু'টুকরা হয়ে গেল।

প্রশ্ন : একজন লোক বেরীলির বাসিন্দা 'মুরাদাবাদ'-এ দোকান খুলেছে। সর্বদা সেখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসে। কখনো কখনো নিজ পরিবারও নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুরাদাবাদ ওয়াতনে আসলী হবে না ওয়াতনে ইকামত?

উত্তর : ওয়াতনে আসলী হবে না। হ্যাঁ, যদি সেখানে বিবাহ করে তাহলে হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : যদি ওয়াহাবী বিবাহ পড়ায় তাহলে হয়ে যাবে কী যাবে না?

উত্তর : বিবাহ তো হয়েই যাবে। কেননা বিবাহ পরস্পর ইজাব ও কবুলের নাম যদিও ব্রাহ্মণ পড়িয়ে দেয়। যেহেতু ওয়াহাবী দ্বারা পড়ানোতে ওয়াহাবীকে সম্মান করা যা হারাম তাই বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্ন : ওলিমা বিবাহর সুন্নাত অথবা বাসর রাতের সুন্নাত। অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিবাহ হলে ওলিমা কখন ও কোন দিন করবে?

উত্তর : ওলিমা বাসর রাতের সুন্নাত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও বাসর রাতের পর ওলিমা করবে, ওলিমা বাসর রাতের সকালে করবে।

প্রশ্ন : বিবাহের পর খেজুর ছিটানোর যে প্রথা আছে, এটি কোথাও প্রমাণ আছে অথবা নেই?

উত্তর : হাদিস শরীফে ঝোর করে খেজুর নেয়ার বিধান আছে। ছিটিয়ে দিলেও কোন অসুবিধা নেই। হাদিসটি দার কুতনী, বয়হাকী ও তাহাভী শরীফ থেকে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন : কালো খিজাব যদি নীল পাতা দ্বারা হলে?

উত্তর : কালো খিজাব হারাম 'ওসমা' দ্বারা হোক বা 'তসমা' দ্বারা হোক। (ওসমা এক প্রকার পাতা যা দ্বারা কলপ লাগানো হয়।)

প্রশ্ন : কোন অবস্থায় তার বৈধতা আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, যুদ্ধ অবস্থায় জায়েয আছে।

প্রশ্ন : যদি যুবতী মহিলাকে দুর্বল পুরুষ বিবাহ করতে চায় তাহলে কালো খিজাব করতে পারবে কি পারবে না?

উত্তর : বৃদ্ধ ষাঁড় শিং দ্বারা আঘাত করে বাছুর হতে পারে না।

প্রশ্ন : কিছু কিতাবে আছে- শাহাদাতের সময় ইমাম হুসাইন رضي الله عنه-এর ওসমার খিজাব ছিলো।

উত্তর : হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, আবদুল্লাহ বিন ওমর رضي الله عنهم ওসমার খিজাব ব্যবহার করতেন। কেননা তারা সকলেই মুজাহিদ ছিলেন।

প্রশ্ন : নামায কসর ছিলা না। কসর পড়েছে, ফিরিয়ে পড়তে হবে অথবা হবে না?

উত্তর : অবশ্যই ফিরিয়ে পড়তে হবে। সরাসরি নামায হয় নাই।

প্রশ্ন : একটি গ্রামে মসজিদ একেবারে বিরান হয়ে গেছে। তার পাশে একজন কুমারের দোকান, বিরান পরিত্যক্ত মসজিদে নামায ও হয় না। বরং তার চর্তুদিকে মানুষ ময়লা আবর্জনা ফেলে। উক্ত কুমার মসজিদের ভূমি খরিদ কতে চায় বিক্রয় হতে পারে কী পারে না?

উত্তর : হারাম, যদিও জমিনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দেয়। মসজিদের জন্য যারা এ রূপ করে তাদের সম্পর্কে কুরআনে আজিমে বর্ণিত আছে,

لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

-তাদের জন্য অপমান ও পরকালে বড় আজাব।[৬৫]

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে তাড়াতাড়ি দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : গোসল ও কাফন ব্যতীত নামায তো পড়তেই পারবে না। তারপর বিলম্ব করবে না। কিছু লোক জুমার রাত যার ইন্তেকাল হয়েছে মৃতকে জুমা পর্যন্ত রেখে দেয়। যাতে অধিক মানুষ হয়, এটি না জায়েজ। এর স্পষ্ট বর্ণনা ফিকহর গ্রন্থ সমূহে বিদ্যমান। যদি কবর তৈরীর পূর্বে কোন কারণে বিলম্ব করা হয় তাহলে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন : মৃতের সাথে মিষ্টি কবরস্থানে পিপীলিকাদের দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া কী রূপ?

উত্তর : সঙ্গে রুটি নিয়ে যাওয়া যেভাবে আলেমগণ নিষেধ করেছেন। অনুরূপ মিষ্টিও। পিপীলিকাদের এ নিয়তে দেয়া যে, মৃতের কষ্ট হবে না নিরেট মূর্খতা। এ রূপ নিয়ত না হলে অসহায় দরিদ্রের মাঝে বিতরণ-বন্টন করা উত্তম। (অতঃপর বলেন) ঘরে যে পরিমাণ ইচ্ছে সদকা করবে। কবরস্থানে অধিকাংশ সময় দেখা গেছে ফল ফলাদি বন্টন করার সময় শিশু ও নারীরা হৈ চৈ করে মুসলমানদের কবরে দৌড়া দৌড়ি করে।

প্রশ্ন : সাধারণ পোষাকের পাজামা মহিলারা পরিধান করে। উন্নতমানের পাড় বিশিষ্ট পাজামা তার উপর তার দেহে কামভাব সহ হাত দিলে হুকুম কী?

উত্তর : যদি এ রূপ কাপড় হয় দেহের উষ্ণতা উপলব্ধি হয় না তাহলে অসুবিধা নেই। নতুবা حرمت مصاهرت (বৈবাহিক সূত্রে হারাম) সাব্যস্ত হবে।

প্রশ্ন : মিলাদ শরীফের কিছু পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে- "যে রাত আমেনা খাতুন গর্ভিতা ঐ রাত দু'শ জন মহিলা হিংসার বশবর্তী হয়ে মারা যায়" শুদ্ধ কী শুদ্ধ নয়?

উত্তর : তার বিশুদ্ধতা জানা নেই অবশ্যই কিছু মহিলার নবীর নূরের আশায় মরে যাওয়ার প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন : নামাযের কাফফারা স্বরূপ "কয়েক সের গম এবং কুরআন শরীফ দেয়া হয়" তাতে যাবতীয় কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে কী যাবে না।

উত্তর : কুরআন শরীফের বাজার মূল্যের সম পরিমাণ কাফ্ফারা আদায় হবে।

প্রশ্ন : মূল্যের বিষয়ে ক্রেতা বিক্রেতা ইচ্ছাধীন যে পরিমাণ ইচ্ছা নির্ধারণ করতে পারে।

---

৬৫. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৪

উত্তর : যে স্থানে সদকা দেয়া হয় ঐ স্থানের বাজার মূল্য বিবেচ্য।

প্রশ্ন : খুতবার সময় হাতে লাঠি নেয়া সুন্নাত না আর কী?

উত্তর : এ ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ আছে, কেউ বলেন, সুন্নাত। কেউ বলেন, মাকরুহ।

প্রশ্ন : সুন্নাত ও মাকরুহ এর মধ্যে সংঘর্ষ হলে কী করতে হবে?

উত্তর : বর্জন উত্তম। জামেউর রুমুজে মুহীত থেকে বর্ণনা করেন, সুন্নাত এবং স্বয়ং মুহীতে আছে, মাকরুহ। এটি হিন্দিয়ায় বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন : গ্রামে জুমা না পড়ার মসয়ালাসমূহ আলেমগণ লিপিবদ্ধ করেন, এতে গ্রামবাসীরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে।

উত্তর : হানাফী মাযহাবে জুমা ও উভয় ঈদ জায়েয নেই। তবে যেখানে উদযাপন করা হবে সেখানে বারণ করা যাবে না। আর যেখানে নেই সেখানে উদযাপন করা যাবে না। অবশেষে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মুর্খরা জুমা তো দুরে থাক জোহর ও ছেড়ে দেবে। أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ، কে ভয় করতে হবে। মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা থেকে বর্ণিত আছে- এক ব্যক্তিকে সূর্যোদয়ের সময় নফল পড়তে দেখে নিষেধ করনে নাই, যখন সে শেষ করলো তাকে মাসয়ালা শিক্ষা দেন।

প্রশ্ন : হুযূরের শপথ করে বিপরীত কাজ করার দ্বারা কাফ্ফারা আবশ্যক হবে কী হবে না?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : হুযূরের শপথ করা জায়েয?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কী বেআদবী?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : তামা, পিতলের খিলাল গলায় ঝুলানো কেমন?

উত্তর : তামা পিতলের খিলাল গলায় ঝুলানো জায়েয নেই। স্বর্ণ ও রৌপ্যের খিলাল নারী পুরষ সকলের উপর হারাম। ঘড়ির চেইন ও অনুরূপ হারাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বরতন নারী পুরুষ সকলের জন্য হারাম।

প্রশ্ন : যুবতী হারামকৃত নয় মহিলার সালামের উত্তর দেয়া চাই কী চাই না?

উত্তর : মনে মনে উত্তর দিবে।

প্রশ্ন : যদি অনুপস্থিত অমুহররমকে সালাম পাঠায়?

উত্তর : এটিও ঠিক নয়।

প্রশ্ন : ফজরের সুন্নাত প্রথম সময়ে পড়বে না কি ফরজ সংলগ্ন সময়ে পড়বে?

উত্তর : প্রথম সময়ে পড়া উত্তম। হাদিস শরীফে আছে "মানুষ যখন নিদ্রা যায় শয়তান তিনটি গিরা লাগায়। যখন ভোরে উঠার সাথে সাথেই আল্লাহর নাম নেয় একটি গিরা খোলে যায়। অজুর পর দ্বিতীয়টি যখন সুন্নাতের নিয়ত বাঁধে তৃতীয়টি ও খোলে যায়।" তাই প্রথম সময়ে সুন্নাত পড়া উত্তম।

প্রশ্ন : জোহরের সময় সুন্নাত পড়া ব্যতীত ইমামতি করতে পারে?

উত্তর : অজর (অপারগতা) ব্যতীত না করা উচিৎ।

প্রশ্ন : জুমার সুন্নাত যদি খুতবা শুরু হওয়ার কারণে ছুটে যায় তাহলে জুমার নামাযের পর পড়বে কী পড়বে না?

উত্তর : পড়বে অবশ্যই পড়বে।

প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে প্রথা আছে যে, মুসলমান হিন্দুর আড়তে মাল বিক্রয় করে। ঐ অবস্থায় হিন্দুকে কমিশন দিতে হয়। তারা কমিশনের সাথে শতকরা চার আনা নেয়। ফলফলাদি ক্রয় করে কবুতর কে দেয়ার জন্য। এ রূপ দেয়া জায়েয আছে কী নেই?

উত্তর : যদি জন্তু প্রাণীর জন্য নেয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই অবশ্যই ভুত ইত্যাদির জন্য নেয়া জায়েয নেই।

প্রশ্ন : অদৃশ্য হাত ও কিমিয়া অর্জন করা কী?

উত্তর : অদৃশ্য হাতের জন্য দোয়া করা অসম্ভবের জন্য দোয়া করা। যুক্তি নির্ভর ও সত্তাগত অসম্ভবের মত হারাম। কিমিয়া (লোহা পিতল ইত্যাদিকে স্বর্ণে পরিণত করার কৌশল) হচ্ছে সম্পদ অপচয় করা, এটি হারাম। এখনো পর্যন্ত কোথাও প্রমাণিত হয় নাই যে, কেউ তৈরী করেছে। كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ "যেমন কেউ উভয় হাত প্রসারিত করেছে পানির দিকে এবং পানি এমনিতে তার কাছে আসবে না।" অদৃশ্য তাই যা কুরআন আজিমে আছে সেদিকে মানুষদের কোন মনযোগই নেই। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "এবং যে আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য নাজাতের পথ বের করে দেবেন এবং তাকে ঐ স্থান থেকে রিজিক দেবেন যা তার কল্পনাতীত।" খোদাভীতি নেই নচেৎ প্রকৃতপক্ষে সবকিছু অর্জিত হতো। মদিনা প্রবাসী আমার এক বন্ধু মদিনা মুনাওয়ারা থেকে তার প্রেরিত একটি পত্র রবিবার আমার হস্ত

গত হয়। পঞ্চাশ টাকার চাহিদা ছিলো। বুধবার এখান থেকে ডাক যায় যা সাপ্তাহিক ডাক বিমানে চলে যায়। সোমবার দিন আমার মনেও ছিল না। উক্ত দিনও শেষ হয়ে গেল। মাগরিবের নামায পড়ে চিন্তা হল, আগামী কাল বুধবার এখনো পর্যন্ত টাকার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। আমি রাসূলের দরবারে প্রার্থনা করি, হুযূরের দরবারেই পাঠাতে হচ্ছে- "আমাকে ব্যবস্থা করে দিন"। বাইরে হাসনাইন মিঞা (আ'লা হযরত মুদ্দাজিল্লুহুল আলীর ভাইপো) আহবান করলো, শেঠ ইব্রাহীম বোম্বাই থেকে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন। আমি বাইরে আসি ও সাক্ষাত করি। যাওয়ার সময় একান্ন টাকা তিনি দেন অথচ প্রয়োজন ছিলো কেবলমাত্র পঞ্চাশ টাকা। একান্ন টাকার এক টাকা মানি অর্ডার ফি ছিলো। সকালে তড়িঘড়ি করে মানি অর্ডার করে দিই।

সংকলক : এটি হচ্ছে- يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

প্রশ্ন : শীর্ষস্থানীয় কিছু আউলিয়া থেকে কিছু এমন কথা পাওয়া গেছে যা বাহ্যত শরীয়ত বিরোধী। উহাতে তাঁদেরকে অপারগ মনে করা হয় । ঐ সব কথার সুন্দর অর্থ বের করা হয়। যদি এ যুগে কেউ এ ধরণের কথা বলে তাহলে তাকে কেন অপারগ মনে করা হয় না?

উত্তর : যদি বেলায়ত সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে তাকেও অপারগ বলা হবে।

প্রশ্ন : বেলায়ত সাব্যস্ত হওয়ার পন্থা কি?

উত্তর : ইমামদের ঐক্যমত, সংখ্যাগরিষ্ট আলেমদের একতা বৃহত্তম মুসলিমন জনগোষ্ঠি যাকে অলি মানে ও মানছে নিঃসন্দেহে সে অলি। যদি এ রূপ শর্তারোপ করা না হয় বরং যে কেউ প্রত্যেক মদখোর, সুদখোর, জুঁয়াড়ী, যা ইচ্ছা বলে দেবে এবং পরে বলবে উম্মাদ অবস্থায় এ রূপ বলেছি। এতে শরীয়ত একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কিছু অজিফাতে আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহ উল্টো করে পড়া লিখা আছে।

উত্তর : হারাম, ভীষণ হারাম, কবিরাগুণাহ। ভীষণ কবিরা কুফুরীর কাছাকাছি। এটি দূরে থাক সূরাসমূহের ধারা ও বিন্যাস পরিবর্তন করে পড়া সম্পর্কে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, এ রূপ যারা করে তারা কী ভয় করছে না আল্লাহ তাদের কলব উল্টিয়ে দেবে। আয়াত সমূহের উল্টো করত: অনর্থক করে দিয়ে পড়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন : সুফীদের অজিফাতে এ আমলসমূহ কিভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়?

উত্তর : হাদিসসমূহ যেগুলো হুযূর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তাতে কিছু মনগড়া ও জাল হাদিস আছে। (এ প্রসঙ্গে বলেন) মূর্খদের মধ্যে আসমাই-ই হুসনার শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি ব্যবস্থা এটি করেছে যে, যেমন-

يَا عَزِيْزُ تَعَزَّزْتُ فِي عِزَّتِكَ وَالْعِزَّةُ فِي عِزَّةِ عِزَّتُكَ يَا عَظِيْمُ تَعَظَّمْتُ فِي عَظْمَتِكَ وَالْعَظْمَةُ فِي عَظْمَةِ عَظْمَتِكَ.

এ পর্যন্ত তো শুদ্ধ আছে। পরে আছে-

يَا مُذِلُّ تَذَلَّلْتُ فِي ذِلَّتِكَ وَالذِّلَّةُ فِي ذِلَّةِ ذِلَّتُكَ يَا خَافِضُ تَخَفَّضْتُ فِي خَفْضَتِكَ وَالْخَفْضُ فِي خَفْضِ خَفْضَتِكَ.

এখন বলুন, এটি কুফুরী হয়েছে কী হয় নাই। এ জন্য যে, শয়তান তাদের ধোকা দিয়েছে। তাদের কাছে আরবী উদ্ধৃতিটির/ভাষাটির অর্থ জানা নেই। সুফীগণ বলেন, "জ্ঞানহীন সুফী শয়তানের পুতুল।" সে জানেনা যে সে শয়তানের রশিতে বাঁধা। হাদিসে আছে-

اَلْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُوْنِ.

ফিকহ বিহীন ইবাদতকারীকে আবেদ বলেন নাই বরং আবেদের মুখোশধারী বলেছেন। ফিকহ ব্যতীত ইবাদত হতেই পারে না আবেদ হবে কিভাবে। সে এ রূপ যেমন ঘানিতে গাধা কঠোর শ্রম করছে, ফল কিছু হচ্ছে না। একজন শীর্ষস্থানীয় অলি قَدْ سَنَا اللهُ تَعَالَى بِأَسْرَارِهِمْ তিনি একজন রিয়াজত ও মুজাহিদাকারীর নাম শুনেছেন। তার বড় বড় দাবী শুনেছেন। তাকে আহবান করেন ও বলেন, আমি যা শুনেছি তা কোন ধরনের দাবী। সে আরজ করে, "আমার দৈনিক আল্লাহর দিদার হয়, এ চোখ গুলো সমূদ্রে খোদার বিছানা বিছায় তাতে আল্লাহ আসন গ্রহণ করেন।" যদি তার জ্ঞান থাকতো তাহলে প্রথমেই বুঝে নিতো, আল্লাহর সাক্ষাৎ পৃথিবীতে জাগ্রত অবস্থায় এ চক্ষুগুলো দ্বারা সম্ভব না। আল্লাহর রাসূল ﷺ ব্যতীত কারো জন্য। আল্লাহর রাসূলের ও সাক্ষাৎ হয়েছে আসমান ও আরশের উপর। দুনিয়া হচ্ছে আসমান ও জমিনের নাম।

উক্ত বুজুর্গ একজন আলেম ডাকেন। তাকে বলেন ঐ হাদিসটি পড়ুন যাতে হুযূর ﷺ বলেছেন, শয়তান নিজ সিংহাসন সমূদ্রে বিছায়। তিনি আরজ করেন, নিঃসন্দেহে হুযূর ﷺ বলেন,

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ.

শয়তান নিজ সিংহাসন সমুদ্রে বিছিয়ে দেয়। সে যখন এটি শুনলো বুঝতে পারলো। এখনো পর্যন্ত আমি শয়তানকে প্রভূ মনে করে আসছি। তারই ইবাদত করছি, তাকেই সিজদা করছি। কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং জঙ্গলে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল। আর কোন খোঁজ পাওয়া গেলনা।

সৈয়্যদি আবুল হাসান জুসকী رحمة الله عليه সৈয়্যদি আবুল হাসান আলী বিন হায়তী رحمة الله عليه-এর খলিফা, আলী বিন হায়তী হুযূর সৈয়্যদনা গাউছে আজম رحمة الله عليه-এর খলিফা, তাঁর মুরিদ রমজান শরীফে ছিল্লাতে যান। একদিন সে কাঁদতে লাগলো। তিনি গমন করেন ও বলেন কেন কাঁদছ? সে আরজ করে জনাব! শবে কদর আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। বৃক্ষ লতা, ঘর বাড়ি সিজদারত। আলো ছড়িয়ে আছে। আমি সিজদা করতে চাচ্ছি। একটি লৌহ শলাকা আমার গলা থেকে বক্ষ পর্যন্ত বিদ্ধ হয়ে আছে যাতে আমি সিজদা করতে পারছিনা। তাই কাঁদছি। তিনি বলেন, বৎস! তা লৌহ শলাকা নয়, তা তীর যা আমি তোমার বক্ষে রেখেছি। আর এ সব গুলো শয়তানের কার সাজি শবে কদর নয়। সে আরজ করে, হুযূর আমার শান্তনার জন্য কোন প্রমাণ পেশ করুন। তিনি বলেন, "উভয় হাত প্রসারিত করত: পুনরায় ক্রমান্বয়ে গুটিয়ে নাও। সে গুটিয়ে নেয়া শুরু করে যতই গুটিয়ে নিতে লাগল ততই জ্যোতি কমে অন্ধকার হতে লাগলো। অবশেষে উভয় হাত গুটিয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে পড়ে। তার হাত থেকে হৈ চৈ শুরু হলো যে, হযরত আমাকে ছেড়ে দিন আমি যাচ্ছি।" তখন উক্ত মুরিদ শান্তনা পেল। (অতঃপর বলেন) উক্ত জ্ঞানহীন সুফীকে শয়তান লাগাম লাগায়। একটি হাদিসে আছে- আমার নামাযের পর শয়তানরা সমুদ্রে একত্রিত হয়। ইবলিসের আসন বিছানো হয়, শয়তানদের কার্য প্রণালী উপস্থাপিত হয়। কেউ বলে, সে এত গুলো মদ আপ্যায়ন করিয়েছে। কেউ বলে, সে আজ অমুক ছাত্রকে পড়া থেকে বিরত রেখেছে। শুনা মাত্রই সে আসন থেকে লাফিয়ে উঠে ও তার সাথে আলিঙ্গন করে এবং أنت أنت (তুমি! তুমি!!) তুমি কাজের কাজ করেছ। শয়তানরা এ অবস্থা দেখে জ্বলে পুড়ে যাবে তারা এত বড় বড় কাজ করেছে তাদের কোন ধন্যবাদ দেয় নাই। আর একে

এতগুলো সাবাশ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে। ইবলিস বলে, তোমরা জাননা যা কিছু তোমরা করেছ সব কিছু তার বদান্যতায়। যদি জ্ঞান থাকত তাহলে পাপ করত না। বলো তো, এমন স্থান কোনটি যেখানে সবচেয়ে বড় আবেদ থাকে তবে সে জ্ঞানী নয় এবং সেখানে একজন আলেম ও থাকে। তারা একটি স্থানের নাম উল্লেখ করে। সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয়তানদের নিয়ে উক্ত স্থানে পৌঁছে। শয়তানরা আত্মগোপন করে রইল আর ইবলিশ মানুষের আকৃতি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। আবেদ সাহেব তাহাজ্জুদ নামাযের পর ফজর নামাযের জন্য মসজিদে গমন করছে। রাস্তায় ইবলিশ দাঁড়িয়ে ছিলো। সালামুন আলাইকুম, ওআলাইকুমুস সালাম জনাব। আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে, আবেদ সাহেব তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস কর। আমাকে নামাযে যেতে হবে। সে ছোট একটি কাঁচের বোতল বের করত: জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী যে, এ আসমান ও জমিন কে এ ছোট কাঁচের বোতলে ঢুকাতে পারবে। আবেদ সাহেব চিন্তা করেন এবং বলেন, কোথায় আসমান জমিন এবং কোথায় এ ছোট কাঁচের বোতল। এটি আমার জানার বিষয়, আপনি যেতে পারেন। সে শয়তানদেরকে বলল, দেখ, আমি তার রাস্তা শেষ করে দিয়েছি। তার আল্লাহর কুদরতের উপর ঈমান নাই। ইবাদতের দ্বারা কি কাজ হবে। সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে আলেম সাহেব তড়িঘড়ি করত আগমন করেন। সে বলে, আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুমুস সালাম, আমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা কর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কর। নামাযের সময় অল্প। সে উক্ত প্রশ্নটিই করল। তিনি বলেন, অভিশপ্ত মনে হচ্ছে তুমি ইবলিশ। তিনি শক্তিশালী, এ কাঁচের বোতলটি তো অনেক বড়। একটি সুঁইর ছিদ্রের মধ্যে ও চাইলে লক্ষ কোটি আসমান ও জমিন ঢুকাতে পারেন إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে শক্তিশালী) আলেম সাহেব প্রস্থানের পর ইবলিশ শয়তানদেরকে বলে, দেখ এটি জ্ঞানের বদান্যতার কারণে।

প্রশ্ন : মহিলাদের মিসওয়াক করা কী রূপ?

উত্তর : তাদের জন্য উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা رضي الله عنها-এর সুন্নাত। তবে যদি তারা না করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তাদের দাঁত ও পুরুষদের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে, মাজনই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : বায়নার হুকুম কী?

উত্তর : বায়না তো বর্তমান যুগে এরূপ হয় । ক্রেতা যদি বায়না দেয়ার পর নেয় তাহলে বায়না বাতিল এটি নিশ্চিত রূপে হারাম ।

প্রশ্ন : মৃত্যু ব্যক্তির আলাদা দাঁত (বাঁধানো দাঁত) বের করে ফেলতে হবে কী হবে না ।

উত্তর : বের করে নেয়া উচিৎ যদি কোন কষ্ট না হয় । তার ভাঙ্গা দাঁত কাফনের মধ্যে রেখে দেবে ।

প্রশ্ন : এক কাতার ফরজ নামায পড়ছে । মধ্যখানে একজন লোক নফলের নিয়তে শরীক হয়েছে । তাদের নামাযে কোন অসুবিধা হয়েছে কী হয় নাই ।

উত্তর : কোন অসুবিধা হয় নাই ।

প্রশ্ন : কাতার কর্তন করা হয় নাই?

উত্তর : না ।

প্রশ্ন : অথচ তার নামায একটি এবং তাদের নামায অন্য প্রকার ।

উত্তর : তার নামায অন্য নামায নয় । ফরজ সাধারণ নামাযকে অন্তর্ভূক্ত করে । সাধারণ নামায নফলও । নফল প্রত্যেক নামাযে অন্তর্ভূক্ত । হ্যাঁ, যদি ঐ লোকেরা আজকের জোহর পড়তে থাকে এবং এ ব্যক্তি গতকালের জোহরের নিয়তে ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তার নামায হবে না । কেননা তার নামায এক ধরণের ইমামের নামায অন্য ধরনের । গতকালের জোহর আজকের জোহরের অন্তর্ভূক্ত নয় ।

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি অজু করছিল এবং দু'জন ব্যক্তি অজু অবস্থায় ছিলো । অজুরত ব্যক্তি শেষে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হবে । এই মনে করে এক ব্যক্তি ইমাম হয়ে আগে দাঁড়িয়ে গেল অপর জন একাকী পিছনে দাঁড়ালো । তবে ঐ ব্যক্তি অজু করত: জামা' তে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই । এখন উক্ত দুই ব্যক্তির নামায হয়েছে কী না?

উত্তর : নামায হয়ে গেল । ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ই ভুল করেছে এবং সুন্নাত বিরোধী করেছে । উচিৎ ছিলো ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ই সমান হয়ে দাড়াঁনো । যখন সে অজু করে আসতো মুকতাদি পিছনে নেমে আসতো অথবা ইমাম সামনে এগিয়ে যেত । (অতঃপর বলেন) উক্ত ভুলে সাধারণ লোকেরা তো আছেই আলেমরা ও লিপ্ত । বর্তমান কালই বিবেচ্য, অদৃশ্যের কি জ্ঞান । সম্ভবত: সে অজু অবস্থাতে মরে যেতে পারে অথবা অন্য কোন অপারগতা উপস্থিত হতে পারে ।

প্রশ্ন : দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞার কারণ কী?

উত্তর : দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন । মহিলাদের পিছনে চলতে নিষেধ করেছেন । (অতঃপর বলেন) একজন মহিলা তিনজন পুরুষের নামায নষ্ট করে দেয় একজন যে ডানে, একজন যে বামে, একজন যে, পিছনে দু'জন মহিলা কম পক্ষে চার জনের দু'জন ডান –বামের এবং দু'জন তাদের পিছনের । তিন জন মহিলা দু'জন ডান বামের পুরুষের নামায নষ্ট করে দেয় এবং নিজেদের পিছনের প্রত্যেক কাতার থেকে তিনজন তিনজন পুরুষের যারা তাদের সমান পিছনে হবে । যদি চার জন মহিলা হয় তাহলে দু'জন পুরুষের ডান–বামের নামায নষ্ট করে দেয় এবং তাদের পিছনে যদি লক্ষ লক্ষ কাতারও থাকে সকলের নামায নষ্ট যদিও সমান পিছনে না হয় । সবশেষে কিছু প্রভাবতো আছেই । যাতে এত গুলো নামায নষ্ট হয়ে যায় তাই দু'জন মহিলার মধ্যখান থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন ।

প্রশ্ন : কিছু পুরুষ আগে তাদের পিছনে মহিলা, তাদের পিছনে একটি দেয়াল, উক্ত দেয়ালের পিছনে যে লোকেরা দাঁড়িয়েছে তাদের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : যদি দেয়াল এত নীচ হয় যে, বক্ষ ও মাথা দেখা যায় তখন ও সমানে সমান এবং পুরুষদের নামায নষ্ট হয়ে যাবে ।

প্রশ্ন : যদিও মহিলাররা দূর্বল হয় ।

উত্তর : দূর্বল হোক অথবা সবল হোক মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ । হাদিসে এরশাদ করেন, মহিলার নিজ বিছানায় নামায পড়া উত্তম কক্ষে নামায পড়া থেকে । তার কক্ষে নামায পড়া উত্তম দালানে নামায পড়া থেকে । তার নামায দালানে পড়া উত্তম আঙ্গিনায় নামায পড়া থেকে । তার নামাজ নিজ আঙ্গিনায় পড়া উত্তম আমার মসজিদে নামায পড়া থেকে । (অতঃপর বলেন) মসজিদে ও জামায়াতে উপস্থিতি মহিলাদের মাফ বরং নিষেধ ।

প্রশ্ন : পূর্ণ এক কাতারে পুরুষ দাঁড়িয়েছে, তাদের পেছনে মহিলারা দাঁড়িয়েছে । অতঃপর পরবর্তী যে সব পুরুষ আগমণ করবে কোথায় দাঁড়াবে?

উত্তর : যদি এখানে স্থান সংকুলন না হয় তাহলে নামায বাতিল হবে, অন্য মসজিদে পড়বে ।

প্রশ্ন : যদি ইমাম দু'আয়াত পড়ে এবং ভুলে অন্য স্থান থেকে আয়াত পড়ে তাহলে নামায হবে কী হবে না?

উত্তর : হয়ে যাবে ।

প্রশ্ন : পতিতাদের উপার্জিত টাকা মসজিদের সেবায় ব্যয় করতে পারে কী না?

উত্তর : না, মসজিদের জন্য হালাল ও পবিত্র মাল হতে হবে ।

প্রশ্ন : যদি দেয়াল এত উঁচু হয় যে, মহিলাদের মাথা দেখা যায় না। তাহলে দেয়ালের পিছনে যারা থাকবে তাদের কাছে ইমামের রুকু ও সিজদা দেখা যাবে না। ফলে ইক্তিদা কিভাবে শুদ্ধ হবে?

উত্তর : ধ্বনি পৌঁছবে।

প্রশ্ন : কর্জ উসূলে যা খরচ হবে তা কর্জ গ্রহীতার থেকে নিতে পারবে কী না?

উত্তর : একটি দানাও নিতে পারবে না।

সংকলক : দ্বিতীয়বারের উপস্থিতিতে যে সব পুরস্কার মহানবী থেকে পেয়েছেন তা উল্লেখ করত: ইরশাদ করেন, তিনি স্বয়ং নিজের অতিথিদের মেহমানদারী করেন। হুযূর তো হুযূর ﷺ হুযূরের উম্মতের আউলিয়াদেরও এই শান। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির رحمة الله عليه যার খোশরোজ শরীফ মিশরে হয়। মাজার শরীফে তার খোশরোজ শরীফের দিন প্রতি বছর জামাত হয় এবং তার মিলাদ পড়া হয়। ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা'রানী কুদ্দিসা সিররুহু আবশ্যকভাবে প্রতি বছর উপস্থিত হতেন। নিজ গ্রন্থেও খুবই প্রশংসা করেছেন। কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী মজলিশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিন দিন ব্যাপী মজলিস হত। একদা তাঁর বিলম্ব হয়। তিনি সর্বদা একদিন পূর্বে উপস্থিত হতেন। ঐ বার শেষ দিন পৌঁছেন। যে সব আউলিয়া মাজারে মুরাকাবা রত ছিলেন তারা বলেন, দু'দিন ধরে কোথায় ছিলেন? হযরত মাজার মোবারক থেকে পর্দা তুলে বলছেন, আবদুল ওয়াহাব এসেছে, আবদুল ওয়াহাব এসেছে? তিনি বলেন, হুযূরের আমার আসার অবগতি হয় কী? তাঁরা বলেন, অবগতি কিভাবে? হুযূর তো বলছেন, যতই দুর থেকে কোন মানুষ আমার মাজারে আসার ইচ্ছা করে না কেন আমি তার সঙ্গে হই। তাকে হেফাজত করি। যদি তার এক টুকরো রশি চলে যায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। (অতঃপর বলেন) তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনিও তাঁর জন্য নিবেদিত ছিলেন। তাই হযরতের তার প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল। আল্লাহর কাছে তার সম্মান ও অবস্থান কী রূপ তাহলে তাকে দেখতে হবে। তার হৃদয়ে আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা কী রূপ, ঐ পরিমাণ তার মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে হবে। হযরত সৈয়্যদি আবদুল ওয়াহাব শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন। হযরত সৈয়্যদি আহমদ বদভী কবির এর মাজার শরীফে অনেক বেশী জমায়েত ও জনজট হতো। উক্ত সমাবেশে আসার পথে এক বণিকের দাসীর উপর দৃষ্টি পড়ল। তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। হাদিসে আছে-

اَلنَّظْرَةُ الْاُوْلٰى لَكَ وَالثَّانِيَةُ عَلَيْكَ.

-প্রথম দৃষ্টি ক্ষমা দ্বিতীয় দৃষ্টিতে জবাব দিহিতা আছে।

অর্থাৎ- প্রথম দৃষ্টিতে কোন পাপ হবে না। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে পাপ হবে। যাক তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন তবে মহিলাটি তার পছন্দনীয় হয়। যখন তিনি মাজারে আসেন এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব! ঐ কৃত দাসীটি কি পছন্দীয় হয়েছে? আরজ করি, হ্যাঁ, নিজ শাইখের কাছে কোন কথা গোপন না রাখা উচিৎ। ইরশাদ করেন, ঠিক আছে, আমি উক্ত দাসী তোমাকে দান করেছি। এখন আমি নিরব, দাসী তো বণিকের আর হুযূর দান করেছেন। তৎক্ষণাৎ উক্ত বণিক উপস্থিত হন এবং তিনি দাসীকে মাজার শরীফে মান্নত করে দেন। খাদেমকে ইশারা করেন, তিনি তাঁকে উৎসর্গ করেন। এরশাদ করেন, আবদুল ওয়াহাব; এখন বিলম্ব কেন? অমুক কক্ষে নিয়ে যাও এবঙ নিজ প্রবৃত্তি/ প্রয়োজন পূর্ণ কর।

প্রশ্ন : নবীগণ عليهم السلام ও অলিগণের কবর ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী?

উত্তর : নবীগণ عليهم السلام-এর জীবন প্রকৃত অনুভূতিজাত ও পার্থিব। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য তাদের উপর কিছু সময়ের জন্য মৃত্যু আসে। অতঃপর তাদেরকে উক্ত জীবন পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হয়। উক্ত জীবনে পার্থিব জীবনের বিধানসমূহ প্রযোজ্য নয়। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টন করা যাবে না। তাদের বিবিদের বিবাহ হারাম। তাদের বিবিদের ওফাতের ইদ্দত পালন করতে হবে না। তাঁরা তাঁদের কবরে আহার পানাহার করেন। বরং সৈয়্যদি মুহাম্মদ বিন আবদুল বাকী যুরকানী বলেন, "নবীদের পবিত্র কবরে বিবিদেরকে পেশা করা হবে। তাঁরা তাঁদের সাথে মিলন করেন।" হুযূর আকরাম ﷺ তাদেরকে হজ্ব করতে, লাব্বাইকা বলতে, নামায পড়তে দেখেছেন। অলিগণ, আলেমগণ ও শহিদগণের কবরজীবন যদিও পার্থিব জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উন্নততর তবে তাদের উপর পার্থিব জীবনের বিধান প্রযোজ্য হবে না। তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা হবে তাদের বিবিগণ ওফাতের ইদ্দত পালন করবেন। কবরের জীবন তো সাধারণ মু'মিনের জন্যও প্রমাণিত। হাদিস শরীফে আছে- মু'মিনের উপমা ঐ পাখির মত যা খাচার মধ্যে, যতক্ষণ খাচার মধ্যে থাকে তার উড়া খাচার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যখন তা থেকে মুক্তি পায় তখন তার উড়া কত হবে। মৃত্যুর পর সাধারণ মানুষের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির

পাওয়ার এমন কি নাস্তিকদের ও বৃদ্ধি পায়। এটি সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামাতের ইজমা আকিদা এবং বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। যে বিরোধীতা করবে পথ ভ্রষ্ট হবে। কোন কবরে মানুষ গেলে মানুষটি যদি কবর ওয়ালার পরিচিতি হয় তাকে সে চিনে ও তাতে সে প্রশান্তি পায়। তার শব্দ ও পদ ধ্বনি সে শুনতে পায়। যদি সে তাকে না চেনে তাহলে এতটুকু তো অবশ্যই জেনে নেয় যে, একজন মুসলমান আমার কবরের উপর এসেছে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তির উপর এত মন মাটি চাপিয়ে দেয়া হয় তার উপর কামানের গোলা ছুড়লেও সে শুনবে না। অতএব প্রমাণিত হয় মৃত্যুর পর শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষমতা বেড়ে যায়।

প্রশ্ন : হুযূর! কিছু স্থানে ছেলে জন্ম গ্রহণ করে এবং বর্ণনা করে যে, আমি অমুক স্থানে জন্ম নিয়েছিলাম এবং যাবতীয় নিদর্শন প্রকাশ করে।

উত্তর : اَلشَّيْطَانُ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِهٖ (শয়তান তার ভাষায় কথা বলে) তার শয়তান উক্ত ছেলের শয়তান থেকে জিজ্ঞাসা করে এবং এটিই বর্ণনা করে যাতে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। অমুসলমানের শয়তান কে বন্ধি করা হয়। এবং কাফেরের ভূত হয়ে যায়। ইবাদতের জন্য যখন মানুষ কে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়। তার সাথে 'কিরামান কাতিবীন' এবং শয়তান ও থাকে। যখন মানুষ মরে যায় কিরামান কাতিবীন বলেন, হে প্রভু আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। উক্ত ব্যক্তি কর্ম জগত থেকে চলে গেছে। অনুমতি দিন আমরা আসমানে আসি এবং আপনার ইবাদত করি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার আসমান ভর্তি আছে ইবাদতকারী দিয়ে তোমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। তারা আরজ করবেন, প্রভু! আমাদেরকে জমিনে স্থান দিন এরশাদ হবে, আমার জমিন ইবাদতকারীদের দ্বারা ভর্তি আছে। তোমাদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। আরজ করবেন, প্রভু! অতঃপর আমরা কী করব? ইরশাদ হবে, আমার বান্দাহর কবরের শিয়রে কেয়ামত অবধি দাঁড়িয়ে থেকো। তসবীহ ও প্রশংসা করতে থাকো তার সওযাব আমার বান্দাহর কাছে পৌছাতে থাকো। (অতঃপর বলেন) ভাল কথা যেমন সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবর। এ গুলোর পরকালীন লাভ হচ্ছে এই প্রতিটি কলেমার পরিবর্তে একটি চারা গাছ বেহেশতে লাগানো হবে। তাকে বলা হবে-

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

অন্যস্থানে বলা হবে-

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

বর্তমান এগুলোর উপকারীতা এই ; উক্ত কলেমা গুলো মুখ থেকে বের হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। কিয়ামত অবধি তাছবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে, এবং নিজ বক্তার গুনাহ ক্ষমা চাইবে। অনুরূপ কুফুরী কালেমা মুখ থেকে বের হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে। কিয়ামত অবধি তসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে এবং নিজ বক্তাকে অভিশাপ দেবে।

প্রশ্ন : ছাদ যুক্ত আলমারী তার উপরের দরজায় কুরআন শরীফ রেখেছে এখন তার দিকে পা দিয়ে শয়ন করতে পারবে কী না?

উত্তর : যখন পার সমান স্থান থেকে অনেক উপরে হবে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : মদ বিক্রেতার হাতে কোন জিনিস বিক্রয় করা জায়েয আছে কী নেই?

উত্তর : যদি মদ বিক্রেতা মুসলমান হয়, তার কাছে কোন কিছু বিক্রয় করা হারাম এবং যদি কাফের হয় অথবা তার কাছে তা ব্যতীত অন্য উপার্জন ও আছে তা হলে জায়েয। কাফেরদের জন্য মদ ও শুকুর এ রূপ যেরূপ আমাদের জন্য আখ ও বকরী।

প্রশ্ন : পতিতাকে ঘর ভাড়া দেয়া জায়েয কী না জায়েয?

উত্তর : তার ঘরে থাকা তো পাপ নয়। থাকার জন্য ঘর ভাড়া দেয়াও পাপ নয়। তবে তার ব্যভিচার করা এটি তার কাজ। ঐ কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেয়া হয় নাই।

প্রশ্ন : চিকিৎসা করা কী সুন্নাত না করা?

উত্তর : উভয়টি সুন্নাত। এটিও এরশাদ হচ্ছে-

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ الَّذِيْ أَنْزَلَ الدَّاءَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ لِكُلِّ دَاءٍ.

-চিকিৎসা কর, হে আল্লাহ তায়ালার বান্দারা! যিনি রোগ অবতীর্ণ করেছেন তিনি প্রত্যেক রোগের ঔষধ ও অবতীর্ণ করেছেন।

নবীগণ عليهم السلام-এর অভ্যাস অধিকাংশ এটিই ছিলো ফলে তাদের উম্মতদের সুন্নাত ও এটি। তবে শীর্ষ স্থানীয় ছিদ্দিকীনদের সুন্নাত চিকিৎসা না করা।

প্রশ্ন : ইংরেজদের তৈরী ঔষধ জায়েয আছে কী জায়েয নাই?

উত্তর : তাদের যে পরিমাণ পাতলা ঔষধ আছে সব গুলোতে মদ মিশ্রিত আছে সবগুলো হারাম ও নাপাক।

প্রশ্ন : যদি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে জন্তুকে তীর নিক্ষেপ করে এবং তার কাছে পৌঁছার পূর্বে যবেহ ব্যতীত মারা যায় এখন উক্ত জন্তু খাওয়া কী রূপ?

উত্তর : খাওয়া জায়েয তীর যেখানেই লাগেনা কেন (অতঃপর বলেন) যদি তকবীর বলে বন্দুক ছুড়ে এবং যবেহ করার পূর্বে মারা যায় তাহলে হারাম। এ কারণে যে, বন্দুকে ভাঙ্গন আছে এবং তীর এ কর্তন আছে।

প্রশ্ন : শ্রুত আছে যে, "হযরত আবু হুরাইরা -এর বিড়াল, 'আসহাবে কাহাফ' এর কুকুর বেহেশতে যাবে" এটি বিশুদ্ধ কী না?

উত্তর : হযরত আবু হুরাইয়রা -এর বিড়ালের জন্য সাব্যস্থ নেই। আসহাবে কাহাফ এর কুকুর 'বলআম বাউর' এর আকৃতিতে বেহেশতে যাবে এবং সে উক্ত কুকুরের আকৃতিতে দোজখে যাবে যে দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ হচ্ছে-

فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ﴿١٧٦﴾

আমি তাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়েছি সে বের হয়ে গেছে ঐগুলো থেকে, এবং পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি চাইতাম তাকে উক্ত আয়াত সমূহের কারণে বুলন্দ করতে পারতাম তবে সে তো জমিন আঁকড়ে ধরেছে। তা থেকে উঠানো হয় নাই। সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। তার উপমা হচ্ছে কুকুরের উপমা। "যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও হাঁপিয়ে উঠে অথবা বোঝা বিহীন ছেড়ে দাও হাঁপিয়ে উঠবে। এটি ঐ লোকদের উপমা যারা আমার নির্দশনাবলীর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (অতঃপর বলেন) সে (কুকুর) আল্লাহর প্রিয়জনদের সঙ্গ অলম্বন করেছে আল্লাহ তায়ালা তাকে মানুষের রূপ দিয়ে বেহেশত দান করেছেন। আর এ ('বলআম বাউর) আল্লাহর প্রিয়জনদের সাথে শত্রুতা করেছে, বনি ইস্রাইলের বিখ্যাত আলেম ছিলো তার দোয়া কবুল হতো। মানুষেরা তাকে অঢেল সম্পদ দেয় মুসা -এর জন্য বদ দোয়া করতে। দুষ্ট লোভে পড়ে গেল এবং বদ দোয়ার করতে মনস্থ করে। মুসা -এর জন্য যে, শব্দ গুলো বলতে চায় তা নিজের জন্য বের হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাকে ধ্বংস করে দেন। 'উস্তুনে হান্নানাহ' নিয়ে জ্ঞানীদের মতানৈক্য আছে। এক বর্ণনায় আছে- হুযূর এরশাদ করেন, যদি তুমি চাও

তাহলে তোমার বাগানে তোমাকে পুণঃস্থাপন করে দেয়া হবে তোমার থেকে পাতা, ফুল, ফল হবে। অথবা বেহেশতের একটি বৃক্ষ হবে মানুষেরা তোমার থেকে উকৃত হবে। সে আরজ করে, পৃথিবী নশ্বর আমি নশ্বর দুনিয়ার উপর অবিনশ্বর জগতকে গ্রহণ করেছি। হুযূর তাকে মিম্বরের নিচে দাফন করেছেন। হযরত মাওলানা বলেন,

آں ستوں راو فن کرواندر زمیں ❁ تاچو مردم حشر یابد روز دیں

تابدانی ہر کرایزداں بخواند ❁ از ہمہ کار جہاں بیکار ماند

প্রশ্ন : ফরজ নামাযের শেষ দু'রাকাতে যখন ইমাম সাহেব আলহামদু শরীফ পড়ে তখন 'তা'আউয' এবং 'আমিন' বলবে অথবা বলবে না।

উত্তর : 'তা'আউয' বলবে না। হ্যাঁ, 'বিসমিল্লাহ' শরীফ পড়ে শুরু করবে এবং শেষে 'আমিন' বলবে। যদি মুক্তাদিদের কানে আওয়াজ পৌঁছে তখন তারাও 'আমিন' বলবে।

প্রশ্ন : হুযূর কিছু রোগ সংক্রামক ও হয়ে থাকে।

উত্তর : না, হাদিসে আছে- لَا عَدْوٰى সংক্রামক বলতে কোন রোগ নেই।

প্রশ্ন : অতঃপর 'জুযামী' (বিখ্যাত একটি রোগ যা রক্ত দোষের কারণে হয় যেমন- কুষ্ঠ, শ্বেত) থেকে পলায়নের কোন বিধান দেয়া হয়?

উত্তর : উক্ত বিধান দুর্বল ঈমানের কারণে। যদি সে সেখানে বসে এবং আল্লাহর কদুরতে কিছু হয়ে যায় তাহলে শয়তান ধোকাদেবে যে এটি বসার কারণে হয়েছে। যদি না বসত হত না। ফলে তাকদীরে এলাহী ভূলে যাবে।

প্রশ্ন : অতঃপর প্লেগ থেকে পলায়ন নিষেধ কেন?

উত্তর : তার জন্য হাদিসে পরিস্কার এরশাদ হচ্ছে- প্লেগ রোগ থেকে পলায়নকারী যেন জিহাদের ময়দানে কাফেরদের পৃষ্ট দিয়েছে, সেখানে প্রয়োজন ব্যতীত যেও না।

প্রশ্ন : উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা -এর মৃতদের শ্রবণ করা অস্বীকার থেকে ফিরে আসা সাব্যস্ত আছে কী না?

উত্তর : অস্বীকার থেকে ফিরে আসেন নাই। তিনি যা বলেছেন সত্য বলেছেন। তিনি মৃতদের শুনা অস্বীকার করেছেন। মৃত কারা দেহ, রূহ মৃত নহে। নিশ্চিতভাবে দেহ শুনতে পায়না। আত্মা শ্রবণ করে। তাঁর দলিল এই যে, যখন উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে সৈয়্যদুনা ওমর ফারুক আজম ইরশাদ করেন,

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ.

-তোমরা তাদের থেকে অধিক শ্রবণ কর না।

উম্মুল মু'মিনীন বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমিরুল মু'মিনীনকে দয়া করুন, হুযূর আকরাম ﷺ এটি বলেন নাই বরং বলেছেন, إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ (নিশ্চয়ই তারা জানে) আমিরুল মু'মিনীন'র ভূল হয়েছে। তিনি বলেছেন, مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ। অতএব স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন মৃতদের জ্ঞানের স্বীকৃতি দিচ্ছেন। অবশ্য শ্রবণকে অস্বীকার করেছেন আর তাও প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী। প্রচলিত অর্থে শ্রবণ উক্ত যন্ত্র (কান) দ্বারা হয়। এটি নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর রূহের জন্য হয় না। উক্ত দেহ রূহের জন্য হয় না। রূহকে আদর্শিক দেহ দেয়া হয়। উক্ত দেহ কান দ্বারা শ্রবণ করে। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন এ আয়াত গুলো দ্বারা দলিল দেয়া এ অর্থটি আরো স্পষ্ট করে দিচ্ছে। إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى (নিশ্চয় আপনি মৃতদের শুনাতে পারবেন না) এবং وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (আপনি শুনাতে পারবেন না যারা কবরে আছে তাদেরকে) এখানে مَوْتَى (মৃত) দ্বারা দেহ উদ্দেশ্য। কবরে কারা থাকবে অস্বীকার করা হয়েছে এবং তা নিশ্চিত হক। (অতঃপর তিনি বলেন) স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীনের কর্ম প্রণালী মৃতদের শ্রবণ কে সাব্যস্ত করছে। তিনি বলেছেন, যখন হুযূর আকদাস ﷺ আমার কক্ষে দাফন হন চাদর বিহীন পর্দা ব্যতীত আমি উপস্থিত হতাম এবং বলতাম, إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي (তিনি তো আমার স্বামীই।) অতঃপর আমার পিতা আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه দাফন হন এর পর ও কোন ধরণের সর্তকতা ও সাবধানতা ব্যতীত উপস্থিত হতাম এবং বলতাম, إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي (নিশ্চয় আমার স্বামী ও আমার পিতা) অতঃপর যখন হযরত ওমর رضي الله عنه দাফন হন তখন আমি খুবই সর্তক ও চাদর আচ্ছাদিত হয়ে উপস্থিত হতাম এভাবে যে, কোন অঙ্গ যাতে খোলা না থাকে। حَيَاءً مِنْ عُمَرَ হযরত ওমরকে লজ্জা করে। সুতরাং আত্মা সমূহের শ্রবণদৃষ্টি দেয়া না মানলে حَيَاءً مِنْ عُمَرَ এর অর্থ কি? (অতঃপর তিনি বলেন) তিনটি বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীনের মতবিরোধ প্রসিদ্ধ এবং উক্ত তিন বিষয়ে হয়েছে ভূল বুঝা বুঝি। একটি তো এই মৃতদের শ্রবণ তিনি প্রচলিত শ্রবণ দেহ সমূহের জন্য অস্বীকার করেছেন তা ভূল বশতঃ আত্মাসমূহের প্রকৃত শ্রবণের উপর প্রয়োগ

করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ দৈহিক মি'রাজ সম্পর্কে অস্বীকার বিখ্যাত ও সর্বজন জ্ঞাত। উম্মুল মু'মিনীন বলছেন, مَا فَقَدَتْ جَسَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ (পবিত্র দেহ আমার থেকে কোথাও যায় নাই।) অথচ তিনি স্বপ্ন যোগে সংঘটিত মি'রাজের কথা বলেছেন সদ্য যা মদিনা শরীফে সংঘটিত হয়েছিলো। আর ঐ মি'রাজ (দৈহিক) তো মক্কা মুয়াজ্জামায় সংঘটিত হয়েছে। ঐ সময় উম্মুল মু'মিনীন পবিত্র খেদমতে উপস্থিতও ছিলেন না বরং বিবাহও হয় নাই। স্বপ্নযোগে সংঘটিত মি'রাজকে তার (দৈহিক মি'রাজ) উপর প্রয়োগ করা সরাসরি ভূল বুঝা। তৃতীয়তঃ আগামী কাল/দিন'র জ্ঞান বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীনের অভিমত হচ্ছে- যে ব্যক্তি এটি বলে যে, হুযূরের আগামী কালের জ্ঞান আছে সে মিথ্যুক। এর দ্বারা সাধারণ জ্ঞানের অস্বীকার বের করা নিছক মুর্খতা। জ্ঞানকে যখন সাধারণভাবে বলা হবে বিশেষতঃ যখন অদৃশ্য'র দিকে সম্পর্কিত হবে তখন তা দ্বারা সত্ত্বাগত জ্ঞান উদ্দেশ্য হবে। যে দিকে ইঙ্গিত করেছেন কাশশাফের হাশিয়ায় মীর সৈয়দ শরীফ رحمه الله এবং এটি নিশ্চিত হক। কোন মানুষ কোন সৃষ্টির জন্য অণু পরিমাণ সত্ত্বাগত জ্ঞান সাব্যস্ত করলে সে নাস্তিক।

প্রশ্ন : وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى এ عِنْدَ কোন পদ থেকে ظرف বা স্থানবাচক বিশেষ্য হয়েছে?

উত্তর : رَآهُ এর কর্তাবাচক সর্বনাম থেকে। যারা তা দ্বারা জিব্রাইলকে দেখা অর্থ নিয়েছেন তারা رَآهُ এর কর্ম বাচক সর্বনাম থেকে স্থান বাচক বিশেষ্য মানে। (অতঃপর বলেন) কেউ উক্ত সম্পূর্ণ আয়াতকে জিব্রাইল عليه السلام সম্পর্কিত মনে করেন। অধিক বিশুদ্ধ, প্রনিধান যোগ্য ও কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি উপযোগী হচ্ছে উহাই যা সংখ্যাগরিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন-ই ইজাম ও ইমামদের মতবাদ এ সব সর্বনাম মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এরশাদ হচ্ছে-

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

প্রকাশ্য আয়াত চায় এ সর্বনাম গুলো আল্লাহর দিকে প্রত্যবর্তন করুক নতুবা 'হযবরল' হয়ে যাবে। أَوْحَى এর সর্বনামদ্বয় উভয় স্থানে জিব্রাইলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। عَبْدِهِ এর সর্বনাম মধ্যখানে আল্লাহর দিকে। অতঃপর সামনে গিয়ে ভ্রান্ত প্রভূদের বর্ণনা দিয়েছেন।

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا
قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ
أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴿٢٣﴾

-তোমরা কি দেখেছ লাত, উজ্জা এবং মানাত, এ গুলো তো নাম সর্বস্ব ছাড়া অন্য কিছু নয়। যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা দিয়েছ। আল্লাহ তায়ালা তদ সম্পর্কে কোন দলীল অবতীর্ণ করেন নাই। তারা কেবলমাত্র প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করেছে।

অতএব বলা হচ্ছে যে, তোমরা নিজেদের মাবুদকে না দেখে পুজা করছ এবং ইনি নিজ প্রভুকে দেখে দেখে তার ইবাদত করছেন। (অতঃপর বলেন) হুযূর আকদাস ﷺ-এর উহা কী পূর্ণতা যে, জিব্রাইলকে দেখাবেন, জিব্রাইলের পূর্ণতা হবে হুযূর ﷺ-এর দর্শন লাভে ধন্য হওয়া।

ইমাম আহমদ হাম্বল رحمة الله عليه উক্ত সর্বনাম গুলোকে জিব্রাইলের দিকে প্রত্যাবর্তন করাতেন। একদা তিনি একাকী শয়ন অবস্থায় ছিলেন। একজন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন-

هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ.

-কী মুহাম্মদ ﷺ নিজ প্রভুকে দেখেছেন?
এটি শুনা মাত্রই তিনি উঠে বসেন ও বলতে লাগেন,

رَآهُ رَآهُ رَآهُ حَتَّى انْقَطَعَ نَفْسُهُ.

-হুযূর নিজ প্রভুকে দেখেছেন, দেখেছেন, দেখেছেন বলতে বলতে অবশেষে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময়ের সাধারণ লোকেরা এই মাসয়ালাটি বুঝতেন না তাই তাদের কাছে উক্ত অর্থটি বর্ণনা করতেন। যখন নির্জনতায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তখন যেহেতু কোন আশংকা ছিলনা তাই পরিস্কার বলে দিয়েছেন। (অতঃপর বলেন) এ ঘটনাটি এমন মহান আল্লাহর তা স্পষ্ট বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছিল না। সুরা নাজম শরীফে কোন স্পষ্ট শব্দ উল্লেখ নেই। স্বয়ং নবী ﷺ যে হাদিসে উক্ত

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হাদিসটি উভয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। إِلَى -نُوْرٌ إِلَى رَآهُ এর অর্থ হচ্ছে- كَيْفَ। অতএব হাদিসের উক্ত অংশের অর্থ হচ্ছে জ্যোতি তা কিভাবে দেখব। আবার إِلَى হচ্ছে أَيْنَمَا এর সমার্থক। সুতরাং অর্থ হবে, জ্যোতি, যেখানে তাকে দেখব। মাওলভী আবদুল করিম রজভী সতুড়ী সাহেব নির্জনতা অবলম্বন সম্পর্কে কিছু আরজ করেন এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, মানুষ তিন প্রকার। যথা- ১। مفيد অন্যের উপকারী। ২। مستفيد অন্যের উপকার গ্রহণকারী। ৩। منفرد

১। مفيد ঐ ব্যক্তি যে অন্যের উপকার করে। ২। مستفيد ঐ ব্যক্তি যে অন্য থেকে উপকার গ্রহণ করে। ৩। منفرد ঐ ব্যক্তি যার অন্য থেকে উপকার গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না সে ও অন্যের উপকার করতে পারে না। مفيد এবং مستفيد এর নির্জনতা অবলম্বন করা হারাম। منفرد এর জন্য জায়েয বরং ওয়াজিব। ইমাম ইবনে সিরীনের ঘটনা বর্ণনা করত: বলেন, যে লোক পাহাড়ে নির্জনতা অবলম্বন করত: বসে আছেন তিনি নিজেই উপকৃত হয়েছিলেন এবং অন্যের উপকার করার তার মধ্যে যোগ্যতা নেই। তার জন্য নির্জন বাস বৈধ ছিল। ইমাম ইবনে সিরীনের জন্য তা হারাম ছিল। (অতঃপর বলেন) ইমাম ইবনে হাজর মক্কী رحمة الله عليه লিখেন, জনৈক আলেমর' অফাত হয় তাকে কেউ স্বপ্ন দেখেন, জিজ্ঞাসা করেন, আপনার সাথে কী রূপ আচরণ করা হয়েছে? তিনি বলেন, বেহেশত দেয়া হয়েছে। জ্ঞানের কারণে নয়, বরং হুযূর ﷺ-এর সাথে ঐ সম্পর্কের কারণে যা কুকুর ও রাখালের মধ্যে থাকে। সর্বদা কুকুর ঘেউ ঘেউ করত: মেষগুলোকে বাঘ থেকে সাবধান করতে থাকে। মানা না মানা তাদের কাজ। সরকারে মদিনা বলেছেন, আহবান করে যাও। এটুকু সম্পর্কই যথেষ্ট। লক্ষ মুজাহাদা ও লক্ষ সাধনা এ সম্পর্কের উপর উৎসর্গিত। যার এ সম্পর্ক অর্জিত হয়েছে তার কোন মুজাহিদা ও সাধনার প্রয়োজন নেই। (অতঃপর বলেন) এর মধ্যে সাধনা এত অল্প। যে ব্যক্তি নির্জনতা অবলম্বন করেছেন, না কেউ তার হৃদয়ে কষ্ট দিতে পারবে, না তার চোখকে , না তার কানকে। তাকে বলো, যে ঢেকিতে মাথা দিয়েছে এবং চতুর্দিক থেকে তরবারীর আঘাত পড়ছে। ঐ লোকের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে যারা আমাকে না কখনো দেখেছে আর না আমি তাদেরকে কখনো দেখেছি। প্রতি দিন সকালে উঠে প্রথমে আমাকে

অভিশাপ দেয় অতঃপর অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। আলহামদু লিল্লাহ লক্ষ লক্ষ এমন লোকও আছে- যারা না আমাকে দেখেছে, না আমি তাদের দেখেছি। প্রতিদিন উঠে নামাযের পর আমার জন্য দোয়া করে। (অতঃপর বলেন) গাল মন্দ যা খবরের কাগজে ছাপানো হচ্ছে প্রচার পত্রে বিলি করা হচ্ছে উক্ত খবরের কাগজ ও হ্যান্ডবিল আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ হবে মাটি ও ভস্ম হয়ে যাবে তবে ঐ অপবাদ ও ঘৃণা যা তাদের অন্তরে আছে তা সঙ্গে নিয়ে কবরে যাবে এবং ইনশা আল্লাহ কবরে অপমান করবে। সিদ্দিক ও ফারুক رضي الله عنهما-এর ইন্তেকালের তেরশত বছর থেকে অধিক সময় অতিক্রম হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত ভৎর্সনকারীদের ভৎর্সনা থেকে তারা মুক্তি পান নাই। এটি এ কারণে যে, তারা নিজেদের কাঁধে সত্যের চাদর উঠিয়েছেন এবং বাতিল পন্থীদের গতি স্তব্ধ করে দিয়েছেন।

رَحِمَ اللهُ عُمَرَ تَرَكَهُ الْحَقَّ مَالَهُ مِنْ صَدِيْقٍ.

-আল্লাহ ওমরের প্রতি সদয় হোন। সত্য বলা তাকে এ অবস্থানে নিয়ে গেছে যে, তার কোন বন্ধু রইলনা।

প্রশ্ন : এটি দোয়া করা যে, "আল্লাহ ওয়াহাবীদের হোদয়াত করুন" জায়েয আছে কি নাই?

উত্তর : ওয়াহাবীদের জন্য দোয়া করা অনর্থক। ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ (অতঃপর তারা ফিরে আসবেনা) তাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ওয়াহাবী কখনো ফিরে আসবেনা। যারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে তারা ওয়াহাবী নয়। কাফেরেরা কিয়ামতের দিন বলবেন আমাদেরকে পুণরায় দুনিয়াতে পাঠানো হোক, আমরা আপনার উপর ঈমান আনব। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ ﴿٢٨﴾

-যদি তাদের পুণ:পাঠানো হয় তাহলে তারা পুণ: উহাই করবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

সংকলক : বৃহস্পতিবার আসরের পর যথা নিয়ম চুল দাঁড়ি ছোট করার জন্য নাপিত আসে। তার হাত দুর্গন্ধময় ছিলো। অপছন্দ করত: ধৌত করার জন্য এরশাদ করেন। (অতঃপর বলেন) এটি ও ধৈর্য্যহীনতা ও অকৃতজ্ঞতা। সৈয়্যদুনা ঈসা عليه السلام একদা মানুষদের সাথে গমণ করছিলেন রাস্তার মধ্যে মধুর সুগন্ধ আসছিলো। সকলই ইচ্ছাকৃত ঘ্রাণ নিচ্ছে এবং তিনি নাক বন্ধ করে

নেন। কিছু দুর যাওয়ার পর ভীষণ দুর্গন্ধ আসতে লাগল। সকলেই নাক বন্ধ করে নেয় তবে তিনি নাক বন্ধ করেন নাই। মানুষেরা কারণ জিজ্ঞাসা করে। তিনি এরশাদ করেন, ঐটি ছিলো নি'মত। আমার আকাংখা হয়েছিল যে আমি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব না। এটি ছিল বিপদ এর উপর আমি ধৈর্য্য ধারণ করেছি।

প্রশ্ন : দাঁড়িতে গিরা দেয়া কী রূপ?

উত্তর : নসায়ী শরীফে আছে-

مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ ..... فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ بَرِيْءٌ مِنْهُ.

-যে ব্যক্তি নিজ দাঁড়িতে গিরা দেয় তাকে বলে দাও যে, মুহাম্মদ ﷺ তার উপর অসন্তুষ্ট।

প্রশ্ন : হুযূর! আমার চোখে জ্যোতি অনেক কম।

উত্তর : (১) আয়াতুল কুরসী শরীফ মুখস্থ করে নিন। প্রত্যেক নামাযের পর একবার পড়বেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথা নিয়মে পড়বেন। মহিলাদের যে দিন সমূহে নামায পড়তে হয় না। তারা ও পাঁচ ওয়াক্তে আয়াতুল কুরসি এ নিয়মে পড়বে যে, আল্লাহর প্রসংশা করছে। এ নিয়তে নয় যে, আল্লাহ কালাম পড়ছে। যখন এ শব্দে পৌঁছবে- وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ চোখের উপর রেখে এ শব্দ গুলো এগার বার পড়বে অতঃপর উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহে ফুঁক দিয়ে চোখে বুলাবে।

(২) نُوْرٌ نُوْرٌ نُوْرٌ نُوْرٌ نُوْرٌ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সাদা কাঁচের প্লেটে উহা এভাবে লিখবে যে, و এবং ر এর মাথা উন্মুক্ত রাখবে। যমযমের পানি অথবা বৃষ্টির পানি অথবা প্রবাহিত পানি অথবা টাটকা পানি দ্বারা ধৌত করে২৫৬ (দু'শ ছাপ্পান্ন বার) يَا نُوْرُ পড়ে ফুঁক দেবে। প্রথম ও শেষে তিনবার করে এ দরুদটি পড়বে- اَللّٰهُمَّ يَا نُوْرُ يَا نُوْرَ النُّوْرِ صَلِّ عَلٰى نُوْرِكَ الْمُنِيْرِ وَآلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ এ পানি চোখে লাগাবে এবং অবশিষ্ট পানি পান করে নেবে।

(৩) কলসীর তাবীজ গুলোর চিল্লা করবে। (অতঃপর বলেন) এ আমল এত দ্রুত ক্রিয়াশীল যে যদি বিশুদ্ধ অন্তর হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ হারানো চোখ ফিরে পাবে।

সংকলক : জনৈক ব্যক্তি পানি পান করে বাকী পানি নিক্ষেপ করে। এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, পানি নিক্ষেপ করা উচিৎ নয়। কোন প্লেটে রাখা উচিৎ। এ সময় পানির প্রাচুর্যতা ছিলো। উক্ত এক টুঁক পানির মূল্য নেই। পর্বতে যেখানে পানি নেই সেখানে তার মূল্য বুঝা যাবে। যদি এক টুঁক পানি পাওয়া যায় তাহলে একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা পাবে। হযরত খলিফা হারুনুর রশিদ ﵀ আলেম দোস্ত ছিলেন। দরবারে সব সময় আলেমদের সমাগম থাকত। একদা তিনি পানি পান করতে চান এবং পানি মুখ পর্যন্ত নিয়ে যান ও পান করতে উদ্যত হন। একজন আলেম ইরশাদ করেন, আমিরুল মু'মিনীন! সামান্য থামুন, একটি কথা জানতে চাই। তৎক্ষণাৎ খলিফা হাত গুটিয়ে নেন। তিনি বলেন, এখন আপনি যদি জঙ্গলে হন এবং পানি না যায়। তৃষ্ণাও অধিক হয় এ পরিমাণ পানি কত মূল্য দিয়ে খরিদ করতেন? তিনি বলেন, অর্ধ রাজত্ব দিয়ে। তিনি বলেন, এখন পানি পান করুণ। যখন খলিফা পানি পান করেন, তিনি বলেন, যদি এ পানি বের হতে চায় ও বের হতে না পারে তাহলে কি পরিমাণ মূল্য দিয়ে তা বের করার ব্যবস্থা করবেন? তিনি বলেন আল্লাহর শপথ। পূর্ণ রাজত্ব দিয়ে। তিনি বলেন, আপনার রাজত্বের মূল্য এতটুকু। একবার এক অঞ্জলী পানি অর্ধ রাজত্ব দিয়ে বিক্রয় করা হবে দ্বিতীয়বার পূর্ণ রাজত্ব দিয়ে। অতএব এ ধরণের রাজত্বের উপর অহংকার ও গৌরব করতে থাকুন।

প্রশ্ন : সবুজ রঙের জুতা পরা কেমন?

উত্তর : জায়েয।

প্রশ্ন : হুযূর! গাউছে আজম ﵁-এর আকৃতি হুযূর ﷺ-এর আকৃতির সাথে মিলে যেত?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : অতঃপর এ কবিতার অর্থ কী?

نقشِ شاہِ مدینہ صاف آتا ہے نظر ❁ جب تصور میں جماتے ہیں سراپا غوث

উত্তর : এর অর্থ এই যে, গাউছিয়ত সৌন্দর্য্যের যেন একটি আয়না হুযূর ﷺ-এর সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি উক্ত আয়নায় পরিদৃষ্ট হয়। (অতঃপর বলেন) ইমাম হাসান ﵁-এর পবিত্র আকৃতি মাথা থেকে বক্ষ পর্যন্ত হুযূর ﷺ-এর আকৃতির সাথে সাদৃশ্য নয়। ইমাম হুসাইন ﵁-এর বক্ষ থেকে পাজরের নখ পর্যন্ত, হযরত ইমাম মাহদী ﵁-এর আপাদমস্তক হুযূর ﷺ-এর সাদৃশ্যময় হবে। একজন সাহাবী হযরত আবেস বিন রবিয়া ﵁-এর সাদৃশ্য কিছুটা নবীর সাথে

মিলতো। যখন তিনি আগমন করতেন হযরত আমির মুয়াবিয়া ﵁ সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন। (অতঃপর বলেন) এবং এটি তো প্রকাশ্য সাদৃশ্য নতুবা প্রকৃত পক্ষে উক্ত পবিত্র সত্ত্বাকে, সাদৃশ্য থেকে পুতঃপবিত্র করে বানানো হয়েছে যে, কেউ তার শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অংশীদার নেই। ইমাম মুহাম্মদ বুসিরী ﵁ কসিদা বুরদা শরীফে আরজ করেছেন-

مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهٖ ❁ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

"হুযূর নিজের যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যে অংশীদার থেকে পবিত্র। সৌন্দর্যের জওহারটি তার মধ্যে অভিভক্ত।"

আহলে সুন্নাতের পরিভাষায় جَوْهَرُ ঐ অংশকে বলে যার বন্টন অসম্ভব অর্থাৎ হুযূরের সৌন্দর্য থেকে কারো জন্য কোন অংশ মিলে নাই।

প্রশ্ন : জুমা পড়ানো কার হক?

উত্তর : ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বাদশাহ অথবা তার প্রতিনিধি অথবা অনুমতি প্রাপ্তর জুমা পড়ানোর হক আছে।

প্রশ্ন : যেখানে ইসলামী রাজ্যের বাদশাহ থাকবে না সেখানে কী আলেমে দ্বীন কে তার স্থলাভিষিক্ত মানা যাবে?

উত্তর : সেখানে আলেম দ্বীন-ই ইসলামী রাজ্যের সুলতান। তিনি হোক অথবা তাঁর প্রতিনিধি অথবা তার অনুমতিপ্রাপ্ত।

প্রশ্ন : আত্তাহিয়্যাতুর স্থলে 'আলহামুদ শরীফ' পড়ল এখন কী করবে?

উত্তর : দাঁড়ানো অবস্থা ব্যতীত কুরআন তিলাওয়াত না রুকুতে জায়েয না সিজদাতে, না বৈঠকে। ভুলবশত: পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে।

প্রশ্ন : যেভাবে ঈমানের সম্পর্ক হৃদয়ের সাথে। অন্তরের বিশ্বাস ব্যতীত মৌখিক কলেমা বলা ফল প্রসু হবে না অনুরূপ কেবল মাত্র কুফুরী কালেমা উচ্চারণ দ্বারা কুফর (বেঈমান) না হওয়া চাই যতক্ষণ না অন্তর থেকে তার স্বীকৃতি দেবে।

উত্তর : মৌখিকভাবে জোরপূর্বক ব্যতীত তার কুফুরী কালেমা উচ্চারণ করা স্পষ্টত: ঐ কথার উপর ইঙ্গিত করছে তার অন্তরে ঈমান নেই। ঈমান থাকলে কোন ধরণের বল প্রয়োগ ব্যতীত এ ধরনের শব্দ উচ্চারণ করত না। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ এখানে বল প্রয়োগের অবস্থাটি পৃথক করা হয়েছে। হাদিসে ঈমানের সংজ্ঞায় বর্ণিত আছে- "সে দ্বিতীয়বার

কাফের হওয়াকে অগুণে ফেলে দেওয়া থেকে ও নিকৃষ্ট মনে করবে।" যদি এ রূপ জানত তাহলে বল প্রয়োগ ব্যতীত কুফুরী উচ্চারণ করত না।

প্রশ্ন : শুকরের সিজদার নিয়তে নামাযের সিজদায় করে নিল তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

উত্তর : কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হচ্ছে নামায থেকে আলাদা করে করে নেবে।

প্রশ্ন : 'নুরুল ইযাহ' তে আছে- سَجْدَةُ الشُّكْرِ مَكْرُوْهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ

উত্তর : এ বিষয়ে ইমাম আজম رضي الله عنه থেকে তিনটি অভিমত বর্ণিত আছে। যথা- ১। এটি যে মাকরুহ হবে। ২। কোন অসুবিধা নেই। ৩। বিশুদ্ধ হচ্ছে এই যে, মুস্তাহাব।

প্রশ্ন : জানাযার নামায উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় পড়তে পারে?

উত্তর : জানাযা যদি এসে যায় বিশেষ করে উদয় অথবা অস্তের সময় অথবা আসর নামাযের পর পড়তে পারে। যদি প্রথম থেকে এনে রাখা হয় তাহলে যতক্ষণ সূর্য উদয় হবে না অথবা অস্ত হবে না পড়বে না।

প্রশ্ন : একদা মহান এরশাদ হয়। মৃত্যুর জন্য খুশি মনে প্রস্তুত থাকবে। হুযূর যে অপরাধী সে কিভাবে খুশি থাকতে পারে।

উত্তর : পাপ ছেড়ে দেবে, খুশি মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রাখবে। এটি অর্থ নয় যে, পাপ করতে থাকবে এবং মৃত্যুর জন্য খুশি থাকবে। এটি কিভাবে হতে পারে। (অতঃপর বলেন) আল্লাহর বান্দা যখন তাওবা করে তখন সে আল্লাহর কাছে খুবই খুশি থাকে যে রূপ খুশি হয় ঐ ব্যক্তি যার উঠ আসবার পত্র ও রসদ সামগ্রী সহ হারিয়ে গেছে তা পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন : হুযূর যদি কোন মানুষ এমন স্থানে ব্যভিচার করে যেখানে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা নেই তাওবা করার দ্বারা ক্ষমা হয়ে যাবে অথবা যাবে না।

উত্তর : যে পাপে কেবলমাত্র আল্লাহর হক থাকবে বান্দার হক থাকবে না তা তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে। কিছু পাপ এমন আছে যাতে বান্দার হক ও অন্তর্ভুক্ত তাহলে যতক্ষণ তার থেকে ক্ষমা চাওয়া যাবে না তাওবা দ্বারা মাফ হবে না।

প্রশ্ন : ব্যভিচারে তারা কে কে যাদের হক অন্তর্ভুক্ত হয়?

উত্তর : কোন সময় মহিলারও হক থাকে যখন তার সাথে জোর পূর্বক ব্যভিচার করা হবে এবং তার পিতা, ভাই, স্বামী যাদের উক্ত সংবাদ দ্বারা লজ্জিত হতে

হয়। তাদের সকলের হক আছে। আলেমদের মতানৈক্য আছে কেউ বলেন, পরিষ্কার শব্দ দিয়ে তাদের থেকে ক্ষমা চাইবে যে, আমি এ কাজ করেছি ক্ষমা চাইতেছি। অপর কেউ বলেন, এটি বলতে পারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর তোমার যে হক আমার জিম্মায় আছে ক্ষমা করে দাও। তবে এ অভিমত প্রনিধান যোগ্য। মুফতির জন্য সঙ্গত নয় যে, অপ্রনিধান যোগ্য অভিমতের উপর ফতোয়া দেয়া না বিচার রায় দিতে পারে। ফকিহগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেন- اَلْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ جَهْلٌ وَخَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ অপ্রনিধানযোগ্য অভিমতের ফতোয়া ও হুকুম দেয়া মুর্খতা ও ইজমা বিরোধী। (অতঃপর বলেন) এই বেরীলি শহরে একজন লোক অভিনব পন্থায় তাওবা করেছেন, ইতোপূর্বে এ রূপ তাওবা দেখা ও যায় নাই শুনা ও যায় নাই। জনৈক মহিলার সাথে তার ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে অতঃপর লজ্জিত হয়ে একটি গর্ত মানুষের দেহের সম পরিমাণ নির্জন একটি স্থানে খনন করে। উক্ত মহিলার স্বামীকে সেখানে এনে সে উক্ত গর্তে লাফিয়ে পড়ে। তরবারী তাকে দিয়ে বলে 'আমার এই ভুল হয়েছে' চাই হত্যা করত: আমাকে এই গর্তে দাফন করে দাও যেন কেউ জানতে না পারে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দাও। তার মুখ দিয়ে কোন কিছুই বের হয় নাই, মাপ করতেই হল।

প্রশ্ন : যদি ঋণ গ্রস্থ হয়, সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায় ভয় হচ্ছে পাওনাদার আটক করবে এবং জমিন ও কেউ খরিদ করছেনা এমতাবস্থা দখলী বন্ধক করা জায়েয আছে অথবা নেই?

উত্তর : যদি অভাব সত্য হয়, আন্তরিকভাবে বিক্রয় করতে চায় এবং কেউ না নেয় তাহলে অনুমতি আছে। (অতঃপর বলেন) তবে এ ধরনের অবস্থা খুবই বিরল হবে। দশ টাকার মাল নয় টকার বিনিময় বিক্রি করলে যে কেউ নিতে চাইবে। আর বন্ধকের অবস্থা হচ্ছে হাজার টাকার মাল চারশত দিয়ে প্রদান।

প্রশ্ন : খিলাল করা কী সুন্নাত?

উত্তর : হ্যাঁ, ক্ষুদ্র কাঠ দিয়ে করা সুন্নাত।

প্রশ্ন : অজু অবস্থায় মিথ্যা বলেছে অথবা গীবত করল অথবা অশ্লীল কথা বলল তাহলে অজুর মধ্যে কোন অসুবিধা তো হবে না?

উত্তর : মুস্তাহাব হচ্ছে পুনরায় অজু করা। যদি এ অজু দ্বারা নামায পড়ে নেয় তাহলে মুস্তাহাব বিরোধী করল।

প্রশ্ন : যদি ঔষধে এ পরিমাণ আফিন থাকে যে, নেশা সৃষ্টি করে না তাহলে জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি এ অবস্থা হয় যে, তার কোন প্রভাব পড়বে না, তার অভ্যস্তও হবে না এবং আগামীতেও কোন অসুবিধা হবে না তাহলে জায়েয।

প্রশ্ন : হাদিস শরীফে এসেছে- إِنِّى حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ এবং আফিন ও নেশা সৃষ্টি করে। অতএব উচিৎ হলো হারাম হওয়া?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি নেশা সৃষ্টির সীমায় পৌঁছে যায় তাহলে হারাম।

প্রশ্ন : তাহলে হুযূর মদেরও যতক্ষণ নেশা তৈরীর সীমায় পৌঁছবেনা এই হুকুম হওয়া উচিৎ?

উত্তর : মদ তো মৌলিকভাবে হারাম, প্রস্রাবের মত নাপাক, নিজস্ব নাপাকির কারণে হারাম, নেশা তৈরীকারী হওয়ার কারণে নয়। যদি এক ফোটা চৌবাচ্চায় পড়ে সমস্ত চৌবাচ্চার পানি নাপাক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : 'ইমামে দামিন'র যে পয়সা বাঁধা যায় তার কোন ভিত্তি আছে কী?

উত্তর : কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি কোন মাওলানার উপাধি হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, ইমাম আলী রেজা رضي الله عنه।

প্রশ্ন : যদি মাটি চোখে পড়ে ও অশ্রু বের হয় তাহলে অজু ভঙ্গকারী হবে কী হবে না?

উত্তর : এ ধরণের পানি দ্বারা অজু ভঙ্গ হবে না। হ্যাঁ, দুঃখ যাতনায় চোখে অশ্রু আসলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : হুযূর প্রসিদ্ধ আছে যে, اَلْوِلَايَةُ أَفْضَلُ مِنَ النُّبُوَّةِ (বেলায়ত নবুয়তের চেয়ে উত্তম)

উত্তর : এটি নয়। বরং এটি وَلَايَةُ النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِنْ نُبُوَّتِهِ নবীর বেলায়ত তার নবুয়তের চাইতে উত্তম। কেননা বেলায়ত হচ্ছে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা আর নবুয়ত হচ্ছে সৃষ্টি মুখী হওয়া।

প্রশ্ন : হুযূর! অলির বেলায়তও কী আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়া?

উত্তর : হ্যাঁ, তবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা নবীর সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করার এক কোটি ভাগের এক ভাগ হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! বুযর্গদের ওরশের দিন নির্ধারণে কোন সুবিধা আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, আউলিয়াদের পবিত্র আত্মা সমূহ তাদের ইন্তেকালের দিন পবিত্র কবরের দিকে অধিক মনোযোগী হয়। অতএব মিলনের দিন (অফাতের দিন) টি বরকত লাভের জন্য অধিক উপযুক্ত।

প্রশ্ন : হুযূর বুজুর্গদের ওরশসমূহে যে সব অবৈধ কাজ হচ্ছে তা দ্বারা তাদের কষ্ট হচ্ছে না?

উত্তর : অবশ্যই হচ্ছে, এ কারণেই উক্ত বুজুর্গগণ এখন তেমন মনোযোগ দিচ্ছেন না। নতুবা প্রাথমিকভাবে যে রূপ সুফল ও ফয়েজ-বরকত পাওয়া যেত তা এখন কোথায়।

প্রশ্ন : এ হুকুম যা বলা হয়েছে- "মাজার শরীফে পার দিকে গমন করতে হবে। নতুবা মাজার ওয়ালা (আল্লাহ তায়ালার অলি) কে মাথা তুলে দেখতে হয়" কবর জগতেও আউলিয়া কেরামের মাথা তুলার প্রয়োজন আছে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ বরং সাধারণ আউলিয়া-ই কেরামের সমান দেখা তো নবীদের শান। কিছু সাহাবী যারা নতুন মুসলিম হয়েছিলেন নামাযে নবী ﷺ-এর অগ্রগামী হয়েছেন। নামায শেষে নবী এরশাদ করেন,

أَتَرَوْنَ إِنَّ قِبْلَتِي أَمَامِي إِنِّي أَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ أَمَامِي.

-তোমরা কী দেখছ আমার মুখ কেবলার দিকে, নিশ্চয় যারা আমার পেছনে আছে আমি তাদের দেখি যে রূপ আমি আমার সামনে যারা আছে তাদের দেখি।

সংকলক : হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ رحمة الله عليه-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত খাজার মাজার থেকে অনেক ফয়েজ ও বরকত অর্জিত হয়। মাওলানা বরকত আহমদ সাহেব মরহুম যিনি আমার পীর ভাই ও আমার শ্রদ্ধেয় পিতার ছাত্র ছিলেন তিনি আমাকে বলেন, আমি নিজ চোখে দেখেছি- জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক যার আপাদমস্তক ফোঁড়া, আল্লাহ জানেন কি পরিমাণ ছিলো, ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আসতেন এবং দরগাহ শরীফের সামনে উত্তপ্ত কংকর ও পাথরসমূহে লুটিয়ে পড়তেন এবং বলতেন, "খাজা! আগুন লেগেছে।" তৃতীয় দিন আমি দেখি এক ব্যক্তি প্রতি বছর আজমীর শরীফ উপস্থিত হতেন। তার সাথে একজন ওয়াহাবী প্রধানের জানা শুনা ছিলো। তিনি বলেন, মিঞা! প্রতি বছর কোথায় আসা যাওয়া কর? এত টাকা পয়সা খরচ করছ কেন? তিনি বলেন, চলুন, ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখুন এরপর যাওয়া আসা আপনার ইচ্ছাধীন। দেখতে না দেখতে একবছর তিনি তার সাথে গমন করেন। দেখলেন

একজন ফকির ছোট্টা হাতে রওজা শরীফের প্রদক্ষিণ করছে এবং এ কথাটি বলছে, "খাজা পাঁচ টাকা নিব এবং এক ঘন্টার মধ্যেই নিব। এবং এক ব্যক্তি থেকেই নিব। উক্ত ওয়াহাবী মনে করেন, এখন অনেক সময় অতীত হয়েছে সম্ভবত: এক ঘন্টা অতীত হয়েছে। এখনো পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু দেয় নাই। পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করত: তার হাতে রাখেন এবং বলেন, নেন; মিঞা! আপনি তো খাজা থেকে চাচ্ছেন। খাজা কি আর দেবেন। নাও! আমি দিচ্ছি। ফকির উক্ত টাকা পকেটে রাখেন ও একবার প্রদক্ষিণ শেষে তো দিয়েছ কেমন দুষ্ট ও নিকৃষ্ট থেকে দিয়েছ।" (অতঃপর বলেন) ইয়ামেনে হযরত সৈয়্যিদী আহমদ বিন আলওয়াল رضي الله عنه-এর মাজার শরীফও এ জন্য বিখ্যাত।

প্রশ্ন : হুযূর! কেয়ামত সন্নিকট হওয়ার চিহ্ন বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : এ প্রসঙ্গে বিশুদ্ধ হাদিস সমূহ যে রূপ আছে হাসন, দুর্বল ও জাল হাদিস ও আছে। তবে দাজ্জাল বের হওয়া, ইমাম মাহদী رضي الله عنه-এর আবির্ভাব, হযরত ঈসা عليه السلام-এর অবতরণ, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হওয়া এ সবগুলো হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যে দিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে বের হবে ঐ সময় তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। উক্ত দিনসমূহে 'দাববাতুল আরদ' মক্কা মুয়াজ্জমার নিকটবর্তী স্থান থেকে বের হবে। অশ্বের মত দ্রুত গতিতে চক্কর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে অতঃপর দ্বিতীয় বার বের হবে অনুরূপ দ্রুত গতিতে চক্কর দিয়ে বের হয়ে যাবে। তৃতীয়বার যখন বের হবে তখন ডান হাতে হযরত ঈসা عليه السلام-এর লাটি হবে এবং বাম হাতে সৈয়্যিদিনা সুলাইমান عليه السلام-এর আংটি হবে। আল্লাহর ইলমে যিনি মুসলমান হবে তার কপালে লাটি দ্বারা 'আলোকিত চিহ্ন' করে দেবে আর যে কাফের হবে আংটি দ্বারা 'কালো দাগ' দেবে। হাদিস শরীফে আছে- "একটি দস্তারখানায় কয়েকজন লোক উপবিষ্ট হয়ে আহার করতে থাকবে। এ বলবে ঐ ব্যক্তি, সে বলবে, এ ব্যক্তি মুসলমান। অতঃপর কোন মুসলমান না কাফের হতে পারবে এবং না কোন কাফের মুসলমান হতে পারবে।" (অতঃপর বলেন) কিয়ামত তিন প্রকার। ১। কিয়ামতে সুগরা- এটি হচ্ছে মৃত্যু- مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ "যে মরে গেল তার কিয়ামত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত: কিয়ামতে ওসতা -তা হচ্ছে এক শতাব্দীর সব লোক ধ্বংস হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় শতাব্দীর জন্য নতুন প্রজন্ম জন্ম নেয়া। তৃতীয়ত: কিয়ামতে কুবরা তা হচ্ছে আসমান ও জমিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কুরআন শরীফে আছে-

وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

এবং এটিও আছে-

وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿٦٤﴾

যখন সব ইয়াহুদ এবং খ্রিষ্টান কিয়ামতের পূর্বে ঈমান নিয়ে আসবে তাহলে শত্রুতা কিভাবে হবে?

উত্তর : কিতাবীদের থেকে কেউ এমন হবে না যে ঈসা عليه السلام-এর যুগে তার অফাতের পূর্বে তার উপর ঈমান আনবে না। অতঃপর যুগ পরিবর্তন হবে ভাল থেকে মন্দের দিকে, ইসলাম থেকে কুফুরীর দিকে। ইয়াহুদ এবং খ্রিষ্টান বাকী থাকবে না। সব মুসলমান হয়ে যাবে। তবে তাদের প্রজন্মের মধ্যে ইয়াহুদ হবে। খ্রিষ্টান হবে এমনকি হিন্দুও হবে। মোদ্দা কথা সব ধরণের কাফের হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত অবধি শত্রুতা থাকবে।

প্রশ্ন : এ আয়াতটি وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...الخ আম (ব্যাপক) নাকি খাস (নির্দিষ্ট)?

উত্তর : এ আয়াতটির দুটি তাফসীর আছে, যদি مَوْتِهِ এর সর্বনামটি ঈসা عليه السلام-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তার যুগের পূর্বে যারা হবে তারা কুফুরীর উপর মারা যাবে অনুরূপ যারা পরবর্তী হবে তারা কুফুরীর উপর মারা যাবে। তার যুগের যারা কিতাবী তন্মধ্যে যারা তরবারী থেকে রক্ষা পাচ্ছে তাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে তার উপর ঈমান আনে নাই। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে এই- مَوْتِهِ এর সর্বনামটি কিতাবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে তখন আয়াতটি আম তথা ব্যাপক হবে। প্রত্যেক কিতাবীকে মৃত্যুর সময় শাস্তি দেখানো হয়। পর্দা তুলে দেয়া হয়ে। তখন সে বলে, আমি ঈমান এনেছি ঐ ঈসার উপর যিনি আহমদ ﷺ-এর সু-সংবাদ দিয়েছেন। তবে ঐ সময়ের ঈমান কোন উপকার দেবে না। নিরাশার ঈমান কোন ফল দেয় না, যখন আগুন সামনে, ফেরেশতা সামনে ঐ সময়ের ঈমান কোন ফল দেবে না। ফেরাউন যখন নিমজ্জিত হচ্ছিলেন তখন বলেন,

آمَنْتُ بِالَّذِيْ آمَنَتْ بِهٖ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ.

-বনি ইস্রাঈল যার উপর ঈমান এনেছেন আমিও তার উপর ঈমান এনেছি। বলা হলো-

آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ مِنْ قَبْلُ.

-এখন ঈমান আনছ অথচ ইতোপূর্বে অবাধ্য ছিলে।

প্রশ্ন : হুযূর! কুরআন শরীফে এসেছে-

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ

প্রশ্নকারীর প্রশ্ন শেষ না হতেই তিনি এরশাদ করেন,

وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

অতঃপর বলেন, মুসলমানদের মৃত্যুর পূর্বে তাওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য আছে। বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে কবুল হবে এবং কাফেরদের মৃত্যুর সময়ের তাওবা নিশ্চিত ভাবে প্রত্যাখান যোগ্য ও অগ্রহণীয়।

উত্তর : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ থেকে এটি প্রমাণিত হচ্ছে যে, আদম সন্তানের কেউ ভূমি ব্যতীত কোথাও যাবে না। এ সম্বোধনটি সকল আদম সন্তানের জন্য ব্যাপক, তাই সঙ্গত হচ্ছে ঈসা আলায়হিস্ সালাম আসমানে অবস্থান না করা।

উত্তর : নিঃসন্দেহে এটি ব্যাপক এবং তার অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের ভূমিতে অবস্থান করতে হবে। ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে ভূমিতে অবস্থান করতে হবে। ভূমি থেকে কেউ পৃথক অবস্থান করবে না। যদি এ অর্থটি নেয়া হয় যে, 'ভূমি থেকে কেউ কোন সময় পৃথক হবে না।' তাহলে শারীরিক মি'রাজকে অস্বীকার করতে হবে। সমুদ্রে পরিভ্রমণ করা ও অসম্ভব হবে যেহেতু ঐ সময় ও ভূমিতে অবস্থান হয় না। তবে প্রত্যেক মানুষ জানে যে, সমুদ্রের উপর সামান্য সময়ের জন্য পরিভ্রমণ করা ভূমিতে অবস্থান বিরোধী নয়।

প্রশ্ন : ঈসা আলায়হিস্ সালাম অনেক শতাব্দী থেকে আসমানে অবস্থান করছেন তার অবস্থান স্থল আসমান-ই হয়ে গেল।

উত্তর : তিনি এমন জগতে আছেন যেখানে হাজার বছরে এক দিন হয় যেমন-

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

সম্ভবত: এক দিন অতীত হয়েছে দ্বিতীয় দিনের কিছু অংশের মধ্যে অবতরন করবেন।

প্রশ্ন : একটি মোনাজাত হযরত সিদ্দিকে আকবরের দিকে সম্পর্কিত, তাতে এ শব্দগুলো আছে- ابن موسى ابن عيسى ابن يحيى ابن نوح

উত্তর : এ সম্পর্কটি মিথ্যা, তার অজিফা ও উত্তম নয়। কোন মানুষ 'সিদ্দিক' ছদ্ম নামের থাকতে পারে যে, আরবী ভাষা ও উত্তম ভাবে লিখতে পারেনা।

প্রশ্ন : 'কুরআনে আজিম'-এ এরশাদ হচ্ছে-

يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

এ আয়াতে تَوَفِّي এর কী অর্থ?

উত্তর : আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا

-আল্লাহ্ তায়ালা জান নিয়ে নেন তাদের মৃত্যুর সময় আর যারা মৃত্যু বরণ করে না তাদের নিদ্রার সময়।[৬৬]

একটি শব্দ উত্তম অবস্থার জন্য বলা হয়েছে, تَــوَفِّي নিদ্রাকেও অন্তর্ভূক্ত করছে, অফাত দান করছি ও উত্তোলন করছি নিজের কাছে, তোমাকে পবিত্র করছি নাস্তিকদের অপবাদ থেকে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, تَوَفِّي এর অর্থ মৃত্যু, তাহলে এ অর্থটি কোথা থেকে এল যে 'আমি তোমাকে অফাত দিচ্ছি। অতঃপর তোমাকে উত্তোলন করছি নিজের দিকে। আয়াতে ف নাই আবার ثم ও নাই و আছে তা ধারা বাহিকতার উপর ইঙ্গিত করে না কেবলমাত্র 'একত্রিত' এর জন্য আসে। رَافِعُكَ এর মধ্যে সম্বোধনের ك তা দ্বারা না কেবলমাত্র রূহ সম্বোধিত, না কেবলমাত্র দেহ। বরং দেহসহ রূহ সম্বোধিত। যদি কেবলমাত্র রূহ উদ্দেশ্য হত তাহলে رَافِعُكَ বলা হতো না বরং رَافِعُ رُوْحِكَ বলা হতো। অনুরূপ কথা

[৬৬]. আল কুরআন, সূরা যুমার, আয়াত : ৪২

আলেমগণ দৈহিক মি'রাজ সম্পর্কে বলেছেন। বলা হয়েছে- أَسْرَى بِعَبْدِهِ 'আবদ' দেহ রূহ সহ কে বলে। মি'রাজ যদি আধ্যাত্মিক হতো তাহলে أَسْرَى بِرُوحِ عَبْدِهِ বলা হতো।

প্রশ্ন : মুতাওয়াল্লীর অনুমতি ব্যতীত মসজিদে ওয়াজ বলতে পারে কী পারে না বিশেষ করে ঐ অবস্থায় যখন মুতাওয়াল্লীর নির্দেশ হয় যে, "আমার অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন ওয়াজ না করে।"

উত্তর : মুতাওয়াল্লী যদি আলেমে দ্বীন হয় এবং যদি বাঁধা এ কারণে হয় যে, প্রথমে তিনি বক্তার আকিদা যাচাই করবেন। সুন্নি আকিদাপন্থী হলে ওয়াজের অনুমতি দিবেন- এ অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া ওয়াজ বলা জায়েয নেই। যদি এ রূপ না হয় তাহলে মুতাওয়াল্লীর বাঁধা দেয়ার অনুমতি নেই।

প্রশ্ন : সাইদ নিজের জীবনে নিজের জন্য 'ঈছালে সওয়াব' করতে পারে কী পারে না?

উত্তর : হ্যাঁ, করতে পারে। অভাবীদের গোপনে দিবে। সাধারণত প্রথা আছে যে, খাদ্য তৈরী করা হয় এবং সমস্ত অবস্থাশালীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। এ রূপ না করা উচিৎ। (অতঃপর বলেন) অভাবীদের গোপনে দেয়া উত্তম। হাদিস শরীফে আছে-

صَدَقَةُ الْبِرِّ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ وَتُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ.

-গোপনে দান করা অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, আল্লাহ তায়ালার ক্রুধকে শীতল করে।

অতঃপর বলেন, জীবনে নিজের জন্য সদকা করা মৃত্যুর পরের সদকা থেকে উত্তম। হাদিস শরীফে এরশাদ হচ্ছে-

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ : لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى.

-উত্তম সদকা হচ্ছে; তুমি দান করবে যে অবস্থায় তুমি সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি লোভী। সম্পদ কামনা করছ এবং অভাব অনটনকে ভয়

করছ। এটি যেন না হয় নিঃশ্বাস গল দেশে আটকে গেলে বলবে, অমুককে এত অমুককে এত। অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেল।

প্রশ্ন : বিধান হচ্ছে- কবরের পার দিক থেকে কবরস্থানে উপস্থিত হবে। কবরস্থানে কবর যদি এলোমেলো হয়ে যায় তখন কী করবে?

উত্তর : সর্বাগ্রে কবরস্থানের পার দিক থেকে আসবে এবং উক্ত পার দিকে কোন প্রান্তে দাঁড়িয়ে সালাম বলবে এবং যা কিছু চাইবে 'ঈছালে সওয়াব' করবে, কারো মাথা তুলার প্রয়োজন হবে না। যদি কোন নিদির্ষ্ট জনের কাছে যেতে হয় তাহলে এমন রাস্তা দিয়ে যাবে যা উক্ত কবরের পার দিক থেকে এসেছে শর্ত হচ্ছে মধ্যখানে যেন কোন কবর না পড়ে নতুবা না জায়েয হবে। ফকীহগণ বলেন, জিয়ারতের জন্য কবর সমূহ লাফিয়ে যাওয়া হারাম।

প্রশ্ন : হুযূর! হুকুম হচ্ছে কবর স্থানে যদি দাফন করতে যায় তাহলে জুতো খুলে ফেলবে এবং কবরবাসীদের জন্য রক্ষা প্রার্থনা করবে। যদি রাস্তায় কাটা জাতীয় বাবলা বৃক্ষ ইত্যাদি থাকে তখন কী করবে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান হচ্ছে- "কোন কাজ থেকে নিষেধ করা হয় কোন বিশেষ স্বার্থে এবং যখন বান্দার প্রয়োজন হয় তৎক্ষণাৎ বাঁধা উঠে যায়।" মদ ও শুকুরের চেয়ে বেশী কোন্ জিনিস হারাম করা হয়েছে তবে সাথে সাথে অপারগদেরকে পৃথক করা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে, মদ আছে পানি কোথাও নেই অন্য কোন জিনিসও নেই যা দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করা যায়। এখন যদি মদ পান না করে তাহলে তৃষ্ণার কারণে মারা যাবে। অথবা গ্রাস আটকে গেল, যদি মদ পান না করে তাহলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে; তাহলে পাপী হবে এবং অপমৃত্যুর শিকার হবে। অথবা ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে যদি কিছু আহার না করে তাহলে মরে যাবে। শুকুরের মাংস ব্যতীত অন্য কোন খাবার নেই। যদি সে শুকরের মাংস আহার না করে মরে যাবে, তাহলে পাপী হবে এবং অপমৃত্যুর শিকার হবে।

প্রশ্ন : وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ তার কী অর্থ? তাদের জন্য সাদৃশ্য না করা হয়েছে অথবা তাদের জন্য ধাঁধার মত করে দেয়া হয়েছে?

উত্তর : ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ্য তাদের একজন কাফের কে দেয়া হয়েছে। যখন ঐ দুষ্ট ঈসা আলাইহিস সালাম-এর সাদৃশ্য হয়ে যায়, তাকে আসমানে তুলে নেয়া হয়। এখন সে বলতে লাগল, আমি তোমাদের সেই ব্যক্তি। সবাই বলতে লাগল, আমরা তোমাকে চিনি। তুমি ঐ ধোঁকাবাজ যে মানুষের মাঝে ফিৎনা চর্চা কর। অবশেষে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে-

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنۡهُۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيۡهِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

-এবং নিশ্চয় যারা ঈসা নিয়ে মতানৈক্য করেছেন তারা তাঁর বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত। তার বিষয়ে তাদের কোন প্রকার জ্ঞান নেই নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যতীত অথচ তারা তাকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করে নাই বরং আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তোলন করেছেন নিজের কাছে এবং আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৫৭]

ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা যে মতানৈক্য করছে কেউ নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেনা নিজেদের কল্পনার অনুসরণ করছে, ঐ সময়ের খ্রিষ্টানরা এ রূপ করছিলো কল্পনার জগতে বিচরন ব্যতীত তাদের কাছে আর কি বা আছে। তারা সহ সব নাস্তিকদের বেলায় বলা হয়েছে-

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُ ﴿٢٣﴾

-তারা ধারণা ও প্রবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করছেনা।[৫৮]

বরং সব নাস্তিক ইসলামের বাস্তবতার উপর নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে অবস্থান করছে তবে শত্রুতা বশত: অস্বীকার করছে।

প্রশ্ন : وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ এটির অর্থ ইহা বলতে পারে যে আপনাকে অধিক উম্মত ওয়ালা পেয়েছেন, শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনাকে অমুখাপেক্ষী করেছেন।

উত্তর : বলতে পারে, তাভিলের পর্যায় পড়বে।

প্রশ্ন : তাভিল কী পর্যন্ত বৈধ?

উত্তর : যতটুকু শব্দ সম্ভাবনা রাখে। (অতঃপর বলেন) وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٌ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ এর প্রকাশ্য তাফসীর এই পরকাল আপনার জন্য ইহকাল থেকে উত্তম।

---

[৫৭]. আল কুরআন, সূরা নিসা, আয়াত : ১৫৭-১৫৮
[৫৮]. আল কুরআন, সূরা নজম, আয়াত : ২৩

আমি সর্বদা এটির এই তাভিল করি যে, وَالسَّاعَةُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ السَّاعَةِ الأُولَى। যে সময় আসছে তা অতীত সময় থেকে আপনার জন্য উত্তম।

প্রশ্ন : 'খড়ম' পরিধান করা কী রূপ?

উত্তর : বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর গাউছে আজম অজুর পর খড়ম পরিধান করতেন।

প্রশ্ন : খুতবাতে খোলাফা-ই রাশেদীনের উল্লেখ তো প্রথম যুগে ছিলা না?

উত্তর : প্রথম যুগে ছিলো। ফারুকে আজমের খেলাফতে আবু মুসা আশ'আরী তার উল্লেখ খুতবায় করেন। তার আলোচনার পর সৈয়্যিদিনা আবু বকর সিদ্দিক-এর উল্লেখ করেন। তার খবর ফারুক-ই আজমের কাছে গিয়ে পৌঁছে। তিনি ভীবণ অসন্তুষ্ট হন। তুমি আবু বকর সিদ্দিকের আলোচনা আমার পরে কেন করেছ। আমার পূর্বে উল্লেখ করা উচিৎ ছিল। উল্লেখ দ্বারা অসুন্তুষ্ট হন নাই।

প্রশ্ন : رَغْمًا لاَ نُوْفِ الْوَهَّابِيَّةِ وَالرَّافِضِيَّةِ খুতবায় গাউছে আজমের উল্লেখ কেমন?

উত্তর : জায়েয ও মুস্তাহসান। আমার অধিকাংশ খুতবায় হুযূর গাউছে আজমের উল্লেখ করি। হ্যাঁ আবশ্যক হিসেবে না।

প্রশ্ন : যখন আলেম দ্বীন প্রকৃতপক্ষে সুলতান-ই ইসলাম এবং أولى الامر منكم দ্বারা ধর্মীয় জ্ঞানে বিশেষজ্ঞরা উদ্দেশ্য অতএব যেখানে বাদশাহ-ই ইসলাম নেই সেখানে খুতবায় আলেম দ্বীনের নামে দোয়া করা কেমন?

উত্তর : জায়েয। যেভাবে সুলতান-ই ইসলাম দোয়ার হকদার অনুরূপ আলেম দ্বীন ও দোয়ার হকদার ও উপযোগী।

প্রশ্ন : সৈয়্যিদ এর ছেলেকে তার শিক্ষক আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রহার করতে পারে কী পারে না?

উত্তর : কাজি যিনি আল্লাহর বিধি–বিধান প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য তার সম্মুখে কোন সৈয়্যিদ'র উপর শাস্তি সাব্যস্ত হয় তাকে শাস্তি দেয়া তার উপর হুকুম হচ্ছে শাস্তি দেয়ার যেন নিয়ত না করেন বরং অন্তরে এটির নিয়ত করে শাহজাদার পায় আবর্জনা-কাদা লেগেছে তা পরিস্কার করছি। অতএব কাজি যার উপর শাস্তি দেয়া ফরজ তার এ হুকুম শিক্ষকের অবস্থান সেখানে কী হতে পারে সহজে অনুমেয়।

প্রশ্ন : শা'বান মাসে নিকাহ (বিবাহ) করা কেমন?

উত্তর : কোন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এটি আছে- لَا نِكَاحَ بَيْنَ الْعِيدَيْنِ "দু'ঈদের মধ্যে বিবাহ নেই।" তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমার দিন ঈদ হলে দু'ঈদের মধ্যখানে সময় কোথায়।

প্রশ্ন : হযরত ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর : হযরত ওমর ফারুক-ই আজম রাযিয়াল্লাহু আনহু ঐ সময় ঈমান আনেন যখন সর্বমোট উনচল্লিশ জন নারী-পুরুষ মুসলমান ছিলেন। তিনি ছিলেন চল্লিশতম মুসলমান। তাই তার নাম مسلم الاربعين (মুতাম্মিমুল আরবায়িন) যখন চল্লিশতম সংখ্যাপূর্ণকারী। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

-আপনার যথেষ্ট আল্লাহ এবং মু'মিনদের থেকে যারা আপনার অনুসরণ করছে।[৬৯]

কাফেরগণ যখন শুনল তারা বলল, আজ আমরা ও মুসলমানগণ অর্ধেক অর্ধেক হয়ে গেলাম। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হন। আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সু-সংবাদ। আজ আসমানসমূহে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের কারণে আনন্দ উদ্‌যাপিত হয়েছে। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এই- কাফেররা সর্বদা হুযূর ﷺ-কে কষ্ট দেয়ার চিন্তায় থাকত। আয়াত অবতীর্ণ হয়- وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রক্ষা মানুষদের থেকে করবেন।" তখনও পর্যন্ত ইনি মুসলমান হন নাই। আবু জাহিল ঘোষণা দিয়েছে যে ব্যক্তি..... তাকে এ পুরুস্কার দিব। তার জুশ আসে উলঙ্গ তরবারী নিল এবং শপথ করলো যে, এই তরবারী কোষবদ্ধ করব না যতক্ষণ পর্যন্ত (মায়াজাল্লাহু) নিজ সংকল্প পূর্ণ করতে পারব না। 'মায়ারিজ' এ আছে, তিনি এ শপথ করেন অন্য দিকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু শপথ স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ তরবারী কোষ বদ্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেরদেরকে এ তরবারী দ্বারা হত্যা করা হবে না। তিনি চলছিলেন পথিমধ্যে আবদুল্লাহ বিন নায়ীম সাহাবী সাক্ষাৎ করেন, দেখেন অত্যন্ত রাগান্বিত রুদ্র মূর্তি ধারন করে আছেন। হাতে উলঙ্গ তরবারী। জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আবদুল্লাহ বিন নায়ীম বলেন, বনু হাশেমীদের আক্রমণ থেকে কিভাবে রক্ষা পাবেন? তিনি বলেন,

[৬৯]. আল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৪

সম্ভবত: তুমি ও মুসলমান হয়ে গেছ। তোমাকে নিয়ে শুরু করব। আবদুল্লাহ বিন নায়ীম বলেন, আমাকে নিয়ে চিন্তা করছেন? নিজ ঘরে গিয়ে দেখুন। আপনার বোন ও ভগ্নিপতি উভয়ই মুসলমান হয়ে গেছেন। তিনি রাগান্বিত হন। সোজা বোনের ঘরে যান। দরজা বন্ধ পান। ভেতর থেকে পড়ার শব্দ আসছে। তার বোনকে হযরত খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু সূরা 'ত্বাহা' শিক্ষা দিচ্ছেন। অপরিচিত ধ্বনী অপরিচিত শব্দ। যা হোক ডাক দেন। তার বোন সহীফা এক কোণে লুকিয়ে রাখেন এবং হযরত খাব্বাব একটি কক্ষে আত্মগোপন করেন। দরজা খুলল। বোনের সাথে সাক্ষাৎ হতেই জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ধর্ম ত্যাগ করেছ? ইসলামে রাফেজীদের মত আত্মরক্ষার কৌশল কোথায়। পরিস্কার বলে দেন, আমি সত্যিকার দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি তরবারী দিয়ে আঘাত করেন নাই তবে হাত দিয়ে প্রহার শুরু করেন। অবশেষে তার বোন রক্তাক্ত হয়ে যান। যখন তার বোন দেখেন 'ছাড়ছেন না' তখন বলেন হে ওমর! মেরে ফেলুন। তবুও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করব না। যখন তিনি রক্ত প্রবাহিত হতে দেখেন রাগ প্রশমিত হয় এবং নিজ বোনকে ছেড়ে দেন। কিছুক্ষণ পর বলেন, আমি যে নতুন বাণী শুনেছিলাম তা আমাকে দেখাও। তার বোন বলেন, আপনি মুশরিক তা স্পর্শ করতে পারবেন না। তিনি জোর পূর্বক বের করে আনেন এবং উক্ত তিন আয়াত তিনি পাঠ করেন। তৎক্ষনাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। وَاللهِ مَا هَـٰذَا كَلَامُ الْبَشَرِ "আল্লাহর শপথ, এটি মানুষের বাণী নয়।" এটি শুনা মাত্র হযরত খাব্বাব তৎক্ষণাৎ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, ওমর! আপনাকে সুসংবাদ। গতকালই হযরত ﷺ দোয়া করেন,

اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

-প্রভূ! ইসলামকে ইজ্জত দিন আবু জহল বিন হিশাম বা ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে।

আলহামদু লিল্লাহ হুযূরের দোয়া আপনার জন্য কবুল হয়েছে। তিনি বলেন, হুযূর কোথায় আছেন? হযরত খাব্বাব বলেন, আরকাম মনজিলে। তিনি বলেন, আমাকে নিয়ে চল। হযরত খাব্বাব তাকে নিয়ে উক্ত মনজিলের দরজায় উপস্থিত হন। এখানে মুসলমানরা কাফেরদের ভয়ে চুপে চুপে নামায পড়তেন। দরজায় ডাক দেন। ভেতর থেকে উত্তর আসে, কে? তারা বলেন, ওমর। দুর্বল মুসলমানরা ভীত হয়ে যান। দুই তিন বার ডাক দেয়া হয় তবে কোন সাড়া

আসে নাই। যখন তারা কঠোর ভাবে ডাক দেন, সৈয়্যিদুনা আমির হামজা (রাঃ) বলেন, দরজা খুলে দেয়া হোক। যদি ভাল মন নিয়ে আসেন তাহলে গেল। যদি খারাপ চিন্তা নিয়ে আসে তাহলে তার তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেব। দরজা খোলা হয়, তিনি ভেতরে যান। হুযূর (সাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, ওমর! কী ঐ সময় আসে নাই যখন তুমি মুসলমান হবে। তিনি বলেছেন, আমার মনে হল যে, এক বিশাল পাহাড় আমার কাঁধের উপর রাখা হয়েছে। এটি ছিলো নবুয়তের বিশালত্ব। তৎক্ষণাৎ তিনি পড়ে ফেলেন-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

এটি দেখা মাত্রই মুসলমানগণ খুশি হয়ে উচ্চ শব্দে তাকবীর বলেন, যাতে পাহাড় প্রকম্পিত হয়। তিনি মুসলমান হওয়া মাত্রই আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! মুসলমানদেরকে নিয়ে গমন করুন। মসজিদে হারামে আযান দেয়া হয়। দু'টি কাতার হয়। এক কাতারে হযরত হামজা শরীক হন এবং অপরটিতে হযরত ওমর (রাঃ) শরীক হন। যে কাফেরই দেখতে পায় চুপি সারে নিজ ঘরে আত্মগোপন করে। যখন দুর্বল মুসলমানগণ হিজরত করেন তখন কাফের থেকে চুপিসারে হিজরত করেন। তিনি যখন হিজরত করেন কাফেরদের একেকটি সমাবেশে উলঙ্গ তরবারী নিয়ে বলেন, যে আমাকে চেনে সে চেনে। আর যে চেনেনা সে যেন এখন চেনে নেয় যে, 'আমি ওমর'। যে নিজ স্ত্রীকে বিধবা, নিজ ছেলেকে অনাথ করতে চায় সে যেন আমার সামনে আসে। আমি এখন হিজরত করছি। অতঃপর যেন এটা না বলে যে, ওমর পালিয়ে গেছে। সব কাফের মাথা হেট করে। নিচু করে বসে রইল কেউ কোন উচ্চ-বাচ্য করে নাই। (অতঃপর বলেন) সৈয়্যিদিনা ওমর ফারুক-ই আজম (রাঃ) মুসা (আঃ)-এর পদাংকে এবং সৈয়্যিদনা আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পদাংকে। তাই তাঁর কঠোরতা ও তাঁর কোমলতা পূর্ণ মাত্রায় ছিলো।

প্রশ্ন : হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) কোন নবীর পদাংকে ছিলেন?

উত্তর : এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী কে কিভাবে ছিলেন এবং কোন কোন নবীর পদাংকে ছিলেন কিভাবে বলব? সকলের নামও জানা নেই। যে সব সাহাবীর নাম জানা আছে তাঁদের সংখ্যা সাত হাজার। বিদায় হজ্বে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন : হাদিস শরীফে এটি ও এসেছে "আলী আমার সাদৃশ"।

উত্তর : ذال বর্ণ দিয়ে না ظ দিয়ে। যদি ذال বর্ণ দিয়ে نذير (নজির) উদ্দেশ্য হয় তাহলে সমস্ত আলেম হুযূরের স্থলে نـذير তবে এটি কোন হাদিস নয়। হ্যাঁ, হাদিসে এসেছে- اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (আলেমগণ নবীদের উত্তর সূরী) যদি ظـ বর্ণ দিয়ে نظـير (নযির) উদ্দেশ্য করে তাহলে স্পষ্ট কুফুরী। হাদিস কিভাবে হবে। তিনি এমন পবিত্র সত্তা যাকে আল্লাহ তায়ালা উপমা ও তুলনা হীন করে তৈরী করেছেন। হুযূরের দৃষ্টান্ত সত্তাগত অসম্ভব। কোন মানব, নবী, রাসূলে তার উপমা নেই। (তিনি এক অদ্বিতীয় সৃষ্টি)

প্রশ্ন : হযরত সৈয়্যিদি আহমদ জরুক (রাঃ) বলেন, যখন কারো কোন কষ্ট হয় বা বিপদ পৌঁছে তাহলে "ইয়া জারুক" বলে আহবান করলে তৎক্ষণাৎ আমি তাকে সাহায্য করব।

উত্তর : তবে আমি কোন সময় এ ধরণের সাহায্য তালাশ করি নাই। যখনই আমি কোন সাহায্য অন্বেষণ করেছি ইয়া গাউছু বলেছি। একটি দরবারকে শক্তভাবে ধারণ করেছিলাম। আমার বয়স ত্রিশ। হযরত মাহবুবে ইলাহির দরবারে গমন করি। চতুর্দিকে বাদ্য যন্ত্রনার গম গম হৈ চৈ শব্দ। মেজায বিকৃত হযে যাচ্ছিল। আমি বলি হুযূর আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। এ হৈ চৈ থেকে যেন পরিত্রান পাই। যখনই রওজা মোবারকে কদম রাখি মনে হয় যেন সবাই একদম চুপ হয়ে গেল। বাস্তবিক সবাই একদম চুপ হয়ে গেছে। পা দরগাহ শরীফ থেকে বের করি পুনরায় ঐ শোরগোল। পুনরায় ভেতরে পা রাখি আবার ঐ পিন পতন নিরবতা। জানা হলো এ সব হুযূরের ক্ষমতা প্রয়োগ। স্পষ্ট তাঁর কারামত অবলোকন করত: সাহায্য কামনা করতে চাই। মাহবুবে এলাহীর পরিবর্তে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলা- يَـا غَوْثَـاهُ (ইয়া গাউছাহো) আমি ইকসিরি আজম কসিদাও রচনা করি। (অতঃপর এরশাদ করেন) ইবাদত (পীরের জন্য নিজের ইচ্ছাকে উৎসর্গিত করা) উল্লেখ যোগ্য শর্ত বায়আতের ক্ষেত্রে। মুর্শিদের সামান্য তাওয়াজজুহ (মনোনিবেশ) দরকার। দ্বিতীয় দিকে যদি ইরাদত না থাকে তাহলে কিছু হবে না। গাউছে আজম (রাঃ)-এর একজন গোলাম ছিলেন। তিনি ঘুমে চেতনে দেখেছেন যে, একটি টিলার উপর ইয়াকুত পাথরের চেয়ার বিছানো, তার উপর হযরত সৈয়্যিদিনা জুনাইদ বাগদাদী উপবিষ্ট আছেন। নিচে অনেক মানুষ সমবেত। প্রত্যেকই নিজ নিজ আবেদন পত্র দিচ্ছেন। হযরত তা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করছেন। এ

ব্যক্তি চুপি সারে দাঁড়িয়ে আছে। হযরত তাকে অনেক্ষণ ধরে দেখেছেন এবং তিনি কিছু বলেন নাই তখন তিনি স্বয়ং বলেন, هَاتِ أَعْرِضْ قِصَّتَكَ "আন, আমি তোমার আবেদ পেশ করব।" তিনি বলেন, أَوَ شَيْخِي عَزَلُوهُ؟ "তারা কি আমার পীরকে বহিস্কার করেছে?" তিনি বলেন, وَاللهِ مَا عَزَلُوهُ وَلَنْ يَعْزِلُوهُ আল্লাহর শপথ! তাকে বহিস্কার করেন নাই এবং কখনো বহিস্কার করবেন না। তখন তিনি বলেন, তাহলে আমার শায়খ-ই যথেষ্ট। চোখে খোলার সাথে সাথেই গাউছে আজমের দরবারে উপস্থিত। ঘটনা বর্ণনার পূর্বে কিছু বলতে চাচ্ছি এ দিকে হুযূর এরশাদ করেন, هَاتِ أَعْرِضْ قِصَّتَكَ "তোমার আবেদন দাও আমি পেশ করি।" (বলেন) ইচ্ছা এ যে, জগতের যাবতীয় বাঘ এ সিলসিলায় আবদ্ধ। (অতঃপর বলেন) যতক্ষণ মুরিদ বিশ্বাস করবেনা যে, আমার শাইখ যুগের সমস্ত অলি থেকে আমার জন্য উত্তম কোন উপকার লাভ করতে পারবে না। আলী বিন হায়তী যিনি হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه-এর বিশেষ খলিফা একবার হুযূরকে দাওয়াত করেন। তার এক বিশেষ মুরিদ ছিলেন হযরত আলী জু-সকী رضي الله عنه তিনি খাবার নিয়ে আসেন। ভাবছেন এ রুটি গুলো কার সামনে প্রথমে রাখব। যদি নিজের শাইখের সামনে রাখি তাহলে হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه-এর শানের অবমূল্যায়ন হবে। আর যদি গাউছে আজমের সামনে রাখি তার পীর মুরিদীর বিপরীত হচ্ছে। তিনি এভাবে রুটিগুলো ঘুরান যে,উভয়ের সম্মুখে এক সঙ্গে গিয়ে পড়েছে। হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه বলেন, তোমর এ মুরিদ খুবই শালীন ও ভদ্র। আলী বিন হায়তী আরজ করেন, অনেক উন্নতি করেছেন। হুযূর! এখন আপনি তাকে আপনার খেদমতে গ্রহণ করুণ। জুসকী এটি শুনা মাত্রই এক কোণায় যান এবং ক্রন্দন শুরু করেন হুযূর বলেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দাও। "যে স্তন দুর্বল হয়েছে তা থেকে দুধ পান করবে। অন্যস্তন চায় না।" (অতঃপর বলেন) নিজের যাবতীয় প্রয়োজন নিজ শাইখের কাছে রুজু করবে।

প্রশ্ন : এ হাদিসের কি অর্থ- لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي ?

উত্তর : যদি মুসা আগমন করেন এবং তোমরা আমাকে বর্জন করতঃ তাঁর অনুসরণ কর পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অথচ নবী নবীর মধ্যে নবুয়তের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। কারণ হচ্ছে এই নবী ﷺ পূর্ববর্তী সব ধর্মের রহিতকারী। মুসা عليه السلام ও ঈসা عليه السلام অনেক বিধান আমাদের শরীয়তের রহিত হয়ে গেছে।

অতএব এ বিধান সমূহ বর্জন করতঃ তাদের অনুসরণ করা হলে পথ ভ্রষ্ট হবে। আবদুল্লাহ বিন সালাম رضي الله عنه এবং কতিপয় ইয়াহুদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নামাযে তাওরীত কিতাব পড়ার অনুমতি কামনা করেন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ন করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

-হে ঈমানদাগণ! ইসলাম ধর্মে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৭০]

প্রশ্ন : শাইখের সামনে চুপ করে থাকা উত্তম কী না?

উত্তর : অনর্থক কথা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা উচিৎ আর শাইখের সম্মুখে চুপ থাকা দরকার। অতীব জরুরী মসয়ালাসমূহ জিজ্ঞাসা করলে কোন অসুবিধা নেই। আউলিয়া কিরাম বলেন, শাইখের সামনে বসে জিকির ও যেন না করে যেহেতু জিকির এ অন্য দিকে ব্যস্ত হতে হয়। মূলতঃ এর দ্বারা মূল জিকির থেকে বারণ করা নয় বরং জিকিরের পূর্ণতা করা। যা সে করবে মাধ্যম বিহীন হবে। শাইখের তাওয়াজ্জুহ দ্বারা যে জিকির হবে উত্তম। (অতঃপর বলেন) মূল কাজ হচ্ছে পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস উত্তম সেতু বন্ধন সুচিত হয়। (অতঃপর বলেন) নালা ভর্তি পানির মত তোমার কাছে ফয়ুজ পৌঁছবে। পরিচ্ছন্ন আক্বিদা থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি শুদ্ধ হুযূর ﷺ-এর ওফাতের সময় মাওলা আলী رضي الله عنه আরজ করেন, ধৈর্য উত্তম তবে আপনার উপর কাঁদা খারাপ তবে আপনার উপর।

উত্তর : এ বাক্যগুলো দৃষ্টি গোচর হয় নাই। যথা সম্ভবব এ শব্দ গুলো বলতে পারেন।

প্রশ্ন : যদি তা শুদ্ধ ধরা হয় তখন তার কী অর্থ হবে?

উত্তর : অর্থ স্পষ্ট, ধৈর্য্য হয় সীমিত ব্যথা বেদনার উপর। হুযূর ﷺ-এর বিচ্ছেদের ব্যথা প্রত্যেক মুসলমানের অশেষ ব্যথা, অশেষ ব্যথার উপর ধৈর্য্য কিভাবে হবে।

প্রশ্ন : তবে আমাদের আলেমগণ দুঃখ ও ব্যথা তাজা করাকে হারাম বলেন।

[৭০]. আল কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ২০৮

উত্তর : দুঃখ তাজা করা নিজ পক্ষ থেকে হয়। এখানে যে ব্যথা তা নিজ ইচ্ছাধীন নয়।

প্রশ্ন : তাহলে যদি অনিচ্ছায় নিজ প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্য্য না ধরে তাহলে জায়েজ হবে।

উত্তর : 'অনিচ্ছা বানিয়ে নিচ্ছে নতুবা যদি স্বভাবকে প্রতিহত ও বারন করা হয় তাহলে নিশ্চিত ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। হুযূর ﷺ যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে দেখতে পান জনৈক মহিলা নিজ সন্তানের মৃত্যুর উপর ক্রন্দন করছে। হুযূর নিষেধ করেন ও বলেন, ধৈর্য্য ধারণ কর। সে নিজ অবস্থার উপর অবগত ছিলো না। তার জানা ছিলো না তাকে কী বলছেন। সে অযথা উত্তর দিলো, "আপনি যান আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন।" হুযূর চলে যান। পরবর্তী মানুষেরা তাকে বলে, হুযূর ﷺ নিষেধ করেছিলেন। সে হতবম্ভ হয়ে যায় ও তৎক্ষণাৎ নবীর দরবারে উপস্থিত হয় ও আরজ করে হে আল্লাহর রাসুল! আমার জানা হয় নাই যে হুযূর মানা করছেন। এখন আমি ধৈর্য্য ধারণ করছি। এরশাদ করেন, اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى ধৈর্য্য প্রথমবার করত, তাহলে সওয়াব মিলত। অতঃপর ধৈর্য্য এমনিতে এসে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, যদি মানুষ ধৈর্য্য ধরে তাহলে ধরতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ বুসিরী বলেন, আত্মা শিশুর মত। যদি তাকে দুধ খাওয়ানো হয় যুবক হয়ে যায় তবুও দুধ খেতে থাকবে। যদি তাকে ছুড়ানো হয় তাহলে দুধ ছেড়ে দেবে। আমি নিজে দেখেছি গ্রামে একজন মেয়ে আঠার কিংবা বিশ বছরের ছিলো। তার মা খুবই দুর্বল ছিলো। সে ঐ সময় পর্যন্ত দুধ খাওয়া ত্যাগ করে নাই। মা বার বার নিষেধ করছিলেন । সে ছিলো শক্তিশালী মাকে ধরাশায়ী করতো ও বক্ষের উপর বসে পড়তো ও দুধ পান করতে থাকত।

প্রশ্ন : হুযূর! নফস এবং রূহের মধ্যে পার্থক্য বিশ্বাসগত মনে হয়?

উত্তর : মূলতঃ তিনটি জিনিস পৃথক পৃথক। নফস, রূহ, কলব। রূহ বাদশাহর মত, নফস ও কলব তার দু'টি উজির। নফস তাকে সর্বদা মন্দের দিকে নিয়ে যায় কলব যতক্ষণ পরিস্কার থাকে কল্যাণের দিকে আহবান করে। মায়াজাল্লাহ অধিক পাপ বিশেষতঃ অত্যধিক বিদআত দ্বারা নির্বোধ করে দেয়া হয়। তখন তার সত্য দেখা, বুঝা ও চিন্তা করার যোগ্যতা থাকে না। তবে এখনো সত্য শ্রবণের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। অতঃপর তাকে নির্বোধ করে দেয়া হয় এখন সে না হক শুনতে পারে না দেখতে পারে নিরেট মুর্খ হয়ে যায়। (অতঃপর

বলেন) কলব প্রকৃত পক্ষে ঐ গোশতের টুকরার নাম নয় বরং তা একটি সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্ত যার কেন্দ্র এ গোশতের টুকরা, বক্ষের বাম দিকে আর নফসের কেন্দ্র নাভীর নিচে। তাই শাফেয়ী পন্থীরা বক্ষে হাত বাঁধে যাতে নফস থেকে যে কুমন্ত্রনা ওঠে তা কলব পর্যন্ত পৌছতে না পারে। হানাফীরা নাভীর নিচে বাঁধে। কবির ভাষায়-

کہ سر چشمہ باید گرفتن بہ میل ❁ چو پر شد نشاید گرفتن بہ پیل

অর্থাৎ- বিড়াল প্রথম রাতে কাটতে হবে। এ জন্য এটি লিপি বদ্ধ করা হলো। যদি হাত শক্ত করে বাঁধা হয় তাহলে কুমন্ত্রনা সৃষ্টি হবে না।

প্রশ্ন : কোন মানুষকে এমন বিপদে কবলিত দেখে যা বাহ্যত মানুষের পক্ষ থেকে পৌঁছে ঐ সময় ও এ দোয়া পড়তে পারে-

اَلْحَمْدُ لله الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

উত্তর : প্রত্যেক বিপদগ্রস্থকে দেখে পড়তে পারে। হোক ঐ বিপদ মানব কর্তৃক অথবা আসমানী। (অতঃপর বলেন) আমি তো মৃত কাফের দেখেও পড়ি- যে বিপদে সে কবলিত হয়েছে অর্থাৎ কুফুরীর উপর মৃত, তা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। হাদিস শরীফে আছে, কাফেরের জানাযার আগে শয়তান আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ায়। হৈ চৈ করে, নাচন কুর্দন করে চলে যেহেতু মানুষ কুফুরীর উপর মৃত্যু বরণ করেছে। (অতঃপর বলেন) জানাযার সাথে শয়তানকে নাচন কুর্দন করতে হয় বাজনা বাজায়, স্থানে স্থানে থামে অনেক ধীরে ধীরে নিয়ে যায়। আল্লাহু আকবর! আমাদের ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক কিছুতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মৃতকে না আস্তে নিয়ে যাও না তড়িঘড়ি করে।

প্রশ্ন : وَسَطٌ এর অর্থ উত্তমও আসে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا

উত্তর : হ্যাঁ, وَسَطٌ এর জন্য শ্রেষ্ঠত্ব আবশ্যক। আয়াতের অর্থ এই আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি। হাদিসে এরশাদ হয়েছে- اَنْتُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَنْتُمْ اٰخِرُهُمْ 'তোমাদের পূর্বে ৬০ উম্মত অতীত হয়েছে এবং তোমরা সর্বশেষ।' মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হুযূর ﷺ-কে এরশাদ করেন- اَعَمٌّ عَلَيْكَ اَنْ جَعَلْتُكَ اٰخِرَ الْاَنْبِيَاءِ 'কী আপনি এ কারণে চিন্তিত

হয়েছেন? আমি আপনাকে সর্ব শেষ নবী করেছি।, আরজ করেন, না, হে আমার প্রভু। এরশাদ করেন, আমি এ জন্য তাদেরকে সর্বশেষ উম্মত করেছি। সব উম্মত কে তাদের সামনে আপমান করব। তাদেরকে কারো সামনে অপমান করব না। (অতঃপর বলেন) একটি চোখের জন্য লক্ষ লক্ষ চোখকে সম্মান করা হচ্ছে। কেয়ামত দিবসে সমস্ত উম্মতকে আহবানকারী আহবান করবে। যখন এ উম্মতের পালা আসবে আহবান করবে কোথায় মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মত। রহমতের চাদরকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে, তাতে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কারো তার আমল নামার হিসাব থাকবে না। হাদীস শরীফে আছে, নবী ﷺ আরজ করেন, হে আমার প্রভু, আমার উম্মতের হিসাব আমাকে দিয়ে দিন। এরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মত আমার বান্দা। আমি স্বয়ং হিসাব নিব এবং স্বয়ং ক্ষমা করে দিব। কেয়ামত দিবসে রহমতের আঁচলে সমস্ত উম্মতকে একত্রিত করবেন এবং ঘোষণা করবেন, আমি আমার হক মাফ করে দিয়েছি। তোমরা পরস্পর হক মাফ করে দাও। এবং বেহেশতে চলে যাও। এ সবগুলো হুযূর ﷺ-এর সদকায় অর্জিত হয়েছে। ইবাদত করা চাই, মৃত্যুর সময় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়ে প্রাণ বের হয়ে যাবে। তাহলে সব সহজ হয়ে যাবে। এটিই প্রথম মঞ্জিল যা সব মঞ্জিল থেকে কঠিনতম। আল্লাহ তায়ালা যেন সহজ করে দেন- حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (অতঃপর বলেন) কিয়ামতের দিন এত গুলো দয়া ও করুণা সত্ত্বে ও আমাদের মধ্যে কিছু এমন লোক হবে যারা তখন ও কৃপণতা করবে। হাদিস শরীফে আছে, এক ব্যক্তির বেহেশতে যাওয়ার হুকুম হবে। সে যেতে চাইবে, তার পাওনাদার দাঁড়িয়ে যাবে, আরজ করবে হে আমার প্রভু! আমার হক আমার ঐ ভাই থেকে আদায় করে দিন। আদেশ হবে। তার পূণ্য সমূহ তাকে দিয়ে হক পূর্ণ করো। পূণ্য সমূহ শেষ হয়ে যাবে তবে তার হক বাকী থাকবে। (বলেন) তিন পয়সা কারো নিজের উপর পাওনা থাকলে তার বিনিময়ে জামায়তসহ সাতশ রাকাত নামায নিয়ে ফেলা হবে। পাওনাদার পূণঃ দাঁড়াবে, আরজ করবে, হে আমার প্রভু! আমার পাওনা ঐ ভাই থেকে উসূল করে দিন। আদেশ হবে, তার অপকর্মসমূহ তার উপর রেখে হক পূর্ণ করে দাও। তার পাপসমূহ শেষ হয়ে যাবে। তবে এখানো তার হক বাকী থাকবে। অতঃপর ঐ পাওনাদার দাঁড়াবে ও আরজ করবে, হে আমার প্রভু! আমার হক আমার ঐ ভাই থেকে উসূল করে দিন।

প্রশ্ন : চাঁদ দেখার নীতিমালা গুলো নিশ্চিত না ধারণা প্রসূত?

উত্তর : ধারণা প্রসূত। সর্ব প্রথম বিদ্যা জোতির্বিদ্যার ইমাম বা জনক যাকে বলা হয় তিনি হচ্ছেন বতলিমুস। তিনি 'মজসতি' নামক একটি জোতির্বিদ্যা প্রণয়ন করেন। তাতে জ্যোতিস্ক মন্ডলীর অবস্থা, নক্ষত্র রাজির উদয় অস্ত অবস্থা, ঐ গুলোর পারস্পরিক দর্শনীয় ব্যবধান, এমনকি স্থির নক্ষত্র রাজির উদয় ও অস্ত লিখেছেন। অমুক নক্ষত্র সূর্য থেকে এত দূরে হলে দৃষ্টি গোচর হবে এত দূরে হলে দৃষ্টি গোচর হবে না। চাঁদের আলোচনা এড়িয়ে গেছেন, তা তার নিয়ন্ত্রনাধীন ছিলো না। পরবর্তীরা তার রীতিনীতি উদ্ভাবন করেছেন। পূর্ণ আট পৃষ্ঠা তার বিবরণ হয়। এরপর কখনো নিশ্চিত ফল আসে, কখনো এ পরিমাণ অধিক কাজের পরও সন্দেহ প্রবণ ফল বের হয়। সাদা মাটা যা আমাদের আক্বা ও মাওলা শিক্ষা দিয়েছেন তা কখনো ভাঙ্গে না, ভাঙ্গবে না।

أَنَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِيْنَ.

-আমরা অশিক্ষিত জাতি, লিখতে ও হিসাব করতে পারি না, মাস এরূপ এবং এরূপ। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় (আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় চন্দ্র দেখা না যায়) তাহলে ত্রিশ দিন গণনা কর।

সংকলক : জন্ম তারিখের আলোচনা ছিলো। এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্ম তারিখ এ আয়াতে আছে-

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴿٢٢﴾

-এরা ঐ লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ঈমান নকশা করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে রুহুল কুদুসের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।[৭১]

আয়াতে এর আগে আছে-

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴿٢٢﴾

[৭১] আল কুরআন, সূরা মুজাদেলা, আয়াত : ২২

-আপনি পাবেন না ঐ সব লোকদেরকে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তারা আল্লাহ রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। যদিও তারা তাদের পিতা হয়। অথবা তাদের ছেলে সন্তান হয় বা তাদের ভাই হয় অথবা তাদের গোত্র হয় না কেন।[৭২]

এর পরই বলেছেন, أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ আলহামদুলিল্লাহ শৈশব থেকেই আমার ঘৃণা চিলো আল্লাহর শত্রুদের প্রতি। আমার প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের প্রতি ঘৃণার বীজ বপন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ফজলে এ ওয়াদা ও বাস্তবায়ন হয়েছে। أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ আলহামদুলিল্লাহ যদি হৃদয় দু'অংশে বিভক্ত করা হয় তাহলে আল্লাহর শপথ এক অংশে লিপিবদ্ধ থাকবে- لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ দ্বিতীয় অংশে লিপিবদ্ধ থাকবে- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ প্রত্যেক বদ মাযহাবের উপর সর্বদা বিজয় ও সফলতা অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছেন। আল্লাহর পূর্ণ করুন-

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

(অতঃপর বলেন) এ সব গুলো সম্মানিত পিতামহের বরকতে ও বদান্যতায় অর্জিত হয়েছে। কুরআনে আজিমে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম-এর ঘটনায় বর্ণিত আছে দু'জন অনাথ একটি ঘরে থাকতেন। তাদের দেয়াল পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তার নিচে তাদের গুপ্তধন রক্ষিত ছিলো। খিজির আলাইহিস সালাম উক্ত দেয়ালটি সোজা করেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে বলা হচ্ছে- وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا 'তারা উভয়ের পিতা সৎ ন্যায়পরায়ন ছিলেন তার বরকতেই তাদের এ রহমতপ্রাপ্তি। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উক্ত পিতা তাদের চৌদ্দতম উর্ধ্ব পুরুষ ছিলেন। সৎ পিতার এ বরকত হয়। এখনো তো তৃতীয় উর্ধ্ব পুরুষ। দেখতে থাকুন কত বংশ পরম্পরায় এ বরকত অবিরত থাকে। (অতঃপর বলেন) সম্মানিত পিতামহের এখনো পর্যন্ত আমার সাথে এ ভালবাসা ছিলো যা পূর্বে থেকে ছিল। ঐ সম্মানিত পিতামহের একজন প্রকৃত ভাইপো ছিলেন; আমার বিষয়ে তার কোন ধরণের খারাপ ধ্যান-ধারণা ছিল না। একদিন

[৭২]. আল কুরআন, সূরা মুজাদেলা, আয়াত : ২২

আমি স্বপ্ন দেখি। সম্মানিত পিতামহ পালঙ্গে উপবিষ্ট এবং তিনি (ভাইপো) পা'র দিকে উপবিষ্ট। তিনি বার বার কথা বলার চেষ্টা করছেন হযরত সাড়া দিচ্ছেন না এবং মনোযোগী হচ্ছেন না। ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত হয়ে যাই। হযরত আমাকে দেখেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আসুন মাওলানা, তশরীফ রাখুন। অথচ আমি তার পাদুকার বালুর মত। যতক্ষণ আমি উপবিষ্ট ছিলাম হযরত আমার দিকেই মনোযোগী ছিলেন। দু'দিন গত হয়েছে লক্ষ্ণৌ থেকে আটা এনেছে। হযরত হুক্কার দিকে দৃষ্টিপাত করছেন। স্বপ্নে আমার আটার কথা মনে পড়ে। আমি উঠি এবং আরজ করি, আমি লক্ষ্ণৌর আটা ভর্তি করছি। শুনা মাত্রই অবাক হয়ে যান এবং তৎক্ষণাৎ দাড়িয়ে যান ও বলতে থাকেন, মাওলানা! আপনি কষ্ট করবেন না, মাওলানা! আপনি কষ্ট করবেন না। আমাকে বসিয়ে দেন। আমার ভালবাসার কারণে নিজ আপন ভাইপোর সাথে কথা বলেন নাই। (অতঃপর বলেন) আমি কাঁদতে কাঁদতে দুপুরে শুয়ে পড়ি। দেখি সম্মানিত পিতামহ তাশরীফ এনেছেন এবং আলমিরার মত কিছু একটি প্রদান করেন এবং বলেন, শীঘ্রই আগন্তুক ব্যক্তি আপনার মনের ব্যথা-বেদনা দূর করবেন। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন হযরত মাওলানা আবদুল কাদের সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বদায়ুন থেকে তাশরীফ এনেছেন। নিজের সঙ্গে আমাকে মারহেরা শরীফ নিয়ে গেছেন, সেখানে গিয়েই বায়আত গ্রহণ করি। (অতঃপর বলেন) একদা জমি জিরাতের ঝগড়া হয়েছিল আর তাও প্রকাশ্য জীবিকা বন্ধ হওয়ার কারণ ছিলো। ঐ সময় স্বপ্ন দেখি "সম্মানিত পিতামহ ঘোড়ার উপর আরোহন করত: সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উজ্জ্বল আরবী পোশাক পরে আগমন করেন। আমি এ ফটকে দাঁড়িয়ে আছি। হযরত কাছে এসে ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন এবং বলেন, বশির উদ্দীন উকিলের কাছে যেতে হবে। জাগ্রত হই আমি বলি, মুকদ্দমায় রায় পেয়েছি। সুতরাং সকাল হতেই মুকদ্দমায় রায় তথা জয় পাওয়া গেল। আট থেকে দশ বছর পূর্বে রজব মাসে সম্মানিত পিতাকে স্বপ্ন দেখি। তিনি বলছেন, আহমদ রজা! এ বছরের রমযানে তোমার অসুখ হবে। বেশী অসুখ হবে। তবে রোজা ছেড়ে দিও না। আলহামদুলিল্লাহ রোজা ফরজ হওয়ার পর থেকে না সফরে, না রোগে কোন অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিই নাই। যা হোক রমযানে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ রোজা ছেড়ে দিই নাই। গ্রামে আমার জমির পাশে আর একজনের জমিন ছিলো, সে তা একজন সুদখোরের কাছে বিক্রয় করতে চায়, তাকে বলা হয়েছে তবে বিরোধীতার

কারণে সে মেনে নেয় নাই। সম্মাণিত পিতা স্বপ্ন যোগে আগমন করেন ও বলেন, "আমাকে দিচ্ছে না, সুদখোরকে দিচ্ছে। আমি তা পেয়ে যাব।" সুতরাং ঘটনা অনুরূপ হয়েছে। একদা অসুস্থ হয়ে পড়ি, ভীষণ ব্যথা, চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। স্বপ্ন যোগে সম্মানিত পিতা ও মৌলভী বরকত আহমদ মরহুম যিনি সম্মানিত পিতা থেকে পড়তেন আগমন করেন। মৌলভী বরকত আহমদ সাহেব খোঁজ খবর নেন। আমি বলি, ভীষণ ব্যথা। দোয়া করুন যাতে ঈমানের উপর জীবনের সমাপ্তি হয়। এটি বলার সাথে সাথেই সম্মানিত পিতার চেহরা লাল হয়ে যায় এবং বলেন, "এখনো তো বায়ান্ন বছর মদিনা তৈয়্যিবায়।" এখন এটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক. বায়ান্ন বছর বয়সে মদিনা শরীফের হাজির হওয়ার সৌভাগ্য নসিব হবে। সুতরাং দ্বিতীয়বার মদিনায় উপস্থিতির সময় বয়স বায়ান্ন বছর ছিলো। দুই. অথবা এখন থেকে বায়ান্ন বছর পর মদিনা শরীফে উপস্থিতির সৌভাগ্য হবে। আল্লাহর কাছে আশা যেন এ রূপ করেন, আমিন! একদা খাবার খাই না। কয়েকদিন থেকে সম্মানিত মাতা-পিতাকে স্বপ্নে দেখি। সম্মানিত মা কিছু বলেন নাই। সম্মানিত পিতা বলেন, না খেলে আমার কষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হয়েই সকাল থেকে খাওয়া শুরু করি। একদা আমি দেখি সম্মানিত পিতার সাথে একটি সওয়ারী যা অত্যন্ত মূল্যবান ও উঁচু ছিল। সম্মানিত পিতা কোমর ধরে আরোহন করান ও বলেন, এগার স্তর পর্যন্ত আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ মালিক। আমার ধারণায় তা দ্বারা উদ্দেশ্য গাউছুল আজম رضي الله عنه-এর দাসত্ব করা। আমার চাচা সম্পর্কীয় একজন যে আমাদের গ্রামের বাড়ীর কাজ করতেন- একবার আমার সম্মানিত পিতা তার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং বলে দেন, এখন থেকে সে গ্রামের কাজ যেন না করে। পরবর্তীতে আমার সুযোগ ও হচ্ছে না গ্রামের বাড়ীর জন্য নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মানুষের প্রয়োজন। তার চাইতে বিশ্বস্ত মানুষ কিভাবে পাই। তবে সম্মানিত পিতার নিষেধাজ্ঞা ছিলো। ভীষণ চিন্তায় এক দিন সন্ধ্যায় (সম্মানিত পিতা) আগমন করেন ও তার হাত এনে আমার হাতে দিয়ে দেন। বুঝে নিলাম, হযরতের অনুমতি হয়েছে যে, তাকে গ্রামের কাজ দিয়ে দাও। সুতরাং সকালেই আমি তাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিই।

প্রশ্ন : মুরগী যদি পানির মধ্যে ঠোঁট দেয় নাপাক হয়ে যাবে?

উত্তর : নাপাক হবে না। মাকরুহ হবে। সিদ্ধ করা হলে মাকরুহও দূরীভূত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : সাদৃশ্যময় হয়ে গেল তিনবার পূণঃ পড়েছে কিন্তু জট খুলে নাই তাহলে সাহু সিজদা আবশ্যক হবে?

উত্তর : কেন, যদি তিনবার সুবহানাল্লাহ বলার সমপরিমাণ সময় থেমে যায় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। পুনরায় পড়ার দ্বারা হবে না যদিও দশহাজার বার পড়ে।

প্রশ্ন : নাপাক পানি গরম করেছে যে, সিদ্ধ হয়ে গেছে পাক হবে কী হবে না?

উত্তর : হবে না।

প্রশ্ন : কুকুরের পশম তো নাপাক না?

উত্তর : বিশুদ্ধ হচ্ছে- এই কুকুরের কেবলমাত্র লালা নাপাক। তবে অপ্রয়োজনে লালন পালন করা উচিৎ নয়। কেননা তাতে রহমতের ফেরেশতা আসে না। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে- জিব্রাইল কাল কোন সময় উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রস্থান করেন। দ্বিতীয় দিন অপেক্ষায় রইলাম তবে প্রতিশ্রুতি সময়ে আসতে বিলম্ব হয়। জিব্রাইল উপস্থিত না হওয়ায় হুযূর বাইরে গমন করেন। দেখতে পান জিব্রাঈল عليه السلام ঘরের দরজায় উপস্থিত। তিনি বলেন, কেন? আরজ করেন, أَنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تَصَاوِيرُ 'রহমতের ফেরেশতা ঐ ঘরে আসেন না যাতে কুকুর অথবা ছবি থাকবে।' তিনি ভেতরে যান। সবকিছু তন্ন তন্ন তালাশ করেন কিছুই নেই। পালঙ্গের নিচ থেকে কুকুর বাচ্চা বেরিয়ে এল। তা বের করে দিলে তিনি উপস্থিত হন।

প্রশ্ন : খেলাফতে রাশেদা কার কার খেলাফত?

উত্তর : আবু বকর সিদ্দিক, ওরম ফারুক, ওসমান গণি, মাওলা আলী, ঈমাম হাসান, আমির মুয়াবিয়া, ওমর বিন আবদুল আজিজ প্রমুখদের খেলাফত-ই হচ্ছে খেলাফতে রাশেদা। এখন ইমাম মাহদী رضي الله عنه-এর খেলাফতও খেলাফতে রাশেদা হবে।

প্রশ্ন : কেউ আলী গড়ীকে সৈয়্যদ সাহেব বলে।

উত্তর : সে তো একজন দুষ্টু ও ধর্ম ত্যাগী ছিল। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدَكُمْ، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ.

-মুনাফিককে সৈয়্যদ বলোনা, যদি সে তোমাদের সৈয়্যদ হয় তাহলে নিশ্চিত ভাবে তোমরা তোমাদের প্রভূকে অসন্তুষ্ট করেছ।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি কি বিশুদ্ধ যে, আলিমের জিয়ারতে সওয়াব আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে-

اَلنَّظَرُ اِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ اَلنَّظَرُ اِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ اَلنَّظَرُ اِلَى الْمَصْحَفِ عِبَادَةٌ.

-আলেমের চেহরা দেখা এবাদত, কা'বা শরীফ দেখা ইবাদত, কুরআন আজিম দেখা ইবাদত।

প্রশ্ন : অন্তরে যদি তালাকের শব্দাবলী বলে তাহলে তালাক হবে কী হবে না?

উত্তর : না, যতক্ষণ না এতটুকু শব্দে বলবে যদি কোন বাঁধা না থাকে তাহলে স্বয়ং তার কানে শুনতে পাবে।

প্রশ্ন : নাস্তিক মহিলা যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বামী শাসক হয় তা হলে কী করবে?

উত্তর : তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ঐ সময়ের মধ্যেই যদি স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে তখন এ মহিলা তার আকদ অধীন থাকবে। নতুবা অন্য জনের সাথে বিবাহের পিড়ীতে বসতে পারবে।

প্রশ্ন : হুযূর! এই মৃগী রোগ কী কোন বিপদ?

উত্তর : হ্যাঁ, খুবই নিকৃষ্ট বিপদ এবং তাকে শিশু রোগ বলা হয় যদি শিশুদের হয়। অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি পচিশ বছরের মধ্যে হয় তাহলে আশা করা যায় চলে যাওয়ার। যদি পচিশ বছরের পর অথবা পচিশ বছর বয়স্কের হয় তা সুস্থ হওয়া দুস্কর ও দুঃসাধ্য। হ্যাঁ, কোন অলির কারামত বা তাবিজ দ্বারা যদি চলে যায় তা হলে অন্য কথা। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি শয়তান যা মানুষকে কষ্ট দেয়। হুযূর ﷺ-এর দরবারে জনৈক মহিলা নিজ মেয়ে সন্তান নিয়ে উপস্থিত হয়। আরজ করে এ মেয়েটির সকাল –সন্ধ্যা এ মৃগী রোগ হয়। হুযূর তাকে নিকটে আনেন এবং তার বক্ষে হাত মেরে বলেন, اُخْرُجْ يَا عَدُوَّ اللهِ وَاَنَا رَسُوْلُ اللهِ 'বের হও, হে আল্লাহর দুশমন, আমি আল্লাহর রাসূল।' ঐ সময় তার ভুমি আসে একটি কালো জিনিস যা চলতো তার পেট থেকে বের হয় এবং অদৃশ্য হযে যায়। মহিলাটির জ্ঞান ফিরে আসে। হুযূর গাউছে আজমের সময়ে একজন ব্যক্তির মৃগী রোগ হয়। হুযূর বলেন, তার কানে বলে দাও। "গাউছে আজমের নির্দেশ হচ্ছে বাগদাদ থেকে বের হয়ে যাও।" সুতরাং ঐ সময়ই সে সুস্থ হয়ে যায় এবং এখনো পর্যন্ত পবিত্র বাগদাদ নগরীতে মৃগী রোগ হয় নাই। (অতঃপর বলেন) শিশুর জন্মের পর যদি আযানে দেরী করা হয় তা দ্বারা অধিকাংশ এ রোগটি হয়। যদি শিশুর জন্মের পর প্রথম কাজ এটি করা

হয় যে, ধৌত করত: আযান ও ইক্বামত শিশুর কানে দেয়া তাহলে ইনশা আল্লাহ জীবনভর রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

প্রশ্ন : গ্রামোফোন এর কী হুকুম?

উত্তর : কিছু বিষয়ে মূলের বিধান আছে, কিছু বিষয়ে মূলের বিধান নেই। গ্রামোফোনে যদি কুরআন আজিম থাকে তা শ্রবণ করা ফরজ নয় বরং না জায়েজ। তা থেকে যদি আয়াত সিজদা শুনা হয সিজদা ওয়াজিব হবে না। গান গাওয়ার মধ্যে মূল্যের হুকুম বিদ্যমান। যদি মূল গান জায়েয হয় তাহলে এখানেও জায়েয। যদি মূলে হারাম হয় তাহলে এখানেও হারাম। উদাহরণ স্বরূপ মহিলা ও শ্মশ্রুবিহীন বালকের স্বর না হওয়া, বাদ্য যন্ত্রনা না হওয়া, শরীয়ত বিরোধী কবিতা না হওয়া তবে জায়েয, নতুবা নয়। কুরআন আজিম শ্রবণ ইবাদত গ্রামোফোন দ্বারা শ্রবণ তামাশার নামান্তর। কেননা তা তার নিমিত্ত তৈরী, যদিও কেউ তামাশার নিয়ত না করে তবে মুল গঠনের পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না। অতঃপর যে সব উপাদান দিয়ে তা ভর্তি তাতে অধিকাংশ এ্যালকোহল মিশ্রিত। এলকোহল হচ্ছে মদ, মদ নাপাক তাই তাতে কোরআন শরীফ ভর্তি করা হারাম।

প্রশ্ন : জানোয়ারকে খাবার খাওয়ানো দ্বারা সওয়াব পাওয়া যায় কী না?

উত্তর : হ্যাঁ, হাদিসে এরশাদ হচ্ছে- فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ সিক্ত হৃদয়ে বিনিময় রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিতকে শান্তি দেয়ার মধ্যে সওয়াব আছে।

প্রশ্ন : 'থানভী' কে মানুষ সৈয়্যদ বলে, সে বাধা দেয় না অথচ সে সম্প্রদায়ের পাখির বাসা?

উত্তর : হাদিসে আছে-

مَنِ ادَّعَى اِلَى غَيْرِ اَبِيْهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

-যে ব্যক্তি নিজ পিতা বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বানায় তার উপর আল্লাহ, সমুদয় ফেরেশতা, সকল মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ না তার ফরজ কবুল করেন, না নফল কবুল করেন।

অন্য হাদিসে আছে- فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ 'তার উপর জান্নাত হারাম।' অন্য হাদিসে এরশাদ করেন, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مُتَتَابِعَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'তার উপর আল্লাহর অনবরত লানত হবে।'

প্রশ্ন : 'আইয়্যামে বিজ'- এ রোজা রাখা দ্বারা মাস ভরের সওয়ার পাওয়া যায়?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা তের, চৌদ্দ, পনের অথবা সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ এ দিন গুলোর যে দিনেই রোজা রাখে সওয়াব সমান। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নতুন চান্দ্র রাত। তের, চৌদ্দ, পনের শুভ্র রাত (আইয়্যামি বিজ) সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ কৃষ্ণ রাত।

প্রশ্ন : একটি বর্ণনায় এসেছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তিকে দু'শত বছর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তার কারণ হলো- সে তাওরাতে রাসূল ﷺ-এর নাম মুবারক দেখে চুমু দিয়েছিল।

উত্তর : হ্যাঁ, বিশুদ্ধ। তার নাম ছিলো সিমতাহ। অতঃপর বলেন, তার বদান্যতার কোন শেষ নেই। তার রহমত চাইলে লক্ষ বছরের গুনাহ ধুয়ে মুছে দিতে পারে, রসুলের দাসত্ব করা চাই। একটি মাত্র পূণ্য দ্বারা ক্ষমা করে দেবেন বরং উক্ত পাপ সমূহকে পূন্য দ্বারা রূপান্তর করে দেবেন। যদি ন্যায় বিচার করে তাহলে লক্ষ্য বছরের পূণ্য সমূহকে একটি মাত্র ছোট গুনাহ দ্বারা প্রত্যাখান করে দেবেন। হাদীসে শরীফে এরশাদ হচ্ছে কোন মানুষ আল্লাহ তায়ালার রহমত ব্যতীত নিজ আমল সমূহ দ্বারা বেহেশতে যেতে পারেন না। সাহাবাগণ আরজ করেন, وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ 'আপনি ও পারবেন না? হে আল্লাহর রাসূল!' এরশাদ করেন, আমিও পারব না। যতক্ষণ না আমার প্রভু দয়া করবেন। পাপ যথাযথ নয়, কিসের হকদার হবে। দুনিয়ার নীতি মালা দেখুন যদি শ্রমিক হয় শ্রম দেবে, পারিশ্রমিক পাবে। যদি আবদ হয় অধীনস্থ হবে যতই খেদমত করবে না কেন কিছুই পাবে না। আমরা সবাই তার সৃষ্টি ও অধীন। তাঁর রহমত অশেষ, তিনিই বান্দাদের তাওফীক দেন। তিনিই তাদের উপকরণ দিয়েছেন, তিনিই সহজ করে দিয়েছেন। বলছেন, তার নেক আমল সমূহের বিনিময় কতই না উত্তম বান্দা। আয়ুব আলাইহিস সালাম অনেক দিন পর্যন্ত বিপদ গ্রস্থ ছিলেন। ধৈর্য্য ও কতই না উত্তম রূপে ধরেছেন। যখন তা থেকে পরিত্রাণ পান আরজ করেন। প্রভূ! আমি কি রূপ ধৈর্য্য ধরেছি। এরশাদ করেন তাওফীক কোন ঘর থেকে এনেছেন? আয়ুব আলাইহিস সালাম মাথায় মাটি ঢালতে লাগেন। আরজ করেন,

নিশ্চিতভাবে যদি আপনি তাওফীক না দিতেন তাহলে ধৈর্য্য বা কিভাবে ধরতাম?

প্রশ্ন : নূহ আলাইহিস সালাম-কে প্রথম রাসুল বলা হয় এটি কী কারণে?

উত্তর : কাফেরদের কাছে যে রসুল প্রেরিত হয়েছিলো তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে হযতর নূহ আলাইহিস সালাম। তাঁর পূর্বে যে সব নবী আগমন করেছিলেন তারা মুসলমানদের কাছে প্রেরিত হতেন।

প্রশ্ন : আলীর কুকুরের অর্থ কী?

উত্তর : আলী প্রশাসনের কুকুর।

প্রশ্ন : আউলিয়া-ই কিরামদের মধ্যে ও কারো নাম কুকুর হয়েছে।

উত্তর : না, হযরত সৈয়্যিদি সালার মসউদ গাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুজাহিদ ছিলেন। শহিদ হয়েছেন। প্রত্যেক শহিদ থেকে কি বায়আতের সিলসিলা শুরু হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত সৈয়্যিদি আহমদ কবির রেফায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি শীর্ষস্থানীয় অলি ছিলেন। হযরতের একজন মুরিদ গাউছুল আজমের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। আরজ করেন, আমার নিজ শাইখের সাক্ষাতের আগ্রহ হয়েছে। হুযূর একটি কাঁচের বোতল সামনে রাখেন। তাতে শাইখের আকৃতি দৃষ্টি গোচর হয। দাঁতে আঙ্গুল চেপে বলছেন, "সমুদ্রের কাছে সে নালা কামনা করছে।"

প্রশ্ন : কী হযরত 'মুজাদ্দিদ আলফে সানি' কোথাও হুযূর গাউছে আজমের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব লিখেন?

উত্তর : تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অতঃপর বলেন, মাকতুবাতের প্রথম দুই খন্ডে এমন শব্দ পাওয়া যাবে যেখানে হুযূর গাউসে আজমের কী গুরুত্ব? তৃতীয় খন্ডে বলেছেন, যে সব ফয়ুজ ও বরকত সঞ্চয় করেছি তা সব গাউছে আজম থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنْ نُورِ الشَّمْسِ তাতে লিখেন, তোমরা কী মনে করছ যা কিছু আমি পূর্বেকার খন্ডে বলেছি সচেতনভাবে বলেছি? না, বরং অধিক প্রেমাসক্ত হয়ে বলেছি। এখন যদি কোন মোজাদ্দেদী তার কথা থেকে দলিল দেয় তা সেই জানে। আমরা তো এমন শাইখের গোলাম যিনি যা বলেছেন সুস্থ মস্তিষ্কে বলেছেন, খোদার নির্দেশে বলেছেন। সমগ্র পৃথিবীর শাইখগণ যা মৌখিক দাবী করেছেন প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, আমরা প্রেমাসক্ত। এ ধরণের ভূল দুইটি

কারণে হতে পারে। হয়তঃ অজ্ঞতাবশতঃ অথবা প্রেমাসক্ত হয়ে। প্রেমাসক্ত তো এটিই। অজ্ঞতাবশতঃ হচ্ছে এই যে, হুযূর গাউছে আজম ﷺ-এর যুগে একজন বুজুর্গ সৈয়্যিদি আবদুর রহমান তাফসুনজী একদিন মিশরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, أَنَا بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كَالْكَرْكِيِّ أَطْوَلُ عُنُقًا "আমি আউলিয়াদের মধ্যে যেন জিরাফ যার গর্দান সকল বন্য জন্তুর চাইতে উঁচু।" হুযূর গাউছে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন মুরিদ হযরত সৈয়্যিদি আহমদ ﷺও উপস্থিত ছিলেন। তার অপছন্দ হয় যে, হুযূর নিজকে নিজে প্রধান্য দিয়েছেন। গুদড়ী (ফকিরের পোশাক) নিক্ষেপ করেন ও দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আপনার সাথে মল্ল যুদ্ধ করতে চাই। হযরত সৈয়্যিদি আবদুর রহমান তাকে আপাদমস্তক দেখেন। এভাবে কয়েকবার দেখেন ও নিরব হয়ে যান। মানুষেরা তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেন তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে তার দেহের শিরা উপশিরা প্রভুর রহমত থেকে শূন্য নয়। তাকে বলেন, গুদড়ী পরিধান করে নিন। তিনি বলেন, ফকির যে কাপড় খুলে নিক্ষেপ করেন দ্বিতীয় বার পরিধান করেন না। বার দিনের পথে ছিল তাঁর নিবাস। নিজ পবিত্র সহধর্মিনীকে ডাক দেন। ফাতেমা! আমার কাপড় দাও। তিনি সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে কাপড় দিয়ে দেন এবং তিনি হাত বাড়িয়ে পরিধান করেন। হযরত সৈয়্যিদি আবদুর রহমান জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কার মুরিদ? তিনি বলেন, আমি গাউছে পাকের গোলাম। তিনি নিজ দুজন মুরিদকে বোগদাদ প্রেরণ করেন হুযূরের কাছে গিয়ে আরজ কর। বার বছর ধরে প্রভুর সান্নিধ্যে যাতায়ত করছি। আপনাকে না যেতে দেখেছি, না আসতে দেখেছি। এ দিকে এ দু'জন মুরিদ চলছেন অন্য দিকে গাউছে আজম ﷺ নিজ দু'জন মুরিদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেন, তাফসুনজ যাও। রাস্তার মধ্যে শাইখ আবদুর রহমানের দু'জন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হবে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং শাইখ আবদুর রহমানকে উত্তর দাও যে, যিনি আঙ্গিনায় থাকেন তিনি কিভাবে দেখবেন ঐ ব্যক্তিকে যিনি দালানে থাকেন। যিনি দালানে থাকেন তিনি কিভাবে দেখতে পারেন তাকে যিনি কক্ষে থাকেন। যিনি কক্ষে আছেন তিনি কিভাবে দেখবেন ঐ ব্যক্তিকে যিনি বিশেষ অবগাহন কক্ষে থাকেন। আমি বিশেষ অবগাহন কক্ষে আছি। তার প্রমান এই যে, অমুক রাতের বার হাজার আউলিয়াকে খেলাফতের পোশাকে ভূষিত করা হয়েছে, স্মরণ কর তোমাকে যে পোশাক দেয়া হয়েছে তা সবুজ, তার উপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে কুল হুয়াল্লাহ শরীফ (সূরা ইখলাস)। এটি শুনে শাইখ

আবদুর রহমান মাথা ঝুকিয়ে নেন এবং বলেন, صَدَقَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ وَهُوَ سُلْطَانُ الْوَقْتِ

প্রশ্ন : কাজি হাউসের ওয়ারিশবিহীন গরু ছাগল ইত্যাদির নিলাম খরিদ কেমন?

উত্তর : হারাম।

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি মহর কবুলের সময় এটি খেয়াল করে যে, এ সময় কবুল করে নিই অতঃপর দেখা যাবে এ ধরনের মানুষদের কী হুকুম?

উত্তর : হাদিসে এরশাদ করেন, এ ধরনের নর-নারী কেয়ামতের দিন ব্যভিচারী নারী পুরুষ হিসেবে উঠবে।

প্রশ্ন : একটি জলসায় অগ্নি পুজারী, খ্রীষ্টান, দেওবন্দী, কাদিয়ানী ইত্যাদি যারা ইসলামের নামনেন তারাও আছেন, সেখানে দেওবন্দীদের প্রত্যাখান করা উচিৎ নয়।

উত্তর : কেন, তাদের সাথে কী সন্ধি ও বন্ধুত্ব করতে হবে, কখনো না, এটি অসম্ভব। ইসলামে এ বিষয়ে কোন ছাড় নেই, আপত্তি নেই।

প্রশ্ন : অগ্নি পুজারিরা বলবে, ইসলামের মধ্যেই মত দ্বৈততা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

উত্তর : কখনো না, ইসলামে এখতেলাফ (মতানৈক্য) নেই। ইসলাম এক। এ লোকেরা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। ধর্মান্তরিত হয়েছে। ধর্মান্তরিত দের সাথে বন্ধুত্ব করা মূল কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার চাইতেও নিকৃষ্ট।

প্রশ্ন : أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى এখানে ওহী দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : তার বর্ণনা পূর্বে দিয়েছেন, أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ...الخ

প্রশ্ন : এ থেকে বুঝা গেল যারা নবী নয় তাদের কাছেও ওহী আসে।

উত্তর : এখানে 'ওহী' দ্বারা উদ্দেশ্য 'ইলহাম'। অন্যস্থানে বলেন, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ এখানে ওহী দ্বারা 'ইলহাম' উদ্দেশ্য। শরীয়তে ওহী নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট। অন্যদের কাছে ওহী আসে না। (অতঃপর বলেন) ইশারায় কথা বলাকে ও ওহী বলে। আল্লাহ বলেন, فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا যাকারিয়া ﷺ ইশারায় বলেন, "সকল সন্ধ্যা আল্লাহর তাছবীহ পাঠ কর"।

প্রশ্ন : খাওয়ার মধ্যে বরকত, পানি ইত্যাদিতে,পবিত্র আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া মুতাওয়াতির (অকাট্য) ভাবে বর্ণিত।

উত্তর : হ্যাঁ, এটি এবং এ জাতীয় ঘটনাগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। হাজার বার পবিত্র আঙ্গুল থেকে পানি বের হয়েছে। খাদ্য অধিক হওয়ার ঘটনা হাজার বার সংঘটিত হয়েছে। যাতে এ ঘটনা অর্থগত মুতাওয়াতির হয়েছে।

প্রশ্ন : উস্তুনে হান্নানার ঘটনাও কী মুতাওয়াতির?

উত্তর : উহাতে মতানৈক্য আছে। কেউ মুতাওয়াতির লিপিবদ্ধ করেন। হলেও আশ্চার্যের কিছু নেই। অনুসন্ধান এমন জিনিস যাতে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার মাসয়ালাটি উক্ত বিষয়ে আমার কেবলমাত্র দুটি হাদিস মুখস্থ ছিলো। ইজমার ভিত্তিতে তার অকাট্য হারাম আমি সাব্যস্ত করেছি। কুরআনে আজিমের কোথাও তার উল্লেখ নেই। উক্ত বিষয়ে গবেষণা করে চল্লিশটি হাদিস বের করি মুতাওয়াতির সীমা অতিক্রম করে।

প্রশ্ন : মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য কত সংখ্যা প্রয়োজন?

উত্তর : কেহ তের চৌদ্দটি হাদিস বলেছেন, কেহ বলেছেন, ত্রিশটি এবং এখানে চল্লিশটি হাদিস হয়ে গেল।

প্রশ্ন : إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا এ হাদিসটি হানাফীদের কাছে সাব্যস্ত আছে কী নেই?

উত্তর : আছে, তদনুযায়ী তাদের আমল। মত বিরোধ কেবলমাত্র এ বিষয়ে যে, ওখানে (মক্কায়) শাস্তি আবশ্যক এবং এখানে (পবিত্র মদিনায়) নয়।

প্রশ্ন : ফাসেক যদি মুসাফাহা করতে চায় তাহলে জায়েয আছে অথবা নেই।

উত্তর : যদি সে করতে চায় তাহলে জায়েয। প্রথম থেকে যেন না করে।

প্রশ্ন : যদি প্রকাশ্য ফাসেক হয়।

উত্তর : যদি প্রকাশ্য হয়, বিদআতীর সাথে না করা উচিৎ।

প্রশ্ন : যাইদ এক ব্যক্তিকে গোপনে পাপ করতে দেখে এখন সে তার পিছনে ইকতিদা করতে পারে কি পারে না।

উত্তর : করতে পারে। এ ব্যক্তি নিজকে দেখবে সে যদি কোন সময় পাপ না করে তাহলে পড়বে না। হাদিসে আছে- تَرَى الْقَذَاةَ فِى عَيْنِ أَخِيْكَ وَلَا تَرَى الْجِذْعَ فِى عَيْنِكَ হ্যাঁ, প্রকাশ্য ফাসিকের পিছনে নামায পড়া গুনাহ।

প্রশ্ন : কবর উচুঁ করা কী রূপ?

উত্তর : সুন্নাত বিরোধী। আমার সম্মানিত পিতা, সম্মানিত মাতা, আমার ভাইয়ের কবরসমূহ দেখুন এক বিঘত থেকে উঁচু হবে না।

প্রশ্ন : যদি পকেটে কোন কাগজ লিখা থাকে তাহলে বাথরুমে যেতে পারে কী না?

উত্তর : গোপন অবস্থায় থাকলে যেতে পারে। সতর্কতা হচ্ছে পৃথক করে রাখা।

প্রশ্ন : সনদ যেগুলো স্কুল থেকে দেয়া হয় তাতে অর্ধেক চেহরা আটকানো থাকে তা লাগিয়ে নামায হতে পারে কী পারে না?

উত্তর : হবে তবে মাকরুহে তাহরীমা।

প্রশ্ন : হুযুর! ইমাম আবু হানিফা رضي الله عنه-কে আবু হানিফা কেন বলে?

উত্তর : হানিফ অর্থ পৃষ্ঠাসমূহ। হুযূরের প্রথম থেকেই লিখার প্রবল আগ্রহ ছিল।

প্রশ্ন : যদি মাঝ দরিয়ার নৌকা থেমে যায় তাহলে তার উপর কী নামায হবে?

উত্তর : যদি অবতরণ করতে না পারে তাহলে হয়ে যাবে নতুবা হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! নৌকা তো স্থির হয়ে আছে?

উত্তর : নৌকা পানির উপর অথবা জমিনের উপর। পানির উপর অবশ্যই স্থির তবে পানি স্থির নয়।

প্রশ্ন : আউলিয়াদের অলৌকিক শক্তি দ্বারা যদি সিংহাসন শূণ্যে থেমে যায় তার উপর নামায হবে কী হবে না?

উত্তর : হবে না, কেননা তার নিচে বায়ু ভূমির উপর স্থিতিশীল নয়। হ্যাঁ, সিংহাসন থেকে ভূমি পর্যন্ত আবহাওয়াসমূহ যদি জমাট বাঁধা হয় তাহলে নামায হবে। উত্তর মেরুতে অত্যধিক তুষার পাতের কারণে সমুদ্র এমনভাবে জমাট বাঁধে কুড়াল দ্বারা খনন করলে ও খনন করা যায় না উক্ত তুষারের উপর নামায পড়লে জায়েয হবে।

প্রশ্ন : যাইদের আমরের সাথে লেনদেন আছে। তার থেকে মাল নিয়ে নিজের দোকানে বিক্রয় করে। যদি উক্ত মাল চুরি হয়ে যায় তাহলে আমর তার মূল্য যাইদ থেকে নেয়ার হকদার হবে কিনা?

উত্তর : যদি সে মুদারিব হয়, তার লেনদেন মুদারিব পদ্ধতি হয় অর্থাৎ সে তার মাল আনে বিক্রয় করে যা লাভ হয় তার অর্ধাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ তাকে প্রদান করে বাকী গুলো নিজের জন্য রেখে দেয় তাহলে মূল্য নিতে পারবে না। হ্যাঁ, মাল যদি যাইদ থেকে কিনে নেয় তাহলে মূল্য নিতে পারবে। কেননা স্বয়ং তার মাল চুরি হয়েছে।

প্রশ্ন : যাইদ আমরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের তার বানানোর দায়িত্ব দেয়। সে বকরকে দায়িত্ব হস্তান্তর করে। তার কাছে চুরি হয়ে যায় তা হলে যাইদ আমর থেকে ক্ষতি পূরণ নিতে পারে কিনা?

উত্তর : আমর বকর থেকে ক্ষতি পূরণ নিতে পারে না। যাইদ যদি জানে আমর অন্যের মাধ্যমে তৈরী করায় তাহলে যাইদও নিতে পারবে না। কেননা তাতে তার সম্মতি পাওয়া যাচ্ছে। যদি তার এটি অবগতি না থাকে অথবা সে এটি বলে দিয়েছিলো যে, বিশেষ করে তোমাকেই তৈরী করে দিতে হবে। অন্যজনকে দেয়া যাবে না। এমতাবস্থায় যাইদের ক্ষতি পূরণ নেয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ আছে।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

প্রশ্ন : হাদিস মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য চৌদ্দ অথবা ত্রিশ সংখ্যা প্রয়োজন। অতএব চৌদ্দ অথবা ত্রিশ সংখ্যা হাসান হোক অথবা সহীহ হোক প্রয়োজন?

উত্তর : হাসান হোক অথবা সহীহ। হাসান এবং সহীহ এর পার্থক্য মুহাদ্দেসীনদের কৃত। ফকীহদের মতে উভয়টি এক। (অতঃপর বলেন) উস্তনে হান্নানার মু'জিযাকে কিয়াস চায় মুতাওয়াতির হওয়ার। এটি জামাতের সময় ছিলো। সাহাবাদের জমায়েত সকলের সুস্মখের ঘটনা ছিলো। ঘটনাটি অতি আশ্চার্য প্রত্যেকেই উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন সম্ভবতঃ। চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার ঘটনার বিপরীত। তা ছিলো আধা রাতের ঘটনা। সাহাবা ও হুযূরের কাছে কম ছিলে। উক্ত হাদিসটি মুতাওয়াতির নয়। কুরআন আজিম থেকে প্রমাণ দেয়া যাবে। দর্শন বিদ্যার অনুশীলনের কারণে কাজি বায়জাভী অন্য একটি ব্যাখ্যা বের করেন। তিনি লিখেন, ای سینشق অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বির্দীণ হবে যেহেতু নিশ্চিত ঘটনাটি হবে তাই অতীতকালীন ছিগা ব্যবহার করেছেন। তবে এই ব্যাখ্যাটিকে স্বয়ং সামনের আয়াত খন্ডন করেছেন-

وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾

-যদি তারা দেখে মুজিযা তাহলে আপত্তি করবে এবং বলবে এটি বড় জাদু।

কিয়ামতের দিন কোন আপত্তিকারী হবে না। ঐ দিন কিভাবে কেউ বলতে পারে যে, যাদু। শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ رحمة الله عليه 'তাফহীমাত এ ইলাহিয়ায়' লিখেন যে, চন্দ্র বির্দীণ করা কোন মু'জিযা নয় কেবলমাত্র এ কারণে বলে দেওয়া যে হুযূর বার্তা দেন যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে যাবে এটি কেবলমাত্র ভূল। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীস সমূহ তা প্রত্যাখান করছে। হাদিসে স্পষ্ট আছে যে, হুযূর শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন উক্ত চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে যায়। এরশাদ করেন, اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ 'হে আল্লাহ সাক্ষী হয়ে যান।' এতদ বিষয়ের হাদিসসমূহ মশহুর, এর সাথে মুসলমানদের ইজমা সংযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন : তাহলে ঐ কারণে আয়াতে অপর ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রইল না।

উত্তর : মোটেও রইল না, প্রথমেও ছিল না। অন্য আয়াত উক্ত ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে খন্ডন করছে। তবে এটি যে, يَأْبَى اللّٰهُ الْعِصْمَةَ إِلاَّ لِكَلاَمِهٖ وَلِكَلاَمِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (অতঃপর বলেন) মানুষ থেকে ভুল হয়। তবে রহমত তার উপর যার ভূল কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ের প্রতিপক্ষ হয় নাই। এটিই বড় রহমত। এ ধরণের কথা প্রসঙ্গে শাইখ মুহাক্কিকের মাদারিজ শরীফে রাগ এসে যায় দার্শনিকদের আপত্তির উদ্ধৃতি দেন; তারা এ রূপ বলছে, এ রূপ বলছে। (অতঃপর বলেন) তাদের প্রতি কোন আশ্চার্য নেই এই হতভাগ্য দার্শনিকরা কী রূপ হয়েগেল। (অতঃপর বলেন) দার্শনিকদের কাছে চন্দ্র বিদীর্ণ করা অসম্ভব। তারা মহাকাশকে বিদীর্ণ ও জোড়াতালি যোগ্য মনে করে না।

প্রশ্ন : হুযূর! তারা তো মহাকাশকে যার দিক লিমিটেড বিদীর্ণ ও জোড়াতালি যোগ্য মনে করে না।

উত্তর : তাদের দাবী তো সমস্ত মহাকাশ সম্পর্কে। তবে তাদের দলীল লিমিটেড দিক ব্যতীত অন্য কোথাও চলে না (অতঃপর বলেন) প্রভুত্ব নবুয়ত হাশরকে যে বিবেকের পাল্লায় পরিমাপ করতে চায় সে ভূল করবে। শ্রুত নির্ভর আকিদা সমূহ উক্ত শরয়ী দলিল সমূহের হাতে এরূপ হয়ে যাবে যেমন গোসল কাজ নিয়োজিত ব্যক্তির হাতে মৃত ব্যক্তি অতঃপর آمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا এটি সোজা পথ। এটি দেয়া হয় সুস্থ মস্তিষ্ক ও বিশুদ্ধ আক্বিদাপন্থীকে বিশেষতঃ তাদের নারীদের, তাদের বৃদ্ধাদের তাদের যত কিছু বলা হোক না কেন কখনো মেনে নেবেন না যা কিছু শ্রবণ করেছে। তার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ কারণে এরশাদ হয়েছে- عَلَيْكُمْ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ 'বৃদ্ধাদের ধর্ম অবলম্বন কর।' ইমাম রাজির কাছে তাঁর এক ছাত্র আসে। সেখানে একজন অশিক্ষিত উপবিষ্ট ছিলো। তার উদ্দেশ্যে বলেছে, তুমি কোন মতাদর্শী? সে বলল, সুন্নী। জিজ্ঞাসা করে, নিজ অন্তরে এ আক্বিদা সম্পর্কে কোন শংকা পাচ্ছ? সে বলল, আল্লাহর শপথ, দুপুরের সূর্যের উপর আমার যে রূপ আস্থা আছে অনুরূপ নিজ আক্বিদার উপর আমার আস্থা আছে। ইমামের ছাত্র তা শুনে এতবেশী কাঁদলেন যে, কাপড় ভিজে গেছে এবং বলে, আমি ঐ সময় পর্যন্ত জানতাম না যে কোন মতাদর্শ হক। (অতঃপর বলেন) এ কারণে অপরিপক্ক এমনকি বিদগ্ধ জনের প্রয়োজন ব্যতিরেকে বদমাযহাবীদের কিতাব দেখা জায়েয নয় যেহেতু মানুষ সম্ভবতঃ কোন কথা মায়াজাল্লাহ অন্তরে আসন পেতে নেবে এবং ধবংস হয়ে যাবে।

ইমাম হারেস মুহাসেবী বদ মাযহাবীদের খন্ডনে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, ঐটি বদমাযহাবের খন্ডনে রচিত প্রথম পুস্তক ছিলো। ইমাম আহমদ তার সাথে কথা বলা ছেড়ে দেন। তিনি বলেন, আমার কী অপরাধ! আমি তো তা খন্ডনই করেছি। তিনি বলেন, কী সম্ভব নয় আপনি বদমাযহাবীদের যে কথা উদ্ধৃতি দিয়েছেন কারো অন্তরে বসে যাবে এবং সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। (অতঃপর বলেন) প্রথমে তরবারী ছিলো। খন্ডনের প্রয়োজন ছিল না। তরবারী দ্বারা সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যেত। এখন আমাদের কাছে খন্ডন ব্যতীত কোন ব্যবস্থা পত্র নেই। খন্ডন করা ফরয। হাদিসে এরশাদ হয়েছে-

إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ أَوْ قَالَ الْبِدَعُ وَلَمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلاً.

-যখন ফিৎনা অথবা বদমাযহাবীদের আবির্ভাব হবে এবং জ্ঞানী নিজ জ্ঞান জাহির না করে তখন তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের লানত হবে। আল্লাহ তায়ালা না তার ফরজ কবুল করবেন, না নফল।

(অতঃপর বলেন) ইমাম সাঈদ ইবনে জুবাইর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন বদমাযহাবীর সাক্ষাৎ হল; ইমামকে বলল, আমি কিছু আরজ করতে চাই। সে বলল, কেবলমাত্র একটি কথা। তিনি কনিষ্ঠ আঙ্গুলের প্রথম গিটের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলি রেখে বলেন, وَلاَ نِصْفُ كَلِمَةٍ 'অর্ধ কথাও শুনব না।' মানুষেরা কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন। 'এ তাদেরই দলভুক্ত।' (অতঃপর বলেন) পূর্ববর্তীদের অবস্থা ছিলো এই বর্তমান অবস্থা হলো অনেক মুর্খ অশিক্ষিত জটলা পাকায় অগ্নিপুজারী ও ওয়াহাবীদের সাথে এবং কোন প্রকারের শংকা করে না। যারা সব বিষয়ের বিশারদ, সব খুটি নাটি জানে, পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, যাবতীয় অস্ত্র সঙ্গে থাকে তার/তাদের ও কী প্রয়োজন বাঘের জঙ্গলে যাওয়া। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন উপস্থিত হয তাহলে বাধ্য, আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং উক্ত অস্ত্রসমূহ দ্বারা কাজ আদায় করে নেবে।

সংকলক : একদা আসরের পর তাশরীফ আনেন এবং এরশাদ করেন, আজ চতুর্থ দিন। হুযূর ﷺ-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। গাভীর গোশত খাওয়ার দ্বারা আমার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতি হয়। এক বন্ধু আমার কাছে ফাতেহার মাংস প্রেরণ করে সঙ্গে একটি পত্র দিয়েছে যে, "অনুগ্রহ পূর্বক আহার

করবেন।" জোলে মরিচ বেশী ছিলো আমি মরিচ খাওয়ার অভ্যস্ত নয়। আমি এক টুকরো গোশত পরিস্কার করতঃ আহার করি। অত্যন্ত উন্নত মানের পাক ছিলো। আমি আর এক টুকরো গোশত চাই, তখন জানা হলো, গাভীর গোশত, হতবাক হয়ে পড়ি সৈয়দ মাহমুদ আলী সাহেবের খোদা মঙ্গল করুণ। যমযমের অনেক পানি প্রেরণ করেছেন। আমি যখনই ক্লান্ত হতাম যমযম পানি পান করতাম সকাল পর্যন্ত পান করতেই ছিলাম কোন অসুবিধাই হয় নাই। (অতঃপর বলেন) যমযম শরীফের এই মু'জিযা যে, দু'মাসের যমযম ছিল। তার দ্বারা এ উপকার হলো। অথচ বাঁসি পানি দ্বারা তৎক্ষণাৎ আমার ক্ষতি হয়। প্রথম বারের উপস্থিতিতে আমার বয়স বাইশ বছর ছিলো। আমি দুবেলার রুটি ত্যাগ করেছিলাম। কেবল মাত্র গোশত আহার করতাম। গোশত ছিল ভেড়ার যা চর্বিতে ভর্তি। কিছুদিন পর পেটের পীড়া হয়েছে। হেরেম শরীফে গিয়ে যমযম ভর্তি পেয়ালা পান করি তৎক্ষণাৎ পেটের পীড়া চলে গেল। (অতঃপর বলেন) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে আমার কাছে যমযমের চাইতে প্রিয় কোন জিনিস নেই। শুধু এখানে নয় ঐখানেও সকাল দুপুর, সন্ধ্যা সব সময় পান করতাম। সকালে চোখ খুলেই প্রথম কাজ যমযম পান করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর প্রথম কাজ এটি হতো। (অতঃপর বলেন) যমযম শরীফের একটি মু'জিযা হচ্ছে এই যে, প্রতি মুহূর্তে স্বাদ পরিবর্তন হচ্ছে। কখনো একটু লবণাক্ত, কখনো খুবই সুমিষ্ট। রাতের দু'টা বাজে যদি পান করা হয়। তাহলে গাভীর টাটকা দুধ মনে হবে। (অতঃপর বলেন) যমযম যার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকবে তার না কোন খাদ্যের প্রয়োজন না ঔষধ প্রয়োজন। হাদিস শরীফে বলেন, যমযম খাদ্যের স্থলে খাদ্য, ঔষধের স্থলে ঔষধ। আবু যর গিফারী ﷺ ইসলামের প্রথম নাজুক যুগে যখন সাহাবীদের সংখ্যা চল্লিশ পর্যন্ত পৌঁছে নাই ঐ সময় তিনি পবিত্র মক্কায় আগমন করেন। সেখানে তার কারো পরিচয় ও ছিল না। কারো সাথে সাক্ষাৎও হয় নাই। পূর্ণ এক মাস উক্ত যমযম শরীফ পান করেছেন। অবস্থা এই হয় যে, পেটের চামড়া উলটে গেছে। (ঐ রূপ দুর্বল হযে গেছে।) (অতঃপর বলেন) এটি মুনাফিক ও মু'মিনের পরীক্ষা। মুনাফিক কখনো পেট ভর্তি করে পান করতে পারবে না। আমি আলহামদুলিল্লাহ ঐ পরিমাণ দুধ ও পান করতে পারতাম না যে পরিমাণ যমযম পান করে নিতাম। একটি পাত্র যাতে দু' সের পানি ধরত কখনো অর্ধেক কখনো অর্ধেকের চাইতে বেশী পান করে নিতাম। অবশিষ্ট যা থাকত মুখ ও মাথায় ঢেলে দিতাম।

প্রশ্ন : যমযম শরীফ ও তিন শ্বাসে (ঢুকে) পান করা উচিৎ?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রত্যেক জিনিসের এটিই বিধান। হাদিসে আছে-

مَصُّوهُ مُصَاوِلَا تَعْبُوهُ عَبًا فَإِنَّ مِنْهُ الْكِبَادُ.

-চুষে চুষে পান কর, বড় বড় ঢোঁক ধরে পান করো না।

প্রশ্ন : হুযূর! কোন্ কোন্ পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হয়।

উত্তর : যমযম ও অজুর পানি শরীয়তে দাঁড়িয়ে পান করার বিধান আছে। মানুষেরা অন্য দু'প্রকারের পানি দাঁড়িয়ে পান করার কথা বলে। এক. রাস্তার পানি। দুই. উচ্ছিষ্ট পানি। উভয় প্রকারের পানি কর্দমাক্ত স্থানে হয়, বসার জায়গা থাকে না। (অতঃপর বলেন) দ্বিতীয়বারের উপস্থিতিতে আমার পূর্ণ জৈষ্ঠ্য মাস মদিনা তৈয়্যিবায় অতীত হয়েছে দিনের বেলায় সামান্য গরম অনুভব হতো। রাতে এশার নামাযের পর শুইলে মুয়াজ্জিনের আওয়াজ ব্যতীত কেউ জাগ্রতকারী নেই। না গরম , না বিচ্ছু, না তেলাপোকা, না মাছি। হাদিসে এরশাদ হচ্ছে-

لَيْلُ تِهَامَةَ لَا حَرٌّ وَلَا بَرْدٌ وَلَا خَوْفٌ وَلَا سَامَةٌ.

-মদিনার রাতে না গরম আছে। না ঠান্ডা, না ভয়, না দুঃচিন্তা।

মিনাতে তিন দিনে লক্ষ লক্ষ জন্তু জবেহ হয়। না মাছি দৃষ্টি গোচর হয়, না কাক, না চিল। যদি কেউ বলে সেখানে মাছি হয় না, তাহলে মক্কায় রাতের সময় দেখা গেলো যে, শয়ন অবস্থায় হাত উঠালে মাছির মিছিল শুরু হয়।

প্রশ্ন : সাইদ ধর্মান্তরিত হয়েছে। স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করতে হবে কি না?

উত্তর : যদি মিলন হয়ে থাকে তাহলে ইদ্দত পালন করবে নতুবা করবে না।

প্রশ্ন : ইদ্দত তো নিকাহের জন্য ধর্মান্তরিত এর নিকাহ তো হয় না?

উত্তর : সদৃশ্য নিকাহরই ইদ্দত হয়ে থাকে। (প্রশ্ন তো নিকাহের পর ধর্মান্তরিত হওয়া অবস্থার ছিলো।)

প্রশ্ন : ধর্মান্তরিত মুসলমান হয়েছে। নিজ স্ত্রীর সাথে জোরপূর্বক বিবাহ করতে পারে কী পারে না?

উত্তর : তার সম্মতিতে করতে পারে।

প্রশ্ন : হুযূর! কী ঐ অবস্থার হালালাহ্ (দ্বিতীয় বিবাহ দেয়া) করতে হয়?

উত্তর : না , হালালাহ্ তালাকের জন্য নির্দিষ্ট।

প্রশ্ন : ইসলাম অবস্থায় দু'তালাক দিয়ে ছিলো। অতঃপর মায়াজাল্লাহ ধর্মান্তরিত হয়ে গেল এখন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এখন কত তালাকের মালিক আছে?
উত্তর : এক তালাকের।
প্রশ্ন : কথিত আছে যে, 'ইসলাম তার পূর্ববর্তীকে ক্ষমা করে'?
উত্তর : নিজ পূর্ববর্তী পাপকে ক্ষমা করে দেয়।
প্রশ্ন : না বালেগ অবস্থায় যাইদ আলেম হয় সে শরিয়তের আদেশপ্রাপ্ত কিনা?
উত্তর : এখন থেকে শরিয়তের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। জ্ঞান তাকলীফের কারণ নয়। নিরেট মূর্খ প্রাপ্ত বয়স্ক হলে মুকাল্লিফ হয় আল্লামা বয়স্ক না হলে মুকাল্লিফ হবে না।
প্রশ্ন : 'নাওশীরওয়া' কে ন্যায় বিচারক বলা যায় কিনা?
উত্তর : না, যদি তার শাসনকে সত্য জেনে বলে তাহলে কুফুরী নতুবা হারাম।
প্রশ্ন : হুযূর! আমি আজকাল অত্যন্ত চিন্তিত। খুব কষ্টে দিনাতিপাত হচ্ছে। পাওনাদার অনেক হয়ে গেছে?
উত্তর : اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ প্রত্যেক নামাজের পর এগার বার করে। সকাল-সন্ধ্যা একশবার করে প্রতিদিন শুরু ও শেষে দরুদ শরীফ। উক্ত দোয়া সম্পর্কে মাওলা আলী ﷺ বলেন, যদি তোমার উপর পাহাড় পরিমাণ ঋণ ও হয় তা তুমি পরিশোধ করতে পারবে।
প্রশ্ন : মাদ্‌রাসা সমূহ থেকে যে তার বার্তা আসে তা আসতে সামান্য দেরীও লাগে না।
উত্তর : সম্ভবত: এক সেকেন্ড দু'সেকেন্ড সময় লাগে। যদি তারের সংযোগ বরাবর ঠিক থাকে কোথাও বিচ্ছিন্ন না হয় তা হলে ত্রিশ সেকেন্ডে সমস্ত জমিন ঘুরে পুনরায় যথাস্থানে এসে যাবে। এক সেকেন্ডে প্রায় একহাজার মাইল চলে। আলো এক সেকেন্ডে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার মাইল চলে। রূহে বাসেরার গতি তার থেকেও অধিক তার গতি আল্লাহই জানেন। এক দৃষ্টি দিতেই মহাকাশে পৌঁছে যায়। এক সেকেন্ড সময়ও লাগে না।
প্রশ্ন : স্থির মহাকাশের দুরত্ব কত হবে?
উত্তর : আল্লাহ অধিক জানেন। ১. সবচেয়ে নিকটতম মহাকাশ যা মেনে নেয়া হয়েছে উনত্রিশ লক্ষ মাইল। (অতঃপর বলেন) ২. ভূমি থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বছরের রাস্তা। তার আগে ৩. মুস্তাওয়া উহার দুরত্ব আল্লাহ জানে। তার আগে আরশের সত্তর হাজার পর্দা। প্রত্যেকটি হিজাব

বা পর্দার দুরত্ব অপর পর্দার থেকে পাঁচশত বছরের রাস্তা। তার আগে আরশ। যাবতীয় পরিসরে ফেরেশতা পরিপূর্ণ। হাদিসে আছে আসমানে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা এমন নেই যেখানে ফেরেশতারা সিজদায় কপাল রাখে নাই। বলুন- কতগুলো ফেরেশতা? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ 'এবং আপনার প্রভুর সৈন্যদের সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।' (উক্ত প্রসঙ্গে বলেন) যখন বলা হয়- عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'দোজখে উনিশ জন ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে।' তাতে কাফেরগণ বিদ্রুপ করে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, এ সংখ্যাটি এজন্য নির্ধারণ করা হলো তাতে আশ্বস্ত হয় ঐ সব লোকেরা যারা কিতাব প্রাপ্ত হন। ঈমানদারের ঈমান বৃদ্ধি পায়। কিতাবী ও ঈমানদারগণ শুকরিয়া আদায় করেন। (অতঃপর বলেন) অভিশপ্ত আবু জাহেল বলেছে, দোজখে কেবলমাত্র উনিত্রশজন ফেরেশতা। দশজনকে আমি কাবু করব এবং নয়জনকে তোমরা কাবু করবে। অপর একেজন পাপিষ্ট বলে উঠল, নয়জনকে আমি নিজের হাতে তুলে নেব। আটজনকে পিঠে তুলে নেব। দু'জন রয়ে গেল এদেরকে তোমরা কাবু করবে। (মায়াজাল্লাহ)
প্রশ্ন : হুযূর! কত গুলো ফেরেশতার উপর ঈমান আনা উচিৎ?
উত্তর : যতগুলো ফেরেশতা আছে সবগুলোর উপর ঈমান আনা জরুরী। এরশাদ করেছেন- كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ কোন সংখ্যা নির্ধারণ করেন নাই। সকল ফেরেশতার উপর ঈমান আনা জরুরী। যেভাবে وَكُتُبِهٖ বলা হয়েছে সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান আনা জরুরী কিতাব সমূহের মধ্যে চারটির নাম জানা আছে। এ গুলো ব্যতীত আরো সহিফা অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি বলা উচিৎ যে, আমরা সমস্ত কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। অনুরূপ বলেছেন, وَرُسُلِهٖ এখানে সমস্ত রাসূলের উপর ঈমান আনা জরুরী অনুরূপ যতগুলো ফেরেশতা আছে সকলের উপর ঈমান আনা আবশ্যক।
প্রশ্ন : যদি নৌকা সমূদ্রের মাঝ পথে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কুলে অবতরন করা সম্ভব তবে কেউ অবতরণ করতে না দেয় তাহলে নামায হবে কি হবে না?
উত্তর : পড়ে নেবে, যখন কুলে অবতরণ করবে পূণঃ পড়বে।
প্রশ্ন : মহিলা থেকে যদি কুফুরী কলেমা বের হয়ে যায় তাহলে নিকাহ ভাঙ্গবে কি ভাঙ্গবে না। তাওবার পর পুনঃ বিবাহ নবায়ন করবে।

উত্তর : হ্যাঁ, আসল মজহাবের উপর চলতে গেলে এটিই বিধান যে, নিকাহ তৎক্ষনাৎ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : কোন মুসলমানকে কাফের বলে দিল হুকুম কী?

উত্তর : বকাঝকা গাল মন্দ দেয়ার পন্থায় বললে কাফের হবে না। পাপী হবে, যদি কাফের জেনে বলে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। (এটি মুসলমানকে কাফের বলার বিধান। যে ব্যক্তি ঈমান ইসলাম দাবী সত্ত্বেও কুফুরী কলেমা বলে। কুফরী কার্যাধি করে তাকে কাফের বলা যাবে । এখানে মুসলমানকে কাফের বলা নয় বরং কাফেরকে কাফের বলা) (সংকলক)

প্রশ্ন : হুযূর! এক বন্ধু প্রথমে মুহাদ্দিস সাহেব ﷺ-এর কাছে মাদ্‌রাসায় পড়তেন (অর্থাৎ হযরত মাওলানা অছি আহমদ সাহেব ﷺ সংকলক) এখন তার অবস্থা হলো অধিকাংশ সময় গোপন কথা বলে। সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অনেক ভীড়। নামায ইত্যাদির পাবন্দী নেই।

উত্তর : এক সাহেব আউলিয়াদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে যুগের বাদশাহ কদমবুছির জন্য উপস্থিত হন। হুযূরের কাছে কিছু আপেল উপঢৌকন স্বরূপ আসে। হুযূর একটি আপেল দেন বলেন খাও। তিনি আরজ করেন। হুযূর! আপনিও খান। তিনি ও খান বাদশাহও খান। ঐ সময় বাদশাহর অন্তরে শংকা এলো যে, আপেলটি বড় ও উন্নত বঙের যদি নিজ হাতে তুলে আমাকে দেন তাহলে জেনে নিব ইনি অলি। তিনি ঐ আপেলটি তুলে বলেন, আমি মিশর গিয়েছিলাম, সেখানে বড় একটি মজলিশ ছিলো। দেখি একজন লোক তার কাছে একটি গাধা তার (গাধা) চোখে পাট্টি বাঁধা। একজনের একটি জিনিস অন্যজনের কাছে গিয়ে রাখা হচ্ছে উক্ত গাধা থেকে বস্তুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। গাধা সমস্ত মজলিস চক্কর দেয়। যার কাছে বস্তুটি থাকে সামনে গিয়ে মাথা টেকায়। ঘটনাটি আমি এ জন্য বর্ণনা করেছি যে, যদি এই আপেলটি আমি না দিই তাহলে অলিই নই। যদি দিয়ে দিই তাহলে ঐ গাধা থেকে বড় কাজ কি করলাম। এই কথা বলে আপেলটি বাদশাহর দিকে নিক্ষেপ করেন। সুতরাং এটি বুঝে নিন যে, ঐ গুণ যা মানুষ ব্যতীত অন্যদের জন্য হয় মানুষের জন্য তা পূর্ণতা নয় এবং যা অমুসলিমের জন্য হতে পারে তা মুসলিমের জন্য পূর্ণতা নয়।

প্রশ্ন : মেসমেরিজমের হাকিকত কী?

উত্তর : Mesmerism এর হাকিকত হচ্ছে কল্পনার বিশুদ্ধতা। আত্মার শক্তিসমূহ প্রকাশ করা। আত্মার অনেক শক্তি। 'সবয়ি সানাবল' শরীফে আছে, তিন বন্ধু যাচ্ছিল দূর থেকে একটি জঙ্গলে দেখল যে, অনেক মানুষের সমাগম। একজন রাজা গদিতে উপবিষ্ট কুমারী মহিলারা উপস্থিত। একজন অশ্লীল মহিলা নাচছে। মাহফিল খুবই আলোকিত। এরা তীর নিক্ষেপে সিদ্ধ হস্ত ছিল। পরস্পর বলতে লাগল। উক্ত অশ্লীল মাহফিল তছনছ করে দেয়া উচিৎ। কি ব্যবস্থা নেয়া হবে। একজন বলল, রাজাকে হত্যা করা সব কিছু সেই করেছে। দ্বিতীয় জন বলল, নর্তকী মহিলাকে হত্যা করো। তৃতীয়জন বলল, তাকেও হত্যা করো না। কেননা সে নিজে আসেনি রাজার নির্দেশে এসেছে। আমাদের উদ্দেশ্য সমাবেশ তছনছ করা। উক্ত বাতিটি নিভিয়ে দাও। এ অভিমতটি পছন্দনীয় হয়। তারা তাক করে প্রদীপের আলো লক্ষ করে তীর নিক্ষেপ করল বাতি নিভে গেল। এখন না উক্ত রাজা রইল না অশ্লীল মহিলাটি রইল, না সমাবেশ রইল। অত্যন্ত হতবাক হয়। অবশিষ্ট রাত সেখানে কাটিয়ে দিল। যখন সকাল হল দেখল যে, একটি পেঁচা মরে পড়ে রইল। তার ঠোটে উক্ত তীরটি লাগে। অতএব বুঝা গেল এ সব কাজ উক্ত পেঁচার রূহ করেছে। (অতঃপর বলেন) নমরুদের দরজায় একটি বৃক্ষ ছিলো। যার ছায়া মোটেও ছিল না। যখন এক ব্যক্তি তার নিচে আসত তার উপযুক্ত ছায়া হয়ে যেত। দ্বিতীয়জন আসলে দু'জনের উপযুক্ত ছায়া পাড়ত। আর যখনই এক লক্ষ থেকে একজন বেশী হয় সকলই রৌদ্রে হয়ে যায়। তার একটি হাউজ ছিলো। সকাল হতেই মানুষ আসত। কেউ উহাতে পেয়ালা ভর্তি দুধ ফেলত। কেউ শরবত। কেউ মধু যার যা পছন্দ হত। অবশেষে উক্ত হাউজ পূর্ণ হয়ে যেত। সব জিনিস মিশে যেত। এখন যার প্রয়োজন হত পাত্র ঢালত। যে যে জিনিস ফেলেছিলো উক্ত জিনিসই তার পাত্রে এসে যেত। এ হচ্ছে কাফেরএবং তা কত বড় কাফেরের অলৌকিক কাজ (ইসতিদরাজ) ছিল। তাই আউলিয়াই কেরাম বলেছেন, কশফও কারামত দেখনা, ইস্তেকামত, দৃঢ়তা, অবিচলতা দেখ যে, শরীয়তের সাথে কিরূপ। সিলসিলায়ে আলীয়া নকশবন্দীর ইমাম তাঁর কাছে কেউ জানতে চাইল জনাব! সমস্ত অলি থেকে কারামত প্রকাশিত হয়। হুযূর থেকে কিছু কারামত দেখতে চাই। তিনি বলেন, উহা থেকে বড় কারামত কী "এত বড় ভারী পাপের বোঝা মাথার উপর এবং জমিনে ধসে যাচ্ছি না।"

প্রশ্ন : ঘরে অজুর জন্য মসজিদ থেকে গরম পানি নিয়ে যাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : হারাম যদিও অজুর জন্য নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : হুযূর! রিজালুল গায়ব ফেরেশতাদের থেকে হয়?

উত্তর : না। জ্বিন অথবা মানবদের থেকে হয়। আপনি 'রিজাল' শব্দের দিকে লক্ষ্য করেন নাই। ফেরেশতা নারী ও পুরুষ হতে পবিত্র।

প্রশ্ন : দূর্গন্ধ যুক্ত ঘর্ম বগল থেকে বের হলে অজু তাজা করতে হবে কী হবে না?

উত্তর : ঘর্ম বের হওয়ার দরুণ অজু আবশ্যক নয়। হ্যাঁ যদি ক্ষত স্থান হয় তাহলে তাজা অজু করে নেয়া মুস্তাহাব।

প্রশ্ন : মযজুবগণও কোন সিলসিলা ভুক্ত হয়?

উত্তর : হ্যাঁ, তাঁরা নিজেরাই সিলসিলাভুক্ত হন। তাঁদের কোন সিলসিলা নেই। তাদের আগে পুণরায় চলো না।

প্রশ্ন : কারো কারামত অর্জিত ও হতে পারে।

উত্তর : কারামত সকলের ওয়াহাবী (প্রদত্ত) হয়। যা অর্জন দ্বারা হয় তা ভেল্কিভাজী। মানুষকে ধোকা দেয়া ব্যতীত কিছু নেই।

প্রশ্ন : 'রিজালুল গায়ব' কেন বলে?

উত্তর : অদৃশ্য থাকে এ জন্য।

প্রশ্ন : 'রিজালুল গায়ব' ও সিলসিলাভুক্ত হয়ে থাকেন?

উত্তর : হ্যাঁ, এরাও সিলসিলাভুক্ত হন। অবশ্যই 'আফরাদ' হুযূর ﷺ ব্যতীত অন্য কারো অধীনস্থ নয়। এ জন্য ফরদ বলে সিলসিলায় কারো অধীনস্ত নয় তবে হুযূর গাউছে আজম رضي الله عنه-এর দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত উপায় নেই।

প্রশ্ন : উক্ত চার সিলসিলা ব্যতীত এমন কোন সিলসিলা আছে কী যা এ গুলোর উপশাখা নয়?

উত্তর : হ্যাঁ, ছিলো এখন অনেক গুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একটি সিলসিলা ফারুক আজম থেকে, একটি ওসমান গণি رضي الله عنه থেকে, একটি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه থেকে, একটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه থেকে, একটি আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে ছিল। সৈয়্যদুনা আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه থেকে একটি সিলসিলা 'নকশবন্দিয়া সিলসিলা ব্যতীত হাওয়ারিয়া ছিলো তাঁর ইমাম হযরত সৈয়্যদি আবু বকর হাওয়ার رضي الله عنه ছিলেন। তাঁর মুরিদ হযরত আবু মুহাম্মদ শবনকী এবং তাঁর মুরিদ হযরত তাজুল আরেফীন আবুল ওয়াফা رضي الله عنه ছিলেন। (অতঃপর বলেন) আল্লাহ হেদায়ত করতে দেরী হয় না। হযরত আবু বকর হাওয়ার رضي الله عنه প্রথমে ডাকাত ছিলেন। কাফেলার পর কাফেলা কে একাই লুট

করতেন। একদা একটি কাফেলা অবতরণ করল। তিনি সেখানে গমন করেন। একটি তাবুর দিকে এগিয়ে যান। উক্ত তাবুতে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বলছিল, সন্ধ্যা আসন্ন, এই জঙ্গলে আবু বকর হাওয়ারের প্রভাব। এ রূপ না হোক যদি সে এসে যায়। সুতরাং এ কথাটিই তার হাদি (পথ প্রদর্শক) হয়ে যায়। তিনি নিজকে নিজে বলেন, আবু বকর তুমি এত ভয়ংকর হয়ে গেলা। তাবুর মহিলারা পর্যন্ত তোমাকে ভয় করছে এবং তুমি খোদাকে ভয় করছ না। ঐ সময়ই তিনি তাওবা করেন এবং ঘরে ফিরে আসেন। রাতে শয়ন করলে স্বপ্নে হযরত ﷺ সঙ্গে আবু বকর رضي الله عنه ও ছিলেন। তিনি বলেন, বায়আত নিন। এরশাদ করেন তোমার থেকে তোমার মিতা বায়আত নেবেন। আবু বকর رضي الله عنه বায়াত নেন এবং নিজ টুপি পরিয়ে দেন। যখন চেতন হন পবিত্র টুপি মাথায় বিদ্যমান ছিলো। এটি সিলসিলা হাওয়ারিয়া তাঁর থেকে শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন : আরবের সাথে ভালবাসার বিধান হাদিসে আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, হাদিসে আছে-

مَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَنِيْ.

অন্য হাদিসে আছে-

أَحِبُّ الْعَرَبَ إِيْمَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ.

অপর একটি হাদিসে আছে-

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ: لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ.

প্রশ্ন : আরবী ভাষা কী মৃত্যুর সময় থেকে হয়ে যায়?

উত্তর : ঐ প্রসঙ্গে কোন কিছু হাদিসে এরশাদ হয় নাই। হযরত সৈয়্যিদি আব্দুল আজিজ দাব্বাগ رضي الله عنه ইরবীজ গ্রন্থকারের শাইখ বলেন, মুনকার-নকিরের প্রশ্ন সুরয়ানী ভাষায় হবে। কিছু শব্দও বলেছেন।

প্রশ্ন : হিব্রু ভাষা এবং সুরয়ানী ভাষা কী একই ভাষা?

উত্তর : হিব্রু এক ভাষা আর সুরয়ানী অন্য ভাষা। হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছে। সুরয়ানী (সেমিটিক) ভাষায় তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন : হুযূর! দার্শনিকরা সময় ও স্থানের দুরত্ব ও সম্প্রসারনকে কাল্পনিক বলে তার কী অর্থ?

উত্তর : বাইরে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। কাল্পনিক হুকুম করছে তবে তাদের অস্তিত্ব ইনাব, ইগওয়ালের মত নয়, মৌলিকত্ব আছে।

প্রশ্ন : হুযূর! খালা বা শূন্য কী সম্ভব?

উত্তর : খালা অর্থ শূন্য বাস্তবিক এবং খালা অর্থ সমূদয় বস্তু থেকে শূন্য অস্তিত্বে নেই তবে সম্ভব। দার্শনিকরা যতগুলো প্রমাণ বর্ণনা করছেন বিভাজন অযোগ্য, খালা ইত্যাদির অবান্তর প্রসঙ্গে ঐ সবগুলো প্রত্যাখ্যাত। দার্শনিকদের এমন কোন দলিল নেই যা ভাঙ্গেনা। দার্শনিকরা যতগুলো দলিল পেশ করেছেন ঐ সব গুলো অণুর সংযুক্তি কে বাতিল করছে। অণুর অস্তিত্বকে বাতিল করে না। দেহ গঠনের জন্য সংযুক্তি প্রয়োজন নয়। দেয়াল সংযুক্ত দেহ এবং তার অণু সমূহ সংযুক্ত নয়।

প্রশ্ন : হুযূর! সমকক্ষ তো বের হবে। এমন একটি ছাদ হবে যার সমকক্ষ হবে এবং এমন একটি ছাদ হবে যার সমকক্ষ হবে না সুতরাং বিভাজন হয়ে যাবে।

উত্তর : সমকক্ষ সমষ্টির সাথে হবে তার পদ্ধতি হচ্ছে প্রণীত নীতিমালা সমূহে আছে ছাদ, রেখা, বিন্দুর উপস্থিতি বাইরে আছে। এখন আমরা একটি বিন্দু থেকে একদিকে একটি সীমা পর্যন্ত তিনটি রেখা টানি। প্রত্যেক রেখার একটি বিন্দু হবে। আমরা জানতে চাই এই তিনটি বিন্দুর প্রত্যেকটি পরস্পর সমষ্টির সমকক্ষ হবে অথবা অংশের সমকক্ষ হবে। যদি অংশের ধরা হয় তাহলে বিন্দুর অংশ হয়ে যাবে অথচ বিন্দু বিভাজ্য নয়। অতএব সাব্যস্ত হলো সমষ্টির সমকক্ষ হতে পারে। (অতঃপর বলেন) আমি বিভাজন অযোগ্য অংশ কুরআন থেকে প্রমাণ করেছি। এরশাদ করছেন, وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ এবং আমরা তাদেরকে অংশ, অংশ খন্ড-খন্ড করে দিয়েছি। খন্ড খন্ড করা مُمَزَّقٍ بمعنى اسم مفعول অর্থ কর্মবাচ্য বিশেষ্য নয়। ঐ অবস্থায় তেলা মাথায় তৈল দেয়া হলো বরং ক্রিয়ামুলের অর্থে হবে।

প্রশ্ন : আহার করার সময় কথা বলা কেমন?

উত্তর : আহার করার সময় আবশ্যক করে নেয়া কথা না বলার এটি অগ্নি পুজারীদের অভ্যাস এবং মাকরূহ। অনর্থক কথা বলা সব সময় মাকরূহ এবং উত্তম বিষয়ে আলোচনা জায়েয।

প্রশ্ন : কর্মচারী নামায না পড়লে মালিককে জবাবদিহী করতে হবে কিনা?

উত্তর : যেটুকু ঝোর দেয়া যেতে পারে ততটুকু না দিলে আছে নতুবা নাই।

প্রশ্ন : মসজিদে চেয়ার রেখে তাতে বসে উপদেশ দেয়া কেমন?

উত্তর : জায়েয আছে। স্বয়ং হুযূর ﷺ ঈদগাহে চেয়ার রেখে তার উপর বসে উপদেশ দেন।

প্রশ্ন : অলিদের থেকেও মৃতদের জীবিত করার প্রমাণ আছে কী?

উত্তর : হ্যাঁ, হযরত সৈয়্যিদি আহমদ জাম জিন্দা পীর ﷺ একদা তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে একটি হাতি মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলো। মানুষদের সমাগম ছিলো। তিনি গমন করেন। বলেন, কি হয়েছে? আরজ করল, হাতি মারা গেছে। তিনি বলেন, তাঁর সুঁড় পূর্বের মত, তার চক্ষু সমূহ পূর্বের মত, হাত পূর্বের মত, পদযুগল পূর্বের মত। মোট কথা সবগুলো উল্লেখ করেছেন পূর্বের মত সুতরাং মরে গেল কিভাবে? এ কথা বলা সাথে সাথেই জীবিত হয়ে গেল। তখন থেকে তার উপাধী 'জিন্দা পীর' হয়ে যান।

প্রশ্ন : যদি কন্যা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে বিবাহের অভিভাবক কে হতে পারে?

উত্তর : পিতা, তার অনুপস্থিতিতে দাদা, তার অবর্তমানে ভাই, তার অবর্তমানে ভাইপো, ভাইপো না থাকলে চাচা অতঃপর চাচাত ভাই ইত্যাদি।

প্রশ্ন : অপ্রাপ্ত বয়স্কের পিতা তালাক দিল পড়বে কী পড়বে না?

উত্তর : পড়বে না।

প্রশ্ন : হুযূর! যখন তাকে বিবাহের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তাহলে তালাকের ক্ষমতা দেয়াও উচিৎ ছিলো।

উত্তর : বিবাহ দেয়ার মালিক যেহেতু তা উপকারী, তালাক দেয়ার মালিক নয় যেহেতু তা ক্ষতি কর।

প্রশ্ন : বদ দোয়ার মধ্যে এটি বলা- 'খোদা তোমাকে বুঝুক'?

উত্তর : 'তোমাকে খোদা বুঝুক' বলতে পারে, এখানে বুঝার অর্থ প্রতিশোধ নেয়া।

প্রশ্ন : কাউকে জানি (ব্যভিচারী) বলে আহবান করা কেমন?

উত্তর : যদি চারজন শরয়ী সাক্ষী আনতে না পারে তাহলে অপবাদ দানকারী। (অতঃপর বলেন) ঐ রূপ মানুষ কম বলে। বর্তমানে যা সাধারণ প্রচলিত যাকে দোষনীয় মনে করে না কাউকে মেয়ের সাথে, কাউকে বোনের শব্দের সাথে উক্ত অশ্লীল শব্দ যুক্ত করে এটিও অপবাদের শাস্তির কারণ, অনুরূপ কাউকে হারামী বলা, বালিকাকে হারামজাদী বলা।

প্রশ্ন : হুযূর! পুরুষকে হারামজাদা বলা?

উত্তর : এটি অপবাদের শাস্তির কারণ নয়। হারাম জাদাহা'র অর্থ দুষ্ট ও আসে।

প্রশ্ন : যদি কেউ হারাম জাদী অর্থ দুষ্ট নারী নেয় তখন অপবাদের শাস্তির কারণ হবে কি না?

উত্তর : হবে, কেননা এ ক্ষেত্রে প্রথা গ্রহণ যোগ্য।

প্রশ্ন : যদি বিদ্রুপ করত: বলে দেয়?

উত্তর : তখনও অপবাদের শাস্তির ওয়াজিব হবে। (অতঃপর বলেন) যখন বড় সঙ্গে আছে নিজ ছোট ছোট সন্তানদের বলে। হাদিস্ শরীফে আছে, এমন এক যুগ আসবে মানুষদের কাছে তাদের সালামের স্থলে গাল মন্দ হবে। আমি স্বয়ং নিজ নয়ন যুগলে দেখেছি এবং কর্ণদ্বয় দ্বারা শুনেছি সালামের স্থলে গালি দিচ্ছে।

প্রশ্ন : হুযূর! যদি কাউকে এ শব্দগুলো বলে দেয় তার ক্ষতি পূরণ কিভাবে হবে?

উত্তর : যদি তার সাক্ষাতে বলে দেয় অথবা তার জানা হয়ে যায় তাহলে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করবে। যদি সম্মুখে না বলে, খবর ও না হয়। তাহলে কেবলমাত্র তাওবা যথেষ্ট।

প্রশ্ন : হুযূর! এটিও কী কোন হাদিস- لَايَقُصّ إِلاّ أَمِيْرٌ أَوْ مَامُوْرٌ أَوْ مُخْتَالٌ

উত্তর : এটি হাদিস নয় বরং আমিরুল মু'মিনীন ফারুক-ই আজম رضي الله عنه-এর বাণী। এটি মিশকাত শরীফে ভূলক্রমে বর্ণিত হয়েছে। (বাহাউল মোস্তফা)

প্রশ্ন : তার অর্থ কি?

উত্তর : উপদেশ দেবেনা তবে শাসক, অথবা শাসক কর্তৃক আদিষ্ট অথবা পদচ্যূত।

প্রশ্ন : হুযূর! আলেমগণ আদিষ্টের শ্রেণিভূক্ত হবেন?

উত্তর : কখনো না, আলেমগণ নিজেরাই শাসক। أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ দ্বারা আলেমরাই উদ্দেশ্য। আলেমগণ নবী ﷺ-এর প্রতিনিধি, প্রকৃত পক্ষে আলেমরাই শাসক। শাসক বর্গের উপর আলেমদের আনুগত্য করা ফরয যদি তারা আলেম না হন।

প্রশ্ন : 'বা খোদা দারিম কারো বা খালায়েক কারে নিস্ত' এর কি অর্থ? 'ওয়াকয়াতুস সানান' এর লিপিবদ্ধ আছে, তার অর্থ যা আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত'র মতে হবে তা তোমার পছন্দীয় হবে কিভাবে এবং যা তোমাদের উদ্দেশ্য তা নিশ্চিত কুফুরী।

উত্তর : মুসলমানদের কর্ম উদাহরণ স্বরূপ যদি আলেমে দ্বীন হয় তাহলে এ জন্য নয় যে, তিনি জাইদ বিন আমর বরং এজন্য যে তিনি আলেমে দ্বীন। সুতরাং এ কাজ তার থেকে নয়, আল্লাহ থেকে। অনুরূপ সৎবান্দাগণ থেকে আউলিয়া, আম্বিয়া অতঃপর সৈয়্যিদুল মুরসালিন পর্যন্ত যা কিছু কারো থেকে কাজ হবে প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ থেকেই হবে। ওয়াহাবীরা যদি এ অর্থটি নিত তাহলে

সাহায্য চাওয়া, আহবান করা এ ছাড়া অন্যান্য মাসয়ালাসমূহে মুসলমানদের কাফের মুশরিক বলতো না। এবং যখন এটি উদ্দেশ্য নয় তাহলে যা তার থেকে প্রকাশিত তাতে আম্বিয়া, আউলিয়া সকলই অন্তর্ভূক্ত। তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া নিশ্চিত কুফুরী।

প্রশ্ন : হুযূর! এ কথাটি প্রসিদ্ধ আছে, যে বৈধ কাজটিকে কাফেরগণ বাঁধা দেয় তা ওয়াজিব হয়ে যায়।

উত্তর : যে মুবাহ কাজ বর্জনে মুসলমানদের অবমাননা হয় তা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা মুসলমানদের অপমান করা হারাম। তাই যে কাজে মুসলমানদের অপমান হবে তা বর্জন করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন : ফতোয়া আলমগীরিয়া কার প্রণীত গ্রন্থ?

উত্তর : মাওলানা নেজাম উদ্দিন সাহেব যিনি ওলামা পরিষদের প্রধান ছিলেন তাঁর প্রণীত গ্রন্থ।

প্রশ্ন : হুযূর! তাহলে ঐটিকে 'আলমগীরিয়া' কেন বলে?

উত্তর : বাদশাহ আলমগীর رحمة الله عليه আলেমদের একত্রিত করত: প্রণয়ন করিয়েছেন এবং তাতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। অনেক গুলো গ্রন্থ একত্রিত করেছেন সমুদয় গ্রন্থ গুলো দেখে দেখে এ ফতোয়া প্রণীত হয়।

প্রশ্ন : মুনাজারায় শর্ত করা- যে পরাজিত হবে সে বিজয়ীর মাজহাব গ্রহণ করবে কী রূপ?

উত্তর : হারাম। যদি অন্তরে থাকে অপরজন জয়ী হবে সে নিজ মজহাব ত্যাগ করবে তাহলে এটি কুফুরী। ইমামদের স্পষ্ট অভিমত হচ্ছে- যে ব্যক্তি কুফুরীর ইচ্ছা করে সম্বন্ধবাচক হোক অথবা শর্তযুক্ত হোক সে এখন কাফের হয়ে গেল। সম্বন্ধ বাচক হচ্ছে- ইচ্ছা করল বিশ বছর পর কুফুরী করবে তাহলে এখন কাফের হয়ে যাবে। কেননা সে কুফুরীর উপর রাজী হয়েছে। শর্তযুক্তের রূপ হচ্ছে- ঐ কাজটি হয়ে গেলে বা না হলে সে কুফুরী করবে যদি মনে এটি থাকে যে, নিশ্চিত ভাবে আমিই বিজয়ী হব তাহলে কুফুরী হবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! যদি ওয়াহাবীরা এটি বলে যে, মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য জুলুম এ জন্য অসম্ভব স্বতন্ত্র অধিপতিই নন তাহলে সত্ত্বাগত অসম্ভব নয়। তার উত্তর কী?

উত্তর : এমনিতে সত্ত্বাগত অসম্ভব কিছু থাকবেনা। প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসা করবে, এটি অসম্ভব কেন? যখন তার অসম্ভবের কারণ বর্ণনা করবে সে বলবে, এ

কারণে অসম্ভব সত্ত্বাগত অসম্ভব নয়। সত্ত্বাগত অসম্ভব ঐটি সত্ত্বা যার অস্তিত্বকে না করে এবং ঐ আরজ ও সত্ত্বাগত অসম্ভব যা স্বয়ং সত্ত্বা না করছে অস্তিত্ব থেকে। যদি উক্ত বস্তু স্বতন্ত্র না হয় তাহলে যার সাথে উহার সংশ্লিষ্টতা উহাকে স্বয়ং সত্ত্বা না করছে তার অস্তিত্ব থেকে, অতএব উহা ও সত্ত্বাগত অসম্ভব। অসম্ভবের কারণ বর্ণনা দ্বারা পরোক্ষ অসম্ভব হয়ে যায় না। আল্লাহ খবর দেন যে, অমুক বিষয়টি হবে অথবা হবে না এখন তার বিপরীত হয়তঃ সম্ভব অথবা অসম্ভব। সম্ভব তো হতেই পারে না। সত্ত্বাগত অসম্ভব ও হতে পারে না। কেননা সত্ত্বাগত সম্ভব হলে পরোক্ষভাবে অসম্ভব হবে। এখন উক্ত অন্য জিনিসটি কি যার কারণে এটি অসম্ভব, তাহচ্ছে প্রভূর মিথ্যা বলা। আবশ্যক হবে প্রভুর মিথ্যা বলা সত্ত্বাগত অসম্ভব হবে নতুবা পরোক্ষ অসম্ভব তো সত্ত্বাগত সম্ভব হবে। সত্ত্বাগত সম্ভবের উপর কোন কিছু নির্ভরশীল হওয়ার দরণ পরোক্ষ অসম্ভব হয়ে যায় না। (অতঃপর বলেন) প্রভুর মিথ্যা বলা সম্ভাবনা মানলে আক্বিদা, ঈমান, শরীয়ত, ধর্ম কিছুই থাকবে না। ঈমান হচ্ছে অবিচল দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে কিয়ামত আসবে তার উপর কোন যুক্তি নির্ভর দলিল নেই। এর উপর আছে কেবল মাত্র শ্রুতি নির্ভর দলিল সমূহ। সুতরাং মানতেই হচ্ছে প্রভূর প্রদত্ত বার্তা। যখন প্রভু প্রদত্ত বার্তায় মিথ্যার সম্ভাবনা আছে তাহলে অবিচল বিশ্বাস কোথা থেকে আসবে। অতঃপর প্রত্যেক কথার মধ্যে এটি রয়ে গেল যে, সম্ভবতঃ মিথ্যা বলে দিয়েছে। ফলে না দ্বীন রইল, না কুরআন রইল, না ইসলাম রইল, না ঈমান।

প্রশ্ন : হুযূর! যদি কালামে লফজীতে মিথ্যা মানা হয় এবং কালামে নফসী কে তা থেকে পবিত্র মানা হয় তাহলে কী অসুবিধা?

উত্তর : কালামে লফজী কিসের বর্ণনা, কোন অর্থে? নাকি এটি অর্থ থেকে পৃথক শব্দ। নিশ্চিত হচ্ছে- তা অর্থের বর্ণনা আর অর্থ কালামে নফসী। এখন আমি প্রশ্ন করব, সত্য মিথ্যা প্রথমতঃ অর্থের সাথে সংযুক্ত না শব্দের সাথে। নিশ্চিত হচ্ছে- অর্থের সাথে সংযুক্ত হওয়া তার মাধ্যমে শব্দ সমূহের উপর। তাহলে মিথ্যা কালামে নফসীর উপর অথবা কালামে লফজীর উপর। অর্থ যদি বাস্তবতা অনুযায়ী হয় তাহলে সত্য নতুবা মিথ্যা। শব্দ যদি বাস্তব অনুযায়ী হয় তাহলে সত্য নতুবা মিথ্যা। শব্দ যদি তার সঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহলে এটি সত্য হবে ঐটিও সত্য হবে। যদি এটি মিথ্যা হয় তাহলে ঐটিও মিথ্যা হবে। যদি সঙ্গতি পূর্ণ না হয় তাহলে বর্ণনাই হয় নাই। মানুষের কথা দরুণ যাইদের মস্তিষ্কে একটি অর্থ

আছে- زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ (যাইদ দন্ডয়মান) যদি শব্দের মধ্যে زَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ থাকে তাহলে সরাসরি তার বর্ণনাই হয় নাই। যদি زَيْدٌ قَائِمٌ থাকে তাহলে অর্থটি প্রযোজ্য হবে এবং এটিও প্রযোজ্য হবে। যদি ঐটি মিথ্যা হয় তাহলে এটিও মিথ্যা হবে। (অতঃপর বলেন) আমি তো আল্লাহর কালামে লফজী নফসীর পার্থক্য মানিই না। আমার মতে উভয়টি এক। এটি পরবর্তী দার্শনিকদের আবিষ্কার।

প্রশ্ন : খাঁটি সুন্নীর প্রশ্নের আলোকে দুষ্টদের কিতাব দেখা জায়েয কী জায়েয নেই?

উত্তর : কেবলমাত্র খাঁটি সুন্নী হওয়া যথেষ্ট নয় বরং জ্ঞানী, পূর্ণ পান্ডিত্য থাকতে হবে। উদার দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া ও দরকার। নিজের উপর কি নির্ভর করতে পারে। যে নিজ আত্মার উপর নির্ভর করবে সে বড় মিথ্যুকের উপর নির্ভর করেছে। হাদিসে আছে-

اَلْقُلُوبُ فِي اِصْبَعَيِ الرَّحْمٰنِ يَصْرِفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ.

-মানুষের হৃদয় দয়াময়ের কুদরতের হাতের দু'আঙ্গুলের মধ্যখানে, ঐ গুলোর তিনি যেদিকে চান ফিরান।

(এর পর মাগরিবের সময় এসে গেল স্বয়ং আ'লা হযরত দাঁড়ানোর পূর্বে নিয়মানুযায়ী দোয়াটি পড়েন- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ জনৈক খাদেম আরজ করেন। হুযূর তার ফযিলত কী? এরশাদ করেন, হাদিসে আছে যে ব্যক্তি বসা থেকে উঠার সময় এ দোয়াটি পড়বে যে পরিমাণ পূণ্য কথা উক্ত বৈঠকে হবে ঐ গুলোর উপর শীল গালা করে দেয়া হবে আর যতগুলো খারাপ তথা গুনাহর কথা হবে তা মুছে দেয়া হবে।

প্রশ্ন : বরকতময় ও মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুলে আঠার হাজার জগত প্রসিদ্ধ আছে এভাবে হয় প্রথমতঃ বিবেকের জগত। দ্বিতীয়তঃ আত্মার জগত। নয়টি মহাকাশ, চারটি বস্তু জগত, তিনটি জন্ম জগত সর্বমোট আঠার জগত। মহান আল্লাহর আছে এক হাজার নাম, প্রত্যেকটি নাম বিশেষ একটি ক্ষমতা রাখে। আঠারকে এক হাজার গুণ দেয়া হলে আঠার হাজার হবে (১৮×১০০০=১৮০০০)। কোন কোন বর্ণনায় তেষট্টি হাজার পাওয়া যায়। কেউ বলে, সত্তর হাজার। কারো মতে আঠার জগত। যেমন- ১। আকলিয়া, ২। রূহিয়া, ৩। নাফাসীয়া, ৪। তবয়িয়া, ৫। জিছমানিয়া, ৬। আন সরিয়া, ৭। মিসালিয়া, ৮। খেয়ালিয়া, ৯। বরজখিয়া, ১০। হাশরিয়া, ১১। জান্নাতিয়া,

১২। জাহান্নামিয়া, ১৩। আরাফিয়া, ১৪। রূয়তিয়া, ১৫। ছুরিয়া, ১৬। জামালিয়া, ১৭। জালালিয়া, সতের হচ্ছে নিশ্চিতভাবে একটি রয়ে গেল তা বলুন।

উত্তর : এটি কারো কাল্পনিক এবং অশুদ্ধ তার পূর্ণতা কিভাবে হবে।

প্রশ্ন : বরজখের পরিচয় হচ্ছে এই যে জিনিস দু'টি জিনিসের মধ্যে শুদ্ধ হবে যাতে উভয়টির সাথে সম্পর্ক হতে পারে। যখন কেবলমাত্র বরজখ শব্দ বলা হবে তখন তার অর্থ কবর হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এই বরজখ দ্বারা উদ্দেশ্য কবর অথবা ঐ সময় যা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত অথবা হাশর পর্যন্ত হবে।

উত্তর : না করব, না ঐ সময়টি বরং এমন স্থান সমূহ উদ্দেশ্য যেখানে আত্মাসমূহ মৃত্যুর পর থেকে হাশর পর্যন্ত মর্যাদানুপাতে থাকবেন।

প্রশ্ন : কিয়ামত এবং হাশরের পার্থক্য। কিয়ামত উহা যেখানে সমুদয় সৃষ্টিকে নশ্বর করা হবে এবং হাশরে পুণরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে। যদি বরজখের সময়টি কিয়ামত হয় তাহলে কিয়ামতের পর হাশর পর্যন্ত সময়ের কোন নাম হবে কি না, কিয়ামতের কত সময়ের পর হাশর হবে?

উত্তর : ঐটি সা'আত, কখনো তাকে কিয়ামত বলে, নতুবা কিয়ামত ও হাশর এক। সা'আত ও হাশরের মধ্যবর্তী যে সময় আছে তাকে দু' ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময় বলে। হাশর চল্লিশ বছর পরে হবে।

প্রশ্ন : বরজখের স্তরসমূহ, ইল্লীয়িন সিজ্জিন এ ছাড়া যে গুলো আছে বর্ণনা করুণ।

উত্তর : ইল্লিয়িন এবং সিজ্জিন বরজখরই স্তর। প্রত্যেকটির মধ্যে মর্যাদাগত অনেক পার্থক্য আছে।

প্রশ্ন : ফকরের স্তর সমূহ ধারাবাহিক এরশাদ করুণ, যখন তালেব সুলুকের পথে চলে তাহলে প্রথমে কোন মর্যাদা অর্জন করে অতঃপর কোনটি?

উত্তর : সূলাহা, সালেকিন, কানেয়ীন, ওয়াসেলীন। এই ওয়াসেলীনদের বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন– নুজাবা, নুকাবা, আবদাল, বদলা, আওতাদ, ইমামাইন, গাউস, সিদ্দিক, নবী, রাসূল। প্রথমোক্ত তিনজন আল্লাহর দিকে পরিভ্রমণ করেন অন্যগুলো আল্লাহ তে পরিভ্রমণ করেন। অলি ঐ সবগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে।

প্রশ্ন : নবীগণের উচ্ছিষ্ট (পায়খানা ও প্রস্রাব) পবিত্র।

উত্তর : পবিত্র। তাঁদের সম্মানিত মাতা–পিতার ঐ বীর্য ও পবিত্র যা দ্বারা এরা জন্ম লাভ করেছেন। (অতঃপর বলেন) হযরত জাবের রাঃ বলেন, আমি হুযূর

ﷺ-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। হুযূরের পায়খানা প্রস্রাবের প্রয়োজন হয়। দু'টি ভিন্ন স্থানের বৃক্ষ পৃথক পৃথক দাঁড়িয়ে ছিলো। কিছু পাথর এ দিকে সেদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। হুযূর এরশাদ করেন, হে জাবের! উক্ত বৃক্ষ ও পাথর সমূহকে গিয়ে বল, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ হচ্ছে তোমরা পরস্পর মিলিত হয়ে যাও। বৃক্ষ নাড়া দিল নিজেদের যাবতীয় শিকড় জমিন থেকে তুলে ফেলল, একটি এদিক থেকে চলল অপরটি ঐ দিক থেকে এবং উভয়টি পরস্পর মিলে গেল। পাথর সমূহ একটি দেয়াল সদৃশ হয়ে গেল। অতঃপর হুযূর সেখানে গমন করেন এবং প্রয়োজন পূরণ করেন। যখন প্রয়োজন শেষে ফিরে আসেন আমি এই উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেছি 'যা কিছু তিনি ত্যাগ করেছেন তা খেয়ে ফেলব'। সেখানে মিশকের সুঘ্রাণ ব্যতীত অন্য কিছু পাই নাই। তিনি বলেন, "তুমি কি জাননা জমিন গ্রাস করে যা কিছু নবীদের থেকে বের হয়। (পায়খানা ও প্রস্রাব) (অতঃপর মৃদু হেসে বলেন) "যা কিছু উত্তম হবে তা জমিনও ত্যাগ করে না"। (অতঃপর বলেন) সমস্ত নবীগণ নিছক পবিত্র যে, সব বস্তু তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবগুলো পবিত্র। তাদের পায়খানা প্রস্রাব স্বয়ং তাদের জন্য এমন অপবিত্র যেমন আমাদের জন্য আমাদের পায়খানা প্রস্রাব অপবিত্র। যদি তাঁদের পায়খানা প্রস্রাব হয় যা আমাদের জন্য অজু ভঙ্গকারী অবশ্যই তাঁদের অজু ভেঙ্গে যাবে। (অতঃপর বলেন) আমার কাছে ইমাম ইবনে হাজার আসকলানী সহি বুখারীর ব্যাখ্যাকার এর সম্মান প্রথমে ইমাম বদরুদ্দিন মাহমুদ আইনী সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার থেকে বেশী ছিলো। পবিত্র উচ্ছিষ্ট (পায়খানা প্রস্রাব)'র পবিত্রতার আলোচনা উভয়ই করেছেন। ইমাম ইবনে হাজর মুহাদ্দিসের পন্থায় লিপিবদ্ধ করেন। এটি বলা হচ্ছে, এর উপর এ আপত্তি হয়। এভাবে বলা হচ্ছে, এর উপর এ আপত্তি হয়। অবশেষে লিখেছেন, পবিত্র উচ্ছিষ্টের পবিত্রতা আমার নিকট প্রমাণিত নয়। ইমাম আইনী ও বুখারী শরীফের শরাহ-এ উক্ত বিষয়টি বিস্তারিত লিখেন। শেষে লিখেছেন, এ সব গুলো পর্যালোচনা। যে পবিত্রতার প্রবক্তা তাকে আমি মানি। যে তার বিপরীত বলে তার জন্য আমার শ্রবণ শক্তি বধির– আমি শুনছিনা। এ কথা গুলো তার পূর্ণ মুহব্বতকে প্রমাণ করছে এবং আমার মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তার সম্মান অনেক বেড়ে গেল।

প্রশ্ন : আম্বিয়া আলাইহিস সালাম-এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন চুল, দাঁত এবং নখ শরীফ খাওয়া জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : এটি জায়েয নেই এবং হারাম। যে জিনিস হারাম করা হয়েছে তার হালালের কোন পথ নেই। তা মুবাহ হতে পারে না। যদি বরকত চাও পানিতে ধুয়ে পান কর।

প্রশ্ন : وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا এর মধ্যে طَيِّبًا এর শর্ত কী জন্য? কেননা প্রত্যেক হালাল পবিত্র।

উত্তর : পবিত্র, তৈয়ব নয়। 'তাহির' অর্থ পাক, যদি নামাজে পাশে থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তৈয়ব'র অর্থ পবিত্র। বৈধ ব্যবহার যেখানে কোন দিক থেকে ত্রুটি হবে না। ত্রুটি পূর্ণ জিনিসকে অপিবত্র বলা হয়। তাহির সাধারণ, হালাল তার থেকে নির্দিষ্ট, তৈয়ব তার থেকেও নির্দিষ্ট।

প্রশ্ন : কয়েদীরা কারাগারে যে জিনিস তৈরী করছে গভর্ণমেন্ট তা বিক্রয় করছে ঐ গুলোর ব্যবহার জায়েয আছে কী?

উত্তর : অন্যায়ভাবে তৈরী করা হয়েছে । জায়েয নেই।

প্রশ্ন : পাগলখানায় প্রস্তুতকৃত বস্তুরও কী এটিই বিধান?

উত্তর : যে বাস্তবে পাগল তাকে এক স্থানে রাখা অত্যাচার নয় বরং সৃষ্টির উপকার করা এবং তাদের থেকে যে কাজ নেয়া হচ্ছে তা রুটি ও কাপড়ের বিনিময়।

প্রশ্ন : নাড়িভুঁড়ি খাওয়া কেমন?

উত্তর : মাকরূহ।

প্রশ্ন : বিনোদনের জন্য দোলনায় দোলা খাওয়া কিরূপ?

উত্তর : জনপথে না হয়ে ঘরে হলে কোন অসুবিধা নেই। এটি শরীর চর্চা। এটিকে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বলছে।

প্রশ্ন : হুযূর! মহিলাদেরও জায়েয?

উত্তর : কোন অমুহরিম না হলে, ঘরের ভেতরে হলে, গান বাজনা না হলে তাদের জন্যও জায়েয। উম্মুল মু'মিনীন সিদ্দিকা رضي الله عنها বলেন, আমার নিজের বিবাহের কোন খবরই ছিল না। আমি নিজের ঘরে দোলনায় দোল খাচ্ছি, আমার মা আমাকে তুলে নিয়ে যান।

প্রশ্ন : কাফেরদের জানাযায় সঙ্গে যাওয়া কী রূপ?

উত্তর : যদি এ বিশ্বাসে যায় যে, তার জানাযায় অংশ নেয়া উচিৎ- তাহলে কাফের হয়ে যাবে। এ রূপ না হলে হারাম। হাদিস শরীফে আছে, যদি কাফেরের জানাযা আসে তাহলে পিছু হটে চলা উচিৎ। শয়তান অগ্রভাগে আগুণ

নিয়ে আনন্দে লম্ব ঝম্প করে চলতে থাকে। আমার পরিশ্রমের ফসল এক ব্যক্তি দ্বারা অর্জিত হয়েছে।

প্রশ্ন : হিন্দুদের রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি দেখতে যাওয়া কেমন?

উত্তর : আল্লাহ পাক বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿۲۰۸﴾

মুসলমান হতে চাইলে পূর্ণ মুসলমান হয়ে যাও। শয়তানের অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رضي الله عنه প্রার্থনা করেন, যদি অনুমতি হয় তাহলে নামাযে কিছু তাওরীত শরীফ ও আমরা পড়তে পারব। এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তাওরীত শরীফ পড়ার জন্য এ বিধান হয়েছে। রাম কৃষ্ণের জন্য কী কোন বিধান হবে না?

প্রশ্ন : মুত্রাশয় খাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : জায়েয তবে হুযূর ﷺ অপছন্দ করেছেন। কারণ প্রস্রাব উহা থেকে মুত্রথলীতে যায়।

প্রশ্ন : হুযূর! এটি প্রমাণিত ও জ্ঞাত যে, নাপাক নিজ স্থানে পাক। নাড়ি ভুড়িতে যে উচ্ছিষ্ট আছে তাও নাপাক নয়। তাহলে মাকরূহ কেন?

উত্তর : এ কারণেই মাকরূহ বলা হয়েছে। যদি নাপাককে নাপাক মানা হতো তা হলে নাড়ি ভূঁড়ি মাকরূহ হত না বরং হারাম হয়ে যেত।

প্রশ্ন : وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا দ্বারা বুঝা যায় যে, কখনো কোন কাফের কোন মুসলমানের উপর বিজয় হবে না অথচ ঘটনা তার বিপরীত।

উত্তর : তার অর্থ এই আমি কোন ক্ষমতা রাখি নাই কাফেরদের জন্য মুসলমানদের উপর। বেলায়ত হচ্ছে কার্যকর বিধান- شَاءَ أَوْ أَبَى মেনে নিক বা না নিক। শরীয়তও তা গ্রহণ করে। এ কথাটি কখনো অর্জিত হবে না কোন কাফেরের কোন মুসলমানের উপর। পিতা নিজ অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের উপর ক্ষমতা রাখে সে তার বিবাহ করিয়ে দেবে। সন্তান চিল্লাতে থাকবে আমি মানি না। বিবাহ কার্যকর হয়ে যাবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও (উক্ত বিবাহ ভঙ্গের) কোন ক্ষমতা রাখবে না। অথবা দু'জন ন্যায়পরায়ন মুসলমান কারো উপর সাক্ষী

দিল। সে বলছে এরা মিথ্যুক, আমি এরূপ করি নাই। তারা বলছে, সে করেছে, সাক্ষী কার্যকর হয়ে গেল।

প্রশ্ন : হুযূর! ঈসা আলায়হিস সালাম-এর জন্য এসেছে- يَضَعُ الْجِزْيَةَ 'তিনি কর রহিত করবেন।' আমাদের শরীয়তে কর কার্যকর আছে। ঈসা আলায়হিস সালাম কী আমাদের শরীয়ত রহিতকারী হবেন?

উত্তর : এ বিধানটি কোথায়? ইঞ্জিলে আছে কি তাওরীতে আছে। উল্লেখ্য যে, ঐ গুলোতে নেই বরং হাদিস শরীফে আছে, এটি স্বয়ং হুযূর ﷺ-এর বিধান। যদি হুযূর বলতেন, কর সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য এবং ঈসা আলায়হিস সালাম এসে রহিত করতেন তাহলে রহিত হত।

প্রশ্ন : হুযূর! কুরআন মজিদে আছে, মুসলমানগণ এ দোয়া করেছেন,

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿٥﴾

এ থেকে বুঝা গেল যে, মুসলমানদেরকে এভাবে কাফেরদের হাতে অপদস্ত করা হবে না। ফলে তাদের বলার সুযোগ হয় যে, ইসলাম যদি সত্য হয় তাহলে এ রূপ কিভাবে হলো?

উত্তর : এ দোয়া করেছেন, কোন মুসলমানকে ফিৎনায় ফেলবেন না। অথবা আমাদের ফিৎনায় ফেলবেন না। ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর এটি দোয়া-

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

উক্ত দোয়া কবুল হয়েছে। যদি তার অর্থ এটি নেয়া হয় যে, কখনো কোন মুসলমান কোন কাফেরের ফিৎনার ফাঁদে বন্ধি হবে না তাহলে উহার কী অর্থ হবে যা গর্তওয়ালাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ﴿١٠﴾

প্রশ্ন : আল্লাহ তায়ালা বলছেন, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي তাহলে কিছু নবী শহিদ কেন হন?

উত্তর : রাসূলদের থেকে কাকে শহিদ করা হয়েছে। অবশ্যই নবীদের শহিদ করা হয়েছে। কোন রাসূল শহিদ হয় নাই। يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ বলা হয়েছে। يَقْتُلُونَ الرُّسُلَ বলা হয় নাই।

প্রশ্ন : হুযূর! মুসলমান যত বড় পাপী হোক না কেন ইসলামী কলেমা পড়তে থাকে, মুসলমান অতঃপর মুসলমান থাকে। কাফের থেকে নিকৃষ্ট তো দুরে সমানও হতে পারে না। يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ দিকে লক্ষ না করে কাফেরকে মুসলমানদের উপর ক্ষমতাবান হওয়ার কোন পন্থা জানা নেই।

উত্তর : তার উত্তর হাদিস দিচ্ছে- كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّ عَلَيْكُمْ যে রূপ তোমরা হবে অনুরূপ শাসক তোমাদের উপর প্রেরণ করা হবে।

প্রশ্ন : হুযূর! যা কিছু হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তো মুসলমান। তাদের বিজয় ইসলামের বিজয়, তাদের পরাজয় ইসলামের পরাজয়। অথচ এটি প্রমাণিত যে, الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى অতএব মুসলমানের কখনো পরাজয় না হওয়া উচিৎ?

উত্তর : ইসলামের কখনো পরাজয় হবেনা। মুসলমান পরাজয় হবে। মুসলমানের পরাজয় দ্বারা ইসলামের পরাজয় নয়। ইসলাম যখনই পরাজিত হয় কাফেরদের দলিল মুসলমানদের দলিলের উপর জয়ী হয়। حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ তাদের দলিল পরাস্ত/পরাজিত। (অতঃপর বলেন) হাদিসে আছে, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে একটি মাছির পলক বরাবর হতো তাহলে এক ঢুক ও তা থেকে কাফেরকে দিতেন না। তুচ্ছ বস্তু তুচ্ছ ব্যক্তিদের দেয়া হয়েছে। যখন থেকে তৈরী করেছেন কখনো সে দিকে দৃষ্টি দেন নাই। পৃথিবীর রূহানিয়ত আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে থাকে। কাকুতি-মিনতি করে ও বলে, হে আমার প্রভু! আপনি আমার উপর কেন অসন্তুষ্ট। অনেক দিন পর এরশাদ হয় চুপ থাক হে দুষ্ট। সূরা যুখরাফ এ বর্ণিত হচ্ছে, "অন্ধ বলবে, এ কুফুরী ই হক নতুবা আমরা কাফেরদের জন্য তাদের ঘরের ছাদ ও সিঁড়ি রূপার বানিয়ে দিতাম এবং তাদের ঘরের দরজা ও তক্তা স্বর্ণের-"

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ

أَبْوَٰبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا

مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْـَٔاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

কেবল মাত্র এ কারণেই কাফেরদেরকে দুনিয়া অনেক দিয়েছে এবং আমাদেরকে অল্প দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আপনার আলেম এটি বলছেন, যদি সমস্ত দুনিয়া তাদের দেয়া হতো এবং আমরা কোন না পেতাম তাহলে জানি না কি হতো। (অতঃপর বলেন) স্বর্ণ, রূপা, খোদার শত্রু। যে সব লোক দুনিয়াতে স্বর্ণ রূপাকে ভালবাসে কিয়ামতের দিন আহবান করা হবে, কোথায় ঐসব লোক যারা খোদার শত্রুর সাথে ভালবাসা রাখতো। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াকে নিজ মাহবুব তেকে এমন দূরে রাখবেন যেভাবে তুলনাহীন রোগাক্রান্ত শিশুকে তার ক্ষতিকর জিনিসসমূহ থেকে মা দূরে রাখেন।

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ عَجُولًا ﴿١١﴾

-মানুষ মৌখিকভাবে অমঙ্গল কামনা করছে যেভাবে নিজের জন্য মঙ্গল কামনা করে। আল্লাহ জানেন তাতে কি পরিমাণ ক্ষতি আছে। এ ব্যক্তি প্রার্থনা করছে আর তিনি দিচ্ছেন না।

(অতঃপর বলেন) এরশাদ হচ্ছে-

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَـٰدِ ﴿١٩٦﴾ مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ

جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

-আপনাকে যেন ধোকায় না পেলে কাফেরদের শহরে বিচরণ, স্বল্প দিনের উপভোগ মাত্র। অতঃপর তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা কতইনা নিকৃষ্ট ঠিকানা।

প্রশ্ন : প্রস্রাবের নালীতে যদি সিরিঞ্জ লাগানো হয় যে, পানি পিছকারী/সিরিঞ্জে ফিরে আসে তা পবিত্র কি না?

উত্তর : নাপাক এবং অজু ভঙ্গকারী।

সংকলক : আ'লা হযরত কেবলার ক্ষিপ্র স্বভাবের আলোচনা হচ্ছিল। জনৈক বন্ধু আরজ করে এক তো ক্ষিপ্র স্বভাব দ্বিতীয়ত: জ্ঞানের উষ্ণতা। এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, হাদিসে আছে-

اَلْحِدَّةُ تَعْتَرِي قُرَّاءَ أُمَّتِي لِعِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي أَجْوَافِهِمْ

হাদিসের পরিভাষায়- قُرَّاءُ আলেমদেরকে বলে। অর্থাৎ আমার উম্মতের জ্ঞানীদের উষ্ণতা আসবে। তাদের অন্তরে কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে।

প্রশ্ন : হুযূর! বলি খেলা/কুস্তি বৈধ কী অবৈধ?

উত্তর : কুস্তি বর্তমানে যেভাবে হচ্ছে প্রশংসিত নয়। তাতে দেহের প্রতিপালন হয়। ব্যাপক জন সমাবেশে হয়। যদি তার কারণে নামাযে পাবন্দী করতে না পারে অথবা সতর খুলে যায় তাহলে হারাম। হ্যাঁ, যদি বিশেষ সমাবেশ হয়, নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ ঘরে, নামাযের পাবন্দীর সাথে সতর না খুলে হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। হযরত বাহাউল হক ওয়াদদ্বীন খাজা নকশবন্দ বুখারায় হযরত আমির কুলাল-এর খ্যাতি শুনে খেদমতে উপস্থিত হন। তাঁকে দেখেন ঘরের ভেতর বিশেষ লোকদের সমাবেশে। তথায় বলি খেলা হচ্ছে। হযরত আমির কুলাল ও উপস্থিত এবং বলি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত খাজা নকশবন্দ বিখ্যাত আলেম, শরীয়তের নিতান্ত অনুগামী। তাঁর অন্তর কোন কিছুই পছন্দ করেন নাই অথচ অবৈধ কোন বিষয় ছিল না। এই আশংকা আসার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা এসে গেল। দেখতে পান হাশর ময়দান অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ও বেহেশতের মধ্যে একটি কাদার সাগর প্রতিবন্ধক হয়েছে। এ তা পার হতে চাচ্ছেন। সাগরে অবতরণ করেছেন যতই ঝোর দিচ্ছেন তলিয়ে যাচ্ছেন অবশেষে বগল পর্যন্ত তলিয়ে যান। এখন খুবই চিন্তায় পড়ে যান কি করতে হবে। ইতিমধ্যে দেখেন হযরত আমির কুলাল তরশীফ এনেছেন এবং এক হাতে বের করে সমুদ্রের ওপার করে দেন। তার চোখ খুলে যায়। হযরত আমির কুলালের কাছে কিছু জানতে চাওয়ার আগে আমির কুলাল বলেন, আমি যদি কুস্তি লড়াই না করি তাহলে এ শক্তি কোথা থেকে আসতো? এটি শুনা মাত্র আমি পদতলে লুটিয়ে পড়ি এবং বায়আত করি। (অতঃপর আত্ম গরিমা চুর্ণ করা প্রসঙ্গে বলেন) ইমাম দাউদ তায়ী ইমাম আজম-এর ছাত্র ছিলেন। ইমাম যখন দেখতে পান তাঁর দুনিয়ার প্রতি তেমন কোন মোহ নেই, তাকে সব ছাত্র থেকে পৃথক করত: পড়াতে শুরু করেন। একদিন নির্জনে বলেন, হে দাউদ! অস্ত্র প্রস্তুত করেছ, উদ্দেশ্য কোন দিন অর্জন করবে? এক বছর শিক্ষা গ্রহণে উপস্থিত ছিলেন। অনেক সাধনা করেছেন। ছাত্ররা পরস্পর চর্চা করতো, তাঁর সূর্যের চাইতে অধিক উজ্জল ধারণা ছিলো।

আত্মা বলতে চাইতো তবে তিনি নিরব ছিলেন। মোটকথা পূর্ণ এক বছর নিরব ছিলেন। যখন তার পিতা ইন্তেকাল করেন তখন আশি দিরহাম এবং একটি ঘর উত্তরাধিকার সূত্রে পেল। উক্ত দেরহামগুলো গোটা জীবনের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি ঘরের একটি দরজায় বসতেন যখন তা পতিত হয়ে যায় দ্বিতীয় দরজায় বসা শুরু করেন। যখন তা বসার উপযোগী রইলনা তখন অন্য দিকে তার প্রাণ পাখি উড়ে যায়। অপরদিকে কিছু অলি স্বপ্ন দেখেন, দাউদ তায়ী অত্যন্ত আনন্দের সাথে দৌড়ে দৌড়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁরা তাঁকে কখনো এ অবস্থায় দেখেন নাই। জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো? কেন দৌড়ছেন? বলেন, এই মাত্র কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছি। খবর পেলেন, ঐটি ছিল ইন্তেকালের সময়- اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (অতঃপর বলেন) মুসলমান আজীবন যতই বিপদ আপদে থাকে না কেন স্বর্গের একটু হাওয়া দেবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন তুমি দুনিয়াতে কি রূপ কষ্ট সহ্য করেছ? বলবে, আল্লাহর শপথ কোন কষ্ট পাই নাই। কাফেরদেরকে হাজার বছর পর্যন্ত নি'মত ও স্বাচ্ছন্দে রাখা হবে, কোন ধরনের কষ্ট পৌঁছানো হবে না, গরম হাওয়াও লাগবে না। কবরে জাহান্নামের এক ঝলক দেয়া হবে। বলবে আল্লাহর শপথ, দুনিয়াতে আমার কোন আরামই পৌঁছে নাই। (অতঃপর বলেন)-

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

নি'মত ও মহান রাজ্য দেন। দুনিয়ার ক্ষুদ্র একটি কষ্ট ও বিবেক সহ্য করে না। মহান রাজ্য দুনিয়ার আরামের স্বল্প উপভোগের পরিবর্তে ছেড়ে দেয়া হবে, তবে আত্মা তার বিপরীত পছন্দ করে না-

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴿٣٧﴾ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

মানুষ নিজ পদতলে দেখে, সামনের দিকে দৃষ্টি দেয় না। এখানকার আরামকে আরাম মনে করে, কষ্টকে কষ্ট। এখানকার অনেক কষ্ট তথাকার আরাম। (অতঃপর বলেন) আমার সম্মানিত পিতার খালাত ভাই আলিফ নামধারী 'বা' জানতেন না। এখানে একজন লোক সুফির বেশ ধরেছে। তার কাছে যাতায়াত বেশী ছিলো। তারা প্রাধান্য দিয়ে বসল (সুফিবাদকে) আমার পনের ষোল বছর বয়স ছিলো। আমি তাদের হাদিস শুনাতাম ও বুঝাতাম যে, আহলে সুন্নাতের মাযহাব এই যে, প্রাধান্য দেয়া বাতিল। তারা তা মানত না। আফিং এর অভ্যস্ত

ছিলেন, যখন হজ্বে গমণ করেছেন। মদিনা তৈয়বা পৌঁছতে তিন মনজিল বাকী আছে আফিঙের ডিব্বা বের করেন, খেতে চাইলেন, হঠাৎ দেহে কম্পন শুরু হলো এবং বলেন হুযূরের সামনেও কী খাব? হাতে নিক্ষেপ করেন। হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করে পনের দিন জীবিত ছিলেন। রাস্তার মধ্যে আফিং খাওয়া ত্যাগ করেছেন। এটি (আফিং খাওয়া) ছিলো কু-কর্ম, তবে ঐ টি ছিলো মন্দ আকিদা। মন্দ আকিদা মন্দ আমল থেকে নিকৃষ্ট। মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন। আমার ভাইপো আমাকে বুঝাতেন। আমার বুঝে আসত না। এখন আমি বুঝেছি যে, তা সত্য ছিলো। তুমি সাক্ষী থাক। আমার উহাই আকিদা যা আহমদ রজার। আমি তাকে একবার স্বপ্নে দেখি। বলেছেন, তুমি আমাকে ঐ হাদিসটি বর্ণনা কর নাই। "যে দুনিয়ায় হাসে ওখানে ক্রন্দন করেন আর যে দুনিয়ায় ক্রন্দন করে ওখানে হাসে।" (অতঃপর বলেন) তিনটি জিনিস অত্যাবশ্যক খাদ্য যার দ্বারা বেঁচে থাকা যায়, কাপড় যা দ্বারা অঙ্গ আবৃত করা যায়, বাসস্থান যেখানে বিশ্রাম নেয়া যায়। তার জন্য হালাল সম্পদ অনেক পাওয়া যাবে। (অতঃপর বলেন) যখন আত্মা দুর্বল হয়ে যাবে রূহ ও কলব সবল হয়ে যাবে। আহার করো না, পূর্ণ আট দিন বসে থাকবে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না।

প্রশ্ন : হুযূর! এ কবিতার লাইনটি কী রূপ?

ارے یہ وہ ہیں عبدالقادر محبوب سبحانی ❁ کہ نابینا کو بینا چور کو ابدال کرتے ہیں

উত্তর : কোন অসুবিধা নেই। হুযূর কাফেরদের আওতাদ এবং আবদাল করে দিয়েছেন। অতঃপর বলেন, জনৈক ব্যক্তি পীর কামেলের সন্ধানে ছিলেন, অনেক চেষ্টা করেন তবে পীরে কামেল পান নাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴿٦٩﴾

-যারা আমার রাস্তায় প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদের পথ দেখাব। যারা বলে আমরা এত চেষ্টা করেছি, কিছুই হয় নাই মিথ্যুক। দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, لَنَهْدِيَنَّهُمْ প্রকৃত চেষ্টা করছে না। যা হোক তাঁর প্রচেষ্টা বাস্তবধর্মী ছিলো। যখন কাউকে পেলনা বাধ্য হয়ে এক রাত আরজ করেন, হে প্রভু! আপনার ইজ্জতের শপথ! আজ সকালের নামাযের পূর্বে যার সাক্ষাৎ পাব, তার হাতে বায়আত হব। সকালের নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। সর্ব প্রথম রাস্তায় একজন চোরের সাক্ষাৎ পেলেন, যে চুরি করে আসছিল। তিনি হাত ধরে

পেলেন জনাব! বায়আত করুন, সে অবাক হয়ে গেল। অনেক অস্বীকৃতি জানাল কিন্তু তিনি মেনে নেন নাই। অবশেষে সে অপারগ হয়ে বলে দেয় জনাব! আমি চোর। দেখুন- এগুলো চোরাই মাল যা আমার হাতে আছে। তিনি বলেন, আমি তো আমার প্রভুর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে আজ সকালের নামাযের পূর্বে যার প্রথম সাক্ষাৎ পাব তার কাছে বায়আত হব। ইতোমধ্যে হযরত সৈয়্যেদুনা খিজির আলাইহিস সালাম আগমন করেন এবং উক্ত চোরকে বেলায়তের মর্যাদাসমূহ প্রদান করেন, তৎক্ষণাৎ সমুদয় স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়ে আনেন। অলি করে দেন এবং খিজির থেকে বায়আত হন। তিনি তার থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। (অতঃপর বলেন) সত্য সন্ধানী কখনো রিক্ত হস্ত হয় না। পৃথিবীতে যে সব জিনিস সন্ধান করে তা দু'প্রকার। এক. যা আপনি অনু সন্ধান করবেন এবং তা পলায়ন করছে। দুই. যা নিজ অবস্থানে থাকবে, কোথাও পালিয়ে যাবে না। আপনার দিকে ও আসবে না। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, আমার দিকে এক বিঘত আসে আমি তার দিকে এক গজ এগিয়ে যাই, যে আমার দিকে দু'গজ আসে আমি তার প্রতি চার গজ এগিয়ে যাই, যে আমার দিকে ধীর গতিতে আসে আমি তার দিকে লম্ফ দিয়ে এগিয়ে যাই, যে আমার দিকে লাফ দিয়ে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (অতঃপর বলেন) হযরত সৈয়্যিদুনা শাহ আলে মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি মারহেরা শরীফের সাজ্জাদাহনশীন। একজন লোক সব সাজ্জাদাহনশীনদের প্রদক্ষিণ করত: অনেক প্রচেষ্টা ও সাধনা করত: হযরতের খেদমতে উপস্থিত হন। অভিযোগ করেন যে, এতবছর ধরে উদ্দেশ্য সাধনে প্রদক্ষিণ করছি। উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না। তিনি বলেন, থাম। খানকাহ শরীফের একটি কক্ষে থামার ব্যবস্থা করেন। খাদেমকে নির্দেশ দেন তাকে আহারের জন্য যেন মাছ দেয়া হয়। এক বিন্দু পানিও যেন দেয়া না হয়। আহার করার পর তৎক্ষণাৎ কক্ষ যেন বাইর থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়। খাদেম মাছ দিল। যখন সে খেয়ে পেলে তখনই দরজার কড়া বন্ধ করে দেয়া হয়। এখন সে ভেতর তেকে চেঁচা মেচি করছে। আকুতি জানাচ্ছে- 'আমাকে পানি দেয়া হোক'। তবে কে শুনে কার কথা। সকালে হুযূর নামাযের জন্য আসেন। খাদেম কক্ষ খোলেন। খুলার সাথে সাথেই পানিতে গিয়ে উপস্থিত। যতটুকু সম্ভব পানি ভালভাবে পান করেছে। নামায শেষে হযরত জিজ্ঞাসা করেন, ভাল আছ? আরজ করে, হুযূর! রাতে তো খাদেমরা মেরেই ফেলেছিলো। আমাকে এমন গরমে এক তো আহারের জন্য মাছ দেয়া হয় কিন্তু এক ফোঁটা পানিও

দেইনি। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় কক্ষে বন্ধি করে রাখে। বলেন, অতঃপর পানির চিন্তায় ছিলাম। যখন শয়ন করি পানি ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করি নাই। বলেন, সত্যিকার সন্ধানী একেই বলে। এ ধরণের অনুসন্ধান কখনো করেছ? যার অভিযোগ করছ। তা অনুসন্ধান/মুজাহিদা কিভাবে হয়? কলব স্বচ্ছ ছিলো। নফসের যে প্রতারণা ছিলো তড়িৎ খুলে গেছে। উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। তিনি নিজ নাম স্মরণকারীকে ধ্বংস করে না। (এ প্রসঙ্গে বলেন) সুলতান আলমগীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে জনৈক বহুরূপী সুফীর বেশ ধরে ধোঁকা দিয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুরষ্কার দিতে চাইলে সে বলে, খোদার মিথ্যা নাম নেয়ার দ্বারা আপনার মত মহান বাদশাহ আমার নিকট উপস্থিত হয়েছেন। সত্যি সত্যি আমি নাম নিলে তিনি আমাকে দয়া করবেন না কেন? (অতঃপর বলেন) এটিই হচ্ছে অর্থ হযরত জামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর এই কবিতার-

مشاب از عشق رو گرچہ مجازیست ❁ کہ آں بحر حقیقت کارسازیست

যে কারো সাদৃশ্য গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে ও তার দুলভূক্ত করে দেন।

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

সাদৃশ্য গ্রহণের এই হলো উপকারিতা। (অতঃপর বলেন) এটিই হচ্ছে আমাদের নামাজ রোজার অর্জন। কেবলমাত্র আসল নামাজীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ اِنْشَاءَ اللهُ تَعَالٰى مِنْهُمْ.

ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, ওয়াজদের ভান ধরলে ওয়াজদ সৃষ্টি হয়। সাদৃশ্য গ্রহণের পদ্ধতি হচ্ছে এই ওয়াজদের ছদ্মবেশ ধরতে ধরতে ওয়াজদ এসে যাবে। তবে মানুষের প্রশংসার নিয়ত যেন না থাকে। এটি রিয়া এবং হারাম। হাদিস শরীফে আছে-

لَا تَمَارَضُوْا فَتَمْرَضُوْا بِهٖ.

-রোগীর মত হও না প্রকৃত রোগী হয়ে যাবে।

অন্য হাদিসে আরো কঠোরভাবে এসেছে-

لَا تَمَارَضُوْا فَتَمْرَضُوْا فَتَمُوْتُوْا فَتَدْخُلُوْا النَّارَ.

-মিথ্যা রোগীর ভান ধরো না। সত্য রোগী হয়ে যাবে ও নরকে প্রবেশ করবে।

প্রশ্ন : হুযূর! তাহলে রোগীর ভান ধরা কবিরা গুণাহ?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি এটি বিশুদ্ধ হাদিস হয় তাহলে কবিরা গুণাহ হয়ে যাবে। কবিরা গুণাহের একটি সংজ্ঞা হচ্ছে– যার উপর বিশুদ্ধ হাদিসে অভিশাপ এসেছে অথবা ধমক এসেছে।

প্রশ্ন : সগিরাকে হালকা মনে করা কী কবিরা?

উত্তর : কোন কোন সময় সগিরাকে হালকা মনে করা কুফুরী হয়ে যাবে। যখন তা গুনাহ হওয়া দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় হয়। আলেমগণ বলেন, কেউ কোন গুণাহ করল এতে মানুষেরা বলে তাওবা কর। সে উত্তর দিল- چہ کردوام کہ توبہ کنم (কি এমন অপরাধ করেছি যে, তাওবা করব।) কুফরী। অনেক সাগিরা গুনাহ এমন যা পাপ হওয়া দ্বীনের জরুরী বিষয়। যেমন অপরিচিতা নারীকে স্পর্শ করা, অপ্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাকে চুমা দেয়া اللمم এর অন্তর্ভুক্ত। যদি হালাল মনে করে কাফের হয়ে যাবে। (অতঃপর বলেন) কোন গুনাহ সম্পর্কে ধারণা করল যে, এটি ছোট গুনাহ তৎক্ষণাৎ তা সগিরা থেকে কবিরা গুনাহ হয়ে গেল। আউলিয়ায়ে কেরাম বলেন, এ গুনাহকে অন্য গুনাহর সাথে তুলনা করেন, এটি উহা থেকে ছোট। এটি দেখেনা যে, গুনাহ কার করছে? যদি দেখত তাহলে এই পার্থক্য করত না।

প্রশ্ন : হুযূর! চাঁদ দেখার একটি দোয়া বর্ণিত আছে– أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا তার অর্থ কী?

উত্তর : দুনিয়াতে ঈমান কেবল মাত্র মঙ্গল, কুফর কেবলমাত্র অমঙ্গল। এ দু'টি ব্যতীত না কোন জিনিস কেবলমাত্র মঙ্গল না কেবলমাত্র অমঙ্গল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর চন্দ্র যখন উজ্বল হয় তখন অবাধ্য–পাপিষ্ট শয়তান জমিনে ছড়িয়ে পড়ে। তাই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নিজ ছেলেদেরকে বাঁধা দাও মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময়ে। অনেক লোক এ বিষয়কে বীরত্ব মনে করে যে, যখন মানুষের চলাচল বন্ধ তখন চলাফেরা করা, এটি মুর্খতা। হাদিস শরীফে আছে, যখন চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে বাইরে বের হও না। নির্জন ঘরে শুয়া কে মানুষ গৌরব মনে করে অথচ তাকেও নিষেধ করেছেন। এরপর কিছু অতীত লোকের ঘটনাবলীর আলোচনা হয়েছে এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছে হাদিসে আছে-

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

যে ব্যক্তি সকালে পড়বে সারা দিন বিষাক্ত স্বর্প থেকে নিরাপদ থাকবে যে সন্ধ্যায় পড়ে নেবে তা হলে সকাল পর্যন্ত।

প্রশ্ন : হুযূর! ফুটবল খেলা কেমন?

উত্তর : অনর্থক। যদিও হেদায়া গ্রন্থকার প্রত্যেক অনর্থককে হারাম লিখেছেন তবে বিশুদ্ধ হচ্ছে এই অনর্থক বাতিল। হাদিসে আছে-

كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلاَّ ثَلاَثٌ : اِنْتِضَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَأْدِيْبُكَ فَرَسَكَ وَمُلاَعَبَتُكَ أَهْلَكَ فَاِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

-মুসলমানের প্রত্যেক খেলা বাতিল তবে তিনটি ব্যতীত। ১. ঘোড় দৌড়। ২. শুটিং। ৩. নিজ স্ত্রীর সাথে খেলা ধুলা করা। কেননা এগুলো হক।

এটি উক্ত তিনটির অন্তর্ভূক্ত নয় তাই বাতিল। হুযূর এক ব্যক্তির দিকে মনোনিবেশ করতঃ মাসয়ালা এরশাদ করছিলেন আরেকজন এটি কে কদমবুচির মোক্ষম সুযোগ মনে করে কদমবুচি করেন। সাথে সাথেই চেহরার রং বিবর্ণ হয়ে যায় এবং এরশাদ করেন, এর দ্বারা আমি হৃদয়ে ভীষণ অশান্তি অনুভব করি। এমনিতে সর্বদা কদমবুচি অপছন্দনীয় তবে দু' অবস্থায় ভীষণ কষ্ট পাই এক. ঐ সময় যখন আমি অজিফা আদায় করতে থাকি, দুই. যখন আমি কর্ম ব্যস্ত। অলস অবস্থায় কদমবুচি করলে আমি তখন কিছু বলতে পারি না। (অতঃপর বলেন) আমি ভয় করছি খোদা ঐ দিন যেন না আনেন, মানুষের কদমবুচি দ্বারা আমি আনন্দ অনুভব করি। কদমবুচি না হলে আমি কষ্ট অনুভব করি। এটিই হচ্ছে ধ্বংস। (অতঃপর বলেন) সম্মান উহাতে যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন পূণ:. না করা হয়। যদিও অন্তর মেনে না নেয়। কোন মুসলমান এমন আছে যখন হুযূর ﷺ-এর পবিত্র নাম শুনে সিজদা করার ও মাথা নুয়ে দেয়ার জন্য যার মন চাইবে না। মহান আল্লাহর শপথ! যদি সিজদা করা হয় তাহলে মোস্তফা ﷺ না রাজ হবেন রাজি হবেন না। নতুবা আমাদের সিজদাও তার সম্মানের উপযুক্ত হতে পারে না। তাঁকে ফেরেশতারা সিজদা করেছেন, জিব্রাইল ও সিজদা করেছেন।

প্রশ্ন : হুযূর! জিব্রাইল عليه السلام ও কোন সময় সিজদা করেছিলেন?

উত্তর : সমস্ত ফেরেশতাদের সিজদা করার হুকুম ছিলো এবং এমন অকাট্য হুকুম যে, একজন তাঁদের দলভূক্ত ছিল সে মানে নাই তাকে চিরদিনের তরে অভিশপ্ত করে দেয়া হয়েছে। তাদের থেকে ও যে মানত না এ অবস্থা হতো তবে ফেরেশতাগণ তো নিষ্পাপ। আলেমগণ বলছেন, ফেরেশতাদের আদম

আলাইহিস সালাম-কে সিজদার যে হুকুম হয়েছিলো তা প্রকৃত পক্ষে হুযূর ﷺ-এর জন্য ছিলো। আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন কেবলা যেমন কা'বা কেবলা এবং সিজদা আল্লাহর উদ্দেশ্যে। (অতঃপর বলেন) যে ফযিলত দেয়া হয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে যেমন মৃতদের জীবিত করা, মাতৃগর্ভের অন্ধদের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়া, কুষ্ঠরোগীকে ভাল করা আরো অন্যান্য। এর ফল হলো এই তাঁর উম্মতরা তাঁকে খোদা এবং খোদার সন্তান বলতে শুরু করেন। কোন নবীর এমন ফজিলত আছে যা হুযূর ﷺ-এর ফযিলত পর্যন্ত পৌছতে পারে। বলা হয়েছে তোমাদের দ্বীন হচ্ছে এই- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ আবদুহু কে পূর্বে, 'রাসুলুহু' কে পরে আনা হয়েছে। 'আবদুহু' এর স্তর থেকে যেন বৃদ্ধি করা না হয়। হাদিসসমূহে কত জোড়ালোভাবে সিজদা নিষেধ করা হয়েছে। কোথাও বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা হারাম। কোথাও বলেছেন, আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। কোথাও বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যকে সিজদা করো না। এত সাবধানতার সাথে সিজদা হারাম করা হয়েছে নতুবা কি জানি কি হতো। (অতঃপর উক্ত ব্যক্তিকে বলেন) 'আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মন্দ থেকে রক্ষা করুন এবং নিরাপত্তার মধ্যে রাখুন' ক্ষমা করবেন। রাগের বশবর্তী হয়ে এ ধরনের শব্দ বের হয়েছে। আমি সত্যি বলছি যে, তা দ্বারা আমার এত অপছন্দ লাগে যে, মনে হয় তীর বক্ষে বিদ্ধ হয়ে পীঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : হুযূর! অধিকাংশ দোকানদার যখন কাউকে বাকীতে পণ্য বিক্রয় করে তখন নির্ধারিত মূল্যের চাইতে অধিক নেয়। এটি জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : কোন অসুবিধা নেই। সারকথা হলো উত্তমের পরিপন্থী।

প্রশ্ন : হুযূর! দশ আঙ্গুলের সাহায্যে গণনা ও হাদিস শরীফে এসেছে?

উত্তর : কোন নির্দিষ্ট পন্থা তার হাদিসে উল্লেখ নেই। অবশ্যই একটি হাদিসে বর্ণিত আছে-

وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ.

-আঙ্গুলের উপর আল্লাহ তায়ালার স্মরণ গণনা কর। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এরা উত্তর দেবে।

প্রশ্ন : হুযূর যাদুর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তন হয়ে যায় কিনা?

উত্তর : যাদুর মধ্যে মূল জিনিস একেবারে পরিবর্তন হয় না। ফেরাউনের যাদু সম্পর্কে বলা হয় যে,

سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ ﴿١١٦﴾

-মানুষের চোখের উপর যাদু করেছে এবং তাদের ভীত করে দিয়েছে।

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

মুসা আলাইহিস সালাম-এর চিন্তায় তাদের যাদু দ্বারা এ ধারণা জন্ম নিল যে, উক্ত রশি ও লাঠি সমূহ দৌড়ছে। সুলতান জাহাঙ্গীর মরহুম সুলতান আলমগীর রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর পিতামহর দরবারে একজন বাজিগর আসল এবং কতগুলো তামাশা দেখালো অতঃপর আরজ করে জনাব! আমার আকাশে যাওয়া প্রয়োজন। আসমানে আমার একজন শত্রু আছে। হেফাজতের জন্য স্ত্রীকে শাহী মহলে পাঠিয়ে দিন। যা হোক, স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে সুতার বান্ডিল বের করে আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে, এখন সে পাকানো রশিতে চড়ে আকাশের দিকে চলল, অবশেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর শোর গোলের আওয়াজ আসতে লাগল। একটি হাত এসে পড়ল। অতঃপর দ্বিতীয়টি, অতঃপর এক পা অতঃপর অন্য পা, অতঃপর মাথা এবং দেহ ও পৃথক হয়ে পতিত হয়। যার দ্বারা বুঝা গেল শত্রু বিজয়ী এবং এ পরাজিত। স্ত্রী যখন এই বার্তা শুনল মহল থেকে বেরিয়ে এল। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করে। অতঃপর খুব আগুন জালালো এবং এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ নিজেও জ্বলে ভস্ম হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখল, ঐ বাজিগর উক্ত রশির মাধ্যমে অবতরণ করছে। সে উপস্থিত হয়ে বাদশাহকে বলল, জনাবের আর্শীবাদে আমি শত্রুর উপর বিজয় লাভ করেছি। জনাব! এখন আমার স্ত্রীকে মহল থেকে ডেকে দিন। এখানে বাদশাহ নিজেও আশ্চর্য হয়ে যান। কোথায় বাজিগর এবং কোথায় স্ত্রী! এই মাত্র তো উভয়ই আগুনে জ্বলে গেছে। যখন সে দাবী করে তখন বাদশাহ সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। এই ছাই দেহের ভস্মীভূত অংশ বিশেষ। সে বলল, হুযূর! আমরা গরীবদের সাথে এ রূপ আচরণ করা হবে। আমার স্ত্রী মহলের মধ্যে আছে, আমি তো জনাবের কাছে সোপর্দ করে গিয়েছি। এখন বাদশাহ এবং সমস্ত সভাসদ অবাক যে, তাকে কি উত্তর দিবেন। সে বলল, যদি হুযূর অনুমতি দেন তাহলে আমি তাকে আহবান করে মহল থেকে বের করে আনব। বাদশাহর অনুমতি ক্রমে সে আহবান করে। তৎক্ষণাৎ উক্ত স্ত্রী মহল থেকে বেরিয়ে আসে।

প্রশ্ন : হুযূর! যদি উক্ত কু-কর্মে শয়তানের সাহায্য না হলে জায়েয আছে কী নাই?

উত্তর : কর্মসমূহ যা অন্তর সার শূণ্য যেমন বর্তমানে ধোকা বা জুয়া তামাশা করছে, তাতে ধোকাই আর ধোকা। আলেমগণ বলছেন, এটিও হারাম। তাতে প্রবঞ্চনা আছে, প্রবঞ্চনা দেয়া শরীয়ত পছন্দ করে না। হাদিসে আছে-

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

-ঐ ব্যক্তি আমার অন্তর্ভূক্ত নয় যে প্রবঞ্চনা দেয়।

হ্যাঁ, নাস্তিক হারবীর সাথে এ রূপ করতে পারে। জিম্মীর সাথে নয়। কেননা সে আমাদের নিরাপত্তা বলয়ে। لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا অনুরূপ মুস্তামিন তার জন্য একবছর পর্যন্ত জিম্মীর বিধান। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা আমাদের শরীয়তে জায়েয নেই।

প্রশ্ন : মু'জিযায় আসল পরিবর্তন হয় কিনা?

উত্তর : তাতে আলেমদের মতানৈক্য আছে যে, আসল পরিবর্তন অসম্ভব অথবা সম্ভব। যারা বলে অসম্ভব তাদের কাছে প্রথম রূপটি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং অন্য একটি রূপ মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে দেবেন। অতএব মু'জিযায় আসল পরিবর্তন হয় নাই। বরং আসল নবায়ন হয়েছে। যারা সম্ভব মানে তারা বলে, মু'জিযায় আসল পরিবর্তন হয় তবে তার উপর সকলের ঐক্যমত যে, মু'জিযা বাস্তবিক কাজ।

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾

তারা সকলই বানর হয়ে গেল। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরণের ব্যাখ্যা করা যে, তাদের বিবেকসমূহ বানরের বিবেকের মত হয়ে গেছে, ঐ লোকেরা করে যাদের বিবেক বানরের বিবেকের মত হয়ে গেছে। তাদের অন্তরে কুরআনের নসের সম্মান নেই। যতসব লোক গোমরাহ হয়েছে সকলই এই পদ্ধতিতেই হয়েছে। তারা নসের অপব্যাখ্যা করা শুরু করেছে। যে সব নস তাদের ভুল বিবেক অনুযায়ী হয় ঐ গুলো ভালো যে গুলো সামান্য বিপরীত হয় তৎক্ষণাৎ অপব্যাখ্যা করে দেয়। (অতঃপর বলেন) তাদের বিবেকসমূহ বানরের বিবেকের চাইতে নিকৃষ্ট। বানরের অন্তরে কুরআনের প্রতি সম্মানবোধ আছে। একদা নন্না মিঞা (আ'লা হযরতের আপন সহোদর ভাই) নিজ ঘরের ছাদে কুরআন আজিম পড়ছিলেন, সামনের প্রান্তে এক বানর উপবিষ্ট ছিলো। ইনি

উঠে কোন একটি কাজে যান। বানর দৌঁড়িয়ে সামনের দেয়াল অতিক্রম করে এবং তা পার হতে চায়। যখনই কুরআনে আজিমের সামনা সামনি আসে কুরআন কে সিজদা করে এবং নিজ গন্তব্যে চলে যায়। (অতঃপর বলেন) আমি বানরকে কিয়াম করতে দেখেছি। আমি আমার পুরাতন ঘর যাতে আমার মরহুম মেঝ ভাই থাকতেন মিলাদ শরীফ পড়ছি একটি বানর সামনের দেয়ালে চুপি সারে আদব সহকারে উপবিষ্ট হয়ে শুনছিলো। যখন কিয়ামের সময় হলো আদব সহকারে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর আমরা বসলে সেও বসে যায়। তা ছিলো বানর ওয়াহাবী ছিল না। হাদিসে আছে-

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ مُرَدَّةُ الْجِنِّ وَالإِنْسِ.

-কোন জিনিস এমন নেই যে আমাকে আল্লাহর রাসূল জানেনা অবাধ্য দানব ও মানব বতীত।

(অতঃপর বলেন) তিনি তো তিনি তাঁর গোলামদের কথা এভাবে মানে যে, বাধ্যগত গোলাম এ রূপ মানে না। হযরত সৈয়্যিদ ইবনে মসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শীর্ষ স্থানীয় অলি ছিলেন। نَفَعَنَا اللهُ تَعَالَى بِبَرَكَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ তিনি জঙ্গলে থাকতেন। জনৈক ব্যক্তি একটি গরু মান্নত করে, যখন তা খুব মোটা তাজা হয় তখন তাকে নিয়ে হযরতের খেদমতে চলে। খুবই হৃষ্ট পুষ্ট ছিলো। রাস্তার মধ্যে হারিয়ে যায়, অনেক খুঁজা খুঁজির পরও পাওয়া যায় নাই। অবশেষে নৈরাশ হয়ে ফিরে আসে। অপর একজন ব্যক্তি তার কাছে ছিল একটি মাত্র গরু, ক্ষেত করা সহ যাবতীয় কাজ তার দ্বারা করা হতো। অত্যন্ত কৃশকায় ও দুর্বল হয়ে গেছে নিয়ে উপস্থিত হয়। আরজ করে, জনাব! আমার জীবিকার মাধ্যম এই একমাত্র গরুটি। দোয়া করুন, এটি নিতান্ত দুর্বল, তাতে যেন শক্তি এসে যায়। তাঁর কাছে কয়েকটি বাঘ বসা ছিলো। একটিকে ইঙ্গিত করলেন, সে গেল এবং উক্ত গরুটিকে শিকার করে এবং কিছু আহার করে। অতঃপর অন্যটিকে ইঙ্গিত করেন সেটিও গেল ও কিছু খেল এভাবে সকলেই ভক্ষণ করে অবশেষে গরুটি শেষ হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি মনে মনে বলতে লাগল, আমি ভাল দোয়ার জন্য এসেছি। আমার দুর্বল গরুটিও হাত ছাড়া হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর একটি মোটা তাজা গরু আসে যা ঐ ব্যক্তি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো, সামনে এসে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি বলেন, এটি নিয়ে যাও ঐটির পরিবর্তে। সে তো নিল তবে মনে মনে এ শংকা বিরাজ করছিলো যে, এই বাঘগুলো হযরতের সামনে উপবিষ্ট অথচ হযরতের সামনে তো কিছু করছে না।

এখান থেকে প্রস্থান করলে আমাকে এবং গাভীটিকে খেয়ে ফেলবে। তাঁর সাথে সাথেই উক্ত ব্যক্তির আশংকার উপর অবগতি হয়ে গেল। কেনই বা হবে না? তিনি এ সত্ত্বাকে জানেন যার কাছে কোন কিছু গোপন নেই। বলেন, বাঘকে ভয় করছ? এখন তার মনে শংকা হয় জানি না এটি কার গরু? কেউ জিজ্ঞাসা করলে কি বলব? তিনি স্বয়ং বলেন, তোমাকে কেউ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেনা। একটি বাঘকে ইঙ্গিত করেন, এটি তার সাথে কুকুরের মত চলতে লাগে। তাকে এবং তার গরুকে রক্ষা করে। জনবসতির কাছাকাছি এসে উক্ত বাঘ ফিরে যায়। (এ প্রসঙ্গে বলেন) একজন বিশিষ্ট অলির খেদমতে দু'জন আলেম উপস্থিত হন। তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন। তাজবীদের কিছু মুস্তাহাব নীতিমালা আদায় হয় নাই। তাঁদের অন্তরে শংকা হলো, একি সত্যিকার ওলি! তাঁর তাজবীদ ও রপ্ত নেই। ঐ সময় জনাব কিছু বলেন নাই। ঘরের সামনে একটি নদী প্রবাহিত ছিলো। এই দু'জন গোসল করার জন্য সেখানে যান। কাপড় খুলে তীরে রাখেন ও গোসল করতে লাগেন। ইতোমধ্যে একটি ভয়ংকর বাঘ আসে এবং সব কাপড় একত্রিত করে ঐ গুলোর উপর বসে যায়। এ দু'জন নেংটি পরিহিত ছিলেন। এখন কিভাবে উঠবেন, আলেমের সম্মানের সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেল জনাব বলেন, ভাইরা! আমার মেহমানরা ভোরে এসেছেন। তারা কোথায় গেলেন? জনৈক ব্যক্তি বলেন, তাঁরা তো এই অবস্থায়। তিনি পদার্পন করেন ও বাঘের কান ধরে চড় লাগিয়ে দেন। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তিনি সেদিকে ও চড় মারেন, সে ঐ দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তিনি বলেন, আমি কি বলি নাই আমার মেহমানদের উৎপীড়ন না করতে, যাও, চলে যাও। বাঘ উঠে প্রস্থান করলো। অতঃপর এ দুই বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা মুখ সংযত করেছে এবং আমি অন্তর সংযত করেছি। এছিলো তাদের আশংকার উত্তর।

প্রশ্ন : মন্দিরে নামায পড়া কেমন?

উত্তর : যদি তা কাফেরদের দখলে থাকে তাহলে মাকরুহ ও নিষেধ। কেননা তা শয়তানের ঠিকানা। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরে যাওয়াও তো নাজায়েয? একদা যোহরের নামাযের পর বাইরে অবস্থান করছেন। মুহতারাম মৌলভী চৌধুরী আবদুল হামিদ খান সাহেব সাহাওয়ার প্রধান (কনজুল আখেরাত'র গ্রন্থকার)ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে এরশাদ করেন, এই বার আমার পূর্ণ ৩৪ চৌত্রিশ দিন জ্বর ছিলো। কোন সময় কম হয় নাই। তিনি আরজ করেন, হুযূর! শীত জ্বরও কি আসতো? এ প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়, শীতজ্বর, প্লেগ, মহামারী, অন্ধত্ব, এক

চোখা, শ্বেত কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ বিষয়ে নবী করিম ﷺ-এর সাথে আমার ওয়াদা হয়েছে যে, এই রোগগুলো আমার হবে না। উক্ত বিষয়ে আমার ঈমান আছে। (অতঃপর বলেন) এ বিষয়ে ও ভয় হচ্ছে যে, কোন রোগ না হওয়ার। আল্লাহর ফজলে জ্বর, মাথা ব্যথা, কোমর ব্যথা অধিকাংশ থাকে। একদা কোমরে ভীষণ ব্যথা হয়েছে। তার প্রভাব মাংস পেশীর উপর পড়েছে যে, হাত সোজা হচ্ছিলনা। (অতঃপর বলেন) জ্বর, মাথা ব্যথা, বরকতময় রোগ নবীগণ আলাইহিমুস সালামের হতো। জনৈক ওলির মাথা ব্যথা হয়। সারা রাত নফল ইবাদতে কাটিয়ে দেন। এই শোকর করার জন্য যে, আমাকে ঐ রোগ দিয়েছে যা সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালামদের হতো। আর এখানকার অবস্থা হলো কখনো মাথা ব্যথা হলে চেষ্টা করা হয় প্রথম সময়ে এশার নামায থেকে অবসর নিতে। একজনের চেহারায় ঝলসানো রোগ হয়। সে উপস্থিত হয়ে হুযূরের কাছে উত্তম দোয়ার প্রার্থনা করেন। এরশাদ করেন, লৌহের পাট্টায় সূরা যিলযাল শরীফ ক্ষুধাই করে নাও এবং তা দেখতে থাক।

প্রশ্ন : হুযূর! বিসমিল্লাহ শরীফ শুরু করার কোন বয়স শরীয়তে নির্ধারিত আছে কী?

উত্তর : শরীয়তের কোন কিছু নির্ধারিত নেই। হ্যাঁ, মাশায়েখ হযরাতের কাছে চার বছর চার মাস চার দিন নির্ধারিত আছে। হযরত খাজা কুতুবুল হক ওয়াদ্দীন বখতেয়ার কাকী رحمة الله عليه-এর বয়স যেদিন চার বছর চার মাস চার দিন হয় সেদিন 'বিসমিল্লাহ' শুরু করার অনুষ্ঠান নির্ধারিত হয়। মানুষদের দাওয়াত দেওয়া হয়। হযরত খাজা গরীব নওয়াজ رحمة الله عليه ও তশরীফ আনেন। বিসমিল্লাহ পড়ানোর মনস্থ করেন। এলাহাম হয় যে, থাম হামিদুদ্দীন নাগুরী আসছেন। তিনি পড়াবেন। এ দিকে নাগুরে কাজী হামিদুদ্দীন সাহেব رحمة الله عليه-এর এলহাম হয় যে, তাড়াতাড়ি যাও। আমার এক বান্দাকে বিসমিল্লাহ পড়াও। কাজি সাহেব তৎক্ষণাৎ আগমন করেন। তার উদ্দেশ্যে বলেন শাহজাদাহ! পড় বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। তিনি পড়েন أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ এবং প্রথম থেকে পনের পারা মুখস্থ শুনান। হযরত কাজী সাহেব এবং খাজা সাহেব বলেন, শাহজাদা! আরো পড়, তিনি বলেন, "আমি আমার মাতার গর্ভে এটুকু শুনেছি, তার ঐ পরিমাণ মুখস্থ ছিলো তা আমারও মুখস্থ হয়েছে।"

প্রশ্ন : হুযূর 'কাকী' হওয়ার কী কারণ?

উত্তর : 'কাক' নানরুটিকে বলে। একদা জনাব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন ঘরে কারো কাছে কোন খাবার ছিলো না। ঐ সময় আসমান থেকে তার জন্য রুটি এসেছিল। এতে 'কাকী' খ্যাতি লাভ করে। (অতঃপর বলেন) হযরত শাইখ ফরিদুল হক ওয়াদদ্বীন গঞ্জেশুকর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর একদা ভীষণ ক্ষিধা পেল। নফস ক্ষুর্ধাত ছিলো। ক্ষিধা, ক্ষিধা করছে। তাকে প্রবোধ দেয়ার জন্য কিছু পাথর উঠান ও মুখে দিতে দিতে প্রশান্তি ও প্রবোধ এসে গেল। যে পাথর মুখে দেন না কেন প্রবোধ এসে যায়। তাই তিনি গঞ্জেশুকর খ্যাতি লাভ করেন। হযরত মাহবুবে এলাহীর উপাধী 'যর বখ্স' হযরতের দানের এ অবস্থা ছিলো যে, বাদশাহর কাছ থেকে ট্রে ভর্তি মূল্যবান মুক্তা এনে তাঁর কাছে রাখা হয়। একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরজ করেন- اَلْهَدَايَا مُشْتَرَكَةٌ 'উপঢৌকনে সকলের অংশ আছে'। তিনি এরশাদ করেন তুমি একা নিলে খুশি হবে? এ কথা বলে সব তাকে দিয়ে দেন। হযরত সৈয়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কাছে হারুনুর রশিদ ট্রে ভর্তি মুদ্রা পাঠান। একজন বলেন, اَلْهَدَايَا مُشْتَرَكَةٌ এরশাদ করেন এই দৃষ্টান্তটি ফলমূলের জন্য। যে উপঢৌকন ফল মূলের প্রেরণ করা হয় তা সমস্ত উপস্থিতদের মধ্যে সম বন্টিত হয়। এতদভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর নয়। এ ঘটনাদ্বয় লিপি বদ্ধ করে মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ আপত্তি করেন যে, উভয়ের উত্তর পরস্পর সামঞ্জস্যশীল নয়। আমি তার টীকায় এ উত্তর দিয়েছি যে, ইমাম আবু ইউসুফ শরীয়তের বিধানের স্থলে ছিলেন। তাঁর কর্ম সমূহ, বাণী সমূহ, অবস্থা সমূহ এমনকি তাঁর প্রতিটি অবস্থা দ্বারা দলিল পেশ করা হয়। ইনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন অবস্থানে। ইনার মর্যাদা ওনার মর্যাদা থেকে পৃথক। এটা অন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তবে তাঁর বিপরীত প্রতিটি কর্ম বরং তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদও দলিল হয়। তাঁর প্রতিটি অবস্থা বর্ণিত হয় ফিকহ গ্রন্থসমূহে। একদা তিনি 'ইওমুশ্ শক'-এ অর্থাৎ যেদিনে সন্দেহ হয় যে দিনটি রমজানের প্রথম তারিখ না শাবানের ত্রিশ তারিখ। তিনি দ্বি-প্রহরের সময় বাজারে আগমন করেন এবং বলেন, "রোজা খুলে দাও"। ঐ সময়ে তার অবস্থা বর্ণিত আছে, কালো ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। কালো পোশাক পরিহিত ছিলেন, কালো পাগড়ীধারী ছিলেন। মোট কথা- সাদা দাঁড়ি ব্যতীত কোন জিনিস সাদা ছিল না। এ থেকে এ মসয়ালা আবিষ্কার করা হয় যে, কালো পোশাক পরিধান করা জায়েয। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি রোজা

রেখেছেন কিনা? চুপে চুপে কানে কানে বলেন, أَنَا صَائِمٌ আমি রোজাদার। এ থেকে এ মসয়ালা উদ্ভাবিত হয় যে, মুফতি নিজেই يوم الشك -এ রোজা রাখবেন। সাধারণ মানুষকে রোজা না রাখার জন্য বলবেন। সারমর্ম হচ্ছে- তিনি উক্ত মনীষীদ্বয়ের মর্যাদাগত ও অবস্থানগত পার্থক্য করেন নাই। ওনি এটা বলেছেন, ইনি এটা বলেছেন। উভয়ের কথার মধ্যে যে রূপ পার্থক্য আছে মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য আছে।

প্রশ্ন : হযরত খিজির (আলাইহিস সালাম) নবী কিনা?

উত্তর : সংখ্যা গরিষ্টদের মতামত হচ্ছে এবং এটিই বিশুদ্ধ যে, তিনি নবী। জীবিত আছেন। সাগরের সেবা দায়িত্ব তাঁর। ইলিয়াছ (আলাইহিস সালাম) স্থলভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত। (অতঃপর বলেন) চারজন নবী জীবিত। তাঁদের কাছে প্রভুর অঙ্গীকার আসে নাই। এমনিতে প্রত্যেক নবী জীবিত।

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.

-নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন জমিনের উপর নবীদের দেহসমূহ ভক্ষণ করতে/ধ্বংস করতে। সুতরাং আল্লাহর নবী জীবিত। জীবিকা দেয়া হচ্ছে।

নবীগণের উপর এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা প্রতিফলনের জন্য মৃত্যু আসে। অতঃপর তাদের বাস্তব জীবন ও পার্থিব অনুভূতি দেয়া হয়। যা হোক উক্ত চার জন থেকে দু'জন আসমানের উপর এবং দু'জন জমিনের উপর। খিজির এবং ইলিয়াছ (আলাইহিস সালাম) জমিনের উপর। ইদ্রিস ও ঈসা (আলাইহিস সালাম) আসমানের উপর।

প্রশ্ন : হুযূর! তাঁদেরও মৃত্যু আসবে কী?

উত্তর : অবশ্যই। كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (অতঃপর বলেন) যখন আয়াত অবতীর্ণ হয়- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 'জমিনে যত কিছু আছে ধ্বংস হবে।' ফেরেশতারা আনন্দিত হন যে, আমরা বেঁচে গেলাম আমরা জমিনের উপর নই। যখন অপর আয়াত অবতীর্ণ হয়- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ফেরেশতারা বলেন, এখন আমরা ও গেলাম।

প্রশ্ন : হুযূর! ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম)-এর আসমানে যাওয়ার ঘটনা কী?

উত্তর : তাঁর ঘটনায় আলেমদের মতানৈক্য আছে। এটা তো ঈমান যে, তিনি আসমানে অবস্থান করছেন। কুরআনে আজিমে এরশাদ হচ্ছে-

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾

-আমি তাকে উঁচু স্থানে তুলে নিয়েছি।

কোন বর্ণনায় আছে যে, মৃত্যুর পর তিনি আসমানে গমন করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, একদিন তিনি প্রচন্ড রোদে কোথাও যাচ্ছিলেন। দুপুরের সময় ছিলো। তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। মনে করেন, যে ফেরেশতা রোদের দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁর উপর অনেক কষ্ট হবে। আরজ করেন, যে আল্লাহ তায়ালা। উক্ত ফেরেশতার উপর হালকা করুণ। তৎক্ষণাৎ দোয়া কবুল হয় এবং তাঁর উপর হালকা হয়ে যায়। উক্ত ফেরেশতা আরজ করেন, হে আল্লাহ তায়ালা! আমার উপর হালকা কার পক্ষ থেকে হয়েছে? এরশাদ করেন, আমার বান্দা ইদ্রিস তোমার উপর হালকার জন্য দোয়া করেন। আমি তার দোয়া কবুল করেছি। আরজ করেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি তাঁর কাছে যাব। অনুমতি ক্রমে উপস্থিত হন, সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেনএবং আরজ করেন, জনাবের কোন উদ্দেশ্য থাকলে এরশাদ করুণ। তিনি বলেন, "একবার আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাও"। আরজ করেন, "এটি আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে আজরাঈল মালাকুল মাউতের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে। তাকে আনছি, সম্ভবতঃ কোন ব্যবস্থা হতে পারে।" মোট কথা- আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) আসেন। তিনি তাঁকে বলেন। তিনি আরজ করেন, "হুযূর মৃত্যু ব্যতীত বেহেশতে যাওয়া হয় না।" তিনি বলেন, "রূহ কবজ করে নাও"। তিনি আল্লাহর নির্দেশে এক মুহূর্তের জন্য রূহ কবজ করেন এবং তৎক্ষণাৎ দেহে ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমাকে দোজখ ও বেহেশতে পরিভ্রমণ করান। হযরত আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) দোজখের উপর নিয়ে আসেন। জাহান্নামের স্তরসমূহ খোললেন। তিনি দেখা মাত্রই বেহুশ হয়ে যান। আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) সেখান থেকে নিয়ে আসেন। যখন হুঁশ ফিরে আসে আরজ করেন, "এ কষ্ট আপনি নিজ হাতেই গ্রহণ করেছেন"। অতঃপর বেহেশতে নিয়ে যান সেখানে পরিভ্রমণ করার পর আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) প্রস্থান করার জন্য আরজ করেন। তিনি খেয়াল করেন নাই। অতঃপর পুনঃ আরজ করেন, তিনি উত্তর দেন নাই। যখন তিনি পুন: আরজ করেন, তখন বলেন, এখন চলব কিভাবে? বেহেশতে এসে কি কেউ চলে যায়? আল্লাহ তায়ালা একটি ফেরেশতা উভয়ের মধ্যে মীমাংসার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এসে

প্রথমে হযরত আজরাঈল (আলাইহিস সালাম) থেকে সম্পূর্ণ ঘটনা শ্রবণ করেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন। আপনি প্রস্থান করছেন না কেন? তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ এবং আমি তো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি এবং বলেছেন- وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا "তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই জাহান্নাম পরিভ্রমণ করবে।" আমি জাহান্নামও পরিভ্রমণ করেছি। এবং বলছেন- وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ "এবং ঐ সব লোকেরা বেহেশত থেকে বের হবে না"। এখন আমি বেহেশতে এসেই গেছি। কেন যাব? আল্লাহর নির্দেশ হয়- আমার বান্দা ইদ্রিস সত্য, তাঁকে ছেড়ে দাও।

প্রশ্ন : হযরত খিজির আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ হুযূর ﷺ-এর সাথে প্রমাণ আছে কিনা?

উত্তর : সাক্ষাৎ প্রমাণিত সত্য। (অতঃপর বলেন) কোন নবীর হুযূর ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয় নাই। আদি অন্তের সব নবী-রাসূল হুযূর ﷺ-এর পিছনে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামাজ পড়েছেন। হযরত জামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

درآں مسجد امام انبیاء شد ✿ صف پیشیناں را پیشوا شد

نماز اسرار میں تھا یہی سر عیاں ہوں معنی اول آخر

کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت کے کر گئے تھے

অতঃপর বলেন, এখানে সমস্ত নবী রাসূলদের সাথে নামায পড়েছেন। এবং বায়তুল মামুরে সব নবী এবং উম্মতে মরহুমাও নামায পড়েছেন। কিছু মানুষ প্রথম কাতারে ছিলেন, কিছু দ্বিতীয় কাতারে, কিছু তৃতীয়তে এবং কিছু ঐ সব কাতারে ছিলো যেগুলো বায়তুল মামুরের বাইরে ছিলো। পার্থক্য মর্যাদায় ছিলো। তাদের মধ্যে কিছু লোকের কাপড় সাদা ছিলো। কিছু লোকের ময়লাযুক্ত। সাদা কাপড়ধারীরা হচ্ছেন সালেহীন আর ময়লা যুক্ত কাপড় পরিহিতরা হচ্ছেন আমাদের মত পাপীরা। সকলই বায়তুল মামুরে নামায পড়েছে।

প্রশ্ন : হুযূর! কিছু লোক তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলে ছেড়ে দেয় অতঃপর নিয়ত বাঁধে?

উত্তর : উচিৎ নয়। বরং কিছু লোক বীরদের মত ধাক্কা ও দেয়।

প্রশ্ন : হুযূর! মসজিদে দুর্গন্ধের সাথে না যাওয়া উচিৎ। যদি কেউ দুর্গন্ধ যুক্ত ঔষধ লাগায় তখন কী করবে?

উত্তর : চর্মরোগ ইত্যাদিতে যদি গন্ধক লাগায় তাহলে মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাফ। একজন লোক ফরায়েজ (সম্পত্তি বন্টন বিদ্যা)'র একটি ইস্তিফতা নিয়ে আসে। সৎ মা'র সন্তানগণ তরকা পাবে কি পাবে না? এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, এটি আশ্চার্য প্রশ্ন। এ রূপ প্রশ্ন এখনো পর্যন্ত আসেনি। প্রশ্নকর্তা এটা চায় যে, ধোঁকাপ্রাপ্ত হয়ে তার কথানুযায়ী লিখে দেয়া হবে। ঐ সময় প্রয়োজন হচ্ছে উত্তর খুঁজার আগে প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তখন ধোঁকায় পড়ার সম্ভবনা থাকে না। একদা একজন লোক আমার কাছে ফতোয়া জানতে আসেন যে, স্ত্রী একটি ঘর নিজ স্বামীর কাছে বিনিময় ব্যতীত বিক্রয় করেছে। এখন স্ত্রীর মৃত্যুর পর উক্ত ঘরটি তার পরিত্যক্ত সম্পদের অন্তর্ভূক্ত হবে কিনা? আমি বলি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফতোয়া দিতে পারব না যতক্ষণ না বিক্রয় চুক্তির অনুলিপি আনা হবে। সম্মানিত ফকিহগণ লিপিবদ্ধ করছেন যে, বিনিময় ব্যতীত বিক্রয় বাতিল। আমাদের এখানকার প্রথায় বিনিময় ব্যতীত বিক্রয়ের এই অর্থ যে, বিক্রয় হয়েছে তবে তার বিনিময় বাকী আদায় হয় নাই। আমি উক্ত প্রশ্নকারীকে বলি, বিনিময় ব্যতীত বিক্রয় হলে এ রূপই হবে। এর বিপরীত হতে পারে না। মোট কথা বিক্রয় চুক্তিপত্র দেখার ফলে জানা গেল এ রূপই ছিলো। সে উক্ত মসয়ালাটি শাহজাহানপুর নিয়ে গেছে এবং লিখে আনে যে, বিনিময় ব্যতীত বিক্রয় বাতিল। উক্ত ঘরটি উক্ত মহিলার পরিত্যক্ত সম্পদ। আমাকে এনে দেখাল। ছয় সাতটি অভিমতের শীলও ছিলো। (অতঃপর বলেন) হুযূর ﷺ-এর ক্ষমতা ছিলো চাই প্রকৃত অবস্থার উপর (হাকিকত) নির্দেশ দিক অথবা প্রকাশ্য বা বাহ্যিক অবস্থার উপর দিতেন। কোন কোন সময় অভ্যন্তরীন বিষয়েও হুকুম দিতেন। এক ব্যক্তিকে আনা হলো যে চুরি করেছে। তিনি বলেন, তাকে হত্যা করো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসুল সে চুরি করেছে। তিনি বলেন, তার হাত কর্তন কর। ডান হাত কাটা হয়। সে পুণঃ চুরি করেছে। বাম পা কাটা হয়, সে পুণঃ চুরি করে বাম হাত কাটা হয়। চতুর্থ বার চুরি করে ডান পা কাটা হয় পঞ্চম বার সে মুখে কিছু জিনিসে লুকিয়ে রেখেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক رضی اللہ عنہ তাকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ সত্য বলেছেন, اقتلوہ এটিই হচ্ছে তার ফল।

শত্রু ও হিংসুকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আমার এত বয়স অতীত হলো মানুষ আমার বিরোধীতা করতেই আছে। একদিকে কাফেরদের মানব বন্ধন, অন্যদিকে হিংসুকদের জমায়েত। কিছু লোক বলে, 'মজমুয়া আমাল' পরিপূর্ণ, সাইফিয়া ও মওজুদ। কোন আমল করেন? আমি বলি, যারা এ তরবারীসমূহ আমাকে দিয়েছেন তাদের হুকুম হচ্ছে এই তরবারী হাতে কখনো নিওনা, সর্বদা ঢাল দ্বারা কাজ কর। সুতরাং কখনো কারো উপর আক্রমণ করি নাই কেবল মাত্র একবার ব্যতীত। আমি করতে চেয়েছি হয় নাই। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় তোমার করা দ্বারা কিছু হবে না আমরা করতে পারি। (অতঃপর বলেন) তিনি স্বয়ং এমন সাহায্য করতেন নিজে ব্যবস্থাপনা করার প্রয়োজন হয় না। তখন আমার বয়স ১৯ বছর। তখন রামপুরে রেলগাড়ী ছিল না। গরুর গাড়ীর উপর আরোহণ করে গিয়েছি, সঙ্গে মহিলারা ও ছিলো। পতিমধ্যে সমুদ্র পড়েছে। গাড়ী ওয়ালা ভুল করে গরু গুলোকে তাতে হাঁকিয়ে দিল। তাতে দলদল ছিলো। গরুগুলো নামার সাথে সাথেই হাঁটু পর্যন্ত ধসে গেল। গাড়ীর অর্ধেক চাকাও ধসে গেল। গরু যত টানে ধসে যেতে থাকে। আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ি, সঙ্গে আছে মহিলা। নামতে পারছিনা যেহেতু দল দলে ধসে যাওয়ার আশংকা। এভাবে চিন্তায় ছিলাম। একজন বৃদ্ধ লোক নুরানী আকৃতির সাদা দাড়ি ওয়ালা না ইতোপূর্বে তাকে দেখেছি না তখন থেকে অদ্যাবধি দেখেছি- আগমন করেন এবং বলেন, কী হয়েছে? আমি সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করি। বলেন, এটি তো কোন ব্যাপারই নয়। গাড়ী ওয়ালাকে বলেন, হাঁকাও। সে বলে, কোন দিকে হাঁকাব। আপনি দেখছেন দললে (কাদায়) গাড়ী আটকে গেছে। আরে তুমি হাঁকাতে পারছনা? 'এদিকে হাঁকাও' এ কথা বলে চাকায় হাত লাগায়। তৎক্ষণাৎ গাড়ী কাদা থেকে বেরিয়ে এলো। (অতঃপর বলেন) এ ধরনের সাহায্য অনেক হয়েছে। প্রথমবারের হজ্বে মিনা শরীফের মসজিদে মাগরিবের সময় উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় আমি খুব বেশি অজিফা পড়তাম। এখন তো অনেক কমিয়ে ফেলেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি নিজ অবস্থা তা পাচ্ছি যে সর্ম্পকে সম্মানিত ফকিহগণ লিখেছেন, "এ রূপ ব্যক্তির সুন্নাত সমূহ ও মাফ।" তবে আলহামদু লিল্লাহ সুন্নাত সমূহ কখনো ত্যাগ করি নাই। অবশ্যই ঐ দিন থেকে নফল ত্যাগ করছি। যা হোক যখন সব লোক মসজিদ থেকে চলে গেছে তখন মসজিদের ভেতরের অংশে একজন লোক দেখতে পাই। কেবলামুখী হয়ে অজিফা পাঠে মগ্ন। আমি মসজিদের আঙ্গিনায় দরজার পাশে ছিলাম, তৃতীয় কোন ব্যক্তি মসজিদে ছিল না। হঠাৎ একটি গুঞ্জন মসজিদের ভেতরে উপলব্ধি

হলো যেন মৌমাছি গুঞ্জন করছে। হঠাৎ আমার অন্তরে এ হাদিসটি মনে পড়ল, 'আল্লাহ ওয়ালাদের অন্তরে এমন ধ্বনি বের হয় যেন মৌমাছি গুণগুণ করছে।' আমি অজিফা ত্যাগ করতঃ তাঁর দিকে যাই যে তাঁকে ক্ষমার দোয়ার জন্য প্রার্থনা করব। কখনো আমি কোন বুজর্গের কাছে আলহামদুলিল্লাহ পার্থিব হাজত নিয়ে গমণ করি নাই। যখনই গেছি তখন এই খেয়ালে গেছি যে, তাঁর কাছে ক্ষমার প্রার্থনা করব। মোটকথা- আমি তার দিকে দু'কদম চলেছি। ঐ বুজুর্গ আমার দিকে মুখ করে আসমানের দিকে হাত তুলে তিনবার বলেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِيْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِيْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَخِيْ هٰذَا আমি বুঝে ফেলেছি যে, বলছেন, আমি তোমার কাজ করে দিয়েছি। এখন তুমি আমার কাজে প্রতিবন্ধক হও না। আমি যেভাবে গেছি সেভাবে ফিরে এসেছি (অতঃপর বলেন) বেরীলিতে বশির উদ্দীন সাহেব নামক একজন মজযুব আখওয়ান্দজাদাই'র মসজিদে থাকতেন। যে কেউ তাঁর কাছে যেত কমপক্ষে পঞ্চাশবার গালি শুনাত। আমার তাঁর কাছে যাওয়ার প্রবল আগ্রহ হয়। আমার সম্মানিত পিতার নিষেধ হচ্ছে বাইরে কোন মানুষের সঙ্গ ছাড়া আমি যেন না যাই। একদিন রাত এগারটার সময় আমি একা তার কাছে গমন করি এবং বিছানায় গিয়ে বসে যাই। তিনি কক্ষে চৌকির উপর উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে গভীরভাবে পনের বিশ মিনিট পর্যন্ত দেখতে ছিলেন অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, শাহজাদা! তুমি মৌলভী রেজা আলী খান সাহেবের কী হও? আমি বলি, আমি তার নাতি। তৎক্ষণাৎ আমাকে ঝাপটে ধরে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যান এবং চৌকির দিকে ইঙ্গিত করতঃ বলেন, এখানে বসুন। জিজ্ঞাসা করেন, কি মুকাদ্দমার জন্য এসেছ? আমি বলি, মুকাদ্দমা তো আছেই তবে আমি তার জন্য আসিনি। আমি কেবলমাত্র ক্ষমার দোয়ার জন্য এসেছি। প্রায় আধ ঘন্টা পর্যন্ত বলতেছিলেন, আল্লাহ দয়া করুন, আল্লাহ রহম করুন। এরপর আমার মেঝভাই (মৌলভী হাসান রেজা খান সাহেব মরহুম) তাঁর কাছে মুকাদ্দমার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন। তাকে নিজেই জিজ্ঞাসা করেন, কি মুকাদ্দমার জন্য এসেছ? তিনি আরজ করেন, জী, হ্যাঁ। বলেন, মৌলভী সাহেবকে বল, কুরআন শরীফে এটিও আছে- نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ অতঃপর দ্বিতীয় দিনেই মুকাদ্দমায় বিজয়ী হয়।

প্রশ্ন : ইমামের দ্বিতীয় রাকাতে স্মরণ হয় যে, আমি অজুবিহীন তিনি অজু বিহীন নামাজ শেষ করেন, কাফের হবেন কিনা?

উত্তর : যদি মানুষকে লজ্জা করে তিনি অজু না করেন তাহলে কুফুরী হবে না। হারাম ও কবিরা গুনাহে জড়িত হবেন। মায়াজাল্লাহ যদি তুচ্ছ করে এরূপ করেন মুসলমানদের থেকে এ রূপ কল্পনা করা যায় না তাহলে অবশ্যই কুফুরী হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : নেসাবের মালিক যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ককে করা হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর : দিতে হবে না। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়।

প্রশ্ন : 'মালিকানা' কিভাবে করা হবে?

উত্তর : হয়ত কিছু দেবে এবং মুখে বলবে আমি তোমাকে এটি দিয়ে ফেলেছি অথবা ইঙ্গিত সূচক মালিকানা পাওয়া যাবে। যেমন কিছু দিয়েছে এবং দানের নিয়ত করেছে এবং বুঝে নিল যে, মালীক করে দিয়েছে তাহলে দান শুদ্ধ হয়ে যাবে। পরস্পর আদান প্রদান দ্বারা বিক্রয় হয়ে যায়। দান অন্য জিনিস। (অতঃপর বলেন) মহিলাদের স্বর্ণ অলংকার তৈরী করে দেয় যদি সাধারণ প্রথায় সেখানে মালিক করে দেয়া বুঝায়, তাহলে মহিলা মালিক হয়ে যাবে। যদি প্রথা ঐ রূপ না হয় অথবা ভিন্ন হয় তাহলে হবে না।

প্রশ্ন : অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি মাল বিক্রয় করে, তাহলে বিক্রয় হবে কিনা?

উত্তর : অভিভাবকের অনুমতির উপর নির্ভর করবে। শর্ত হচ্ছে- বাজার মূল্যে বিক্রয় করা। এমন কম মূল্যে বিক্রয় করা যা দ্বারা মানুষ প্রতারিত হবে- গ্রহণ যোগ্য নয়।

সংকলক : কতিপয় আলেম খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হুযূর তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন সেটি কোন দান যা অপ্রাপ্ত বয়স্ক করেছে অভিভাবকের অনুমতি নেই বরং নিষেধ আছে দান শুদ্ধ হবে অথচ অভিভাবকের অনুমতি ক্রমে ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের দান শুদ্ধ হয় না। সকলই নিরব রইলেন এবং আরজ করেন হুযূর। আপনিই এরশাদ করুণ। তিনি বলেন, সেটি পূণ্যের দান যা হ্রাস পায় না বরং বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন : হুযূর! উক্ত পূণ্যের দাতাও কী পূণ্য পাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, তাতে কারো মতানৈক্য নেই। মতানৈক্য উহাতে আছে যে, যদি ঐ পূণ্য কয়েকজন মানুষকে দান করা হয় তাহলে তা ভাগ হয়ে পৌঁছবে না ঐ পরিমাণ সকলের কাছে পৌঁছবে। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে এই- ঐ পরিমাণ সকলের কাছে পৌঁছবে। ওয়াহাবীরা লিখেছে, এ তো প্রতিনিধিত্ব করা অর্থাৎ দানকারী

তার পক্ষ থেকে এ আমল করেছে, এখন তার জন্য কোন পূণ্য নেই। মু'তাজিলা সাধারণভাবে পৌছাকে অস্বীকার করছে।

প্রশ্ন : ইলমে মানতিক থেকে ইলমে বয়ান উত্তম কিনা?

উত্তর : দার্শনিকদের তৈরি মানতিক থেকে তো উত্তমই।

প্রশ্ন : হুযূর! শরীয়তের মানতিক?

উত্তর : হ্যাঁ, শরীয়তের মানতিক নিঃসন্দেহে ইলমে বয়ান থেকে উত্তম।

প্রশ্ন : তার পরিচয় কী?

উত্তর : তা এমন এক বিদ্যা যার অনুসরণে কুফুরীর ভূল থেকে বাঁচতে পারে।

প্রশ্ন : হুযূর! তার জ্ঞানী ও হয়েছে?

উত্তর : সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যেও ছিলো যা দ্বারা তারা কুফুরী ভূল থেকে রক্ষা পেত অথচ দার্শনিকদের মানতিক ঐ সময় ছিল না। এরপর মুজতাহিদ ইমামগণ কোন মানতিক জানত না।

প্রশ্ন : জাহেরী উলামাদের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন?

উত্তর : আমি যার কথা বলব আপনি বলবেন, তিনি বাতেনী আলেম ছিলেন। শরীয়তের মানতিক একটি জ্যোতির নাম যাকে আল্লাহ তায়ালা দান করেন। আপনি চান যে, অন্ধকারবাসীদের মধ্যে এমন কে আছে। আমি অন্ধকারবাসীদের মধ্যে কাকে দেখব যিনি জ্যোতির্ময় হবে।

প্রশ্ন : প্রকাশ্য আলেমদের মধ্যে কেউ এমন গেছেন কি না?

উত্তর : আমি যার নাম বলব আপনি বলবেন, ইনি বাতেনি আলেম ছিলেন, শরীয়তের মানতিক একটি জ্যোতির নাম যাকে আল্লাহ তায়ালা দান করেন। আপনি চান যে, অন্ধকারবাসীদের মধ্যে এমন কে আছে? আমি অন্ধকারবাসীদের মধ্যে কাকে দেখাব যিনি জ্যোতিময় হয়েছেন।

প্রশ্ন : ইলমে জাহেরী তা কোন্ প্রকারে ইলম?

উত্তর : তা হচ্ছে- ইলমে উসূলে ফিকহ ও হাদিস এবং বাকী এই সব মানতিক ও দর্শন তো অতিরিক্ত। হযরত মাওলানা রুমী رحمة الله عليه বলেন-

چند خوانی حکمت یونانیاں ❁ حکمت ایمانیاں را ہم بخواں

پائے استدلالیاں چوبیں بود ❁ پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود

گر بہ استدلال کار دیں بدے ❁ فخر رازی راز دار دیں بدے

(অতঃপর বলেন) দলিলের উপর নির্ভরশীল দুটি বিষয়ের দিকে নিয়ে যায় হয়তঃ হতবাক হওয়া অথবা গোমরাহ হওয়া। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী رحمة الله عليه-এর মৃত্যুর সময় যখন সন্নিকট হয় শয়তান আসে। ঐ সময় শয়তান পুরো পুরি চেষ্টা করছে যে কোন উপায়ে তাঁর ঈমান হারা হয়ে যায়। যদি ঐ সময় ফিরে যায় তাহলে পুণরায় কখনো ফিরে আসবে না। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আপনি আজীবন তর্ক বির্তক ও গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন, আল্লাহ তায়ালাকেও চিনেছেন। তিনি বলেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ এক। সে বলে, তার প্রমাণ কী? তিনি একটি দলিল দেন। ঐ দুষ্ট ফেরেশতাদের প্রশিক্ষক ছিলো। সে ঐ দলিল খন্ডন করে। অবশেষে তিনি ৩৬০টি দলিল উপস্থিত করেন, সে সবগুলো খন্ডন করে দেয়। এখন তিনি ভীষণ চিন্তিত হন ও নিতান্ত নৈরাশ হয়ে যান। তাঁর পীর নজমুদ্দিন কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথাও দুরবর্তী স্থানে অজু করছিলেন। সেখান থেকে তিনি বলেন, তুমি বলছনা কেন আমি প্রভুকে দলিল ছাড়া এক মেনে নিয়েছি। কবির ভাষায়–

آفتاب آمد دلیل آفتاب ❁ گر دلیلے خواہی از وے رو متاب

প্রশ্ন : হুযূর! দূরবীক্ষণ দ্বারা আসমান দৃষ্টি গোচর হয় কিনা?

উত্তর : আমরা নিজ চোখ দ্বারা আসমান দেখছি। দূরবীক্ষণ লাগানো দ্বারা কি অন্ধ হয়ে যায়? দূরবীক্ষণ ব্যতীত দেখছে এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃশ্যনীয় হবে না। আমাদের ঈমান হচ্ছে যে, যা আমরা দেখছি এটিই আসমান।

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَٰهَا وَزَيَّنَّٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿٦﴾

وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

কী তারা নিজেদের উপর আসমান কে দেখে নাই? আমি তা কিভাবে তৈরী করেছি। আমি তাকে কিভাবে সজ্জিত করেছি এবং তাতে কোন ছিদ্র নেই। আমি তাকে দর্শকদের জন্য দর্শনীয় করেছি। তারা কী আসমান দেখে নাই কী রূপ সুউচ্চ করেছি। দার্শনিকরা ও এটি বলছে যে যা দৃশ্যনীয় হচ্ছে এটি আসমান নয়, আসমান স্বচ্ছ বর্ণহীন। (অতঃপর বলেন) তার চাইতে বড় মিথ্যুক কে যাকে কুরআন মিথ্যুক বানায়। (অতঃপর বলেন) মুক্তি সীমাবদ্ধ এই কথার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এক একটি আকিদা এমন শক্ত হত হবে যে, আসমান ও জমিন ঢলে যাবে তবুও সে ঢলবে না। এর সাথে সর্বদা ভয় ও

থাকতে হবে। আলেমগণ বলেন, যার ঈমান হারা হওয়ার ভয় থাকেনা মৃত্যুর সময় তার ঈমান হারা হয়ে যাবে। সৈয়্যিদুনা ওমর ফারুক আজম (رضي الله عنه) বলেন, যদি আসমান থেকে আহবান করা হয় যে, জমিনের উপর বিদ্যমান সমস্ত মানুষকে মাফ করে দেয়া হয়েছে তবে একজন মানুষকে মাফ করা হয় নাই। তা হলে আমি ভয় করব যে, উক্ত ব্যক্তিটি যেন আমি না হই। যদি আহবান করা হয়, জমিনে বিদ্যমান সমস্ত মানুষ দোজখী একজন ব্যতীত। তাহলে আমি আশা করব যে, উক্ত ব্যক্তিটি আমি হব না। ভয় ও আশার মর্যাদা এরূপ মধ্য পন্থায় হতে হবে। (অতঃপর বলেন) ভাল, এটিতো ওমরের অংশ ছিল। তবে কমপক্ষে প্রত্যেক মুসলমানের এতটুকু তো হতে হবে যে, সুস্থতা ও সবলতার সময় প্রবল ভয় থাকা। মৃত্যুর সময় আশা। হাদিস শরীফে আছে- মৃত্যুর প্রতিটি ঝপটা তরবারী হাজার আঘাতের চাইতে কঠিন। ফেরেশতারা আঁকড়ে বসে আছে নতুবা মানুষ ব্যাকুল হয়ে কোথায় পড়ত তার ইয়ত্তা থাকত না। ঐ সময় যদি মায়াজাল্লাহ ঐদিক থেকে অস্বীকৃতি আসে তাহলে ঈমান হারা হয়ে গেল। তাই ঐ সময় বলা হয়, কার কাছে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : যদি আল্লাহ তায়ালার সমি (সর্বশ্রোতা) ও বসির (সর্বদ্রষ্টা) হওয়ার উপর ঈমান থাকত তাহলে কবিরা তো দূরের কথা সগিরা গুনাহও হত না।

উত্তর : ঈমান এক জিনিস, উপস্থিতি অন্য জিনিস। ঈমান পাপসমূহে জড়িয়ে পড়ার বিরোধী নয়। হ্যাঁ, যদি উপস্থিতি হতো তাহলে নিশ্চিত কবিরা গুনাহ দূরে থাক সগিরা গুনাহ ও হতে পারত না। শীর্ষস্থানীয় আউলিয়াদের ও আহার পানাহার ও নিদ্রার সময় এক প্রকারের অলসতা দেয়া হয় নতুবা আহার ও পানাহার সক্ষম হতো না। (অতঃপর বলেন) সাধারণ অলসতা কুফুরী, প্রবল অলসতা অবাধ্যতা। প্রায় স্মরণ বেলায়ত এবং সর্বক্ষণ স্মরণ নবুয়ত। অতঃপর প্রায় স্মরণেও স্তর বিন্যাস আছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ۝٣٧

এটিই হচ্ছে প্রায় স্মরণ সর্বক্ষণ স্মরণ হচ্ছে যেমন হযরত মাওলানা রুমী বলেন-

اہل دنیا کافران مطلق اند ❁ روز و شب در زق زق و در بق بق اند

اہل دنیا چہ کہیں و چہ مہیں ❁ لعنۃ اللہ علیہم اجمعین

چیست دنیا از خدا غافل بدن ❁ نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

প্রশ্ন : হুযূর! সন্তানের প্রতি ভালবাসা তো সন্তানের কারণে হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে কে ভালবাসেন?

উত্তর : আলহামদুলিল্লাহ আমি সম্পদকে সম্পদের কারণে কখনো ভালবাসিনি। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার কারণে সম্পদকে ভালবেসেছি। সন্তানকে সন্তান হিসেবে ভালবাসিনি কেবলমাত্র এ কারণে যে, আত্মীয়তার বন্ধন একটি নেক কর্ম তার উপলক্ষ হলো সন্তান। এটি আমার ঐচ্ছিক কর্ম নয়। আমার স্বভাবজাত কাজ।

প্রশ্ন : হুযূর! স্ত্রী সন্তানের কারণে অধিকাংশ সময় মানুষ পাপে জড়িয়ে পড়ে।

উত্তর : অতঃপর তার কী চিকিৎসা। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۝١٤

-হে ঈমানদারগণ! তোমাদের বিবিগণ, তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের শত্রু তাই তোমরা তাদের থেকে সাবধান হও।

এবং বলছেন-

أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۝١٥

-তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি ফিৎনা স্বরূপ।

এবং বলছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ۝٩

-হে ঈমানদারগণ তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সন্তান সন্ততিরা যেন তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন না করে। যে ঐ রূপ করবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্থ।

একদা হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রাসুল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হন। হুযুর ﷺ বক্ষের সাথে মিলিয়ে নেন এবং বলেন-

إِنَّكُمْ لَتُجْبِنُونَ وَلَتُبَخِّلُونَ

-তোমরা মানুষকে ভীরু করে দাও কৃপণ করে দাও।

যেহেতু স্ত্রী এবং সন্তানদের শত্রু বলা হয়েছে তাই কেউ তাদের কষ্ট দেয়া সঙ্গত মনে করতে পারে। তাই ঐ স্থানে বলেছেন,

وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

-যদি তোমরা ক্ষমা কর মাফ করে দাও বখশিশ করে দাও তাহলে নিশ্চিত আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

প্রশ্ন : স্বর্ণের কারুকার্য করা জুতার বিধান কী?

উত্তর : যদি কারুকার্য মিথ্যা হয় তাহলে সাধারণভাবে মাকরূহ। এমনকি মহিলাদেরও। যদি বাস্তবিক হয় তাহলে চার আঙ্গুলের কম হলে পুরুষদের জন্য জায়েয, তা থেকে বেশী হলে যায়েজ নেই, মহিলাদের জন্য সাধারণভাবে জায়েয।

সংকলক : তালাকের একটি মাসয়ালা আসে। যাতে লিখা আছে যে, যাইদ বলল, আমি আমার স্ত্রীকে তালাককে দিয়েছি। এ প্রেক্ষিতে এরশাদ করেন, কতই না সুন্দর। যদি লেখকের ভুল ধরা হয় তাহলে এক ধরণের হুকুম, যদি ঐ শব্দগুলো শুদ্ধ ধরা হয় তাহলে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। এরূপ বলা- 'আমি আমার স্ত্রীকে তালাককে দিয়েছি'। এর অর্থ হবে এই- "সে নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য অন্যের হস্তান্তর করল।" এতে তালাক পড়বে না। যদি এ রূপ বলে- 'আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি', তাহলে তালাক হয়ে যাবে। মানুষ এভাবে ধোকা দিয়ে প্রশ্ন করে।

প্রশ্ন : শাইখ থেকে প্রকাশ্য এমন কোন কথা প্রকাশিত হবে যা সুন্নাত পরিপন্থী তখন তার থেকে ফিরে যাওয়া কেমন?

উত্তর : হতভাগ্যও শেষ স্তরের গোমরাহী।

প্রশ্ন : যদি যাইদ এক সময় শাইখের উপর আপত্তি করে অন্য সময় লজ্জিত হয়, তাহলে এখনো যাইদের উপর কিছু করণীয় আছে?

উত্তর : اَلنَّدَمُ تَوْبَةُ التَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ।

প্রশ্ন : দুররে মুখতার, কবিরী, সগিরী ইত্যাদিতে লিখা আছে- রুকতে উভয় গোঁড়ালী মিলানো সুন্নাত?

উত্তর : এ কথাটি কোথাও প্রমাণিত নেই। দশবারটি কিতাবে এ মসয়ালাটি লিপিবদ্ধ আছে সবগুলোর গন্তব্যস্থল জাহিদী।

প্রশ্ন : একজন রোগীর গলা ফুলে গেছে তার জন্য কোন দোয়া এরশাদ করুন।

উত্তর : أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ লিখে গলায় লটকিয়ে দাও।

প্রশ্ন : আধুনিক জ্ঞানীরা বলছে, খুৎবা দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, উপদেশ দেয়া। যদি উর্দু ভাষায় পড়া না হয় তাহলে এ উপকারিতা অর্জিত হবে না। তখন মায়াজাল্লাহ খুৎবা অর্থহীন হয়ে যাবে?

উত্তর : সাহাবাদের যুগে অনারবে অনেকগুলো শহর আবাদ হয়েছে, হাজার হাজার মিম্বর তৈরী করা হয়েছে, কয়েক হাজার মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। কোথাও বর্ণনা নেই যে, সাহাবারা তাদের ভাষায় খুৎবা দিয়েছেন। কেননা তারা জানতেন যে, হুযূর ﷺ অবগত আছেন অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়ের ও ঘটনাবলীর। হুযূরের জানা ছিলো হিন্দি, হাবশী, রুমী, অনারবী প্রত্যেক ভাষাভাষী মুসলমান হবেন। আরবী বুঝবেন না। কখনো অনুমতি দেন নাই যে, তাদের ভাষায় খুৎবা পড়া হবে। স্বয়ং নবীর দরবারে রুমী, হাবশী, অনারবী সদা সর্বদা আসতেন। আরবী একটি অক্ষর ও বুঝতেন না। তবে কোথাও প্রমাণ নেই যে, হুযূর তাদের ভাষায় খুৎবা দিয়েছেন অথবা কিছু আরবীতে এবং কিছু তাদের ভাষায়। খুৎবায় তাদের ভাষার একটি শব্দ ও বর্ণিত হয় নাই।

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴿٧﴾

এখন রইল এই আপত্তি, তাহলে উপদেশের কী উপকারিতা রইল? তার উত্তর এই দু'পয়সার চাকুরীর জন্য পূর্ণ জীবনটা ইংরেজীতে পরিগণিত করে, আরবী ভাষা যা এত বরকতময় তাতে তাদের কুরআন, তাদের নবী আরবী তার জন্য এটুকু প্রচেষ্টা ও করবেনা যে, খুৎবা বুঝতে পারবে। এ আপত্তি তাদরে বিপক্ষে যায়, খতিবের বিপক্ষের নয়।

প্রশ্ন : وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ এর তাফসীরে عن ولاية علی 'আলীর বেলায়ত' বিশুদ্ধ কিনা?

উত্তর : রাফেজীদের মতে এ তাফসীর বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন : قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ এর অর্থ কী?

উত্তর : তার দু'টি তাফসীর আছে এক. মক্কার কাফেরদের এমন কোন গোত্র নেই যা হুযূরের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখত না। গোত্র প্রীতি আরবদের সৃষ্টিগত উপাদানে রাখা হয়েছে। তারা যে কষ্ট দিচ্ছিল সে সম্পর্কে এরশাদ করেন, অন্য কোন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করো না। আত্মীয়তার দিকে লক্ষ্য করে হুযূর কে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে এই 'কুরবা' দ্বারা উদ্দেশ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গ, সম্মানিত নবী পরিবার। সর্ব অবস্থায় استثناء হচ্ছে منقطع বিচ্ছিন্ন। لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا বাক্যটি সম্পূর্ণ নেতিবাচক বাক্য।

প্রশ্ন : لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ কী হাদিস?

উত্তর : ইমাম তাহাভী 'মায়ানিল আসার' এ উহাকে হাদিস হিসেবে সনদ বিহীন উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন : একটি কাঁচা কবর, প্রত্যেক বার পানি ভর্তি হয়ে যায়। তাতে পাকা আস্তর দিয়ে দিই।

উত্তর : কবর পাকা আস্তর দিয়ে দিলে কোন অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, খুলতে পারবেনা। মৃতকে দাফন করতঃ যখন মাটি দেয়া হয় তখন তা আমানত হয়ে যায় আল্লাহ তায়ালার। তা খুলে ফেলা জায়েয নেই। মৃতের দু'অবস্থা আজাবরত অথবা নি'মতপ্রাপ্ত। যদি আজাবরত হয় তখন দর্শক দেখতে পারে। ফলে সে ব্যথিত ও দুঃখিত হবে কিছুই করতে পারবে না। যদি নি'মত প্রাপ্ত হয় তখন তাতে তার অসন্তুষ্টি থাকবে।[৭৩]

[৭৩]. অধম (সংকলক) বলছে, যদি প্রথম অবস্থা হয় তাহলে অসন্তুষ্টি আরো বেশী হওয়া উচিৎ। অকারণে অন্যায়ভাবে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম বিশেষতঃ মৃতকে কষ্ট দেয়া। তাছাড়া হাদিসের এরশাদ দ্বারা সাব্যস্ত হয় মৃতের কবরে ঠেস লাগানো দ্বারা ও কষ্ট হয়। মায়াযাল্লাহ কেবলমাত্র নিজ প্রবৃত্তির জন্য প্রয়োজন বশতঃ হলে নয়। কবরে কোদাল চালানো কবর খনন করা কি রূপ কষ্টের কারণ হবে। আফসোস! মুসলমানদের কবরস্থানের কি রূপ নাজুক অবস্থা তার উপর যতই ক্রন্দন করা হোক না কেন অনেক কম। কবরের উপর বসে বসে মানুষ ধুমপান করছে। অসামাজিক কাজ করছে। অনর্থক কথা বলছে। গালি দিচ্ছে, অট্টহাসি দিচ্ছে, কেবলমাত্র অমুসলমানরা করছেনা স্বয়ং মুসলমানরাও এ অসৌজন্য মূলক আচরণ করছে; শিশুরা কবরের উপর খেলা ধুলা করছে বরং গাধা ঐ গুলোর উপর শয়ন করছে, মল ত্যাগ করছে, ছাগল শয়ন করছে, মলত্যাগ করছে। "লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহীল আলিয়্যিল আজিম।" মুসলমানগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে চোখ খোলুন। একদিন আপনদেরকেও যেতে হবে। উক্ত মৃতদের জন্য কোন ব্যবস্থা না করলেও নিজেদের জন্য করুন।

আল্লামা তাশ কুবরা জাদাহ এ হাদিসটি দেখেন যে, "আলেমদের দেহ মাটি ভক্ষণ করে না। ঐগুলো নিরাপদ থাকে।" শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল, আমার উস্তাজ একজন বিখ্যাত আলেম তাঁর কবর খোলে দেখব যে, তাঁর দেহ কোন অবস্থায় আছেন। উক্ত কুমন্ত্রণা এতবেশী প্রভাব বিস্তার করলো সত্যি এক সন্ধ্যায় গিয়ে কবর খোলেন ও দেখেন যে, কফনে দাগ পর্যন্ত পড়ে নাই। যখন দেখে ফেলেছ আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুণ। এ সময় উভয় চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী 'শরহুচ্ছুদুরে' লিখেন যে, জনৈক মহিলা মারা যান দাফন করা হয়, তার স্বামীর তার প্রতি খুব ভালবাসা ছিলো। ভালবাসা বাধ্য করেছে তার কবর খোলে দেখতে তার বি অবস্থা? একজন আলেমের কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, তিনি নিষেধ করেন, মানেন নাই, তাঁকে কবরস্থান পর্যন্ত নিয়ে যান তিনি কয়েকবার নিষেধ করেন তবে তিনি কবর খোলে ফেলেন।

আলেম সাহেব কবরের পার্শ্বে উপবিষ্ট। তিনি নিচে অবতরন করেন দেখেন উক্ত মহিলার পদযুগল পিছন থেকে নিয়ে গিয়ে তার চুলের ঝুটির সাথে বাঁধা হয়েছে। তিনি চাইলেন খোলে দিতে, অনেকবার শক্তি প্রয়োগ করেছেন তবে খোলতে পারেন নাই। আল্লাহ প্রদত্ত গিরা কে খোলতে পারে। উক্ত আলেম সাহেব নিষেধ করেছেন, মানেন নাই। দ্বিতীয়বার পুণঃ শক্তি প্রয়োগ করেছেন আলেম সাহবে পুণঃ নিষেধ করেন দেখ, কল্যাণ হচ্ছে- তাঁকে এই অবস্থায় থাকতে দেয়া। কল্যাণ হচ্ছে তাঁকে এই অবস্থায় রেখে দাও। তিনি বলেন, আর একবার শক্তি প্রয়োগ করে দেখি অতঃপর যা হবে দেখা যাবে। শক্তি প্রয়োগ করছিলেন অবশেষে জমিন ধসে গেল উক্ত পুরুষ ও মহিলা উভয়ই জমিনে তলিয়ে গেল। আল আয়াজু বিল্লাহি তায়ালা।

প্রশ্ন : তারা কে কে যাদের দেহ মাটি ভক্ষণ করবে না?

উত্তর : ১। হাফেজ। শর্ত হচ্ছে কুরআন অনুযায়ী আমল করা। অনেকেই কুরআন তেলাওয়াত করে এবং কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। হাদিসে শরীফে আছে- رُبَّ تَالِى الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ ২। আলেমে দ্বীন। ৩। আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় শহিদ। ৪। ওলি ৫। যিনি অধিক দরূদ শরীফ পড়েন। ৬। ঐ দেহ যা কখনো আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করে নাই। ৭। যে মুয়াজ্জিন পারিশ্রমিক ব্যতীত আযান দেয়। হুযূর এরশাদ করেন, যে পারিশ্রমিক ব্যতীত সাত

বছর কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযান দেয় তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে গেল।

প্রশ্ন : এটি হাদিস- وَكَانَ مُوْسَى وَعِيْسَى حَيَّيْنَ مَا وَسِعَهُمَا إِلاَّ اتِّبَاعِيْ

উত্তর : এটি অভিশপ্ত কাদিয়ানীদের কর্তৃক হাদিসের উপর অপবাদ ও বৃদ্ধি। হাদিসে এতটুকু আছে-

وَكَانَ مُوْسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِيْ.

-যদি মুসা জীবিত থাকতেন, আমার নবুয়তের যুগ পেতেন তাহলে তাঁর জন্য কোন অবকাশ থাকতেন না আমার অনুসরণ ব্যতীত।

অপবাদও দিয়েছেন ফতু ভাগ করেন নাই। তাদের উদ্দেশ্য উক্ত অপবাদ দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ওফাত সাব্যস্ত করা। যখন ওফাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে তাহলে তাদের মতে অবতরন হবে না। তখন অনুরূপ একটির অবতরণ অবশ্যই মানতে হবে অথচ সমুদয় নবীর জীবন প্রকৃত, অনুভূতি জাত ও পার্থিব। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে-

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.

-নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জমিনের উপর নবীগণের পবিত্র দেহ ভক্ষণ করা হারাম করেছেন। তাই আল্লাহ তায়ালার নবী জীবিত, রিজিক প্রাপ্ত।

অন্য একটি বিশুদ্ধ হাদিসে আছে-

اَلْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِيْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ.

-নবীগণ সকলই জীবিত নিজেদের কবরে নামায পড়ছেন।

যদি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ওফাত মেনেও নেয়া হয় তারপর ও তার মৃত্যু বরং সমস্ত নবীর মৃত্যু আসবে। এ মসয়ালাটি অকাট্য সুনিশ্চিত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অবধারিত, তার অস্বীকারকারী বদমাযহাব ও গোমরাহ। অতএব ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিতই, তাঁর অবতরন অসম্ভবই কিভাবে। অতঃপর বলেন, চার জন নবী এমন আছেন যাদের উপর এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যু আসে নাই। দু'জনে আসমানে সৈয়্যদনা ইদরিস আলাইহিস সালাম ও সৈয়্যদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম এবং দু'জন জমিনে সৈয়্যদুনা ইলিয়াছ আলাইহিস সালাম এবং সৈয়্যদুনা খিজির আলাইহিস সালাম। প্রত্যেক বছর হজ্বে এ

দু'জন একত্রিত হন। হজ্ব করেন, হজ্ব শেষে যমযমের পানি পান করেন। ঐ পানি তাদের যথেষ্ট করেন সারা বছরের আহার পানাহার থেকে

প্রশ্ন : সওমে ভেসাল (অনবরত রোজা) হুযূর ﷺ ব্যতীত অন্যের জন্য যায়েজ নেই। সুতরাং যখন তারা সারা বছর আহার পানাহার করেন না তাহলে অনবরত রোজা হয়ে গেল?

উত্তর : রোজার মধ্যে নিয়ত জরুরী, নিয়ত ব্যতীরেকে রোজা হয় না।

প্রশ্ন : আইয়্যামে তাশরিক ও ঈদুল ফিতরে কিছু না কিছু খাওয়া জরুরী?

উত্তর : উক্ত দিনসমূহে রোজা হারাম। খাওয়া জরুরী নয়। এক মাসের রোজা ফরজ। আহার কোন দিনে ফরজ নয়।

প্রশ্ন : রোজার জন্য তো ইফতার করা রুকন। ইফতার ব্যতীত রোজা হবেনা?

উত্তর : রোজার জন্য ইফতার রুকন আবশ্যকীয় অর্থে নয়। রোজা হয়ে যাবে যদিও কখনো ইফতার না করে। ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ রাত আসল রোজা পূর্ণ হয়ে গেল। নামাজের বিপরীত। তাতে নিজ কর্ম দ্বারা বের হয়ে যাওয়া একটি জরুরী কাজ। নামাজই একটি কাজ, তার জন্য এমন একটি কাজ করা দরকার যা দ্বারা জানা যাবে যে, নামাজ শেষ হয়ে গেছে। রোজা হচ্ছে- বর্জন অথবা বিরত থাকা মতান্তর অনুযায়ী। বিরত থাকা অন্তরের কাজ। নামায কেবলমাত্র নিয়ত দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ ছাড়া আদায় হবে না। রোজার মধ্যে কোন কাজ নাই। কেবলমাত্র নিয়ত, কোন কাজের প্রয়োজন নেই। কলব যেরূপ বুঝে ছিলো যে, আমার রোজা এখন বুঝে নিল আমার রোজা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন ইফতার করুক অথবা না করুক রোজা শেষ হয়ে যাবে। (অতঃপর বলেন) মাসয়ালা : ইফতার বিলম্ব করা মাকরূহ। তবে যদি কারো কাছে খাওয়ার না থাকে তখন কি খাবে ইফতার তাদের জন্য রাখা হয়েছে যারা মানবতার ফাঁদে আটকে আছে। আধ্যাত্মিক শক্তি তাদের কাছে নেই। খিজির ও ইলিয়াছ আলাইহিস সালাম-এর উন্নত স্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জিত আছে।

প্রশ্ন : আউলিয়ার পরিচয় কি?

উত্তর : হাদিসে হুযূর ﷺ এরশাদ করেন,

أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ.

-আউলিয়া আল্লাহ ঐ সব লোক যাদের দেখা দ্বারা আল্লাহর স্মরণ আসে।

প্রশ্ন : দুনিয়ার বৃত্ত কত পর্যন্ত?

উত্তর : সাত আসমান এবং সাত জমিন দুনিয়া। এ গুলো ছাড়া সিদরাতুল মুনতাহা, আরশ-কুরসী ও পরকাল। (অতঃপর বলেন) দুনিয়া দৃশ্যনীয় বস্তুগত। পরকাল অদৃশ্য। অদৃশ্যের চাবি সমূহকে 'মাফাতীহ' এবং দৃশ্যজগতের চাবিসমূহকে 'মাকালিদ' বলে। কুরআনে আজিমে এরশাদ হচ্ছে-

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَ

-আল্লাহর কাছেই আছে অদৃশ্যের চাবিসমূহ। ঐ গুলো আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্ত্বাগত) জানে না।

অন্য স্থানে বলেন,

لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ

-আল্লাহর জন্যই আসমান ও জমিনের চাবিসমূহ।

'মাফাতিহের প্রথম অক্ষর 'মীম' শেষ অক্ষর 'হা' এবং মাকালিদের প্রথম অক্ষর 'মীম' আর শেষ অক্ষর 'দাল'। এই অক্ষরগুলো সংযুক্ত করলে পবিত্র নাম হয়ে যায় মুহাম্মদ ﷺ। তা দ্বারা হয়তঃ এ দিকে ইঙ্গিত করছে, অদৃশ্য ও দৃশ্যের চাবি সমূহ সব দেয়া হয়েছে মুহাম্মদ ﷺ-কে কোন কিছু তার হুকুম বহির্ভূত নয়।

دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں

کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہاں نہیں

অথবা এ দিকে ইঙ্গিত হচ্ছে মাফাতিহ মাকালিদ, অদৃশ্য ও দৃশ্য সব গোপনীয় কক্ষে অথবা অনস্তিত্বে তালা বদ্ধ ছিলো। তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ। (চাবি) যা দ্বারা এ গুলোর তালা খোলা হয়েছে এবং আবির্ভাবের ময়দানে আনা হয়েছে। উক্ত পবিত্র সত্তা হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ তিনি যদি আগমন না করতেন তা হলে সব কিছু ঐভাবে অনস্তিত্ব ও গোপনীয় কক্ষে তালা বদ্ধ থেকে যেত।

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

আরজ : হুযূর! কুরসির আকৃতি কী রূপ?

উত্তর : কুরসির আকৃতি শরিয়ত পন্থি ও হাদিস বিশারদগণ কিছুই বলেন নাই। দার্শনিকরা বলেছেন যে, তা অষ্টম আসমান যা সপ্তম আসমানকে পরিবেষ্টন

করেছে। তারাকারাজী তাতে আছে। তবে শরীয়ত এটি বলে না অনুরূফ আরশকে মুর্খ দার্শনিকরা বলছে নবম আসমান এবং তাকে ফলকে আতলাস বলে। তাতে কোন নক্ষত্র নেই। তবে হাদিস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, তা সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন কারী। তাতে ইয়াকুতের (পদ্মরাগমণি) পা আছে। এই সময় চারজন ফেরেশতা তা কাঁধের উপর বহন করছেন কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা বহন করবেন। এটি কুরআন আজিম দ্বারা সাব্যস্ত।

وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبِّكَ فَوۡقَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ ثَمَٰنِيَةٞ

-এবং বহন করবেন আপনার প্রভুর আরশ নিজেদের উপর ঐ দিন আটজন ফেরেশতা।

উক্ত ফেরেশতাগুলোর পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত পাঁচশ বছরের রাস্তা। আয়াতুল কুরসিকে এ কারণে আয়াতুল করসি বলে যে, তাতে কুরসির আলোচনা আছে। وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ তার কুরসি আসমান ও জমিন বিস্তৃত। (অতঃপর বলেন) আসমানের বিস্তৃতি চিন্তায় আসে না। মধ্যবর্তী আসমান যাতে সূর্য আছে তার অর্ধেক ব্যাস নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। পঞ্চম তার থেকে বড়। পঞ্চমের একটি ছোট অংশ যাকে বৃত্তাকার বানানো হলে তা সূর্যের আসমান থেকে বড়। অতঃপর এ তুলনা পঞ্চমের ষষ্ঠের সাথে হবে এবং তার সপ্তমের সাথে। এরূপ যে, একটি বিজন প্রান্তর যার চৌহদ্দি দেখা যায় না। একটি আংটি তথায় পড়ে আছে।

مَا السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُوْنَ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِىِّ اِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ.

এই সাত জমিন ও সাত আসমান কুরসির সাথে এ রূপ যে, একটি বিজন মাঠে আংটা পড়ে আছে। উক্ত সব আরশ, কুরসি, জমিন ও আসমানের বিস্তৃতি এ রূপই। হুযূর ﷺ-এর পবিত্র কলবের মহানত্ব এরূপ। কলব মোবারকের মহানত্বের কোন তুলনাই হয় না রাব্বুল আলামীনের মহানত্বের সাথে এটি অসীম, ওটি সসীম। অসীমের সাথে সসীমের তুলনা অসম্ভব। (অতঃপর বলেন) আউলিয়া–ই কেরাম বলেন,

مَا السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُوْنَ السَّبْعُ فِىْ قَطْرِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ اِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ.

সৈয়্যিদি শরীফ আবদুল আজিজ ﷺ বলছেন, সাত আসমান ও সাত জমিন মু'মিনে কামিলের বিস্তৃত দৃষ্টিতে এরূপ যেমন একটি বিজন মাটে পড়ে আছে একটি আংটা। আল্লাহ্ আকবর যখন গোলামদের এ শান তাহলে হুযূর ﷺ-এর পবিত্র শানকে অনুমান ও কল্পনা করতে পারবে?

প্রশ্ন : সম্মানিত সাহাবাদের ও কশফ হত।

উত্তর : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর গোলাম আউলিয়াদের দৃষ্টির সামনে আরশ থেকে তাহতাস সারা পর্যন্ত হয়। সাহাবাদের শান সম্পর্কে কি আর প্রশ্ন করতে হবে। হাদিসে আছে, হুযূর আকরাম ﷺ জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কিভাবে সকাল করেছ? আরজ করেন, আমি সকাল করেছি যে অবস্থায় আমি সত্যিকার মু'মিন ছিলাম। এরশাদ করেন, প্রত্যেক দাবীর একটি দলীল হয় যা দ্বারা উক্ত দাবীর সত্যতা সাব্যস্ত হয়। তোমার দাবীর দলিল কী? আরজ করেন, আমি সকাল করেছি এ অবস্থায় যে, আরশ থেকে তাহতাচ্ছারা পর্যন্ত সমুদয় সৃষ্টি আমার দৃষ্টির সামনে। বেহেশতীদেরকে বেহেশতে আনন্দ করতে দেখছি জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে চেঁচামেচি ও শাস্তি পেতে দেখছি। এরশাদ করেন, তুমি পৌছে গেছ, শান্তিতে থাক। (অতঃপর বলেন) অতীত তো অতীত ভবিষ্যৎও তাদের দৃষ্টির সামনে হয়। আউলিয়া-ই কিরাম বলেন, কোন পাতা সবুজ হয় না তবে আরেফের দৃষ্টির সামনে।

প্রশ্ন : হুযূর! যে সব বস্তু এখনো অস্তিত্বে আসেনি ঐ গুলোর অস্তিত্ব সময় ব্যতীরেকে অন্য কোন জিনিসে হয় না। সময়ের মধ্যেই এ সমস্ত শীর্ষস্থানীয় (অলিরা) প্রত্যক্ষ তা করছেন। তাহলে তো সময়ের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়ে গেল?

উত্তর : সময়কে প্রথমে বিদ্যমান মেনে নিবে যখন তাকে বস্তুর পাত্র আধার মেনে নিবে। তা হচ্ছে কল্পনা প্রসূত তার অস্তিত্বই নেই। অস্তিত্ব বস্তুর আধার করেছে। যে আকৃতি উক্ত বস্তু সমূহের হবে ঐগুলো দৃষ্টি গোচর হবে।

প্রশ্ন : যখন দৃষ্টি গোচর হবে ঐ সময় উক্ত বস্তুসমূহের অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই তাহলে ঐ গুলোর আকৃতি কোথা থেকে আসবে? অতএব মানতেই হবে নিজ অস্তিত্বের সময় এগুলোর আকৃতি বিদ্যমান, তাই দৃষ্টি গোচর হয়।

উত্তর : সময় কোন জিনিসের নাম। সময়ও তো নেই। মূলকথা হচ্ছে- আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সময় ও দিকের গন্ডিতে পরিবেষ্টন করে দিয়েছেন। কোন জিনিস সময় ব্যতীত বুঝতে পারি না। মহান প্রভু সময় থেকে পবিত্র তবে তিনি বলছেন। তিনি অনাদিতে ও এ রূপ ছিলেন যেমন বর্তমান আছেন এবং অনন্ত

পর্যন্ত এ রূপ থাকবেন। ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন এ সবগুলো সময়ের উপর ইঙ্গিত করছে। তিনি কাল থেকে পবিত্র। অবিনশ্বরসমূহ যা আছে প্রকৃতপক্ষে তাও কাল থেকে পৃথক, তবে ঐ গুলো সময় থেকে পৃথক হওয়া বিবেক বলবে অন্য কোন মাধ্যমে জানা হয় না।

প্রশ্ন : মুশাব্বিহগণ বলে- يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ এটি এবং এটি ছাড়া যে আয়াত সাদৃশ্যের উপর ইঙ্গিত করে 'মুহকাম'। لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ইত্যাদি পবিত্রতা সূচক আয়াত সমূহ মুতাশাবাহ। অনুরূপ ওয়াহাবীরা বলছে- لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ মুহকাম। অদৃশ্য জ্ঞান সাব্যস্তকারী আয়াতসমূহ মুতাশাবাহ। কদরিয়া বলে, وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ মুহকাম এবং وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ মুতাশাবাহ। জাবারিয়াগণ এর বিপরীত বলে। তার মাপকাঠি কী যা দ্বারা মুহকাম ও মুতাশাবাহ পার্থক্য হয়ে যাবে?

উত্তর : যে আয়াতকে তার প্রকাশ্য অর্থে প্রয়োগের দ্বারা কোন বিবেক জনিত অসম্ভব আবশ্যক হয় তা মুতাশাবাহ। يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ এর প্রকাশ্য অর্থ যদি নেয় তাহলে তার হাত মানল, যখন হাত হলো দেহ ও হলো। প্রত্যেক দেহ সুগঠিত। সমন্বিত বস্তু নিজ অস্তিত্বে নিজের উক্ত অংশসমূহের মুখাপেক্ষী যে গুলো দ্বারা তা সুগঠিত হয়েছে। যতক্ষণ না এ গুলো বিদ্যমান হবে এ বস্তু হতে পারে না। এতে আল্লাহ মুখাপেক্ষী হওয়া আবশ্যক হয়। প্রত্যেক মুখাপেক্ষী নশ্বর, কোন নশ্বর চিরন্তন নয়। যা চিরন্তন হবে না তা খোদা হতে পারে না। এর দ্বারা সরাসরি প্রভূ হওয়ার অস্বীকৃতি হয়ে গেল। এ জন্য প্রমাণিত হয় يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ মুহকাম নয় মুতাশাবাহ এবং لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ মুহকাম। অনুরূপ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهُ কে তার নিজস্ব অর্থের উপর রাখা হলে এ অর্থে হবে যে, কোন প্রকারের অদৃশ্য জ্ঞান কারো নেই আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত। অথচ নবীগণ হাজার হাজার অদৃশ্য জ্ঞান বেহেশত, দোজখ, ফেরশতা, জ্বীন, হিসাব, পূণ্য, আজাব, শাস্তি, মিজান, সিরাত, আরাফ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তাহলে (মায়াজাল্লাহ) প্রভুর মিথ্যা বলা আবশ্যক হয়। তাই জানা হল যে, এগুলো নিজস্ব ব্যাপক প্রকাশ্য অর্থের উপর প্রযোজ্য নয়; বরং ইলমে গায়বের সাব্যস্তকারী আয়াত সমূহ প্রদত্ত জ্ঞানকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর

যখন এ আয়াতে প্রদত্ত ও সত্ত্বাগত জ্ঞানকে সাধারণ ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে এই- সত্ত্বাগত অদৃশ্য জ্ঞানও আল্লাহ ব্যতীত কারো নেই। মায়াজাল্লাহ কত বড় অবাস্তবতা আবশ্যক হল যে, আল্লাহকে অন্য কেউ জ্ঞান দান করেছে। তাহলে আল্লাহ মূর্খ হন। মূর্খতা ত্রুটি। আর যার মধ্যে ত্রুটি আছে সে কখনো প্রভু হতে পারেনা। অতএব প্রভুত্ব থেকেও হাত ধোয়ে ফেলতে হবে। সুতরাং এ আয়াতটি নিজস্ব প্রকাশ্য অর্থের উপর মুহকাম হতে পারেনা। নিজের অর্থের উপর অবশ্যই মুহকাম। অনুরূপ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ কে যদি তার প্রকাশ্য অর্থের উপর রাখ, তাহলে অর্থ হবে, বান্দাগণ নিজেরাই উক্ত কর্মসমূহ সৃষ্টি করছেন। অতএব কুরআনে আজিমে যে প্রশ্ন করা হয়েছে- هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ؟ 'আল্লাহ ছাড়া কী স্রষ্টা আছে?' প্রত্যেক বিবেকবানের কাছে তার জবাব 'না' হবে এবং তার জবাব (মায়াজাল্লাহ) হ্যাঁ'র মধ্যে হবে যে, হাজারের চাইতে অধিক স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত বিদ্যমান আছে। যারা নিজেদের কর্মের নিজেরাই স্রষ্টা। মায়াজাল্লাহ তাহলে প্রকাশিত হয় যে, এটিও মুহকাম নয়। এটিই হচ্ছে মুহকাম।

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿٣٠﴾

বান্দা কোনো ইচ্ছাই করতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছা হবে। আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেন করতে পারবেন। কেউ প্রশ্নকারী নেই যে প্রশ্ন করবে, তুমি এ রূপ করেছ কেন? তিনি স্বাধীন কর্তা। يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ বান্দা যা কিছু করবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন হবে। এতদসত্ত্বেও وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ আপনার প্রভু বান্দাদের উপর অত্যাচারী নহেন, অণুপরিমাণ জুলুমও করবেন না।

প্রশ্ন : সাদৃশ্য শুদ্ধ না পবিত্র?

উত্তর : শুধুমাত্র সাদৃশ্য কুফুরী। শুধুমাত্র পবিত্রতা গোমরাহী। সাদৃশ্যের সাথে অতুলনীয় পবিত্র হচ্ছে হক আকিদা আহলে সুন্নাতের।

প্রশ্ন : সাদৃশ্যের সাথে তুলনীয় পবিত্রতা অর্থ কী?

উত্তর : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ এটি সাদৃশ্যের সাথে অতুলনীয় পবিত্রতা। কেবলমাত্র পবিত্রতা এই, তিনি আমাদের মত দেহ ধারী। তার চোখ ও কান আমাদের মত। মাংস ও চামড়ার সমন্বয়ে গঠিত। তিনি তা দিয়ে

দেখেন, শুনেন এটি কুফুরী। শুধু পবিত্রতা হচ্ছে এই- দেখতে শুনতে তাঁর বান্দার সাথে সাদৃশ্য তাই তাও অস্বীকার করে দেয়া যে, আমরা বলতে পারি না যে, আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন এটি অন্য কিছু গুণাবলী যা দেখেন ও শুনেন দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি গোমরাহী। মূল বিশুদ্ধ আকিদা এই যে, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ এটি পবিত্রতা হয় যে, তার মত কোন জিনিস নেই এবং اللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ সাদৃশ্য দেয়া হলো। যখন শুনা দেখা বর্ণনা করে যে, তাঁর দেখা চোখের, শুনা কানের মুখাপেক্ষী নয়। তিনি যন্ত্র ব্যতীত শুনছেন ও দেখছেন। এটি সাদৃশ্যকে 'না' করা যে, বান্দাদের সাথে যে সাদৃশ্য কল্পনা হয় তা মিটিয়ে দিল। অতএব সারমর্ম তাই বের হয় সাদৃশ্যের সাথে অতুলনীয় পবিত্র। (অতঃপর বলেন) সাদৃশ্যে সাথে অতুলনীয় পবিত্রতা দ্বারা কুরআন পড় ইলম ও কালাম নিশ্চিত তার গুণাবলী। এটি হল সাদৃশ্য তবে তার জ্ঞান, মস্তিষ্ক, আকল এবং কথা জিহ্বার মুখাপেক্ষী নয়। এটি বৈসাদৃশ্য। উক্ত لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ প্রত্যেকের সাথে মিলে এটিই অর্জিত হলো সাদৃশ্যের সাথে অতুলনীয় পবিত্রতা। জীবন তাঁর গুণ, এখন যদি এটি বলা হয় যে, তিনি জীবিত তাঁর মধ্যে অনুরূপ রূহ আছে। আমাদেরই মত তার শিরা উপশিরায় রক্ত চলাচল করে। যেমন অভিশপ্ত সাদৃশ্য বাদীরা বলে তাহলে এটি কুফুরী। যদি তা অস্বীকার করা হয়, যেমন বাতেনী নাস্তিক্যবাদীরা আহবান করে তিনি حَيٌّ لَا كَحَيِّ نُوْرٌ لَا كَنُوْرٍ (তিনি জীবিত, জীবিতদের মত নয়। তিনি জ্যোতি, জ্যোতির মত নয়) এটি স্পষ্টত: গোমরাহী। সত্য হচ্ছে এই তিনি জীবিত, স্বয়ং জীবিত। সমস্ত সৃষ্টির জীবন তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে না রূহ দ্বারা, কেননা রূহ স্বয়ং তাঁর সৃষ্টি, না তিনি মাংস, চামড়া, শোনিত ধারার সমন্বয়ে গঠিত। না তিনি দেহধারী। দেহ, দেহ সম্পন্ন, সময় ও দিক থেকে পবিত্র। এটিই হচ্ছে সাদৃশ্যের সাথে তুলনীয় পবিত্র। (অতঃপর বলেন) মূল হচ্ছে এই শব্দ গুলো তার জন্য তৈরীই করা হয় নাই। শব্দগুলো মাখলুক মাখলুকের জন্য তৈরী করেছে। আল্লাহ তায়ালাকে আলেম, কাদের, মুহী, মুমিত, রাজেক, মুতাকাল্লিম, মু'মিন মুহাইমিন, খালেক, বারী, মুছাব্বীর ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করেন। এ সবগুলো হচ্ছে কর্তা বাচক বিশেষ্য। কর্তাবাচক বিশেষ্য ইঙ্গিত করে নশ্বর, বর্তমান, অথবা ভবিষ্যৎ কালের উপর। তিনি নশ্বর ও কাল থেকে পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা বলছেন- وَيَبْقَى وَجْهُ

رَبُّكَ এ ছাড়া শত শত শব্দ পবিত্র কুরআন ব্যবহার করেছে। যা অতীত অথবা বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎকাল থেকে খালি নয়। তিনি কাল থেকে পবিত্র। কুরআনে বার বার আসছে- بالله ، لله ، على الله ، فى الله ، من الله। আর ب 'বা' আসে মিলানোর জন্য। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র যে, কোন বস্তু তার সাথে মিলতে পারে। 'লাম' আসে উপকারিতার জন্য তিনি তা থেকে পবিত্র যে, কোন বস্তু দ্বারা তার উপকার পৌঁছে على (আ'লা) আসে ক্ষতি অথবা উপরে বুঝানোর জন্য। তিনি তা থেকে পবিত্র যে, কোন বস্তু দ্বারা তাঁর ক্ষতি হবে অথবা তাঁর থেকে উঁচু হবে। فى (ফি) আসে কাল পাত্রের জন্য। তিনি তা থেকে পবিত্র যে, কোন বস্তুর আধার হবে। من 'মিন' আসে শেষের শুরু বুঝানোর জন্য। তিনি তা থেকে পবিত্র যে, তিনি কারো কোন বস্তুর শেষে হবেন। 'ইলা' আসে শেষের শেষ প্রান্ত বুঝানোর জন্য। তিনি তা থেকে পবিত্র যে, তিনি কোন কিছুর প্রান্ত সীমা হবেন। প্রকৃত পক্ষে এসব ক্রিয়াসমূহ, বিশেষ্যসমূহ, অব্যয়সমূহ নিজেদের প্রকৃত অর্থ থেকে রূপান্তর ও পরিবর্তন হয়েছে। (অতঃপর বলেন) এ সবগুলো উক্ত সাদৃশ্যের সাথে অতুলনীয় পবিত্র।

সংকলক : মৌলভী হাশমত আলী সাহেব কাদেরী রজভী লক্ষ্ণৌভীর অন্তরে এ খেয়াল এলো যে, কুরআন আজিমে- يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ অর্থাৎ সৈয়্যিদুনা সুলাইমান عليه السلام-এর জন্য জ্বিন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মিম্ববার এবং ফটো সমূহ তৈরী করতো। এটি প্রমাণিত রীতি যে, পূর্বেকার শরীয়ত সমূহকে যখন প্রভু অস্বীকৃতি ব্যতীত বর্ণনা করেন তা হলে ঐ বিধান সমূহ আমাদের জন্য ও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। ফটোসমূহ সম্পর্কে কুরআন আজিম কোন প্রকারের হারাম সাব্যস্ত করে নাই। ঐ সবগুলো আহাদ, তা কুরআন আজিমকে রহিত করতে পারে না। এ সন্দেহ অন্তরে নিয়ে খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরজ করেন, হুযূর! ফটোর বিধান হারাম সাব্যস্ত হওয়া মুতাওয়াতির দ্বারা হয়েছে?

উত্তর : হ্যাঁ, ফটো হারাম হওয়া মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। তবে ঐ হাদিসসমূহ যে গুলোর দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হচ্ছে ঐ সব গুলো এককভাবে আহাদ তবে সমষ্টিগত ভাবে মুতাওয়াতির দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাই এটি বলা যেতে পারে যে, ফটো হারাম হওয়ার হাদিস অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির। মুতাওয়াতির হাদিস কুরআন আজিমকে রহিত করতে পারে।

যেমন এরূপ হাদিস সমূহ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ কে রহিত করে দিয়েছে।

প্রশ্ন : 'আল্লাহ' শব্দটি যৌগিক না একক?

উত্তর : প্রসিদ্ধ হচ্ছে এই 'আলিফ লাম' নির্দিষ্টের জন্য যা 'ইলাহুন'র সাথে সংযুক্ত হয়েছে। হামজার হরকত লামে দিয়ে তাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। লামকে লামে সন্ধি করে দিয়েছে 'আল্লাহ' হয়ে গেল। দ্বিতীয় অভিমতটি পছন্দনীয় 'আল্লাহ' শব্দটি যৌগিক নয় বরং আপন অবস্থায় নির্দিষ্ট নাম মহান প্রভুর। যেরূপ তাঁর সত্তা অযৌগিক অনুরূপ তার নাম ও অযৌগিক হওয়া চাই। এই অভিমতের সহায়ক হচ্ছে- উক্ত শব্দের ব্যবহার পদ্ধতিও। আহবানের সময় তার 'আলিফ' পড়ে না يا الله (ইয়া আল্লাহ) তে এ রূপ হয় না যে, হামজা এবং আলিফ পড়ে ইয়া লামের সাথে মিলে যাবে। যদি নির্দিষ্টের লাম হতো তাহলে অবশ্যই এ রূপ হতো। কেননা তাঁর হামজা ওয়াসলী (মিলানোর জন্য) হয়। আহুত শব্দটি নির্দিষ্টের আলিফ-লাম যুক্ত হবে। আর منادى يا معرف باللام প্রথমে ايها বৃদ্ধি করে। এখানে তা করা হারাম। যদি অর্থের কল্পনা করে হয় তাহলে কুফুরী। ايها এর অর্থ হয় একটি অস্পষ্ট সত্তা যার বর্ণনা সামনে আছে। আল্লাহ শব্দটি অস্পষ্ট কিভাবে। ঐটি তো সবচেয়ে নির্দিষ্ট। প্রত্যেক বস্তু নির্দিষ্ট করণ তা থেকে হয়ে থাকে। (অতঃপর বলেন) তিনি তো এরূপ প্রকাশ্য যে, তাঁর সীমাহীন প্রকাশ্য হওয়া কারণ হয়ে গেল তার সীমাহীন অপ্রকাশ্য হওয়ার। মূলনীতি হচ্ছে বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত একটি স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত প্রকাশ্য থাকে দৃশ্যনীয় হয়। যখন উক্ত সীমা অতিক্রম করে দৃশ্যনীয় হয় না। সূর্য উদয়ের পর মেঘমালা ইত্যাদিতে থাকে পুরোপুরি দৃশ্যনীয় হয়। ভালভাবে তার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায়। যতই সূর্য উঠতে থাকে, উঁচু হতে থাকে চোখে শর্ষে ফুল দেখা যায়। অবশেষে যখন দিনের মধ্যাহ্নে এসে যায় দৃষ্টি দেয়ার সুযোগই থাকে না। এতদসত্ত্বেও তার বিকাশ একটি সীমাবদ্ধতায় থাকে। এ কারণে যদিও আমরা তা দেখতে পারছি না তার আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারছি। চৌদ্দ তারিখের রাতে যখন সূর্য আমাদের একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় কারো শক্তি নেই যে, সূর্য থেকে আলো গ্রহণের। ঐ সময় চন্দ্র সূর্য ও জমিনবাসীর মধ্যস্ত হয়ে সূর্য থেকে আলো নেয় এবং পৃথিবীতে আলো দেয়। যে চায় যে, এই চন্দ্র থেকে আলো নেব না বরং সূর্য থেকে নেব কখনো নিতে পারবে না। তুলনাহীন মহান প্রভু

খুবই প্রকাশ্য ছিলো। একই কারণে খুবই গোপনীয় ও ছিলো। যাবতীয় সৃষ্টিতে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও ছিল না। তাই আল্লাহ তায়ালা একটি নবুয়তের চন্দ্র তৈরী করেন। প্রভুত্বের সূর্য থেকে আলো নিয়ে সমুদয় সৃষ্টিকে আলোকিত করেন।

عرش تک پھیلی ہے تاب عارض ❁ یوں چمکتے ہیں چمکنے والے

যে চায় মাধ্যমে ব্যতীত উক্ত রেসালতের চন্দ্র থেকে কিছু অর্জন করে নেবে সে যেন আল্লাহর ঘরে ছিদ্র লাগাতে চায়। তাঁর ওসিলা ব্যতীত কোন নিয়ামত, কোন সম্পদ কারো কখনো মিলতে পারেনা। যার মাধ্যমে সমস্ত জগত আলোকিত ও বিদ্যমান তিনি কে? তিনি না হলে জগতের উপর অন্ধকার ও অনস্তিত্ব বিরাজিত হতো? তিনি হচ্ছেন রেসালতের কক্ষ পথের চন্দ্র সৈয়্যিদুনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ। সম্মানিত আলেমগণ বলছেন,

هُوَ خَزَانَةُ السِّرِّ وَمَوْضَعُ نُفُوذَ الاَمْرِ جَعَلَ خَزَائِنُ كَرَمِهِ وَمَوَائِدُ نِعَمِهِ طَوْعُ يَدَيْهِ يُعْطِى مَنْ يَّشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَّشَاءُ لاَ يَنْفُذُ اَمْرٌ اِلاَّ مِنْهُ وَلاَ يَنْقُلُ خَيْرٌ اِلاَّ عَنْهُ.

-হুযূর ﷺ প্রভুর গোপন রহস্যের খনি, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের স্থান। মহান প্রভু নিজ দান ও বদান্যতার খনি, নিজ নি'মতসমূহের দস্তর খান হুযূরের মুষ্টির মধ্যে করে দিয়েছেন। যাকে ইচ্ছে দেবেন এবং যাকে ইচ্ছে দেবেন না। কোন বিধানই কার্যকর হয় না তবে হুযূরের দরবারে পবিত্র দরবার থেকে।

এটিই হচ্ছে অর্থ-

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِي.

-এটি ব্যতীত কিছু নয় যে, আমিই বন্টনকারী এবং আল্লাহ দেবেন।

وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا

وہ ہے جان جان کی ہے بقا وہی بن ہے بن سے ہے بار ہے

প্রশ্ন : এটি কী হাদিস- لَوْلاَكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّةَ

উত্তর : আমি হাদিসে দেখি নাই। হ্যাঁ, সুফীদের কিতাবে এসেছে- لَوْلاَكَ لَمَا اَظْهَرْتُ رَبُوبِيَّتِى এই সব দৃষ্টিতে অর্থ বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ হাদিসের সমার্থক। হাদিস শরীফে আছে-

خَلَقْتُ الْخُلْقَ لأَعْرَفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِىْ وَلَوْ لاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا.

-হে আমার বন্ধু! আমি সৃষ্টিকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে সম্মান ও স্থান আপনার আমার কাছে আছে আমি তাদের তা জানিয়ে দেব। হে আমার হাবিব! যদি আপনি না হন তাহলে আমি দুনিয়াকে সৃষ্টি করতাম না।

অর্থাৎ পরকালকে ও তৈরী করতাম না। কেননা দুনিয়া কর্মক্ষেত্র এবং পরকাল পারিশ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্র না হলে বিনিময় পাওয়ার ক্ষেত্র কোথা থেকে আসত? এটি তো তা থেকে বের হয়। অতঃপর যখন দুনিয়া হত না, আখেরাত হত না তাহলে প্রভুত্ব কিসের উপর প্রকাশিত হত? এটিই হচ্ছে তার অর্থ- হে আমার হাবিব! যদি আপনি না হতেন তাহলে আমি নিজ প্রভুত্ব প্রকাশ করতাম না।

প্রশ্ন : মৃত্যু বিদ্যমান না অবিদ্যমান?

উত্তর : মৃত্যু এবং জীবন উভয়টি বিদ্যমান। কুরআনে আজিম বলছে-

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ۝

-তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, কে তোমাদের সৎকর্ম করে।

মৃত্যু একটি ভেড়ার আকৃতিতে আছ। আজরাঈল আলাইহিস সালাম-এর হস্তগত। যার পার্শ্ব দিয়ে বের হবে সে মরে যাবে। হায়াত একটি ঘোড়কীর আকৃতিতে বিদ্যমান আছে। জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম-এর বাহনের অন্তর্ভূক্ত। যে প্রাণহীনের পার্শ্ব দিয়ে বের হবে তা জীবিত হয়ে যায়। (অতঃপর বলেন) আল্লাহু আকবর এ মৃত্যু এমন জিনিস মহান প্রভু ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পাবে না। যখন আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۝

-যতকিছু ভূমির উপর আছে সব ধ্বংসশীল, বিদ্যমান থাকবেন আপনার প্রভুর অস্তিত্ব যিনি প্রতাপশালী, সম্মানিত।

ফেরেশতাগণ বলেন, আমরা বেঁচে গেলাম যে আমরা জমিনের উপর নেই। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হয়- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে"। ফেরেশতাগণ বলেন, এখন আমরা ও অন্তর্ভূক্ত হলাম। যখন আকাশ ও ভূতল সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেবলমাত্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতাদের মধ্য থেকে জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল, আজরাঈল, আরশ বহনকারী চার ফেরেশতা থাকবেন তখন এরশাদ করবেন এবং তিনি ভালভাবে অবহিত আছেন আজরাঈল। এখন কে বাকী আছেন? আরজ করবেন বাকী আছেন আপনার বান্দা জীবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল, আজরাঈল, এবং আরশ বহনকারী চার জন ফেরেশতা। এরাও ধ্বংস হয়ে যাবেন। বাকী থাকবেন আপনার সম্মানিত অস্তিত্ব। তিনি সর্বদা থাকবেন। এরশাদ করবেন জীবরাঈল'র রূহ কবজ কর। জীবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর রূহ কবজ করবেন। তিনি বিশাল এক পাহাড়ের মত সিজদায় সম্মানিত প্রভুর তসবিহ ও পবিত্রতা পাঠ করতঃ পড়ে যাবেন। অতঃপর বলবেন, আজরাঈল! এখন কে বাকী আছেন? আরজ করবেন, বাকী আছেন আপনার বান্দা মীকাঈল, ইসরাফীল, আজরাঈল এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতা। এরাও ধ্বংস হয়ে যাবেন। বাকী আছেন আপনার সম্মানিত চেহারা এবং তা কখনো ধ্বংস হবে না। বলছেন, মীকাঈলের রূহ কবজ কর। মীকাঈল আলাইহিস সালাম ও এক বিশাল পাহাড়ের মত। এরশাদ করবেন, আজরাঈল! এখন কে বাকী আছেন? আরজ করবেন, বাকী আছেন আপনার বান্দা ইসরাফীল, আজরাঈল এবং আরশ বহনকারীগণ। এরাও ধ্বংস হয়ে যাবেন। বাকী আছেন আপনার সম্মানিত চেহারা এবং তা সর্বদা থাকবেন। এরশাদ করবেন, ইসরাফীলের রূহ কবজ কর। ইসরাফীল আলাইহিস সালাম ও একটি বিশাল পাহাড়ের মত সিজদায় তসবিহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করত পতিত হবেন। অতঃপর বলবেন, আজরাঈল! এখন কে বাকী আছেন? আরজ করবেন, বাকী আছেন আপনার বান্দা আজরাঈল। এরাও ধ্বংস হয়ে যাবেন। বাকী আছেন আপনার সম্মানিত চেহারা, তিনি সর্বদা থাকবেন। বলবেন, আরশ বহনকারীদের রূহ কবজ কর। তারা সকলই অনুরূপ মরে যাবেন। অতঃপর এরশাদ করবেন, আজরাঈল এখন কে বাকী আছেন? আরজ করবেন, আপনার বান্দা আজরাঈল, এও ধ্বংস হবে। বাকী থাকবেন আপনার সম্মানিত চেহরা,

কখনো ধ্বংস হবে না। এরশাদ করবেন, مُتْ মরে যাও। আজরাঈল আলাইহিস সালাম ও এক বিশাল পাহাড়ের মত মহান প্রভুর সম্মুখে সিজদায় তাসবীহ পড়া অবস্থায় পতিত হবেন এবং প্রাণ বের হয়ে যাবেন। ঐ সময় মহান প্রভু ব্যতীত কেউ থাকবেন না। ঐ সময় এরশাদ হবে, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ বর্তমানের রাজত্ব কার? কেউ তো নেই উত্তর দেবে। প্রভু স্বয়ং উত্তর দেবেন, لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আল্লাহ একক পরাক্রম যখন চাইবেন ইসরাফীল আলাইহিস সালাম-কে জীবিত করবেন। তিনি শৃঙ্গায় ফুঁক দেবেন। কিয়ামত সংঘটিত হবে। হিসা-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে। জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পাপী মুসলমানরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। আহবানকারী বেহেশত ও দোজখের মধ্যখানে বেহেশতী ও দোজখীদের আহবান করবেন। দোজখীরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে উঁকি মারতে থাকবে যে, সম্ভবতঃ মুক্তির জন্য আমাদের আহবান করা হয়েছে। বেশেতীরা অত্যন্ত ভয়ের সাথে সংকোচ করবেন, বেহেশতের কক্ষ থেকে উঁকি মারবেন যে, আমাদের কোন ভুল হয়ে গেল কিনা যা দ্বারা দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর মৃত্যুর ভেড়া আনা হবে। জান্নাতীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা একে চিন? সকলেই বলবেন, হ্যাঁ আমরা একে চিনি সে মউত। এরপর জাহান্নামীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা একে চিন? তারা উত্তর দিবে, এটি মউত। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম নিজ হাতে তাকে যবেহ করবেন। তখন জাহান্নামীদের বলা হবে, এখন তোমরা সর্বদা জাহান্নামে থাকো। কখনো মরতে হবে না। সম্পূর্ণ নৈরাশ হয়ে চক্কর লাগাবে। এ ধরনের ব্যথা তাদের কখনো হয় নাই। অতঃপর বেহেশতীদেরকে বলা হবে, এখন তোমরা বেহেশতে সর্বদা থাকো। এখানে কখনো মরতে হবে না। তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে চক্কর লাগাবেন, এমন আনন্দ তাঁদের কখনো সম্ভবতঃ হয় নাই।

প্রশ্ন : 'তারাবীহ' খতমের দিন مُفْلِحُونَ 'মুফলেহুন' পর্যন্ত পড়া কেমন?

উত্তর : সুন্নাত, হাদিস শরীফে এরূপ কাজ যারা করে তাদের কে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে পুণঃ যাত্রাকারীদের অন্তর্ভূক্ত বলেছেন। যখন এক পারা পড়ে শেষ করে শয়তান বলে, এখন সম্ভবতঃ পড়বে না, থেমে যাবে। যখন দ্বিতীয় পারা শেষ করে তখন বলে, এখন সম্ভবতঃ পড়বে না। এভাবে প্রত্যেক পারার ক্ষেত্রে বলে অবশেষে যখন ত্রিশ পারা শেষ হয়ে যায় বলে, এখন পড়বেন না, এখন তো

শেষ হয়েছে। অতঃপর যখন 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পড়ে বলে এ ক্ষান্ত হবে না, পড়তে থাকবে। সে নৈরাশ্য হয়ে যায়, তার আশা ভেঙ্গে যায়।

প্রশ্ন : যে দু'রাকাতের প্রথম রাকাতে قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (কুল আউজু বি রব্বিন্নাস) এবং দ্বিতীয় রাকাতে الٓمٓ الْمُفْلِحُونَ (আলিফ লাম মুফলিহুন) পর্যন্ত পড়া হবে ঐগুলোতে তরতীব বিরোধী আবশ্যক হয়?

উত্তর : কেন আবশ্যক হবে? আউলিয়া-ই কেরাম এক এক রাকায়াতে দশ দশ খতম এবং ঐ গুলোর শেষে কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস পড়ে আলিফ লাম পড়েছেন সম্ভবতঃ।

প্রশ্ন : সূরা এখলাস তারাবীহতে তিনবার পড়া কী রূপ?

উত্তর : মুস্তাহাব। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে যে, সুরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। তাই তিনবার পড়লে পুরা কুরআন পড়ার সওয়াবের আশা করা যায়।

প্রশ্ন : এটিও এসেছে যে, সুরা কাফেরুন কুরআনের এক চতুর্থাংশ তা যদি চারবার পড়ে।

উত্তর : ভালো, মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রচলন আছে সুরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হওয়া হাদিসে মুতাওয়াতিরের মধ্যে আছে এবং সুরা কাফেরুন এক চতুর্থাংশ হওয়া মুতাওয়াতির নয়।

প্রশ্ন : কিছু লোক قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ সুরা এখলাছ শরীফ তিন বার পড়েন এবং প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ উচ্চ স্বরে পড়েন?

উত্তর : একবার বিসমিল্লাহ শরীফ উচ্চ স্বরের পড়া উচিৎ। যেখানে হোক না কেন। চাই আলিফ লাম এর প্রথমে হোক অথবা কুল আউজু বিরাব্বিনাস এর প্রথমে হোক অথবা সুরা এখলাস শরীফের প্রথমে হোক অবশিষ্টগুলো আস্তে পড়বে।

প্রশ্ন : وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

উত্তর : سبع مثانی এর তাফসীর করা হয়েছে সুরা ফাতিহা দ্বারা।

প্রশ্ন : কবরস্থানে উচ্চস্বরে কুরআনুল করিম পড়া কেমন?

উত্তর : এমন স্বরে পড়া মুস্তাহাব যেন মৃতরা শুনে এবং তাদের অন্তর আনন্দিত হয়। না এ রূপ অপছন্দনীয় স্বরে যে, মৃতদের ও বিষন্ন করবে।

প্রশ্ন : দাফনের সময় আযান কেন দেয়া হয়?

উত্তর : শয়তানকে বিতাড়নের জন্য। হাদিসে আছে, আযান যখন হয় শয়তান ৩৬ মাইল পলায়ন করে। হাদিসের ভাষায় এটি আছে- রাওহা পর্যন্ত পালিয়ে যায় এবং রাওহা পবিত্র মদিনার ৩৬ মাইল দুরে অবস্থিত। ঐটি শয়তানের প্রভাব বিস্তারের সময়, যখন মুনকার-নকির প্রশ্ন করবেন- مَنْ رَبُّكَ؟ 'তোমার প্রভুর কে?' এ অভিশপ্ত দুরে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করে নিজের দিকে যে, 'আমাকে বল'। যখন আযান হয় পালিয়ে যায়, কুমন্ত্রণা দিতে পারে না। অতঃপর প্রশ্ন করেন- مَا دِينُكَ؟ 'তোমার ধর্ম কী?' এরপর প্রশ্ন করেন- مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে?' এখন অজানা রয়ে গেল যে, হুযুর স্বয়ং আগমণ করবেন না পবিত্র রওজা শরীফের পর্দা তুলে দেয়া হবে। শরীয়ত কোন প্রকারের ব্যাখ্যা দেয় নাই। যেহেতু পরীক্ষার সময় সেহেতু هَذَا النَّبِيُّ বলবেন না هَذَا الرَّجُلُ বলবেন।

প্রশ্ন : এ জমিন কিয়ামতের দিন অন্য জমিন দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, এই জমিনও আসমান অন্য জমিন ও আসমান দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া কুরআন আজিম দ্বারা সাব্যস্ত। এরশাদ হচ্ছে-

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

-যে দিন পরিবর্তন হয়ে যাবে এ জমিন অন্য জমিন দ্বারা এবং আসমান ও এবং উন্মুক্ত হয়ে যাবে (কবরসমূহ থেকে মানুষ) পরাক্রমশালী এক আল্লাহ তায়ালার জন্য।

বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে- সূর্য কিয়ামতের দিন সোয়া মাইলের ব্যবধানে আসবে। সাহাবী যিনি এই হাদিসের বর্ণনাকারী বলছেন আমার জানা নেই যে, মাইল দ্বারা কী স্থানের দুরত্ব উদ্দেশ্য না সুরমা দানির শলাকা উদ্দেশ্য। (অতঃপর বলেন) যদি স্থানের দুরত্ব উদ্দেশ্য হয তাহলেও কত দুরত্ব। সূর্য চার হাজার বছরের দুরত্বে, এরপরও এ দিকে পীঠ দিয়ে আছে। ঐ দিন সোয়া মাইলের ব্যবধানে হবে এবং ঐ দিকে মুখ দিয়ে থাকবে। ঐ দিনের গরম সম্পর্কে প্রশ্ন করার কী থাকবে? উক্ত হাদিসে আছে, জমিনকে লৌহের করে দেয়া হবে। (অতঃপর বলেন) বেহেশত রূপার জমিন হয়ে যাবে। এ জমিন কী ধারণ করবে ঐ সব

মানুষ ও প্রাণীদের যাদের অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদিস শরীফে আছে, দয়াময় জমিনকে প্রসারিত করবেন যেভাবে রুটিকে প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে জমিন গোলাকার আকৃতির উপর গোলক আকৃতি প্রান্তর অন্য প্রান্তের বস্তুর জন্য প্রতিবন্ধক হয়। কিয়ামতের দিন এমন সমতল করে দেয়া হবে যে, একটি আফিমদানা এ প্রান্তে পড়ে থাকলে জমিনের ঐ প্রান্তে থেকে দেখা যাবে। হাদিস শরীফে আছে-

يَبْصُرُهُمُ النَّاظِرُ وَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِيُ.

-দর্শক ঐ সব গুলো দেখবে এবং শ্রবণকারী ঐ সব গুলো শুনবে।

প্রশ্ন : হুযূর ! এটি শুদ্ধ যে, এ জমিন বেহেশতের চিনি করে দেয়া হবে?

উত্তর : আমি দেখি নাই, হ্যাঁ, এটি আছে যে, হাশরের ময়দানে প্রচন্ড গরম হবে, অধিক তৃষ্ণা হবে, দিন দীর্ঘ হবে, ক্ষিধার কষ্ট ও হবে তাই মুসলমানের জন্য জমিন রুটির মত হয়ে যাবে। নিজ পায়ের নিচ থেকে ছিড়বে ও ভক্ষণ করবে।

প্রশ্ন : জনাব ! এটি বিশুদ্ধ যে, কা'বা শরীফ বেহেশতে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, কা'বা শরীফ এবং অপরাপর সব মসজিদ।

প্রশ্ন : জনাব! পবিত্র রওজা শরীফ?

উত্তর : পবিত্র রওজা উত্তম না কা'বা মুয়াজ্জামা?

প্রশ্ন : পবিত্র রওজা।

উত্তর : অতঃপর যখন মফজুল যাবে তাহলে আফজল যাওয়ার কী সন্দেহ আছে? কেবলমাত্র পবিত্র রওজা না সমস্ত নবীদের রওজার মাটিও।

প্রশ্ন : হুযূর আকদাস ﷺ-এর শপথ করে বিপরীত করার দ্বারা কাফ্ফারা আবশ্যক হয়?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : হুযূর আকদাস ﷺ-এর শপথ করা জায়েয?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : কেন? কী বেআদবী?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : সৈয়্যিদুনা সুলাইমান عليه السلام-এর লাঠিতে উঁই পোকা ধরা বিশুদ্ধ।

উত্তর : হ্যাঁ, সৈয়্যিদুনা সুলাইমান عليه السلام জ্বিনদের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করাচ্ছিলেন এবং তাঁর রীতি ছিল এই স্বয়ং দাঁড়িয়ে কাজ নিতেন। যদি তিনি

সেখানে উপস্থিত না থাকেন তাহলে ঐ কারিগর দুষ্টামী করতো। এখনো এক বছরের কাজ বাকী আছে তাঁর ইন্তেকালের সময় এসে গেল। তিনি গোসল করেন নতুন কাপড় পরেন, সুগন্ধি লাগান পূর্বের মত আগমন করেন এবং লাঠির উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে যান। আজরাঈল عليه السلام তাঁর রূহ কবজ করেন, তিনি আগের মত লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম প্রথম জ্বিনদের রাতে বিশ্রাম হতো, এখন দিন রাত সমান তালে কাজ করতে হচ্ছে, হযরত সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। অনুমতি চাওয়ার কারো কাছে হিম্মত ছিল না। নিরূপায় হয়ে বছর ধরে অনবরত রাত দিন কাজ করেছেন। নবীগণের পবিত্র দেহ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ঐ গুলোতে কোন পরিবর্তন আসে না। সুলাইমান عليه السلام-এর পবিত্র দেহ ও অনুরূপ ছিলেন। যখন কাজ সমাপ্ত হয়ে যায় উঁই পোকার প্রতি নির্দেশ হলো সে তাঁর লাঠি ভক্ষণ করা শুরু করে। যখন লাঠি দুর্বল হয়ে যায় তিনি নিচে চলে আসেন। জ্বিন প্রথম প্রথম অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করতেন-

تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾

স্পষ্ট হয়ে গেল, জ্বিনরা যদি অদৃশ্য জ্ঞান জানত তাহলে তারা ভীষণ আযাবে অবস্থান করতনা।

প্রশ্ন : হুযূর! কী পশু পাখিরা ও বুদ্ধি সম্পন্ন?

উত্তর : নিঃসন্দেহে।

প্রশ্ন : ইনসানকে প্রাণীকুল থেকে ব্যবধানকারী 'নাতেক'-ই ছিলো। নাতেক-ই হচ্ছে ব্যবধানকারী। ফছল বা ব্যবধানকারী দু'টি বস্তুর মধ্যে অংশীদার হওয়া অসম্ভব।

উত্তর : এ পার্থক্য কার কাছে, মূর্খ নির্বোধ দার্শনিকদের নিকট প্রত্যেক বস্তু নাতিক তথা বুদ্ধিমান। বৃক্ষ পাথর, দেয়াল সব কিছু বুদ্ধিমান।

قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ ﴿٢١﴾

-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের বুদ্ধিমান করেছেন।

নস সমূহকে তাদের প্রকাশ্য অর্থের উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব। অপ্রয়োজনে ঐ গুলোতে তাভীল করা বাতিল ও শ্রুতময় নয়।

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿٤٤﴾

-কোন বস্তু এমন নেই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও তসবীহ পাঠ করে না তবে তোমরা তাদের তসবীহ বুঝছনা।

প্রত্যেক বস্তু দায়িত্ব প্রাপ্ত হুযূর ﷺ-এর উপর ঈমান আনা ও আল্লাহর তসবীহ পাঠ করার।

প্রশ্ন : كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ দ্বারা ঐ গুলোর নামায পড়া সাব্যস্ত হয়েছে?

উত্তর : প্রথমত: এ আয়াত নির্দিষ্ট পাখিরা ও বিবেকবানদের বিষয়ে আয়াতের পূর্বাংশ হচ্ছে-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴿٤١﴾

-কী নয় যে সব লোক আসমান ও জমিনে আছে এবং পাখিকুল কাতার বন্ধি হয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছে? প্রত্যেকই নিজেদের নামায এবং নিজেদের তসবিহ চিনে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: এ আয়াতে ক্রম ধারাবাহিকতা যথাযথ মেনে নেয়া যে, مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ নিজেদের নামাজ জেনে নিয়েছে পাখিকুল নিজেদের তসবীহ।

তৃতীয়ত: যদি এ আয়াত কে সাধারণ রাখা হয় তাহলে عطف عام على الخاص এর পর্যায়ে পড়বে (সাধারণকে বিশেষের উপর সংযোগ করা) ঝড় বস্তু ও উদ্ভিদের নামাজ হচ্ছে তাদের ঈমান ও তসবীহ। (অতঃপর বলেন) ঐ গুলোতে অবাধ্যতার উপাদান ও আছে। তাদের উপযুক্ত যে শাস্তি হয় তা তাদের দেয়া হবে। আধ্যাত্মিকগণ বলেন, সমস্ত জন্তু তসবীহ পাঠ করে যখনই তসবীহ বর্জন করে ঐ সময়ই তাদের মৃত্যু আসে। প্রত্যেকটি পাতা তাসবীহ পাঠ করে যখনই তসবীহ থেকে অলসতা করে তখনই বৃক্ষ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে যায়। যখন সমাবেশ হলো কাফেরদের পবিত্র মদিনায় যে ইসলামকে সমূলে ধবংস করে দেবে। আহযাব যুদ্ধের ঘটনা- মহান প্রভু সাহায্য করতে ইচ্ছা করেন স্বীয় হাবিবকে। উত্তরী বাতাস কে নির্দেশ দেন "কাফেরদের ধবংস করে দাও।" সে বলে- اَلْحَلَائِلُ لَا يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ 'বিবিগণ রাত্রে বের হয় না'। فَاَعْقَمَ اللهُ تَعَالَى

'ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে বন্ধ্যা করে দেন।' এ কারণে উত্তরের বাতাস দ্বারা বৃষ্টি বর্ষিত হয়না। অতঃপর পূবালী বায়ুকে বলেন, فَقَالَتْ : سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا 'সে আরজ করে, আমি শুনেছি ও আনুগত্য করেছি।' সে গেল এবং কাফেরদের ধবংস শুরু করে। কেবলমাত্র একটি পরিখা মধ্যবর্তী ছিলো। ঐ প্রান্তে মুসলমান ছিলেন। এ প্রান্তে কাফের। এ দিকে সকাল পর্যন্ত বাতি জ্বলতে ছিলো। অন্যদিকে উট বার বার মাইলষ্টোনে গিয়ে থামে। পূবালী বায়ুকে এ নি'মত দিয়েছেন যে, তার সাথেই বৃষ্টি হয়। (অতঃপর বলেন) এক একটি আধ্যত্মিকতা প্রতিটি উদ্ভিদ ও জড় বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাকে চাই তার রূহ বলা হোক বা অন্য কিছু। এটিই হচ্ছে ঈমান ও তসবীহর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। হাদিসে আছে-

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَيَعْلَمُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ إِلاَّ مُرَدَّةُ الْجِنِّ وَالإِنْسِ.

-কোন বস্তু এমন নেই যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল জানে না। অবাধ্য জ্বিন ও মানুষেরা ব্যতীত।

প্রশ্ন : অতঃপর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য বিষয় কী?

উত্তর : বিবেক, শরীয়তের ঐ সব দায়িত্ব কর্তব্য যা দেয়া হয়েছে তাদেরকে (মানুষ) ঐ সব আমানত যা মানুষ উঠিয়ে নিয়েছে।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

-নিঃসন্দেহে আমি আমানত উপস্থাপন করেছি আকাশসমূহ, জমিন এবং পর্বত মালার উপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাকে ভয় করল এবং মানুষ তা তুলে নিল। নিঃসন্দেহে সে নিজ আত্মাকে কষ্টে নিপতিতকারী, মূর্খ।

প্রশ্ন : হুযূর! উক্ত আমানতটি কী ছিলো?

উত্তর : উহাতে মতানৈক্য আছে। আলেমগণ বলছেন, তা হল প্রভু প্রেম। (অতঃপর পূর্বের আলোচনার দিকে মনো নিবেশ করেন।) আলেমগণ বলছেন, যে তার শ্রবণ ও অনুভূতির উপর ঈমান আনবেন না তার ঈমানে ত্রুটি আছে। এরা সকলই তাদের উপর ঈমান এনেছে। কোন জিনিস এমন নেই এমন কি মানুসের তৈরী বস্তুসমূহ যেমন (নিজের ঘড়ি ও ছোট ডিব্বার দিকে ইঙ্গিত করে)

বলেন, এই ঘড়ি, এই ডিব্বা এগুলো মানুষ তৈরী করেছে তবে অনাদিকালে সকল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, হুযূর ﷺ-এর উপর ঈমান আনো। সুতরাং বোধ ও অনুভূতি না থাকলে এই প্রতিশ্রুতি কিভাবে! কুরআনে আজিমে আছে-

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ۝

-বলেন, এসো তোমরা সানন্দে অথবা বাধ্য হয়ে, (ইচ্ছে ছিল না তবে বাধ্য হয়ে চলে এসেছে) তারা বলে, আমরা সানন্দে এসেছি।

যেভাবে তোমার দেহ বুঝেনা ঐ রূহ বুঝে যা উক্ত দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ উক্ত দেহ ও শ্রবণ ও উপলব্ধি সম্পন্ন নয় তবে ঐ রূহানিয়ত সমূহ যা উক্ত দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন : তাহলে পৃথিবীর বিদ্যমান বস্তুসমূহে এই বন্টন প্রাণীকূল উদ্ভিদ, জড়বস্তু সমূহে ভূল প্রমাণিত হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, এটি বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্নদের বিভাজন, প্রকাশ্য দৃষ্টিতে এই বিভাজন শুদ্ধ তবে সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরগণ ভীষণ শত্রু ছিলো। হুযূর আকরাম ﷺ গমন করছিলেন, রাস্তার মধ্যে একটি পাহাড়ে গমন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। পাহাড় থেকে আহবান এলো, হুযূর! আমার কাছে আগমন করবেন না। আমার কাছে নিরাপত্তার কোন স্থান নেই। আমার ভয় হচ্ছে যে, যদি কাফের হুযূরকে আমার উপর পেয়ে যায় ও কষ্ট দেয় তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমার উপর ঐ কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন যা কখনো অবতীর্ণ করেন নাই। সামনে অন্য একটি পর্বত ছিলো সে আওয়াজ দিলো- হে আল্লাহর রাসূল! আমার দিকে আসুন। হুযূর ﷺ তার কাছে গমন করেন। সুতরাং জ্ঞান, উপলব্ধি ও বাকশক্তি না থাকলে এ রূপ কিভাবে হলো। যখন আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۝

-জাহান্নামের জ্বালানি মানুষ এবং পাথর।

(আল আয়াজ বিল্লাহ) পর্বত সমূহ কান্নাকাটি শুরু করল এটি এমন অশ্রু যা দ্বারা নদী প্রবাহিত হয়েছে। (অতঃপর বলেন) প্রত্যাবর্তন করা, বিনম্র হওয়া ভীতি সঞ্চার হওয়া ব্যাপক, প্রাণীকূল, উদ্ভিদ ও জড়বস্তুকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ দাউদ عليه السلام-এর জন্য লৌহ নরম হয়ে যাওয়া তাঁরই নির্দেশে ছিলো। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাতেই মোম হয়ে যেত যেমন ঠান্ডা হয়ে যায় আগুন ইব্রাহীম عليه السلام-এর উপর। আল্লাহ বলেন,

قُلْنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ۝

-হে আগুন শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও, ইব্রাহীম عليه السلام-এর উপর।

يَا نَارُ ব্যাপকভাবে বলেছেন, যতগুলো আগুন ছিলো দুনিয়ার সব শীতল হয়ে গিয়ে ছিলো। জমিনের উপর কোথাও আগুনের চিহ্ন টুকুও ছিল না। এই আগুন এমন শীতল হয়ে গেছে- আলেমগণ বলেছেন, যদি سَلَامًا না বলতেন তাহলে এমন ঠান্ডা হয়ে যেত যে, তার শীতলতা কষ্ট দিত। কয়েক ক্রোশ আশে পাশে উক্ত আগুন ছিলো। কেউ তার পাশ ও ঘেঁষতে পারছিল না। এখন চিন্তায় পড়ে গেল তাকে কিভাবে নিক্ষেপ করা হবে। অভিশপ্ত শয়তান আসে এবং ফাঁদ বানানো শিক্ষা দেয়। ঐভাবে বানিয়ে তাতে ইব্রাহীম عليه السلام-কে বসায়ে নিক্ষেপ কর। যখন তাঁকে ফাঁদে বসায়ে নিক্ষেপ করে, তিনি আগুন বরাবর আসেন হযরত জিব্রাঈল عليه السلام উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, হে ইব্রাহীম! কোন অভাব আছে কী? তিনি বলেন, আপনার কাছে নেই। তাহলে যার কাছে আছে তাকে বলুন। বলেন, তিনি সম্যক অবহিত। প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

প্রশ্ন : এটি নিশ্চিত যে, প্রাণীকূল মাটি হয়ে যাবে। তাহলে তাদের রূহ কোথায় যাবে?

উত্তর : মাটি হয়ে যাবে এটিতো প্রমাণিত। এরপর শরীয়ত আর কিছু বলে নাই। যে সব প্রাণী ক্ষতিকর ঐ গুলো দোজখে কাফেরদেরকে আজাব দেয়ার জন্য যাবে। ঐ গুলোর স্বয়ং কোন কষ্ট হবে না যেভাবে আজাবের

ফেরেশতাদের স্বয়ং কোন কষ্ট হবে না। আসহাবে কাহাফের কুকুর বলয়াম বায়ুর আকৃতিতে বেহেশতে যাবে। বলয়াম ঐ কুকুরের আকৃতি ধারণ করে জাহান্নামে যাবে। সালেহ আলাইহিস সালাম-এর উট এবং আদবার উট বেহেশতে যাবে অবশিষ্ট প্রাণীদের মাটি করে দেয়া হবে ঐ গুলো মাটি হয়ে যেতে দেখে কাফেরগণ বলবেন,

يٰلَيْتَنِي كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

-আহা! আমিও (তাদের মত) মাটি হয়ে যেতাম।

প্রশ্ন : হুযূর! কী বেহেশতে জ্বিনরা যাবে না?

উত্তর : এক অভিমত এই যে, বেহেশতের আশে পাশের স্থান সমূহে থাকবেন, বেহেশতে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসবেন। (অতঃপর বলেন) বেহেশত হচ্ছে আদম আলাইহিস সালাম-এর অবস্থান স্থল, তাঁর সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হবে।

Ya Nabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আল মদিনা প্রকাশনী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. তাফসীরে আমপারা
২. দালায়িলুল খায়রাত
৩. দরূদে মুকাদ্দাস শরীফ
৪. খাসায়িসে মোস্তফা (সা.)
৫. নেজামে মোস্তফা (সা.)
৬. শেফা শরীফ
৭. কালজয়ী তিন তাফসীর
৮. সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রাহ.) জীবনী গ্রন্থ
৯. ফয়সালায়ে পঞ্চ মাসয়ালা
১০. ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব
১১. মা' সাবাতা বিস্ সুন্নাহ
১২. শব্দার্থে আল কুরআন (আমপারা)
১৩. আসরারুল আহকাম (শরয়ী বিধানের গূঢ় রহস্য)
১৪. শম-এ শবেস্তানে রেযা
১৫. খজিনায়ে দরূদ শরীফ
১৬. চারটি হাদিস সম্পর্কে বিভ্রান্তির নিরসন
১৭. হক বাতিলের পরিচয়
১৮. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)
১৯. চট্টগ্রামের বার আউলিয়া জীবনী গ্রন্থ
২০. মালফুজাতে আ'লা হযরত (সম্পূর্ণ)
২১. আল আতায়াল গাউসিয়া ফিল ফতোয়ার রহমানিয়া (ফতোয়া গ্রন্থ)
২২. বাগে খলিল (১ম, ২য় খন্ড)
২৩. বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন
২৪. ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস ও ইসলামী মনীষীদের বাণীসমূহ
২৫. মোনাজাতে মকবুল
২৬. মুকাম্মাল মজমুয়ায়ে ওজায়েফ ও মাসনূন দোয়া সমূহ
২৭. বিষয়ভিত্তিক কুরআন-হাদীস সঞ্চয়ন
২৮. নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা
২৯. জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.)
৩০. ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

Cover Design: ZAHIR
DCW reg. 01818165688